রামায়ণের
চরিতাবলী

রামায়ণের চরিতাবলী

সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬
প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৩
প্রচ্ছদ প্রবীর সেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম
কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৪০ ০০

শ্রদ্ধাস্পদ

স্বর্গত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের উদ্দেশে

সমর্পিত।

সূচী

নিবেদন

কূজন্তং বামবামেতি মধুবং মধুবাক্ষবম্ ।
আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিকে আদি কবি বলা হয। তাঁহাব বচিত অপূর্ব মহাকাব্যেব নাম—'বামাযণ'। বাম হইতেছেন অযন (প্রতিপাদ্য) যে কাব্যেব, তাহাবই সংজ্ঞা 'বামাযণ'। বামাযণ আদি মহাকাব্য। এই গ্রন্থ ব্যাসদেবেব মহাভাবত অপেক্ষা প্রাচীন। মহাভাবতে বামাযণেব বহু ঘটনাব উল্লেখ আছে, কিন্তু বামাযণে মহাভাবতেব কোনও ঘটনাব উল্লেখ নাই।

বাবণবধেব পব বাম অযোধ্যায ফিবিযা আসিযাছেন। বামবাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকলই আপন আপন কর্তব্যপালনে বত। দেবর্ষি নাবদ আপন আশ্রমে তপস্যা ও বেদাধ্যযন কবিতেছেন। এরূপ সমযে একদিন তপস্বী বাল্মীকি দেবর্ষিব আশ্রমে যাইযা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—'মুনিবব, বর্তমান সমযে পৃথিবীতে এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছেন—যিনি সর্বগুণসম্পন্ন, অপবিমিত পবাক্রমেব আশ্রয, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্, দৃঢব্রত, সচ্চবিত্র ও সকল প্রাণীব হিতকাবী। এরূপ কে আছেন—যিনি বিদ্বান্, দক্ষ, প্রিযদর্শন, ধীব, জিতক্রোধ, দ্যুতিমান্ ও অনসূযক। এরূপ কে আছেন—যিনি ক্রুদ্ধ হইলে দেবতাবাও ভয পান। আপনি এরূপ পুরুষকে জানিতে সমর্থ। অনুগ্রহপূর্বক আমাব কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।'

মহর্ষি বাল্মীকি বামেব অসাধাবণ চবিত্রবল ও শক্তি-সামর্থ্যেব কথা অবশ্যই জানিতেন। তথাপি নাবদেব ন্যায সর্বজ্ঞ দেবর্ষিব মুখে বন্ধুপুত্রেব অলোক-সামান্য মাহাত্ম্য শুনিযা পবিতৃপ্তি লাভেব উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ দেবর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা কবিযাছেন।

বাল্মীকিব জিজ্ঞাসাব উত্তবে দেবর্ষি নাবদ ইক্ষ্বাকুবংশজাত বামেব নাম কবিযা তাঁহাব গুণ কীর্তন কবিলেন। তাবপব দেবর্ষি বামেব যৌববাজ্যে অভিষেকেব আযোজন হইতে আবম্ভ কবিযা বাবণবধেব পব অযোধ্যায প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সংক্ষেপে বাল্মীকিব নিকট বর্ণনা কবেন। পবিশেষে নাবদ ভবিষ্যতেব কথা বলিতেছেন—বামবাজ্যে প্রজাবৃন্দ আনন্দিত, পুষ্ট, ধর্মপরায়ণ, নীবোগ ও দুর্ভিক্ষভযশূন্য হইবে। কোন ব্যক্তি আপন পুত্রেব মবণ দেখিবে না, নারীগণ নিত্য সধবা ও পতিব্রতা হইবেন। বাম অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান কবিবেন এবং বহু রাজবংশ স্থাপন কবিবেন। আপন আপন ধর্ম পালনেব নিমিত্ত তিনি প্রজাগণকে নিযুক্ত বাখিবেন। এইভাবে এগাব হাজাব বৎসব বাজত্ব কবিযা তিনি ব্রহ্মলোকে প্রযাণ কবিবেন।

ইহাই নারদবর্ণিত সংক্ষিপ্ত বামাযণ। এই বামচবিতেব আখ্যান অতি পবিত্র ও

পাপনাশক। ইহা পুণ্যজনক ও বেদের সমান। যিনি এই আখ্যান পাঠ করিবেন, তিনি পাপমুক্ত হইবেন।

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১।১।৯৮

মহর্ষি বাল্মীকিকে সংক্ষিপ্ত রামচরিত শোনাইয়া দেবর্ষি নারদ আকাশপথে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। বাল্মীকিও শিষ্য ভরদ্বাজকে সঙ্গে লইয়া জাহ্নবীর সমীপস্থ তমসা-নদীতে স্নানার্থ যাত্রা করিলেন। তমসাতীরে উপস্থিত হইয়া তিনি চারিদিকের নিবিড় বনরাজি দেখিতে দেখিতে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন—অতি নিকটে এক কলকণ্ঠ ক্রৌঞ্চমিথুন (কোঁচবক) বিচরণ করিতেছিল, এক ব্যাধ আসিয়া ক্রৌঞ্চটিকে হত্যা করিল। তাহাকে রক্তাক্তকলেবরে ভূমিলুণ্ঠিত দেখিয়া ক্রৌঞ্চী অতি করুণ বিলাপ করিতেছে। ক্রৌঞ্চটির মাথায় ছিল লাল ঝুঁটি, মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্বক সে প্রণয় প্রকাশ করিতেছিল। ব্যাধের এই নিষ্ঠুর কর্ম দেখিয়া ও ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপ শুনিয়া মহর্ষির হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তখনই তাঁহার মুখ হইতে উচ্চরিত হইল—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥ ১।২।২৫

—নিষাদ, তুমি চিরকাল পতিত থাকিবে। যেহেতু তুমি ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করিয়াছ।

কথাটি উচ্চরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহর্ষির মনে চিন্তা জাগিল—একি? এই ক্রৌঞ্চপক্ষীর শোকে কাতর হইয়া আমি কি কহিলাম? এই পাদবদ্ধ সমান অক্ষরবিশিষ্ট বীণাদি যন্ত্রের সহযোগে গানের যোগ্য বাক্যটি আমার শোকাবেগে উচ্চরিত হইয়াছে। ইহা 'শ্লোক' নামে খ্যাত হউক। শিষ্য ভরদ্বাজ হৃষ্টচিত্তে গুরুর অনুমোদন করিলেন। বাল্মীকির হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ।

তারপর তমসা-নদীতে অবগাহন করিয়া সশিষ্য বাল্মীকি আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি মনে মনে কেবল শ্লোকোৎপত্তির কথাই ভাবিতেছেন। আশ্রমে ফিরিয়া আসার পর প্রজাপতি ব্রহ্মা বাল্মীকির নিকট আবির্ভূত হইলে যথাযোগ্য অর্চনাদির পর মহর্ষি বাল্মীকি তমসাতীরে ক্রৌঞ্চবধ ও তাঁহার উচ্চরিত শ্লোকটির কথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন। ব্রহ্মা স্মিতমুখে কহিলেন—'তোমার এই বাক্যটি শ্লোক নামেই খ্যাত হইবে। আমার ইচ্ছাতেই এই বাণী তোমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। হে ঋষি-সত্তম, তুমি সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি নারদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, সেইরূপ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদের বিষয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল বৃত্তান্ত কীর্তন কর।

যচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি।
ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি ॥
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥ ১।২।৩৫,৩৬

—যাহা তোমার অবিদিত আছে, সেইসকল ঘটনাও বিদিত হইবে। তোমার এই কাব্যে কোন কথাই মিথ্যা হইবে না। যতকাল গিরি ও নদীসকল পৃথিবীতে অবস্থান করিবে, ততকাল রামায়ণকথাও পৃথিবীতে প্রচারিত থাকিবে। তোমার কীর্তিও সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

এই আদেশ দিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

মহর্ষি যোগবলে রামসম্বন্ধী সকল বৃত্তান্তই দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। তারপর

চতুর্বিংশৎসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্ ॥ ১।৪।২

—ঋষি চব্বিশ হাজার শ্লোক, পাঁচ শত সর্গ এবং ছয় কাণ্ড, তথা উত্তর কাণ্ড রচনা করিয়াছেন।

উত্তরকাণ্ডে কাব্যের সৌন্দর্য পাঠককে তেমন আকর্ষণ করে না, ইহা যেন অনেকাংশে পুরাণশাস্ত্রের মত। লঙ্কাকাণ্ডের অন্ত্য ভাগে গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক প্রশস্তি এবং ফলশ্রুতি রহিয়াছে। উল্লিখিত শ্লোকেও 'ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্'—এই অংশে 'তথা' শব্দের দ্বারা উত্তরকাণ্ডের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। এইসকল কারণে উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রক্ষিপ্ত হইলেও দীর্ঘকাল হইতে এই কাণ্ডটি মূল রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাল্মীকির রচনারূপে মর্যাদা পাইয়া আসিতেছে। কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ মহাকবিগণও উত্তরকাণ্ডকে বাল্মীকির রচনা বলিয়াই মনে করিতেন।

মহর্ষির আশ্রমে জাত রামের পুত্রদ্বয় সুকণ্ঠ মেধাবী কুশ ও লব মহর্ষির নিকট রামায়ণ-গীতি শিক্ষা করিয়া প্রথমতঃ রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞে গুরুর আদেশে এই রামায়ণ গান করিয়াছেন।

রামায়ণের উপক্রমণিকা হইতে জানা যাইতেছে—মহর্ষি বাল্মীকি রামের সমকালীন। তিনি দশরথের সখা ছিলেন। পক্ষান্তরে 'রাম জন্মিবার আগে রামায়ণ' এই প্রবাদ-বাক্যটিও বহুল-প্রচলিত। এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ইহা অবশ্যই সত্য যে, রামায়ণের বিষয়বস্তু কবিকল্পিত নহে।

ভারতীয় সাহিত্যে এবং ভারতের বাহিরে যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতিতেও রামকাহিনী জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। অবশ্য কাহিনীগুলির মধ্যে গুরুতর পার্থক্যও দেখা যায়।

রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বহু গ্রন্থ ও অনুবাদ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও বাল্মীকিকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয় নাই।

রামায়ণে ভারতবর্ষের যে রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অনবদ্য। মানুষের স্নেহ-প্রেম, বিরহ-মিলন, স্বার্থ-প্রবণতা ও পরার্থে আত্মত্যাগ প্রভৃতি কাব্যখানিতে উজ্জ্বল অক্ষরে বিধৃত এবং বিচিত্র কাব্যরসে জারিত। মানবিকতার গুণেই মহাকাব্যখানি ভারতের চিত্তভূমিতে চিরদিনের জন্য স্থান পাইয়াছে। পরবর্তী কোন ভাষার কাব্যগ্রন্থ এই আর্ষ মহাকাব্যখানিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। মহাভারতে ভারতবর্ষ যেভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, রামায়ণে সেইভাবে হয় নাই, পক্ষান্তরে রামায়ণই ভারতচিত্তে প্রতিফলিত হইয়া ভারতের ইতিহাস গঠন করিয়াছে। এইহেতু রামায়ণ আমাদের চিরকালের ইতিহাসও বটে। রামায়ণ গার্হস্থ্য-ধর্মে সমুজ্জ্বল আদর্শ কীর্তন করিতেছে।

বাল্মীকির রাম আদর্শ পুরুষ, স্বয়ং বিষ্ণু হইলেও নরাভিমানী, অবতার হইলেও সুখদুঃখাদির অতীত নহেন। তিনি দিব্যাদিব্য অদ্ভুতকর্মা। সীতা অযোনিসম্ভবা, তাঁহার জন্ম রহস্যপূর্ণ। রাক্ষস, বানর, ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল প্রভৃতির আকৃতি-প্রকৃতিও বিচিত্র। এইসকল বিচিত্রতা কাব্যখানিকে রূপকথার মত আপামর জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পার্বত্যাদি অঞ্চলের তৎকালীন গোষ্ঠীগুলির আকৃতি-প্রকৃতি ও সামাজিক ব্যবহারের পার্থক্য অপরাপর অঞ্চলের অধিবাসীদের কৌতূহলের উদ্রেক করিত। এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁহারা বানরাদি সংজ্ঞায় এই মহাকাব্যখানিতে বর্ণিত হইয়াছেন। পরন্তু বিদ্যাবুদ্ধি এবং চরিত্রবল তাঁহাদের কিছুমাত্র কম নহে। রাক্ষসেরা প্রধানতঃ কাঁচা মাংস

ভোজন কবিলেও তাঁহাদেব সমাজ কোন অংশে ন্যূন ছিল না। মনে হয—তাঁহাদেব অস্বাভাবিক আকৃতিব বর্ণনাব দ্বাবা মহর্ষি হাস্য, অদ্ভুত ও ভয়ানযক বসেব সৃষ্টি কবিযাছেন।

আমাদেব বর্ত্তমান সমাজ আব তখনকাব সমাজ সমান নহে। এখন যে সংস্কাব লইযা আমবা কাব্য ও উপন্যাসাদিব সমালোচনা কবি, বামাযণেব আলোচনায সেই সংস্কাব চলিবে না। বামাযণেব পাত্রপাত্রীব চবিত্র আমাদেব কিৰূপ লাগে, ইহাই বড কথা নহে, ভাবতবাসীব হৃদযাসনে সেই পাত্রপাত্রীগণ কিৰূপ স্থান পাইযাছেন—ইহাই সংযম ও শ্রদ্ধাব সহিত চিন্তা কবিতে হইবে।

ববীন্দ্রনাথ বলিযাছেন—'ভাবতবাসীব ঘবেব লোক এত সত্য নহে, বাম, লক্ষ্মণ, সীতা তাহাব পক্ষে যত সত্য। পবিপূর্ণতাব প্রতি ভাবতবর্ষেব একটি প্রাণেব আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব-সত্যেব অতীত বলিযা অবজ্ঞা কবে নাই, অবিশ্বাস কবে নাই। ইহাকেও সে যথার্থ সত্য বলিযা স্বীকাব কবিযাছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইযাছে। সেই পবিপূর্ণতাব আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত কবিযা বামাযণেব কবি ভাবতবর্ষেব ভক্ত-হৃদযকে চিবদিনেব জন্য কিনিযা বাখিযাছেন। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপবতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইযাছে, তাহাব প্রতি যদি সবল শ্রদ্ধা ও অন্তবেব ভক্তি বক্ষা কবিতে পাবি, তবে আমাদেব কাবখানা ঘবেব বাতাযনমধ্যে মহাসমুদ্রেব নির্মল বাযু প্রবেশেব পথ পাইবে।'

সংস্কৃত সাহিত্যেব কোন গ্রন্থই বামাযণেব ন্যায সবল ও মধুব ভাষায বচিত হয নাই। বামাযণেব প্রসন্নগম্ভীব সবল ভাষাব একটি অলৌকিক সম্মোহনশক্তি বহিযাছে, যাহা অন্যত্র দেখা যায না।

এই মহাগ্রন্থেব অগণিত পাঠক ও শ্রোতা যদিও অনেক পাত্রপাত্রীব চবিতকথা ভক্তিভবে হৃদযে ধাবণ কবিযাছেন, কবিতেছেন ও কবিবেন, তথাপি চবিত্রবিশ্লেষণে মনুষ্যোচিত দোষত্রুটি বিচাবকে একেবাবে ঠেকাইযা বাখা যায না। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাব 'মহাভাবতে' এবং মহাকবি ভবভূতি 'উত্তববামচবিতে' বামচবিতেব সমালোচনা কবিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যেহেতু বামাযণ কিযৎপবিমাণে ধর্মগ্রন্থ এবং ইতিহাস হইলেও প্রধানতঃ মহাকাব্য, বেদাদিব ন্যায প্রভুসম্মিত নহে, সেইহেতু ভবসা কবি—ইহাব পাত্রপাত্রীব চবিত্র-সমালোচনা পাঠকগণেব নিকট ক্ষমার্হ হইবে।

খ্যাতনামা স্বর্গত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশযেব 'বামাযণী কথা'য মাত্র নযটি প্রধান চবিত্র আলোচিত হইযাছে। তাঁহাব সংক্ষিপ্ত আলোচনায অনেক স্থলে বাল্মীকিব বর্ণনাব তাৎপর্য যেন অনুসৃত হয নাই। আমাদেব এই আলোচনা সম্পূর্ণৰূপে বাল্মীকিব বামাযণকে অনুসবণ কবিতেছে, কোন কিছুই লেখকেব কল্পিত নহে।

শ্রীশ্রীসীতাবামদাস ওঁকাবনাথ—প্রবর্তিত আর্যশাস্ত্রে প্রকাশিত বামাযণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইযাছে। উদ্ধৃতি-স্থলে কাণ্ডগুলিব ক্রমিক সংখ্যাব উল্লেখ কবা হইযাছে। যথা ১· আদিকাণ্ড, ২ অযোধ্যাকাণ্ড, ৩ অবণ্যকাণ্ড, ৪ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৫ সুন্দবকাণ্ড, ৬ লঙ্কাকাণ্ড, ৭ উত্তবকাণ্ড।

'কিষ্কিন্ধ্যা' শব্দটিকে য-ফলা-বর্জিতও দেখা যায। সুন্দবকাণ্ডকে সুন্দবাকাণ্ডও বলা হইযা থাকে। সাতটি কাণ্ডেব মধ্যে সুন্দবকাণ্ড সংজ্ঞাটিব অর্থ জানা যায না। একটি প্রাচীন উক্তি আছে—'সুন্দবে সুন্দবং সর্বম্'—সুন্দবকাণ্ডেব সব কিছুই সুন্দব বলিযা এই সংজ্ঞা কবা হইযাছে।

আমাব একান্ত শুভানুধ্যাযী ও সর্ববিধ শুভ সঙ্কল্পে উৎসাহদাতা বিদ্যোৎসাহী স্বর্গত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায মহাশয আমাব 'মহাভাবতেব চবিতাবলী' প্রকাশিত হইবাব পব এই গ্রন্থবচনায আমাকে উদ্বুদ্ধ কবিযাছিলেন। তাঁহাব হাতে গ্রন্থখানি সমর্পণ কবিতে পাবিলাম না, আমাব এই দুঃখ বহিযা গেল।

চট্টোপাধ্যায মহাশযেব প্রবোচনায গ্রন্থেব বিষযবস্তু সঙ্কলনেব প্রাবম্ভেই আমাব 'মহাভাবতেব চবিতাবলী'ব প্রকাশক সদাশয শ্রীযুক্ত মনোবঞ্জন মজুমদাব মহাশযও অনুবোধ জানাইলেন—'বামাযণেব চবিতাবলী'ও আমাকে লিখিতে হইবে। কৃতজ্ঞতাব সহিত স্বীকাব কবিতেছি যে, এই অনুবোধও আমাকে উৎসাহিত কবিযাছে। অধ্যাপনাব অবকাশে দেড বৎসবে গ্রন্থখানি বচনা কবিযা প্রকাশক মজুমদাব মহাশযকে দিযাছিলাম। তিনি বিশেষ তৎপবতাব সহিত গ্রন্থখানি প্রকাশ কবিযা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ কবিযাছেন এবং আমাব আশীর্বাদভাজন হইযাছেন। প্রার্থনা কবি—জগদীশ্বব তাঁহাব কল্যাণ করুন।

বিগত এক বৎসবেব ভিতব এই গ্রন্থেব অন্তর্গত কযেকটি প্রবন্ধ সংক্ষিপ্তৰূপে 'আনন্দবাজাব পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইযাছে। ইহাব ফলে অনেক বিদ্যোৎসাহী পাঠক মুখে এবং পত্রযোগে আমাকে উৎসাহিত কবিযাছেন। আনন্দবাজাবেব সম্পাদক মহাশয ও উৎসাহবর্দ্ধক মহোদযগণেব প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিতেছি।

ভবসা কবি—লেখকেব ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও গ্রন্থখানি বামনামেব মহিমাতেই ভাবতবাসীব নিকট সমাদব লাভ কবিবে।

বাল্মীকিগিবিসম্ভূতা বামসাগবগামিনী।
পুনাতু ভুবনং পুণ্যা বামাযণমহানদী ॥

—বাল্মীকিৰূপ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইযা যে বামাযণৰূপ মহানদী বামৰূপ সাগবে গমন কবিতেছে, সেই পুণ্যা মহানদী ভুবনকে পবিত্র করুক। ইতি—

বামনবমী,
১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।
শান্তিনিকেতন

শ্রীসুখময শর্মা

নিবেদন

দীর্ঘদিন পূর্বেই 'বামাযণেব চবিতাবলী'ব প্রথম প্রকাশিত বইগুলি নিঃশেষিত হইযাছে। অনেক সহৃদয পাঠক-পাঠিকা বইখানিব অভাব অনুভব কবিতেছিলেন। বামাযণেব পাত্রপাত্রীগণকে ভাবতবাসী আপন পবিবাবেব ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও সত্য মনে কবেন।

মহর্ষি বাল্মীকিব সুললিত সংস্কৃত ভাষাব তুলনা নাই। এরূপ প্রসন্নগম্ভীবপদা সবস্বতী আব কোনও মহাকবিব লেখনীতে আজ পর্যন্ত অধিষ্ঠিতা হন নাই। গীতিরূপেই প্রথমতঃ বামাযণেব প্রকাশ। এইহেতু বামাযণ মহাকাব্য হইলেও গীতিকাব্য।

হিন্দুগণেব প্রাতঃস্মবণীয পঞ্চকন্যাকে বামাযণ এবং মহাভাবতেব ভিতবেই পাওযা যায বলিযা বালিপত্নী তাবাকেই পঞ্চকন্যাব ভিতবে গ্রহণ কবিযাছি। কোন কোন গবেষকেব অন্যবিধ সিদ্ধান্তকে গ্রহণ কবিতে পাবি নাই। বামাযণ সম্পর্কে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আজকাল যে-সকল গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত কবিতেছেন, সেইগুলিও আমাদেব আশৈশব সংস্কাবেব বিবোধী বলিযা মানিযা লইতে পাবি নাই। বিশেষতঃ ভাবতীয বৈষ্ণব সম্প্রদাযেব মধ্যে একটি সম্প্রদায ভগবান্ বামেব উপাসক। ইহা মনে বাখিযাই শ্রদ্ধানত চিত্তে বামাযণেব আলোচনা কবা উচিত বলিযা হিন্দুগণ মনে কবেন। শুধু কাব্য বা ইতিহাসরূপেই ইহা আলোচ্য নহে।

আর্ষ মহাকাব্য বামাযণকে হিন্দুগণ ধর্মগ্রন্থরূপেও মান্য কবিযা আসিতেছেন। এই মহাগ্রন্থেব মান্যতা এবং লোকপ্রিযতা কোন দিনই হ্রাস পাইবে না। কল্যাণেব নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যেব ব্রাহ্মণসমাজে সঙ্কল্পপূর্বক আর্ষ বামাযণেব পাবাযণেব ব্যবস্থা বহিযাছে—ইহাও দেখিযাছি।

কবিগুরু ববীন্দ্রনাথ বলিযাছেন—'শান্তবসাম্পদ গৃহধর্মকেই বামাযণ করুণাব অশ্রুজলে অভিষিক্ত কবিযা তাহাকে সুমহৎ বীর্যেব উপব প্রতিষ্ঠিত কবিযাছে।'

চবিত্রগুলিব আলোচনায আমবা মহর্ষি বাল্মীকিব বর্ণনাকে কল্পনাব দ্বাবা ক্ষুণ্ণ না কবিযা বঙ্গভাষায সেই গৃহধর্মকেই দেখাইতে চেষ্টা কবিযাছি। পূর্বেব ন্যায গ্রন্থখানি সহৃদযসমাজে আদৃত হইলেই কৃতার্থ হইব।

'আনন্দ পাবলিশার্স'এব কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানিব দ্বিতীয প্রকাশে উদ্যোগী হইযা আমাব কৃতজ্ঞতাভাজন হইযাছেন। জগদীশ্ববেব চবণে তাঁহাদেব প্রতিষ্ঠানেব শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা কবি। ইতি শম্।

দক্ষিণাযন-সংক্রান্তি,
১৩৯২ বঙ্গাব্দ।
দক্ষিণপল্লী,
শান্তিনিকেতন।

শ্রীসুখময শর্ম্মা

দশরথ

সূর্য-বংশেব প্রখ্যাত মহাবাজ ইক্ষ্বাকুব অধস্তন ত্রযস্ত্রিংশ পুরুষ ছিলেন মহাবাজ অজ। তাঁহাব পুত্র—দশবথ।

উত্তব ভাবতে সবযূ নদীব তীবে কোশল-নামে একটি দেশ আছে। তাহাব উত্তবাংশে অবস্থিত অযোধ্যানগবী ইক্ষ্বাকুবংশেব বাজধানী। এই নগবীব সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য তুলনা-বহিত।[১]

কোন প্রতিপক্ষ এই নগবীকে আক্রমণ কবিতে পাবিতেন না বলিযাই ইহাব নাম দেওযা হয—অযোধ্যা।[২]

দশবথেব বিদ্যাবুদ্ধি অনন্যসাধাবণ। তিনি ছিলেন বেদবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং ধনুর্বেদনিপুণ বীবগণেব সংগ্রাহক ও পবিপোষক। তিনি অতিবথ (দশ হাজাব মহাবথ বীবেব সহিত সংগ্রামে সমর্থ), যাজ্ঞিক এবং ধর্মশীল ছিলেন। তিনি ছিলেন—

মহর্ষিকল্পো বাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
বলবান্নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিযঃ॥ ইত্যাদি। ১।৬।২-৪, ২।৩।২৬

—মহর্ষিতুল্য এবং বাজর্ষি বলিযা ত্রিভুবনে তাঁহাব প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁহাব প্রভূত বল ও অসংখ্য সুহৃৎ ছিল, পবন্তু শত্রু ছিল না। তিনি ছিলেন—জিতেন্দ্রিয। ঐশ্বর্যে তিনি ইন্দ্র ও কুবেবেব সমান।

ন দ্বেষ্টা বিদ্যতে তস্য স তু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন। ৪।৪।৭

—তাঁহাকে কেহ দ্বেষ কবিত না, তিনিও কাহাকে দ্বেষ কবিতেন না, অধিকন্তু পিতামহ ব্রহ্মাব ন্যায সকল প্রাণীকেই দযা কবিতেন।

দশবথ ছিলেন অগ্নিহোত্রী বাজর্ষি। তাঁহাব নিজেব অগ্নিহোত্রগৃহ ছিল।[৩]

মহাবাজ দশবথেব আটজন অমাত্য বা কর্মসচিব ছিলেন। তাঁহাদেব নাম—ধৃষ্টি, জযন্ত, বিজয, সুবাষ্ট্র, বাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল ও সুমন্ত্র। সকলই মন্ত্রণাকার্যে সুনিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ, পূতচবিত্র, বাজকৃত্যে অনুবক্ত এবং বাজাব প্রিযহিত-সাধনে বত ছিলেন। বিশেষতঃ সুমন্ত্র অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ।

ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বামদেব ছিলেন মহাবাজেব পুবোহিত, আব সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কেণ্ডেয ও কাত্যাযন ঋত্বিক্ হইযাও মহাবাজকে সুমন্ত্রণা দিতেন। বংশানুক্রমিক অমাত্যগণ ও ঋত্বিগ্‌গণ এইসকল ব্রহ্মর্ষিগণেব সহিত মিলিত হইযা মহাবাজেব সকল কার্য সম্পাদন কবিতেন। ইঁহাদেব সৌহার্দ অকৃত্রিম বলিযা বহুধা সপ্রমাণ হইযাছে।[৪]

মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অমাত্য সুমন্ত্রেব সহিত দশবথেব সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। (সুমন্ত্রেব বিষয পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।) একস্থানে দেখিতে পাই, দশবথ বশিষ্ঠকে কহিতেছেন—

ভবান্ স্নিগ্ধঃ সুহৃন্মহ্যং গুরুশ্চ পবমো মহান্। ১।১৩।৪

—আপনি আমাব প্রতি পবম স্নেহশীল, আপনি আমাব সুহৃৎ ও মহান্ গুরু।

দশবথেব ভার্যাব সংখ্যা তিনশত বাযান্ন। বামেব অবণ্যযাত্রাব সময তাঁহাদেব সহিত বামাযণ-পাঠকেব সাক্ষাৎকাব ঘটে। সেইস্থলে বলা হইযাছে—

অর্ধসপ্তশতাস্তত্র প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ
কৌশল্যাং পবিবার্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ধৃতব্রতাঃ ॥ ২।৩৪।১২, ২।৩৯।৩৬

—বোদন কবায আবক্তলোচনা ব্রতচাবিণী তিনশত পঞ্চাশজন বাজমহিষী কৌশল্যাকে বেষ্টন কবিযা ধীবে ধীবে মহাবাজেব নিকট গমন কবিলেন।

আমবা বুঝিতে পাবি—কৈকেযী নিশ্চযই তাঁহাদেব মধ্যে ছিলেন না, আব যেহেতু মহিষীগণ কৌশল্যাকে বেষ্টন কবিযা যাইতেছিলেন, সেইহেতু কৌশল্যাকেও এই কথিত সংখ্যা হইতে বাদ দিতে হইবে। অতএব মহাবাজেব ভার্যাব সংখ্যা তিনশত বাযান্ন, তাঁহাদেব মধ্যে বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যাও ছিলেন।[৫]

দশবথ শুধু যে পুত্রকামনাযই এতগুলি বিবাহ কবিযাছিলেন, তাহা মনে হয না। মহর্ষি তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয বলিলেও অন্যবকম কথাও বামাযণে পাওযা যায। সীতা বামেব চবিত্র বর্ণনাপ্রসঙ্গে অত্রিপত্নী অনসূযাকে কহিতেছেন—মহাবাজ দশবথ একবাবমাত্র যে স্ত্রীলোকেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিযাছেন, পিতৃবৎসল ধর্মজ্ঞ বাম সেই স্ত্রীলোকেব প্রতিও সবিনযে মাতৃবৎ ব্যবহাব কবিযা থাকেন।[৬] বৃদ্ধ মহাবাজেব এইপ্রকাব দৃষ্টিপাত পুত্র এবং পুত্রবধূব নিকটও গোপন থাকে নাই।

বাজমহিষীগণেব মধ্যে কৌশল্যাই প্রধান, সুমিত্রা দ্বিতীয এবং কৈকেযী তৃতীয। এই তিন বাজকন্যাই প্রধানতঃ দশবথেব মহিষী।

মহাবাজেব বযস হইযাছে, কিন্তু তিনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত। অনেক তপশ্চবণেও কোন ফল হয নাই। তাঁহাব বাসনা হইল—অশ্বমেধ-যজ্ঞ কবিবেন। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে পাঠাইযা তিনি বশিষ্ঠ বামদেবাদি গুরু-পুবোহিতগণকে আনাইযাছেন এবং তাঁহাদেব নিকট আপন বাসনা ব্যক্ত কবিযাছেন। দ্বিজগণ একবাক্যে মহাবাজেব অভিপ্রাযকে সমর্থন কবিলেন। স্থিব হইল যে, সবযূ-নদীব উত্তবতীবে যজ্ঞমণ্ডপ নির্মিত হইবে। মহাবাজ অন্তঃপুবে গিযা তাঁহাব প্রিযতমা পত্নীগণকে এই সংবাদ দিযা যজ্ঞেব দীক্ষাগ্রহণে নির্দেশ দিলে তাঁহাবাও পবম আহ্লাদিত হইযাছেন।[৭]

মহাবাজেব অশ্বমেধেব সঙ্কল্পেব কথা শুনিযা সুমন্ত্র মহাবাজকে গোপনে কহিলেন—"মহাবাজ, ভগবান্ সনৎকুমাব ঋষিগণেব নিকট আপনাব পুত্রলাভেব কথা বলিযাছিলেন। আমি ঋষিগণেব নিকট হইতে তাহা শুনিযাছি। আপনি শ্রবণ করুন। 'কাশ্যপ ঋষিব পুত্র ঋষি বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডকেব অতি তপস্বী একজন পুত্র জন্মিবেন। তাঁহাব নাম হইবে—ঋষ্যশৃঙ্গ। সেই সমযে অঙ্গদেশেব বাজা হইবেন—বোমপাদ। তাঁহাব দুষ্কর্মেব ফলে অঙ্গবাজ্যে দারুণ অনাবৃষ্টি ঘটিবে। ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আপন বাজ্যে আনযন কবিযা বাজা তাঁহাব কন্যা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গেব পত্নীরূপে দান কবিলে অঙ্গবাজ্যে বাবি বর্ষিত হইবে। এই ঋষ্যশৃঙ্গই দশবথেব পুত্রলাভেব উপায কবিতে পাবিবেন। ইক্ষ্বাকু-বংশেব ধার্মিক বাজা দশবথ অঙ্গবাজ বোমপাদেব সহিত সখ্য স্থাপন কবিবেন। বোমপাদেব নিকট দশবথ আপনাব অভিপ্রায জানাইলেই বোমপাদ সানন্দে তাঁহাব জামাতাকে অযোধ্যায পাঠাইবেন। ঋষ্যশৃঙ্গেব অনুগ্রহে দশবথ চাবিজন বিক্রমশালী পুত্র লাভ কবিবেন।

ভগবান্ সনৎকুমাব অনেক পূর্বে সত্যযুগে এইসকল কথা বলিযাছিলেন। অতএব মহাবাজ স্বযং অঙ্গদেশে যাইযা ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায আনিবাব ব্যবস্থা করুন।"

সুমন্ত্রেব মুখে এই পুবাবার্তা শ্রবণ কবিযা মহাবাজ অতিশয আনন্দিত হইলেন। গুরু

বশিষ্ঠকে সুমন্ত্রকথিত সমস্ত ঘটনা জানাইলে পব তিনিও সানন্দে মহাবাজকে এই বিষযে অনুমতি দিযাছেন। অন্তঃপুবেব মহিলাগণ ও সচিবগণকে সঙ্গে লইযা দশবথ অঙ্গদেশে বোমপাদ সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গও স্ত্রীপুত্রেব সহিত শ্বশুবালযেই অবস্থান কবিতেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গপত্নী শান্তাব কথা বলা প্রযোজন। শান্তা দশবথেব কন্যা। তিনি যে কোন্ মহিষীব গর্ভজাত, তাহা জানা যায না। দশবথেব সখা বোমপাদ তাঁহাব নিকট কন্যাটি যাচ্ঞা কবিলে পব দশবথ দত্তককন্যাৰূপে সখাকে এই কন্যাটি দান কবিযাছিলেন। একমাত্র সন্তানটি সখাকে দান কবা দশবথেব বদান্যতা হইলেও আমাদেব দৃষ্টিতে বিসদৃশ ঠেকিতেছে। উত্তববামচবিতে মহাকবি ভবভূতি এই দানেব কথা বলিযাছেন। কোন কোন বামাযণেও পাওযা যায—বোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গেব সহিত দশবথেব পবিচয কবাইযা দিতেছেন—

অনেন মেহনপত্যায দত্তেযং ববর্ণিনী
যাচতে পুত্রতুল্যোষা শান্তা প্রিযতবাত্মজা।
সোহযং তে শ্বশুবো ব্রহ্মন্ যথৈবাহং তথা নৃপঃ ॥ ১।১১।১৭-এব পবে।

—নিঃসন্তান আমি ইঁহাব নিকট যাচ্ঞা কবিলে পব ইনি তাঁহাব অতি প্রিয পুত্রতুল্যা শান্তানাম্নী এই সুলক্ষণা কন্যাটিকে (দত্তকপুত্রীৰূপে) আমাকে দান কবিযাছেন। হে ব্রহ্মন্, আমাব ন্যায এই নৃপতিও তোমাব শ্বশুব হন।

পবম আনন্দে সখাব গৃহে সাত-আট দিন যাপন কবিযা দশবথ বোমপাদেব নিকট নিজেদেব আগমনেব উদ্দেশ্য ব্যক্ত কবিযাছেন। বোমপাদেব কথায ঋষ্যশৃঙ্গও শান্তা সহ অযোধ্যায যাইতে স্বীকৃত হইযাছেন। দশবথ পবম সম্মানেব সহিত স্ত্রীপুত্র সহ ঋষ্যশৃঙ্গকে লইযা অযোধ্যায ফিবিযা আসিলেন।

দশবথ অনেক দিন ঋষ্যশৃঙ্গকে নানাভাবে সৎকৃত কবিযাছেন। তাঁহাকে প্রসন্ন কবিযা বসন্তকাল আগত হইলে পব মহাবাজ যজ্ঞেব উদ্যোগ কবেন। প্রথমতঃ দেবতুল্য তেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে অবনত মস্তকে প্রণাম কবিযা' বংশবক্ষক সন্তান লাভেব উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কবিতে ববণ কবেন।

এইখানে দেখা যাইতেছে—ক্ষত্রিয শ্বশুব ব্রাহ্মণ জামাতাকে প্রণাম কবিতেছেন।

বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ প্রমুখ মুনি-ঋষিগণ অশ্বমেধেব অশ্ব প্রেবণেব নির্দেশ দিলে মহাবাজেব আদেশে শক্তিশালী পুরুষগণ ও পুবোহিতেব তত্ত্বাবধানে অশ্ব মোচন কবা হইল এবং যজ্ঞসম্ভাব সংগৃহীত হইতে লাগিল। অশ্ব মোচনেব ঠিক এক বৎসব পবে পুনবায বসন্ত কালে[২] মহর্ষি বশিষ্ঠকে যথাবিধি অর্চনা ও প্রণাম কবিযা মহাবাজ তাঁহাকে অশ্বমেধেব প্রধান ঋত্বিকেব পদে ববণ কবেন। বশিষ্ঠেব আদেশে সুমন্ত্র সকল দেশেব বাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ কবিলেন। কযেক দিনেব মধ্যেই নিমন্ত্রিত নবপতিগণ নানাবিধ উপঢৌকন সঙ্গে লইযা অযোধ্যায উপস্থিত হইযাছেন। শত শত জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, শিল্পী, নটনর্তক, এবং অন্যান্য বহুশ্রেণীব ব্যক্তিগণও যজ্ঞে আহূত হইযা সমুপস্থিত। বশিষ্ঠ সানন্দে দশবথকে সকল-কিছু দেখাইলেন। শুভ লগ্নে মহাবাজ মহিষীগণ সহ দীক্ষিত হইযাছেন। সেই যজ্ঞে প্রচুব দান-দক্ষিণা পাইযা সকলই পবিতৃপ্ত হইলেন। দশবথ ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণাস্বৰূপ সমগ্র বাজ্য দান কবেন। দক্ষিণাপ্রাপ্ত ঋত্বিগ্‌গণ মহাবাজকে কহিলেন—'মহাবাজ, আমবা বাজ্যপালনে অসমর্থ, সর্ব্বদা বেদচর্চায নিবত থাকি, আমাদিগকে বাজ্যেব যৎকিঞ্চিৎ মূল্য প্রদান কবিযা আপনাব বাজ্য আপনিই গ্রহণ করুন।' দশবথ তাঁহাদেব কথায বাজ্য পুনর্গ্রহণ

কবিযা তাঁহাদিগকে দশলক্ষ ধেনু, দশকোটি সুবর্ণ ও চল্লিশকোটি বজত দান কবিলেন। দুঃসাধ্য পাপনাশক ও স্বর্গপ্রদ এই অত্যুত্তম অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পন্ন কবিযা দশবথ অতিশয প্রীত হইলেন।

তাবপব ঋষ্যশৃঙ্গ-সমীপে উপস্থিত হইযা দশবথ নিবেদন কবিতেছেন—'হে সুব্রত, যাহাতে আমাব বংশ বক্ষা হয, আপনি সেইরূপ কর্মেব অনুষ্ঠান করুন।' ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তব কবিলেন—'তথাস্তু'।[১০]

দশবথ অশ্বমেধ-যজ্ঞে ববণ কবিবাব উদ্দেশ্যে অঙ্গদেশ হইতে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনযন কবেন নাই। তাঁহাব উদ্দেশ্য ছিল—সেবাযত্নে প্রসন্ন হইযা ঋষ্যশৃঙ্গ স্বেচ্ছায যে অনুষ্ঠান কবিবেন তাহাতেই তাঁহাব বংশ বক্ষিত হইবে। অশ্বমেধেব গৌণ উদ্দেশ্য যদিও পুত্রলাভ, তথাপি দশবথেব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—যদি জন্মান্তবেব বা এই জন্মেব কোন পাপ থাকে, তবে সেই পাপেব বিনাশ। পাপ থাকিলে সৎপুত্রলাভ সম্ভবপব নহে মনে কবিযাই দশবথ অশ্বমেধেব দ্বাবা নিষ্পাপ হইযাছেন। এইবাব তাঁহাব আসল উদ্দেশ্য সফল কবিবাব নিমিত্ত ঋষ্যশৃঙ্গেব নিকট প্রার্থনা কবিলেন।

বেদবিৎ ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুক্ষণ সমাধিস্থ হইযা আপন কর্তব্য বিষযে চিন্তা কবিলেন এবং সমাধি ভঙ্গেব পব মহাবাজকে বলিলেন—'বাজন্, আমি আপনাব পুত্রলাভেব নিমিত্ত অথর্ব-বেদোক্ত মন্ত্রেব দ্বাবা যথাবিধি পুত্রেষ্টি-যজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিব।'

যজ্ঞ আবম্ভ হইল। যজ্ঞভাগ গ্রহণেব নিমিত্ত দেবতাগণ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইযাছেন। দুর্বৃত্ত বাবণেব নিধনেব নিমিত্ত সকল দেবতা বিষ্ণুব শবণাপন্ন হইলে তিনি নিজকে চাবিভাগে বিভক্ত কবিযা মহাবাজ দশবথকেই পিতৃরূপে স্বীকাবপূর্বক মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইবাব সঙ্কল্প ব্যক্ত কবিলেন। দেবতাগণ পুত্রেষ্টিযজ্ঞে আপন আপন ভাগ গ্রহণ কবিযা অন্তর্হিত হইযাছেন।

অতঃপব সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে অতিশয তেজস্বী দিব্যালঙ্কাবভূষিত এক পুরুষ আবির্ভূত হন। তাঁহাব দুই হাতে বিধৃত একটি দিব্যপাযসপূর্ণ স্বর্ণভাণ্ড। সেই জ্যোতির্মষ পুরুষ দশবথকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন—'বাজন্, প্রজাপতি আমাকে পাঠাইয়াছেন। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইযা আপনাকে এই পাযস দিযাছেন। আপনি অনুরূপ ভার্যাগণকে এই পাযস ভক্ষণ কবাইলে তাঁহাদেব গর্ভে পুত্র লাভ কবিবেন। আপনাব এই যজ্ঞ সফল হইবে।'

দশবথ সেই প্রাজাপত্য পুরুষকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম কবিযা সুবর্ণ পাত্রটি শিবে ধাবণ কবিলেন। সেই জ্যোতির্মষ পুরুষও অন্তর্হিত হইলেন।

পাযসপ্রাপ্তিব সংবাদে অন্তপুবেব মহিষীগণেব আহ্লাদেব অন্ত নাই। অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিযা

কৌশল্যাযৈ নবপতিঃ পাযসার্ধং দদৌ তদা।
অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নবাধিপঃ ॥
কৈকেয্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকাবণাৎ।
প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পাযসস্যামৃতোপমম্।
অনুচিন্ত্য সুমিত্রাযৈ পুনবেব মহামতিঃ ॥ ১।১৬।২৭—২৯

—নবপতি পাযসেব অর্ধাংশ কৌশল্যাকে দিলেন। অপব অর্ধাংশেব অর্ধেক (সম্পূর্ণ পাযসেব ১/৪) সুমিত্রাকে দিলেন। অবশিষ্টেব অর্থাৎ ১/৪-এব অর্ধেক (সম্পূর্ণ পাযসেব ৮) কৈকেযীকে দিলেন। পুনবায চিন্তা কবিযা মহামতি নবপতি অবশিষ্ট পাযস (সম্পূর্ণেব ১/৮) সুমিত্রাকে দিলেন।

এই পাযসেব বিভাগ-বিষযক তিনটি শ্লোকেব নানাপ্রকাব অর্থ দেখা যায়। কেহ কেহ বলিযাছেন—কৌশল্যা অর্ধাংশ ও কৈকেযী অর্ধাংশ পাইযাছেন। পবে তাঁহাবা উভযে আপন আপন অংশ হইতে এক চতুর্থাংশ সুমিত্রাকে দিযাছেন। এই মতে কৌশল্যা $\frac{৩}{৮}$, কৈকেযী $\frac{৩}{৮}$ এবং সুমিত্রা $\frac{২}{৮}$ অংশ পাইযাছেন। পবন্তু প্রথমোক্ত বিভাগই সমধিক যুক্তিসঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাহাব পক্ষে অনেক কথা বলিবাব আছে—ভবত যখন বামকে অবণ্য হইতে অযোধ্যায ফিবাইযা আনিবাব নিমিত্ত চিত্রকূটে গেলেন, তখন ভবতেব অনেক অনুনয-বিনযেব উত্তবে বাম বলিতেছেন—

পুবা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতবং তে সমূদ্বহন্।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্ বাজ্যশুল্কমনুত্তমম্॥ ২।১০৭।৩

—ভ্রাতঃ, পূর্বে আমাদেব পিতা যখন তোমাব জননীকে বিবাহ কবেন, তখন তোমাব মাতামহেব নিকট প্রতিজ্ঞা কবিযাছিলেন যে—তাঁহাব (তোমাব মাতামহেব) কন্যাব গর্ভজাত পুত্রকেই বাজ্য দিবেন।

বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, কৌশল্যা বা কৈকেযী—কাহাবও মুখে এই কথা শোনা যায না। দশবথ মুখে কখনও এই কথা কাহাবও নিকট প্রকাশ কবেন নাই। কিন্তু তাঁহাব মনে যে এই প্রতিজ্ঞাব কথা সতত জাগৰূক ছিল—বামেব অভিষেকেব উদ্যোগেব সময তাহা বিশেষৰূপে ধবা পডিবে। ('বামাযণী কথা'য 'দশবথ'-প্রবন্ধের গোডাতেই এই শ্লোকেব যে তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইযাছে, তাহা যথার্থ হইলে এই পাযস-বিভাগ ও বামাভিষেকেব আযোজন সংক্রান্ত অনেক কথাবই অসঙ্গতি ঘটে।)

মহাভাবতে (আদি ৮২।১৬) আছে—

ন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
 ন স্ত্রীষু বাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যযে সর্বধনাপহাবে
 পঞ্চানৃতান্যাহুবপাতকানি॥

—নর্মযুক্ত অর্থাৎ পবিহাস উপলক্ষে মিথ্যাভাষণ দোষেব নহে। স্ত্রীব সহিত কথাবার্তায, বিবাহেব সময আলাপ-আলোচনায, প্রাণনাশেব আশঙ্কাস্থলে এবং সর্বস্ব বিনাশেব আশঙ্কাস্থলে মিথ্যাভাষণে পাপ হয না। শ্রীমদ্ভাগবতেও (৮।১৯।৪৩) আছে—

স্ত্রীষু নর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসাযাং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্॥

কৈকেযী দশবথেব নর্মবিবাহেব ভার্যা। অতএব এই প্রতিজ্ঞাব তেমন গুৰুত্ব নাই।

অতএব শাস্ত্রানুসাবেই সম্ভবতঃ দশবথেব বিবাহকালীন এই প্রতিজ্ঞাব উপব কেহই গুৰুত্ব আবোপ কবেন নাই। কিন্তু দশবথেব মনে এই প্রতিজ্ঞাব জন্য একটা দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁহাব ইচ্ছা—প্রধান মহিষীব গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তাহাকেই বাজ্য দিবেন। বিশেষতঃ ইহা তাঁহাব কুলপ্রথা। এইহেতু সেই সন্তানটিকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবিবাব উদ্দেশ্যে কৌশল্যাকে পাযসেব অর্ধেক দিযাছেন। কৈকেযীব গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তাহাকে অপেক্ষাকৃত হীনবল কবিবাব উদ্দেশ্যেই বুদ্ধিমান্ (মহামতিঃ) দশবথ পুনবায চিন্তা কবিযা (অনুচিন্ত্য) সুমিত্রাকেই অবশিষ্ট অষ্টমাংশ দিযাছেন। মুনি-ঋষিদেব আশীর্বাদ হইতে তিনি জানিযাছেন, তাঁহাব চাবিটি পুত্র জন্মিবে। তিন মহিষী একসঙ্গে চাবিটি পুত্রকে গর্ভে ধাবণ কবিলে একজনেব গর্ভে অবশ্যই যমজ পুত্র জন্মিবে। দশবথ চাহেন না যে, কৈকেযীব দুইটি পুত্র হউক। অতএব চিন্তা কবিযা সুমিত্রাকেই দুইবাব পাযসেব ভাগ দিযাছেন। এইৰূপ অনুমানও কবা

যাইতে পারে। এইস্থলে 'অনুচিন্ত্য' ও 'মহামতিঃ',—এই দুইটি পদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন উঠিবে—দশরথের এইপ্রকার বিভাগ দেখিয়া কৈকেয়ী কি রাগ বা অভিমান করেন নাই? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দেবতার প্রসাদের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ভক্তই কিছু মনে করেন না। উদরপূর্তি প্রসাদ গ্রহণের উদ্দেশ্য নহে। কৈকেয়ীর চরিত্রে মহানুভবতাও প্রচুর। তিনি এই ব্যাপারে কিছুই মনে করেন নাই।

দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্ত্রীপুত্র সহ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথাবিধি সংকৃত হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। যজ্ঞের পর দ্বাদশ মাসে মহারাজ কৌশল্যার কোলে একটি, কৈকেয়ীর কোলে একটি এবং সুমিত্রার কোলে দুইটি পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন। দ্বাদশ দিবসে পুত্রগণের নামকরণ হইল। পরম প্রীত বশিষ্ঠদেব যথাক্রমে নবজাতকদের নাম রাখিলেন—রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। মহারাজ এই উপলক্ষ্যে প্রচুর দানদক্ষিণা করিয়াছেন। পুত্রগণের মধ্যে রামই হইলেন পিতার বিশেষ আনন্দপ্রদ।

তেজস্বী পুত্রগণ অল্প বয়সেই শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও খ্যাতনামা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের বয়স তখনও বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই। একদা দশরথ উপাধ্যায়, মন্ত্রিবর্গ ও বন্ধুগণের সহিত পুত্রদের বিবাহ সম্পর্কে পরামর্শ করিতেছেন—এমন সময় মহামুনি বিশ্বামিত্র মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ পরম ভক্তিভরে মুনির পরিচর্যা করিয়া কহিলেন—

শুভক্ষেত্রগতশ্চাহং তব সন্দর্শনাৎ প্রভো।
ব্রূহি যৎ প্রার্থিতং তুভ্যং কার্য্যমাগমনং প্রতি॥
ইচ্ছাম্যনুগৃহীতোঽহং ত্বদর্থং পরিবৃদ্ধয়ে॥ ১।১৮।৫৬, ৫৭

—প্রভো, আপনার শুভাগমনে আমি পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। আপনাকে দর্শন করিয়া পুণ্যতীর্থে গমনের ফল প্রাপ্ত হইলাম। আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে তাহা পূর্ণ করিয়া অনুগৃহীত হইতে ইচ্ছা করি।

দশরথের সবিনয় বচনে ও প্রতিজ্ঞায় বিশ্বামিত্র প্রীত হইয়া কহিতেছেন—'মহারাজ, আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। মারীচ ও সুবাহু-নামক দুইটি বলবান্ রাক্ষস মাংসরুধিরাদির দ্বারা আমার যজ্ঞবেদিকে অপবিত্র করে। যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় ক্রোধ-প্রকাশ অবিধেয়। এইহেতু তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি না। মহারাজ, আপনার সত্যবিক্রম কাকপক্ষধারী (জুল্‌ফিযুক্ত) জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। রাম রাক্ষসদ্বয়কে বিনাশ করিতে পারিবেন। আমি তাহার নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিব ও তাহাকে রক্ষা করিব।'

মুনির কথা শুনিয়া দশরথ ভয়ে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়াও তিনি নিজের আসনে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কিছুতেই শিশু রামকে সমর্পণ করিতে রাজী নহেন। দশরথ কহিলেন যে, তাঁহার এক অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং মুনির যজ্ঞ রক্ষা করিতে যাইবেন। রাম নিতান্ত বালক, অকৃতবিদ্য এবং যুদ্ধবিশারদ নহেন। তিনি মায়াবী রাক্ষসগণকে কিরূপে নিরস্ত করিবেন?

দশরথ মুনিকে নানা প্রশ্ন করিয়া শুনিতে পাইলেন যে, মহাবিক্রমশালী রাক্ষস রাবণ যখন স্বয়ং যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইতে বিরত হয়, তখনই মারীচ ও সুবাহুকে পাঠাইয়া দেয়। রাবণের নাম শুনিয়াই দশরথের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ভীতির সুরে কহিলেন—

তেন চাহং ন শক্তোঽস্মি সংযোদ্ধুং তস্য বা বলৈঃ। ইত্যাদি।
১/২০/২৩-২৭

—আমিও বাবণ বা তাহাব সৈন্যদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবিতে পাবিব না। এই অবস্থায সংগ্রামে অপটু বালক বামকে কিছুতেই আপনাব হাতে সমর্পণ কবিতে পাবি না। আমি সুহৃদ্‌গণকে সঙ্গে লইয়া আপনাব কথিত বাক্ষসদ্বযেব মধ্যে একজনেব সহিত যুদ্ধ কবিতে যাইব, অথবা বান্ধবগণেব সহিত আমি অনুনয-বিনযে আপনাকে প্রসন্ন কবিব।

দশবথেব পুত্রস্নেহ দেখিযা বিশ্বামিত্র অতিশয ক্রুদ্ধ হইলেন। মহাবাজকে তাঁহাব পূর্বপ্রতিশ্রুতি স্মবণ কবাইযা ভর্ৎসনা কবিলেন। বিশ্বামিত্রেব ক্রোধ দেখিযা মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রমাদ গণিতেছেন। তিনি বিশ্বামিত্রেব তপঃশক্তি ও বলবীর্যেব কথা কীর্তন কবিযা দশবথকে কহিলেন—'মহাবাজ, কোন ভয নাই। বিশ্বামিত্র নিজেই বাক্ষসগণেব নিগ্রহ কবিতে সমর্থ, আপনাব পুত্রেব কল্যাণেব নিমিত্তই তাহাকে লইতে আসিযাছেন।' এবাব দশবথেব ভয দূব হইযাছে। তিনি বশিষ্ঠেব দ্বাবা বাম-লক্ষ্মণকে মাঙ্গলিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কবিযা আশীর্বাদপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রেব হাতে সমর্পণ কবিলেন।"

বিশ্বামিত্রেব যজ্ঞ সম্পন্ন হইযাছে। কযেক দিন পব বিশ্বামিত্রশিষ্য বাম ও লক্ষ্মণ গুরুব সহিত মিথিলাব বাজর্ষি জনকেব যজ্ঞে উপস্থিত হইযাছেন। বাম হবধনু ভঙ্গ কবিযাছেন। বিশ্বামিত্রেব অনুজ্ঞা গ্রহণ কবিযা বাজর্ষি তাঁহাব মন্ত্রিগণকে অযোধ্যায পাঠাইযাছেন। মন্ত্রিগণ বামেব হবধনুভঙ্গ এবং বামেব নিকট জনকেব কন্যা-সম্প্রদানেব সঙ্কল্পেব কথা দশবথেব নিকট সবিনযে নিবেদন কবিযা তাঁহাকে বাজর্ষিব আহ্বান জানাইযাছেন। পবদিন প্রত্যুষেই দশবথ বশিষ্ঠ বামদেব প্রমুখ মুনিঋষিগণকে পুবোবর্তী কবিযা চতুবঙ্গ সৈন্য, আত্মীযবান্ধব ও প্রচুব ধনবত্ন সঙ্গে লইযা মিথিলায যাত্রা কবিযাছেন। তিনি—

গত্বা চতুবহং মার্গে বিদেহানভ্যুপেযিবান্। ১।৬৯।৭

—চাবিদিনে পথ অতিক্রম কবিযা বিদেহনগবে (মিথিলায) উপস্থিত হইলেন।

বাজর্ষি জনক সানন্দে ও সসম্মানে দশবথেব এবং অপব সকলেব অভ্যর্থনা কবিযাছেন এবং পবদিনই যজ্ঞাদি সমাপন কবিযা বাম-সীতাব বিবাহেব প্রস্তাব কবিযাছেন। দশবথ সবিনযে বাজর্ষিকে কহিতেছেন—

প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্মযা পুবা।
যথা বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ তৎ কবিষ্যামহে বযম্॥ ১।৬৯।১৪

—হে ধর্মজ্ঞ, আমি পূর্বে শুনিযাছি যে, দাতাব ইচ্ছানুসাবেই গ্রহীতা দান-গ্রহণ কবেন। অতএব আপনি যেরূপ বলিবেন, আমবা তাহাই কবিব।

এই উক্তিতে দশবথেব সৌজন্য ও বিনয প্রকাশ পাইতেছে। দশবথেব এই সৌজন্য জনককেও বিস্মিত কবিযাছে। উভয পক্ষেব ইচ্ছায বাজর্ষিব দুই কন্যা ও তাঁহাব ভ্রাতা কুশধ্বজেব দুই কন্যাব সহিত বামাদি চাবি ভ্রাতাব বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হইল।

পবদিবসই বিশ্বামিত্র সকলেব নিকট হইতে বিদায লইযা উত্তব পর্বতে প্রস্থান কবিযাছেন। অতঃপব দশবথও বৈবাহিক বাজর্ষিব অনুমোদনক্রমে অযোধ্যা-যাত্রাব উদ্যোগ কবিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদি মুনিগণকে অগ্রবর্ত্তী কবিযা দশবথ যাত্রা কবিযাছেন। পথিমধ্যে ঘোব অমঙ্গলেব সূচনা লক্ষিত হইল। অকস্মাৎ স্কন্ধে কুঠার ও হাতে ধনুর্বাণ ধাবণ কবিযা অতি ভযঙ্কব পবশুবাম আবির্ভূত হইযাছেন। বশিষ্ঠাদি কর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত হইযা তিনি বামেব সহিত যুদ্ধেব অভিপ্রায ব্যক্ত কবেন। তাঁহাব কথা শুনিযাই দশবথেব প্রাণ উডিযা গেল। তিনি যুক্তকবে পুত্রগণেব অভয প্রার্থনা কবিযাও পবশুবামকে শান্ত কবিতে পাবিলেন না। বামেব প্রতাপে পবশুবাম তেজোহীন হইযা পডিযাছেন। বামেব স্তবস্তুতি কবিযা তিনি প্রস্থান কবিলেন। এবাব দশবথ

পুনর্জাতিং তদা মেনে পুত্রমাত্মানমেব চ। ১।৭৭।৫

—(পবশুরাম চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া) নিজেকে ও পুত্র বামকে পুনর্জন্মপ্রাপ্ত মনে কবিলেন।

পবম আনন্দিত দশবথ পুত্র ও পুত্রবধূগণ সহ অযোধ্যায প্রবেশ কবিযাছেন। অযোধ্যানগবী যেন মহাৎসবে উচ্ছ্বল হইয়া উঠিল। নানাবিধ সুখ-সৌভাগ্য ভোগ কবিযা দশবথেব বাব বৎসর কাটিযা গেল। ভবত তাঁহাব মাতামহের আহ্বানে মাতুলালয়ে গিযাছেন; শত্রুঘ্নও তাঁহাব সঙ্গে গিযাছেন।

সর্বপ্রকাব সদ্‌গুণে ভূষিত বাম পিতাব বিশেষ আনন্দপ্রদ, প্রজাগণেব অতি প্রিয় ও লোকপূজ্য হইয়া উঠিযাছেন। অতুলনীয গুণবান্ পুত্রকে দেখিযা দশবথ মনে মনে চিন্তা কবিতেছেন যে, তিনি দীর্ঘকাল বাজ্যভাব বহন কবিযা বৃদ্ধ হইযাছেন, এখন বামকে বাজ্যাভিষিক্ত কবিযা নিশ্চিন্তমনে অবশিষ্ট জীবন যাপন কবিবেন। অবশেষে তিনি মন্ত্রিবর্গেব সহিত পবামর্শ কবিযা বামকে অভিষিক্ত কবিতে স্থিব কবিলেন। তিনি মন্ত্রিবর্গকে কহিযাছেন—

দিব্যন্তবিক্ষে ভূমৌ চ ঘোবমুৎপাতজং ভযম্।
সংচচক্ষেঽথ মেধাবী শবীবে চাত্মনো জবাম্॥ ২।১।৪৩

—স্বর্গে, অন্তবীক্ষে ও ভূতলে নানাপ্রকাব উৎপাত (অমঙ্গলেব লক্ষণ) দেখিযা ভয হইতেছে। আমাব শবীবও জবাগ্রস্ত।

এই কথায় বোঝা যাইতেছে যে, দশবথ স্বীয মৃত্যুব আশঙ্কা কবিতেছেন এবং এইজন্যই সত্বব বামেব হাতে বাজ্যভাব সমর্পণ কবিযা তিনি নিশ্চিন্ত হইতে চান। দশরথ সকল প্রজা ও নানা দেশেব বাজন্যবর্গকে আহ্বান করিযা বাজপুবীতে আনাইয়াছেন এবং তাঁহাদেব যথাযোগ্য অভ্যর্থনা কবিযাছেন। পবন্তু

ন তু কেকযবাজানং জনকং বা নবাধিপঃ।
ত্ববযা চানযামাস পশ্চাৎ তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিযম্॥ ২।১।৪৮

—অতি সত্বব অভিষেক সম্পন্ন কবিতে হইবে বলিযা কেকযবাজ (কৈকেয়ীব পিতা অশ্বপতি) ও জনককে (মিথিলাধিপতি) আনযন কবেন নাই। তাঁহাবা উভযে এই প্রিয় সংবাদ পবে শুনিতে পাইবেন।

ইহাব কাবণ কি? অযোধ্যা হইতে মিথিলা তো খুব দূবে নয, মাত্র চাবিদিনেব পথ। আব পাঞ্জাবে অবস্থিত কেকযবাজ্যই বা কত দূবে। বহু দেশেব নৃপতিগণ আহূত হইয়া আসিতে পাবিলেন, আব শ্বশুব ও বৈবাহিককে আমন্ত্রণ কবা হইল না, যেহেতু সত্বব কাজ সম্পন্ন কবিতে হইবে? কৈকেযীব বিবাহকালে দশবথ যে প্রতিজ্ঞা কবিযাছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা তিনি ভঙ্গ কবিতেছেন বলিযা পাছে বামেব অভিষেকে কোনবূপ বিঘ্ন ঘটে—এই আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তাই এই দুই ঘনিষ্ঠ আত্মীযকে আমন্ত্রণ না কবাব কাবণ বলিযা মনে হয।

কেকযবাজ অশ্বপতিকে আমন্ত্রণ না কবাব কাবণ অনেকটা সুস্পষ্ট। বাজর্ষি জনককে আমন্ত্রণ না কবাব কাবণ অনুসন্ধানে দেখা যায—জনক ও অশ্বপতি উভযই ব্রহ্মবিদ্যাবিশাবদ এবং উভযেব মধ্যে সৌহার্দ ছিল বলিযা অনুমিত হয। (দ্রষ্টব্য—বৃহদাবণ্যকোপনিষৎ ৫।১৪।৮ এবং ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫।১০—১৬)। ধর্মনিষ্ঠ জনক উপস্থিত থাকিলে প্রতিশ্রুতিভঙ্গে দশবথকে বাধা দিতে পাবেন, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাব জামাতা ভবতেব প্রাপ্য বাজ্য আপন জামাতা বাম পাইতেছেন দেখিলে লৌকিক শিষ্টাচাববশতঃ তিনি ভবতেব পক্ষ অবলম্বন কবিবেন—ইহাই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ এইরূপ

আশঙ্কা করিয়াই দশরথ ইঁহাদিগকে আহ্বান করেন নাই।

উপস্থিত আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত রাজসভায় বসিয়া দশরথ সকলকে সম্বোধন করিয়াও কহিতেছেন—

জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে। ইত্যাদি। ২।২।৮-১০

—(আমি দীর্ঘকাল রাজ্যপালন করিয়াছি।) এখন এই জরাজীর্ণ শরীরকে বিশ্রাম দিতে চাই। এইখানে উপস্থিত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করি।

অতঃপর রামের গুণাবলী ও শক্তিসামর্থ্যের উল্লেখ করিয়া মহারাজ কহিতেছেন—'আগামী কল্য প্রাতঃকালেই রামকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতে বাসনা। এই প্রস্তাব যদি সঙ্গত বলিয়া আপনারা মনে করেন, তবে অনুমোদন করিবেন, অন্যথা আমার কি কর্তব্য, তাহা বলিবেন।'

এই প্রস্তাবে সভায় আনন্দসূচক কোলাহল উত্থিত হইল। সকলেই একবাক্যে দশরথকে অনুমোদন করিয়াছেন। এবার দশরথ যেন তাঁহার মনের দুশ্চিন্তার (অশ্বপতির নিকট প্রতিশ্রুতিজনিত) জন্যই পুনরায় সকলকে প্রশ্ন করিতেছেন—'আমি তো ধর্মানুসারে রাজ্যপালন করিতেছি, তথাপি আপনারা কেন রামকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত দেখিতে চান? আপনারা স্পষ্টভাবে নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।'

তখন সকলেই সর্বগুণসম্পন্ন রামের এমনই প্রশংসা করিলেন যে—রাম 'সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিব স্বয়ম্'। মর্ত্যলোকে কাহারও এত গুণ দেখা যায় না। দশরথ পরম প্রীত হইলেন।[১২]

সম্ভবতঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রজামণ্ডলীর অনুমোদন গ্রহণও একটি রাজনীতির খেলা। উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে এইপ্রকার অনুমোদন-লাভ অত্যাবশ্যক নহে। ইহাতেও আমরা যেন দশরথের সেই আশঙ্কারই আভাস পাইতেছি। পরে যদি কেকয়রাজ বা ভরত কোন কথা উত্থাপন করেন, দশরথ বলিতে পারিবেন—বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রজামণ্ডলীর ইচ্ছাতেই তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দশরথ সভাসদ্‌গণকে অভিনন্দিত করিয়া বশিষ্ঠ, বামদেব এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে সর্বসমক্ষে কহিতেছেন—'অতি শোভাময় শুভ চৈত্রমাস উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়েই আপনারা রামের অভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করুন।' সভায় পুনরায় আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাজ বশিষ্ঠের উপর সকল ভার অর্পণ করিলেন। যে-সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, সেইগুলি পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজের অগ্নিহোত্রের গৃহে উপস্থাপিত করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ মন্ত্রিগণকে আদেশ দিয়াছেন। দশরথ সুমন্ত্রকে পাঠাইয়া রামকেও সেই সভায় আনাইলেন। পিতা পুত্রকে অনেক উপদেশ দিয়া পরে কহিতেছেন—'যেহেতু তুমি আপনগুণে প্রজাগণকে অনুরঞ্জিত করিয়াছ—

তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি। ২।৩।৪১

—সেইহেতু পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভলগ্নে যুবরাজপদ লাভ কর।'

সভা ভঙ্গ হইল। সকলই স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। দশরথ স্থির করিলেন—আগামী কাল পুষ্যানক্ষত্রেই রামের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। তিনি পুনরায় সুমন্ত্রকে পাঠাইয়া রামকে অন্তঃপুরে আনাইয়াছেন। প্রণত পুত্রকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্বক মহারাজ কহিলেন—'বৎস, আমি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া অশেষ বাঞ্ছিত বস্তু ভোগ করিয়াছি। বহু অন্নময় প্রচুর দানদক্ষিণাযুক্ত অনেক যজ্ঞ করিয়াছি। বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি এবং

দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ প্রভৃতি হইতেও মুক্ত হইয়াছি। সম্প্রতি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা ব্যতীত আমার আর কোন কৃত্য বাকী নাই। তোমাকে যাহা আদেশ করিব, তাহা অবশ্যই তোমার পালন করা উচিত। প্রজাবর্গ তোমাকে নৃপতিরূপে পাইতে কামনা করিতেছেন। এইহেতু আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। বৎস, আমি অতি অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি। দৈবজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, আমার জন্মনক্ষত্র রবি, মঙ্গল ও রাহুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এইপ্রকার অশুভ যোগ মৃত্যুর সূচক। অতএব আমার চিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তুমি অভিষিক্ত হও। যেহেতু প্রাণিগণের বুদ্ধি পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আগামী কল্য পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভ লগ্নে তুমি নিজেকে অভিষিক্ত কর। আমার মন যেন আমাকে অতিশয় ত্বরান্বিত করিতেছে। আজ প্রদোষ সময় হইতে তুমি সংযতচিত্তে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া বধূর সহিত উপবাসপূর্বক রাত্রি যাপন করিবে। তোমার বন্ধুবর্গ সতর্ক হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। এইরূপ কার্যে বহুবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি ভরত দূরদেশে তাহার মাতুলালয়ে আছে। এই সময়েই সত্বর তোমার অভিষেক সম্পন্ন হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি। যদিও ভরত ধার্মিক এবং তোমার অনুগত, তথাপি সজ্জনগণের চিত্তও সময়-বিশেষে রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।'[১৩]

রাম পিতার আদেশ শিরে ধারণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। দশরথের এই ভাষণেও তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞার দুশ্চিন্তা যেন ধরা পড়িতেছে। সেই প্রতিজ্ঞার কথা যদি রাম শুনিয়া থাকেন, তথাপি মহাগুরু পিতার আদেশকে যেন অমান্য না করেন, সম্ভবতঃ এইজন্যই একরূপ ভূমিকার অবতারণা।

শঙ্কান্বিত মনে বিশেষ ত্বরান্বিত হইয়া দশরথ রামের অভিষেকে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে পূতচরিত্র ভরতকে তিনি সন্দেহ করিতেছেন, সেই ভরতকে মাতুলালয় হইতে বাড়ী আনিয়া এই শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার বিপদ ঘটিত না। কিন্তু 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে' ?. বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

মহারাজ সানন্দে কৈকেয়ীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। কৈকেয়ীর প্রতি মহারাজের সর্বাধিক আসক্তি। কৈকেয়ী তরুণী এবং সুন্দরী। সকলেই দশরথের এই দুর্বলতা বুঝিতে পারিতেন। ভরত একস্থানে কহিয়াছেন—

রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে। ২।৭২।১২

—মহারাজ অধিক সময়ই আমার জননীর গৃহে অবস্থান করেন।

মন্থরার মুখেও শুনিতে পাই—

তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ। ২।৯।২৫

—তোমার প্রীতির নিমিত্ত রাজা প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারেন।

সেই প্রিয়তমাকে প্রিয় সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত মহারাজ কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে শয্যায় দেখিতে পাইলেন না। কামপীড়িত নরপতি প্রিয়তমা ভার্যাকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণমনে দ্বাররক্ষিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, কৈকেয়ী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া দ্রুতগতিতে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। ভীত বৃদ্ধ তখনই ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রিয়তমাকে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। স্বহস্তে কৈকেয়ীর দেহে হাত বুলাইয়া মহারাজ কহিতে লাগিলেন—'দেবি, তোমার ক্রোধের কারণ আমি কিছুই জানি না। তোমাকে ধূলিধূসরিত দেখিয়া আমার চিত্ত ব্যথিত হইতেছে।'

স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্। ইত্যাদি ২।১০।২৩-৩৯

—সেই বৃদ্ধ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা তরুণী ভার্যাকে আরও কহিতেছেন—কে তোমাকে

পবাভূত কিংবা তিবস্কৃত কবিযাছে, অথবা তোমাব কি ব্যাধি হইযাছে, বল। বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসককে আমি পোষণ কবিতেছি। তাঁহাবা তোমাকে সুস্থ কবিবেন। কোন্ ব্যক্তি অভীষ্ট লাভ কবিবে, আব কোন্ ব্যক্তিই বা অতিশয অনিষ্ট প্রাপ্ত হইবে—তাহা প্রকাশ কবিযা বল। কোন্ অবধ্য ব্যক্তিকে বধ কবিতে হইবে, আব কোন্ বধ্যকে মুক্তি দিতে হইবে ? কোন্ দবিদ্রকে ধনবান্, আব কোন ধনবান্‌কে দবিদ্র কবিতে হইবে, তাহা বল। আমাব প্রাণ দিযাও তোমাব ইচ্ছা পূর্ণ কবিব।

কামাতুব ভূপতিব বাক্য শুনিযা কৈকেযী তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা কবিতে বলিলে দশবথ প্রফুল্ল হইযা প্রিযতমাব কেশগুচ্ছে হস্ত সঞ্চালন কবিতে করিতে কহিলেন—'সৌভাগ্যগর্বিতে, তুমি কি জান না যে, নবোত্তম বাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা প্রিয আমাব আব কেহ নাই। আমি প্রাণাধিক মহাত্মা বামেব শপথ কবিতেছি, আমি তোমাব বাক্য অবশ্যই বক্ষা কবিব। কৈকেযী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে সাক্ষী বাখিযা ও কামমোহিত পতিকে প্রশংসা কবিযা দেবাসুবেব যুদ্ধে শম্ববাসুব কর্তৃক মহারাজেব দেহে আঘাতেব কথা স্মবণ কবাইলেন এবং সেই সময তাঁহাব সেবাযত্নে সন্তুষ্ট মহাবাজেব দুইটি ববদানেব প্রতিশ্রুতিব কথাও শোনাইলেন। কৈকেযী এবাব প্রাপ্য সেই দুইটি বব প্রার্থনা কবিলে দশবথও বব দিতে সম্মত হইযাছেন।

মন্থবাব পূর্ব-পবামর্শ অনুসাবে কৈকেযী ভবতেব বাজ্যাভিষেক এবং বল্কল ও মৃগচর্ম ধাবণপূর্বক চৌদ্দ বৎসবেব. ম্যাদে বামেব দণ্ডকাবণ্য-বাসেব বব প্রার্থনা কবিলেন।

কৈকেযীব এই দুইটি দাকণ প্রার্থনা শুনিযাই দশবথ এক মুহূর্তকাল মূর্ছিত হইযা বহিলেন। চৈতন্য ফিবিযা আসিলে ভাবিতে লাগিলেন—

কিন্নু মেহয়ং দিবাস্বপ্নশ্চিত্তমোহোহপি বা মম।
অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাপ্যুপদ্রবঃ ॥ ২।১২।২

—ইহা কি আমাব দিবাস্বপ্ন অথবা চিত্তবিভ্রম, কিংবা ভূতাবেশেব জন্য মনেব অস্বাভাবিক অবস্থা ?

কিছুতেই স্বস্তিলাভ না কবিযা দশবথ পুনবায মূর্ছিত হইযা পডিযাছেন। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইযা ব্যাঘ্রী দর্শনে হবিণেব ন্যায তিনি ব্যাকুল হইযা পডিলেন। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত কবিযা ক্রুদ্ধ ভূপতি তেজেব দ্বাবা কৈকেযীকে দগ্ধ কবিযাই যেন কহিতে লাগিলেন—'কৈকেযি, তুমি অতি নৃশংসা দুশ্চবিত্রা ও পাপীযসী। বাম তোমাব কি অপকাব কবিযাছে, আব আমিই বা তোমাব কি অপ্রিয আচবণ কবিযাছি ? বাম তোমাকে নিজেব জননীব তুল্যই মনে কবে। আমি না জানিযা আত্মবিনাশেব নিমিত্ত কালসর্পরূপিণী তোমাকে গৃহে আনিযাছি। পাপীযসি, তোমাব চবণে মস্তক বাখিতেছি, তুমি এই দুবাগ্রহ পবিত্যাগ কব। শূন্যগৃহে বাস কবাব জন্য তুমি কি ভূতাবিষ্ট হইযাছ ? তুমি আমাকে বহুদিন বলিযাছ যে, বাম ও ভবতকে তুমি সমান চোখেই দেখিযা থাক, বামকে দীর্ঘকালেব ম্যাদে বনবাসী কবিতে তোমাব ইচ্ছা কেন হইল ? মহর্ষিব ন্যায তেজস্বী দেবচবিত্র বামেব উপব কি কাবণে তুমি বিরূপ হইযাছ ? আমাব অন্তিমকাল আসন্ন, দীনভাবে তোমাব নিকট প্রার্থনা কবিতেছি, আমাকে কৃপা কব। পৃথিবীতে যাহা কিছু পাওযা যায, সেই বস্তুসমূহেব মধ্যে তুমি যে-বস্তু চাহিবে, তাহাই দিব, আমাব মৃত্যুস্বরূপ এই দাকণ অভিলাষ ত্যাগ কব। তুমি বামকে বক্ষা কব, অধর্ম্ম যেন আমাকে স্পর্শ না কবে।'

কৈকেযী কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি নানাবিধ বাক্যবাণে পতিকে বিদ্ধ কবিতে লাগিলেন। কৈকেযীব অশোভন বাক্যে দশবথ হতভম্ব হইযা অনিমেষ নযনে তাঁহাব প্রতি

কিছুক্ষণ তাকাইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া গেলেন এবং বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়, মন্ত্রনিরুদ্ধ বিষধরের ন্যায় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। পুনরায় ক্ষুব্ধচিত্ত দশরথ কৈকেয়ীকে কহিতেছেন—'নিষ্ঠুরহৃদয়ে, আমি রাম অপেক্ষাও ভরতকে অধিকতর ধার্মিক বলিয়া মনে করি। রামের প্রাপ্য সিংহাসনে ভরত কখনও বসিবে না। যদি তোমার পতি, প্রজাবর্গ এবং ভরতের কল্যাণ করিতে চাও, তবে এই পাপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। যাঁহারা রামের অভিষেকে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার সম্বন্ধে কি বলিবেন? তাঁহারা কি বলিবেন না যে, এই চঞ্চলমতি বৃদ্ধ কি-প্রকারে এতকাল রাজ্য পালন করিলেন? আমি কি-প্রকারে লোকসমাজে মুখ দেখাইব? রামজননী কৌশল্যা সর্বপ্রকারেই আমার অনুগতা ও সমাদর পাইবার যোগ্যা। পরন্তু তোমার জন্যই তাঁহাকে উপযুক্ত সমাদর করিতে পারি নাই। এইরূপ অপ্রিয় কার্য করিলে তিনি কি বলিবেন, আর আমিই বা তাঁহাকে কি বলিব? আমার এই দারুণ ব্যবহার দেখিলে সুমিত্রাও ভীত হইবেন এবং আমাকে বিশ্বাস করিবেন না। রামের বনগমন ও আমার মৃত্যুতে আমার স্নেহপাত্রী জানকীর কি দশা হইবে? তুমি বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজ্যভোগ করিবে। কোন ব্যক্তি বিষমিশ্রিত মদ্য পান করিয়া শরীরে বিকার উপস্থিত হইলে যেরূপ সেই মদ্যকে বিষ বলিয়া জানিতে পারে, আমার দশাও সেইরূপ হইয়াছে। সতী মনে করিয়া যাহাকে এতকাল সমাদর করিয়াছি, আজ তাঁহাকেই অসতী বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। হায়, আমি অতিশয় মূর্খ। কণ্ঠসংলগ্ন মৃত্যুরজ্জুর ন্যায় এই পাপীয়সীকে এতদিন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি। বালক যেরূপ নির্জন স্থানে হস্তের দ্বারা কৃষ্ণসর্পকে স্পর্শ করে, আমিও সেইরূপ তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি। আমি অতি পাপী ও দুরাত্মা। তাই জীবিত থাকিয়াই রামকে পিতৃহীন করিলাম। সকলেই বলিবে যে, আমি অতি নির্বোধ ও কামুক। এইজন্য স্ত্রীর কথায় প্রাণাধিক পুত্রকে বনে পাঠাইতেছি। রাম আমার আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য করিবে। সে যদি বনগমনের আদেশ পাইয়া তাহা অমান্য করে, তবে খুব ভাল হয়। কিন্তু সে তো তাহা করিবে না। ইহার ফলে আমার মৃত্যু হইবে। কৌশল্যা এবং সুমিত্রারও জীবনের অবসান ঘটিবে।

প্রিয়ঞ্চেদ্ ভরতস্যৈতদ্ রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ।
মা স্ম মে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতায়ুষঃ॥ ২।১২।৯২

—রামের বনগমন যদি ভরতের প্রীতিকর হয়, তবে আমার মৃত্যুর পর ভরত যেন শ্রাদ্ধাদি কার্য না করে।

রামকে এইপ্রকার বিপদাপন্ন দেখিয়া জগতে কেহই কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিবে, পত্নী পতিকে ত্যাগ করিবে। নিখিল জগৎ ক্ষুব্ধ হইবে।

হে নৃশংসে, তুমি আত্মহত্যা করিতে চাহিলেও আমি তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ করিব না। অনর্থকর প্রিয়বাক্য বলাই তোমার স্বভাব। স্ববংশ-ঘাতিনী তুমি শুধু রূপলাবণ্যে মনোহারিণী হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছ। তোমার জীবিত থাকা আমার সহ্য হইতেছে না। দেবি, প্রসন্ন হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমাকে রক্ষা কর।'

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে দশরথ কৈকেয়ীর চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। চরণ স্পর্শ করিতে না পারিয়া মূর্ছিত হইয়া তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন।'[১৪]

দশরথের এই করুণ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে যে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা অনুমান করা যায়। লোকসমাজে ঘোরতর লজ্জা এবং প্রাণাধিক পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ—এই দুইটি চিন্তায় তিনি মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ কৈকেয়ীকে বরদানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও তাঁহার ধর্মপ্রবণ চিত্ত সায় দিতেছে না। তাই কখনও কৈকেয়ীকে

ভর্ৎসনা কবিতেছেন, কখনও তাঁহাব পাযে ধবিতে যাইতেছেন, নিতান্ত অসহাযভাবে ছট্‌ফট্ কবিতেছেন। বিলাপ কবিতে কবিতে দশবথ অতি কষ্টে সেই দিন অতিবাহিত কবিলেন। বাসন্তী জ্যোৎস্নায উদ্ভাসিত বাত্রিও তাঁহাকে কিছুমাত্র শান্তি দিতে পাবে নাই। বাত্রিকে সম্বোধন কবিযা তিনি কহিতেছেন—

ন প্রভাতং ত্বযেচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে।
ক্রিযতাং মে দযা ভদ্রে মমাযং বচিতোঽঞ্জলিঃ॥ ২।১৩।১৭

—হে নক্ষত্রশোভিত বজনি, আমি তোমাব অবসান কামনা কবি না। যুক্তকবে তোমাকে নমস্কাব কবিতেছি, আমাকে দযা কব।

পুনবায কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি কৈকেযীব নিকট দযা ভিক্ষা কবিতেছেন, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাব চক্ষু বক্তবর্ণ হইল, পুনঃ পুনঃ মূর্ছাপ্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু নিষ্ঠুব কৈকেযী অচল অটল।

বাত্রি প্রভাত হইযাছে। স্তুতিপাঠক বৈতালিকগণ স্তুতিগানেব দ্বাবা মহাবাজেব প্রতিবোধনে উদ্যত হইলে মহাবাজ তাহাদিগকে বাবণ করিলেন। প্রতিজ্ঞা বক্ষায দৃঢতা অবলম্বনেব নিমিত্ত কৈকেযী নানা প্রাচীন ধর্মশীলদেব নজিব দেখাইযা দশবথকে উত্তেজনা দিতেছেন। মহাবাজ কৈকেযীব নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ থাকায মুক্ত হইতে পাবিলেন না। ধাবমান চক্রদ্বযেব মধ্যস্থিত উদ্‌ভ্রান্ত বিষণ্ণ বৃষেব ন্যায অতি কষ্টে চিত্ত স্থিব কবিযা তিনি কৈকেযীকে কহিতেছেন—

যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিবগ্নৌ পাপে মযা ধৃতঃ।
সংত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বযা॥ ইত্যাদি। ২।১৪।১৪-১৭

—পাপীযসি, আমি অগ্নিসমীপে মন্ত্রোচ্চাবণ-পূর্বক তোমাব যে পাণিগ্রহণ কবিযাছিলাম, তাহা ত্যাগ কবিতেছি এবং আমাব ঔবস-জাত তোমাব পুত্রকেও তোমাব সহিত পবিত্যাগ কবিতেছি। সূর্যোদয দেখিলেই সকলে আমাকে বামেব অভিষেকেব নিমিত্ত ত্ববান্বিত কবিবেন। অভিষেকেব উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী যদি বামেব অভিষেকে না লাগে, তবে তাহাদ্বাবা বাম যেন আমাব পাবলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন কবে।

কৈকেযী পুনঃপুনঃ কঠোব বাক্যবাণে মহাবাজকে বিদ্ধ কবিতে কবিতে কহিতেছেন যে, মনকে স্থিব কবিযা মহাবাজ যেন বামকে সেখানে উপস্থিত কবেন। দশবথেব অবস্থা তখন তীক্ষ্ণ চাবুকেব দ্বাবা আহত অশ্বেব ন্যায। তাঁহাব চৈতন্য যেন লুপ্তপ্রায। তিনি কহিলেন—

জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিযং বামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্মিকম্। ২।১৪।২৪

—আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয ধার্মিক বামকে দেখিতে ইচ্ছা কবি।

এদিকে বশিষ্ঠ অভিষেকেব সকল আযোজন সম্পূর্ণ কবিযা অন্তঃপুবেব দ্বাবদেশে উপস্থিত হইযাছেন। সেখানে সুমন্ত্রকে দেখিতে পাইযা তিনি সুমন্ত্রেব মুখে নিজেব উপস্থিতিব সংবাদ মহাবাজকে জানাইলেন। সুমন্ত্রেব মুখে অভিষেকেব আযোজনেব কথা শুনিযা এবং সুমন্ত্রেব স্তবস্তুতিতে দশবথ সমধিক বিহ্বল হইযাছেন। তিনি সুমন্ত্রকে কহিতেছেন যে, 'এইসকল স্তবস্তুতি তাঁহাব নিকট' পীডাদাযক। সুমন্ত্র কিছুই বুঝিতে পাবেন নাই, নিতান্ত অপ্রতিভ হইযা চলিযা যাইতেছিলেন। তখন কৈকেযী সুমন্ত্রকে কহিলেন যে, বামেব অভিষেকেব আনন্দে মহাবাজ বাত্রি জাগবণ কবিযা পবিশ্রান্ত হইযাছেন, সুমন্ত্র যেন শীঘ্র বামকে সেইস্থানে আনযন কবেন। মহাবাজেব আদেশ ব্যতীত সুমন্ত্র তাহা কবিতে পাবিবেন না শুনিযা মহাবাজও বামকে আনিবাব আদেশ দেন।

সুমন্ত্র বামকে লইযা আসিযাছেন। বামেব দেহবক্ষিবূপে লক্ষ্মণও সঙ্গে আসিযাছেন।

বাম দেখিলেন—দশবথ ও কৈকেয়ী উৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া আছেন, পবন্তু দশবথেব চেহাবা বিষাদমলিন। বাম পিতাব চবণ বন্দনা কবিলে পব পিতা শুধু 'বাম'—এই সম্বোধন কবিযাই আব কিছু কহিতে পাবিলেন না। তাঁহাব চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ। তিনি বামকে দেখিতে পাইলেন না। বাম ভীত হইযা পিতাব অচিন্তনীয শোকেব কাবণ চিন্তা কবিতেছেন, কিন্তু কিছুই স্থিব কবিতে পাবিতেছেন না। পিতাব দুববস্থা দর্শনে ব্যাকুল হইযা তিনি কৈকেয়ীকে প্রণামপূর্বক তাঁহাব নিকট হইতে মহাবাজেব বিষাদেব কাবণ জানিতে চাহিলে কৈকেয়ী নিতান্ত নির্লজ্জভাবে মহাবাজেব ববদানেব পূর্বপ্রতিশ্রুতি এবং সম্প্রতি আপনাব বব-প্রার্থনাব বিববণ বামকে শোনাইযাছেন। তিনি বামকে আবও কহিযাছেন যে, যতক্ষণ বাম দণ্ডকাবণ্যে যাত্রা না কবিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মহাবাজ স্নানাহাব কবিবেন না।

কৈকেয়ীব এই নিদাকণ বাক্য শুনিযা—

ধিক্ কষ্টমিতি নিঃশ্বস্য বাজা শোকপবিপ্লুতঃ।
মূৰ্ছিতো ন্যপতত্তস্মিন্ পর্যঙ্কে হেমভূষিতে ॥ ২।১৯।১৭

—শোকার্ত বাজা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবিযা 'উঃ, কি কষ্ট! আমাকে ধিক্'—এই কথা বলিযাই সেই স্বর্ণপালঙ্কে মূৰ্ছিত হইযা পডিলেন।

মূৰ্ছিত পিতা ও অনার্যা কৈকেয়ীব চবণে প্রণাম কবিযা বাম সেইস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযাছেন। পবম ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণও কাঁদিতে কাঁদিতে বামেব অনুগমন কবিযাছেন।

এই দাৰুণ দুঃসংবাদ সর্বত্র ছডাইযা পডিতে বিলম্ব হইল না। সকলেই 'হায, হায' কবিতে লাগিল। অতি কষ্টে জননী কৌশল্যাকে বনগমন হইতে নিবৃত্ত কবিতে পাবিলেও সীতা ও লক্ষ্মণ কোনপ্রকাবেই বামেব সঙ্গ ছাডিলেন না। পিতাব নিকট হইতে বিদায গ্রহণেব উদ্দেশ্যে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বাম পুনবায কৈকেয়ীব ভবনে প্রবেশ কবিতেছেন। সুমন্ত্র দশবথকে এই খবব জানাইলে পব মহাবাজ সুমন্ত্রকে কহিলেন যে, তিনি সকল ভার্যাব দ্বাবা পবিবৃত হইযা বামকে দেখিতে চান। সুমন্ত্রেব দ্বাবা বাজমহিষীগণ আনীত হইযাছেন। দশরথ সুমন্ত্রকে পাঠাইযা বামকে আনাইলেন। দূব হইতে কৃতাঞ্জলি পুত্রকে দেখিতে পাইযাই তিনি দ্রুতগতিতে পুত্রেব দিকে ধাবিত হইযাছেন, কিন্তু বামেব নিকট পর্যন্ত না যাইযাই মূৰ্ছিত হইযা পডিযা গেলেন। বাম, সীতা ও লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে তুলিযা পালঙ্কে শযন কবাইলেন। দশবথেব চৈতন্য ফিবিযা আসিতেই তিনি বামকে কহিতেছেন—

অহং বাঘব কৈকেয্যা ববদানেন মোহিতঃ।
অযোধ্যাযাং ত্বমেবাদ্য ভব বাজা নিগৃহ্য মাম্ ॥ ২।৩৪।২৬

—বৎস বঘুনন্দন, আমি কৈকেয়ীব ববদান বিষযে মোহগ্রস্ত হইযাছি। তুমি আজ আমাকে নিগৃহীত কবিযা অযোধ্যায বাজা হও।

বাম জোডহাতে বনগমনেব প্রার্থনা কবিলে পব মহাবাজ কাঁদিতে লাগিলেন। বামকে সত্বব অবণ্যযাত্রাব আদেশ দিবাব নিমিত্ত কৈকেয়ী দশবথকে অপবেব অলক্ষ্যে ইঙ্গিত কবিতেছিলেন। অসহায বৃদ্ধ যেন বিবশ হইযা প্রিযতম পুত্রকে কহিতেছেন—

শ্রেযসে বৃদ্ধযে তাত পুনবাগমনায চ।
গচ্ছস্বাবিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভযম্ ॥ ইত্যাদি। ২।৩৪।৩১-৩৮

—তাত, তুমি ধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ। তোমাব বুদ্ধিকে পবিবর্তিত কবিবাব সাধ্য আমাব নাই। সর্বাধিক কল্যাণ লাভেব নিমিত্ত এবং পুনবায আগমনেব নিমিত্ত নির্ভয পথে তুমি নিবাপদে গমন কব। বৎস, এই বাত্রিটি তুমি আমাব কাছেই অবস্থান কব। তোমাব জননী ও আমি

তোমাব মুখখানি দেখিযা অন্ততঃ একটি বাত্রি সুখে যাপন কবি। বৎস, তোমাব অবণ্যগমন আমাব অভিপ্রেত নহে, কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত-অগ্নিসদৃশী কৈকেযী কর্তৃক আমি বঞ্চিত হইযাছি। তুমি আমাব সত্যবক্ষা কবিবাব নিমিত্তই এই দুষ্কব কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইযাছ।

শোকার্ত পিতাব করুণ বচন শুনিযা বাম অতি দীনভাবে সেইদিনই যাত্রাব নিমিত্ত পুনঃপুনঃ পিতাব অনুমতি প্রার্থনা কবিতেছেন। বামেব প্রার্থনায শোকে ও দুঃখে বিহ্বল দশবথ পুত্রকে আলিঙ্গন কবিযাই অজ্ঞান হইযা ভূতলে পডিযা গেলেন। কৈকেযী ব্যতীত সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র কৈকেযীব উপব অতিশয ক্রুদ্ধ হইযা দশবথেব সম্মুখেই কখনও শান্ত কখনও বা অতি তীক্ষ্ণ ভাষায কৈকেযীব দুবাগ্রহ পবিবর্তনেব চেষ্টা কবিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

এবাব দশবথ তাঁহাব সৈন্য-সামন্ত, ধনবত্ন প্রভৃতি সমস্তই বামেব সঙ্গে দিবাব নিমিত্ত সুমন্ত্রকে নির্দেশ দিযাছেন : এই নির্দেশ শুনিযা কৈকেযী ভীত হইযা পডিলেন। তিনি তীব্র ভাষায ইহাব প্রতিবাদ কবিলে দশবথও উত্তেজিত হইযা উঠেন। কৈকেযীব নানাবিধ অসঙ্গত কথায ক্ষুব্ধ হইযা তিনি কৈকেযীকে ধিক্কাব দিযা চুপ কবিযা বহিলেন। সিদ্ধার্থনামক একজন প্রবীণ ব্যক্তিব কথাযও কৈকেযী লজ্জা অনুভব কবেন নাই। তখন দশবথ অতি ক্ষীণস্ববে কৈকেযীকে কহিতেছেন—'পাপীযসি, কোন সঙ্গত কথাই তোমাব কাণে যাইতেছে না। কি কবিলে তোমাব নিজেব ও আমাব হিত হইবে, তাহা বুঝিতেছ না। তোমাব আচবণ অতি কুৎসিত। আমি আজ সমস্ত পবিত্যাগ কবিযা বামেব সঙ্গে বনে যাইব। তোমাব পুত্র ভবতেব বাজ্যে তুমি সুখে বাস কব'।[১৫]

বাম ও লক্ষ্মণ চীববল্কল পবিধান কবিযাছেন। সীতাও অনাথাব ন্যায চীববল্কল ধাবণ কবিতেছেন দেখিযা সকলেই উচ্চৈঃস্ববে দশবথকে ধিক্কাব দিতেছেন। দশবথ নিতান্ত সন্তপ্ত হইযা জীবন ধাবণেও বীতশ্রদ্ধ হইযা উঠিলেন। তিনি কৈকেযীকে কহিলেন যে, সীতাও ভিখাবিণীব ন্যায বনে যাইবেন, এরূপ বব তো তিনি দেন নাই। আজ তাঁহাব প্রতিশ্রুতিই তাঁহাকে দগ্ধ কবিতেছে। জনক-নন্দিনী বত্নভূষণ পবিধান কবিযাই বামেব অনুগমন কবিবেন। কৈকেযীকে এইসকল কথা বলিতে বলিতে তিনি ভূতলে পডিযা গেলেন। অবনতমস্তকে উপবিষ্ট মহাবাজকে কৌশল্যাব যথোচিত বক্ষণাবেক্ষণেব কথা বলিযা কৃতাঞ্জলি বাম পিতাব নিকট হইতে বিদায গ্রহণ কবিতেছেন। এত দুঃখেও তাঁহাব প্রাণ বাহিব হইল না বলিযা দশবথ করুণভাবে বিলাপ কবিতে কবিতে সংজ্ঞা হাবাইলেন। মুহূর্তকাল পবে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইযা সজল নযনে তিনি সুমন্ত্রকে আদেশ দিলেন যে, সুমন্ত্র যেন বাজোচিত বথে বামকে আবোহণ কবাইযা অযোধ্যা হইতে লইযা যান। যাত্রাকালে মহাবাজ চৌদ্দ বৎসব ব্যবহাবেব উপযোগী বসনভূষণ সীতাব সঙ্গে দিযাছেন।

বাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সকল গুরুজনকে প্রণাম কবিযা যাত্রা কবিযাছেন। অযোধ্যাবাসিগণ মূর্ছিত, সৈন্যগণ সংজ্ঞাহীন, হাতী ঘোডা প্রভৃতিও যেন শোকাকুল। পুববাসিগণেব অশ্রুধাবায পথেব ধূলিও প্রশান্ত।

দশবথ 'প্রিয পুত্রকে দেখিব'—এই কথা বলিতে বলিতে বাহিবে আসিযাই অবসন্ন হইযা পডিযাছেন। তিনি উচ্চৈঃস্ববে সাবথি সুমন্ত্রকে কহিতেছেন—'দাঁড়াও, দাঁড়াও', আব বাম কহিতেছেন—'চল, চল'। অবশেষে বামেব বথ দশবথেব দৃষ্টিব বাহিবে চলিযা গেল।[১৬]

ভূপতি যখন বামেব যাত্রাপথে উত্থিত ধূলিকণাও আব দেখিতে পাইলেন না, তখন মূর্ছিত হইযা ভূতলে পডিযা গেলেন। মহিষী কৌশল্যা তাঁহাকে উঠাইবাব নিমিত্ত দক্ষিণ হস্ত ধাবণ কবিযাছেন, কৈকেযী মহাবাজেব বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। মূর্ছাভঙ্গেব পব কৈকেযীকে

দেখিযাই দশবথ কহিলেন—'পাপীযসি, তুমি আমাকে স্পর্শ কবিবে না। আমি তোমাব মুখ দেখিতে ইচ্ছা কবি না। তুমি আমাব ভার্যা নহ, বান্ধবীও নহ। যাহাবা তোমাব আশ্রিত, তাহাবাও আমাব প্রতিপাল্য নহে। তুমি ধর্মত্যাগিনী, এইহেতু তোমাকে পবিত্যাগ কবিলাম। তোমাব সহিত আমাব ইহলোকেব ও পবলোকেব সকল সম্বন্ধই ছিন্ন কবিতেছি। ভবত যদি বাজ্য পাইযা সন্তুষ্ট হয, তবে তাহাব কৃত পাবলৌকিক দানাদি যেন আমাব ভোগে না আসে।'

বামেব চিন্তায মহাবাজেব অবস্থা যেন বাহুগ্রস্ত সূর্যেব ন্যায মলিন। মহাবাজ ক্ষীণকণ্ঠে ভৃত্যগণকে আদেশ কবিলেন যে, তাঁহাকে বামজননী কৌশল্যাব গৃহে লইযা যাওযা হউক। কৌশল্যাব গৃহে পালঙ্কেব উপব বসিযাও তিনি সেই গৃহকে যেন শূন্য বলিযা মনে কবিতে লাগিলেন। উচ্চৈঃস্ববে বামকে ডাকিযা বিলাপ কবিতে কবিতে তাঁহাব সেই দিন কাটিযা গেল। কালবাত্রিব ন্যায বাত্রিকাল উপস্থিত হইযাছে। অশান্ত শোকার্ত দশবথ ছট্‌ফট্‌ কবিতেছেন। বাত্রিতে তিনি কৌশল্যাকে কহিলেন—

ন ত্বাং পশ্যামি কৌশল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ।
বামং মেহনুগতা দৃষ্টিবদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে ॥ ২।৪২।৩৪

—কৌশল্যে, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। তুমি হস্তেব দ্বাবা আমাকে জোবে স্পর্শ কব। আমাব দৃষ্টিশক্তি বামেব অনুগমন কবিযাছে, এখনও ফিবিযা আসে নাই।

কৌশল্যাও বিলাপ কবিতেছেন, আব সুমিত্রা কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। এইভাবেই দিনবাত্রি যাইতেছে। বামেব অবণ্যযাত্রাব ষষ্ঠ দিবসে অপবাহ্ণ সমযে সুমন্ত্র শূন্য বথ লইযা অযোধ্যায ফিবিযা আসিযাছেন। নিঃশব্দ নিবানন্দ অযোধ্যা যেন বামেব বিচ্ছেদে শোকাগ্নি দ্বাবা দগ্ধ হইযাছে। সহস্র সহস্র পুববাসী 'বাম কোথায' বলিতে বলিতে সুমন্ত্রেব নিকট ধাবিত হইযাছেন। গঙ্গাতীবে বাম কর্তৃক আদিষ্ট হইযা তিনি ফিবিযা আসিযাছেন—এই কথা বলিযাই মুখ ঢাকিযা সুমন্ত্র দশবথেব ভবনেব দিকে যাত্রা কবিলেন। সাতটি মহল অতিক্রম কবিযা অষ্টম মহলে প্রবেশ কবিযা সুমন্ত্র শোকাকুল দশবথকে দেখিতে পাইযাছেন। বাম যাহা যাহা পিতাকে নিবেদন কবিতে বলিযাছিলেন, সুমন্ত্রেব মুখে সেইসকল কথা শুনিবামাত্র মহাবাজ মূর্ছিত হইযা পডিলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রা তাঁহাকে ধবিযা তুলিযাছেন। এইসমযে অসহ্য হৃদযবেদনায কৌশল্যা পতিব প্রতি দুই একটি কডা কথা প্রযোগ কবেন।

দশবথ আবাব জিজ্ঞাসা কবিযা সুমন্ত্র হইতে বাম, লক্ষ্মণ ও সীতাব কথা শুনিযা কাঁদিতেছেন। বাষ্পগদগদস্ববে অতি দীনভাবে তিনি সুমন্ত্রকে কহিলেন—

কৈকেয্যা বিনিযুক্তেন পাপাভিজনভাবযা।
ময়া ন মন্ত্রকুশলৈর্বৃদ্ধৈঃ সহ সমর্থিতম্ ॥ ইত্যাদি। ২।৫৯।১৮-২২

—নীচবংশোদ্ভবা পাপচিত্তা কৈকেযীব কথায তাঁহাকে বব দিবাব সময আমি মন্ত্রণাকুশল বৃদ্ধ অমাত্যগণেব সহিত কোনৰূপ পবামর্শ কবি নাই। মোহগ্রস্ত হইযা সুহৃৎ, অমাত্য ও বেদজ্ঞগণেব সহিত পবামর্শ না কবিযাই আমি সহসা স্ত্রীলোকেব কথায এই কার্য কবিযা ফেলিলাম। সুমন্ত্র, আমি যদি তোমাব কোনৰূপ উপকাব কবিযাছি মনে কব, তবে তুমি আমাকে শীঘ্রই বামেব নিকট লইযা চল। আমাব মৃত্যু আসন্ন বলিযা বোধ হইতেছে। বামকে দেখিতে না পাইলে আমি বাঁচিতে পাবিব না।

অতঃপব বাম, লক্ষ্মণ ও সীতাব নাম ধবিযা দশবথ কহিতে লাগিলেন—'হায, হায! আমি অনাথেব ন্যায মবণদশা প্রাপ্ত হইতেছি, তোমবা তাহা জানিতে পাবিলে না।'

তাবপব কৌশল্যাব নিকট সককণ বিলাপ কবিতে কবিতে দশবথ সংজ্ঞাহীন হইযা

বিছানায পডিযা গেলেন। সংজ্ঞালাভেব পব পুনবায শোকাকুল কৌশল্যাব দুইচাবিটি কটুবাক্য শুনিযা অসহাযভাবে তিনি স্বকৃত দুষ্কর্মেব কথা স্মবণ কবিতে লাগিলেন।[১৭]

কাঁপিতে কাঁপিতে জোডহাতে মহাবাজ কৌশল্যাব নিকট দযা ভিক্ষা কবিতেছেন। কৌশল্যাও অনুতপ্ত হইযা পতিব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবিতেছেন। তখন সূর্য অস্তাচলে গমন কবিলেন। অনুতপ্তা কৌশল্যাব শান্ত বচনে আশ্বস্ত হইযা অবসন্ন দশবথ নিদ্রিত হইযা পডিযাছেন। অল্পক্ষণ পবেই তাঁহাব নিদ্রাভঙ্গ হইযাছে।

স বাজা বজনীং ষষ্ঠীং বামে প্রব্রাজিতে বনম্।
অর্ধবাত্রে দশবথঃ সোঽস্মবৎ দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ২।৬৩।৪

—বামেব নির্ব্বাসনেব দিন হইতে ষষ্ঠদিবসেব বাত্রিব মধ্যভাগে বাজা দশবথ আত্মকৃত দুষ্কর্মেব বিষয স্মবণ কবিলেন।

তিনি শোকার্তা কৌশল্যাকে কহিতেছেন—"কল্যাণি, আমি নিতান্তই দুর্মতি। তাই আম্রবন ছেদন কবিযা পলাশবৃক্ষে জলসেচন কবিযাছি। (কৌশল্যা ও সুমিত্রা অপেক্ষা কৈকেযীব প্রতি অধিক আসক্তিব জন্যই কি দশবথ এই অনুতাপ কবিতেছেন?) দেবি, তোমাব তখন বিবাহ হয নাই। কুমাব-অবস্থায ধনুর্ধব ও শব্দবেধী বলিযা আমাব খ্যাতি ছিল। একদা বর্ষণমুখব বাত্রিকালে ধনুর্বাণ ধাবণ কবিযা আমি সবযূতীবে মৃগযা কবিতে গিযাছিলাম। ঘোব অন্ধকাবে সবযূব ঘাটে হাতীব বৃংহণেব মত শব্দ শুনিতে পাইযা সেইদিকে তীক্ষ্ণ শব নিক্ষেপ কবি। তাবপব মনুষ্যকণ্ঠেব বিলাপধ্বনি শুনিযা নিকটে গিযা দেখিলাম যে আমাব বাণে বিদ্ধ হইযা একজন তাপস ভূতলে শযান বহিযাছেন। তিনি তাঁহাব অন্ধ মাতাপিতাব নিমিত্ত যখন কলসীতে জল ভবিতেছিলেন, তখন সেই শব্দকেই আমি হাতীব বৃংহণ বলিযা ভুল কবিযাছিলাম। তাপসকে দেখিযাই শোকে দুঃখে ও ভযে আমাব বুক কাঁপিতেছিল। তাপসেব মুখেই শুনিতে পাইলাম যে, বৈশ্যেব ঔবসে শূদ্রকন্যাব গর্ভে তাঁহাব জন্ম হইযাছে। তাঁহাবই আদেশে মর্মস্থান হইতে আমি বাণ উদ্ধৃত কবিতেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাব পূর্ব-নির্দেশ অনুসাবে পথ ধবিযা আমি তাঁহাব পিতাব আশ্রমে উপস্থিত হইযা তাঁহাব অতি বৃদ্ধ মাতাপিতাকে দেখিতে পাইলাম। পুত্র তাঁহাদেব নিমিত্ত জল লইযা আসিতেছে—এই আশায তাঁহাবা বসিযা বহিযাছেন। আমাব দুঃখ অনুতাপ ও ভযেব কথা কি বলিব! অতিকষ্টে আত্মপবিচয দিযা আমাব দাকণ দুষ্কর্মেব কথা তাঁহাদিগকে জানাইলাম। তাঁহাবা বিলাপ কবিতে কবিতে আমাব সহিত মৃত পুত্রেব নিকটে গিযাছেন। শোকাকুল অন্ধ দম্পতিব হৃদযবিদাবক বিলাপ শুনিযা আমি দীনবদনে স্তব্ধ হইযা জোডহাতে দাঁডাইযা বহিলাম। পুত্রেব তর্পণাদিক্রিযা সম্পন্ন কবিযা বৃদ্ধ তাপস আমাকে কহিলেন—'বাজন্ তোমাব এই দুষ্কর্ম অজ্ঞানকৃত বলিযা তোমাকে ভস্ম কবিব না। আমি অভিশাপ দিতেছি—পুত্রশোকেই তোমাব মৃত্যু হইবে।' অতঃপব সেই মুনিদম্পতী চিতায আবোহণ কবিযা দেহত্যাগ করিলেন। দেবি, বাম যদি এখন একবাব আমাকে স্পর্শ কবিত, তবে আমি বাঁচিযা যাইতাম। আমাব স্মৃতিশক্তি লোপ পাইতেছে। যাঁহাবা আমাব বামেব সুন্দব মুখখানি দেখিতে পাইবেন, তাঁহাবা ধন্য।"

অতঃপব বামেব জন্য বিলাপ কবিতে কবিতে অর্ধবাত্র অতীত হইলে পব দৈন্যদশাপ্রাপ্ত মহাবাজ দশবথ প্রাণত্যাগ কবিলেন। তাঁহাব সকল শোক, দুঃখ ও লজ্জাব অবসান ঘটিল।[১৮]

কৌশল্যা ও সুমিত্রা মহাবাজেব প্রাণবিযোগেব বিষয বুঝিতে পাবেন নাই। শোকদুঃখে অবসন্ন হইযা তাঁহাবা নিদ্রামগ্ন। পবদিন প্রাতঃকালে মহাবাজেব কোন সাডাশব্দ না পাইযা

অনেকেই আশঙ্কা কবিতে লাগিলেন। মহাবাজেব যে-সকল মহিষী সেই শযনগৃহেব সন্নিকটে ছিলেন, তাঁহাবা মহাবাজেব শয্যাপার্শ্বে যাইযা তাঁহাব নিদ্রা ভঙ্গ কবিতে চেষ্টা কবিযাও কোন সাড়া পাইলেন না। নাড়ীজ্ঞানবিশিষ্ট মহিষীগণ মহাবাজেব দেহ স্পর্শ কবিযাই বুঝিতে পাবিলেন যে, তাঁহাদেব অশুভ আশঙ্কাই যথার্থ ঘটনায পবিণত হইযাছে। মহিষীগণ উচ্চৈঃস্ববে চীৎকাব কবিযা উঠিলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রাবও নিদ্রাভঙ্গ হইল। মহিষীগণেব করুণ ক্রন্দনে অন্তঃপুব শোক-পবিব্যাপ্ত হইযা উঠিল।

সমগ্র অযোধ্যায এই দুঃসংবাদ ছড়াইযা পড়িতে বিলম্ব হইল না। বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্যক্তিগণ স্থিব কবিলেন যে, যে-কোন একজন পুত্রেব দ্বাবাই মহাবাজেব শবদেহেব সংস্কাব কবাইতে হইবে। অতএব আপাততঃ শবদেহকে একটি তৈলপূর্ণ কটাহে বাখিতে হইবে। তাহাই কবা হইল। সকলেব চক্ষুই অশ্রুভাবাক্রান্ত।

পবদিন অর্থাৎ মৃত্যুব তৃতীয দিন সূর্যোদযেব সঙ্গে সঙ্গেই বশিষ্ঠ বামদেব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মিলিত হইযা স্থিব কবিলেন—অতি শীঘ্র ভবত ও শত্রুঘ্নকে তাঁহাদেব মাতুলালয হইতে অযোধ্যায আনাইতে হইবে। ভবত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায আসিযাছেন। মৃত্যুব দ্বাদশ দিবসে[১১] মহাবাজেব অগ্নিহোত্রেব অগ্নি দ্বাবা যথাবিধি বাজোচিত আড়ম্ববে তাঁহাব পার্থিব দেহ ভস্মীভূত হইযাছে।

শবদেহ দাহেব পব দশদিন অশৌচ পালন কবা হইল।[২০] একাদশ দিবসে অশৌচ ত্যাগ কবিযা ভবত—

দ্বাদশেহহনি সম্প্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্মাণ্যকাবযৎ। ২।৭৭।১

—দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন কবিলেন।

দশবথ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইযাছেন।[২১]

লঙ্কায সীতাব অগ্নিপবীক্ষাব পব দশবথ বাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে দর্শন দিযা আশীর্বাদ কবিযাছেন। তখন তাঁহাব মুখে বামেব ঈশ্ববত্বেব কথাও শোনা যায।[২২]

মহাবাজ দশবথেব বহু গুণ ছিল। বাজোচিত মর্যাদা হইতে তিনি কখনও স্খলিত হন নাই। কৈকেযীব প্রতি অত্যাসক্তিকে দুর্বলতা বলিযাই মনে কবিতে হইবে। কৈকেযীব রূপলাবণ্য তাঁহাকে মুগ্ধ কবিযাছিল। যদিও সত্য বক্ষা কবিতে যাইযাই তিনি অসহ্য ব্যথায তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জন দিযাছেন, তথাপি জনগণ এবং পবিবাবস্থ সকলে তাঁহাকে রূপমুগ্ধ স্ত্রৈণ বলিযা অপবাদ দিতে ছাড়েন নাই। বাজা যে অধিকাংশ সমযই জননীব গৃহে অবস্থান কবেন, প্রাপ্তবযস্ক পুত্র ভবতেব মুখেও এই কথা ব্যক্ত হইযাছে। লক্ষ্মণ তো বহুবাব এই বিষযে পিতাব উপব বিবক্তি প্রকাশ কবিযাছেন। বামেব মুখেও শোনা যায—

স কামপাশপর্যস্তো মহাতেজা মহীপতিঃ। ২।৩১।১২

—মহাতেজস্বী মহীপতি কৈকেযীব কামজালে আবদ্ধ হইযাছেন।

সীতাব মুখেও শ্বশুবেব এইপ্রকাব বিশেষণ শোনা যাইতেছে।[২৩] অগণিত গুণেব মধ্যে চন্দ্রেব কলঙ্কেব ন্যায তাঁহাব এই একটিমাত্র দুর্বলতা সমালোচনাব যোগ্য নহে বলিযাই আমবা মনে কবি। কাযমনোবাক্যে পূতচবিত্র না হইলে তিনি এরূপ পুত্রবত্নগণেব জনক হইতে পাবিতেন না।

১ ১।৫ম সর্গ
২ ১।৬।২৬
৩ ২।৩।১২
১২ ২।২য় সর্গ।২।৩।২
১৩ ২।৪র্থ সর্গ
১৪ ২।১২শ সর্গ

৪ ১।৭ম সর্গ।১।৮।৬
৫ ১।১৪।৩৫
৬ ২।১১৮।৬
৭ ১।৮ম সর্গ
৮ ১।১২।২, ১।১৪।৬০
৯ ১।১৩।১
১০ ১।১৪শ সর্গ
১১ ১।২২।৩
১৫ ২।৩৬।৩৩
১৬ ২।৪০ শ সর্গ
১৭ ২।৬১তম সর্গ
১৮ ২।৬৪তম সর্গ
১৯ ২।৭২।৮, ২।৭৬তম সর্গ
২০ ২।৭৬।২৩
২১ ৬।১১৯।৮
২২ ৬।১১৯তম সর্গ
২৩ ৩।৪৭।১২

রাম

রাম হইতেছেন—রামায়ণের প্রধান পুরুষ। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই অন্যান্য চরিত্রগুলি বর্ণিত হইয়াছে। রামের চরিত্র যেমন বিশাল, তেমন জটিল এবং তেমনই বিস্ময়কর। তিনি দিব্যাদিব্য পুরুষ। বিষ্ণুর অবতার হইয়াও আপনাকে মানুষ বলিয়াই মনে করেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে দশাবতারের অন্যতমরূপে পূজা করিয়া থাকেন। 'রাম'-নাম জপ করিলে মুক্তি হয়।

মানুষের আদর্শ যে কতটুকু উচ্চে উঠিতে পারে, মহর্ষি বাল্মীকি রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়া তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

অপুত্রক মহারাজ দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে আহূত দেবতাগণ যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মার বরে লঙ্কাধিপতি রাবণ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠায় দেবতারা সন্ত্রস্ত। সেই যজ্ঞভূমিতে সমবেত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট রাবণের অত্যাচারের কথা জানাইয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, রাবণ মানুষের দ্বারাই নিহত হইবেন। এবার সকল দেবতা মিলিয়া নতশিরে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা জানাইলে তিনি কহিলেন যে, মহারাজ দশরথের তিন পত্নীর গর্ভে চারিভাগে আপনাকে বিভক্ত করিয়া তিনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইবেন এবং দুষ্কর্মা রাবণকে বধ করিবেন।[১]

দশরথের যজ্ঞসমাপ্তির দ্বাদশ মাসে চৈত্রের শুক্লা নবমী তিথি ও পুর্নবসু নক্ষত্রের যোগে সৌর বৈশাখ মাসে কৌশল্যার কোলে রাম আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আর্বিভাবকালে রবি ছিলেন মেষরাশিতে, চন্দ্র ও বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শুক্র মীন রাশিতে এবং শনি তুলা রাশিতে। কর্কটলগ্নে তাঁহার আর্বিভাব বলিয়া অনুমতি হয় যে, দিবসের মধ্যাহ্নকালে তিনি কৌশল্যার কোল আলো করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুর অর্ধাংশসম্ভূত।[২]

তাঁহার বৈমাত্র কনিষ্ঠ তিন ভাই—ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন পর পর আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের জাতকর্মাদি সংস্কার যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। সকল ভ্রাতাই যথাকালে শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় নিষ্ণাত হইয়াছেন।

তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ॥ ১।১৮।২৬

—তাঁহাদের মধ্যে রাম সর্বাপেক্ষা তেজস্বী, সত্যবিক্রম, সর্বজনপ্রিয় ও চন্দ্রের ন্যায় নির্মল।

তাঁহার চেহারাও দেখিবার মত। অনেক জায়গায় তাঁহার রূপের বর্ণনা দেখিতে পাই—

বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ। ইত্যাদি। ১।১।৯-১১, ৫।৩৫।১৫, ১৬

সুভ্রূরায়ততাম্রাক্ষঃ ।২।২।৪৩
রামমিন্দীবরশ্যামম্ ।২।২।৫৩, ২।১৩।১০, ২।৮৮।১৯
দীর্ঘবাহুং মহাসত্ত্বং মত্তমাতঙ্গগামিনম্।

চন্দ্রকান্তাননং বামমতীব প্রিযদর্শনম্ ।
রূপৌদার্যগুণৈঃ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহাবিণম্॥
২।৩।২৮, ৩।১৭।৭—৯, ৬।১২৮।৯৬

কমলপত্রাক্ষঃ ।২।১৩।৯

মেঘশ্যামং মহাবাহুং স্থিবসত্ত্বং দৃঢব্রতম্।২।৮৩।৮

সিংহস্কন্ধং মহাবাহুং পুণ্ডবীকনিভেক্ষণম্।২।৯৯।২৭

বামো নাম মহাস্কন্ধো বৃত্তাযতমহাভুজঃ ।
শ্যামঃ পৃথুযশাঃ শ্রীমানতুল্যবলবিক্রমঃ ॥ ৩।৩১।১০

ত্রিস্থিবস্ত্রিপ্রলম্বশ্চ ত্রিসমস্ত্রিষু চোন্নতঃ । ইত্যাদি।৫।৩৫।১৭—২৩

পূর্ণচন্দ্রাননঃ শ্যামো গূঢজত্রুবিন্দমঃ ।২।৪৮।২৯

—বামেব স্কন্ধদ্বয সমুন্নত ও বাহুদ্বয মহাবলযুক্ত । তাঁহাব গ্রীবাদেশ শঙ্খেব মত তিনটি বেখাদ্বাবা শোভিত এবং গণ্ডেব ঊর্ধ্বভাগ সুপুষ্ট । মহাধনুর্ধব রামেব বক্ষঃস্থল সুবিশাল, বাহু আজানুলম্বিত ও ললাটদেশ সমুন্নত। সিংহেব ন্যায তাঁহাব শোভন গতি বিশেষ বীবত্বব্যঞ্জক । বামেব সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সুবিভক্ত ও সুগঠিত । তাম্রবর্ণ আযত নযনযুগলে মুখমণ্ডল অপূর্ব শ্রী ধাবণ কবিযাছে । তাঁহাব গাত্রবর্ণ নীলপদ্মেব ন্যায স্নিগ্ধ শ্যামল । সর্ববিধ শুভ লক্ষণে তাঁহাব দেহচ্ছবি অপূর্ব । তাঁহাব রূপ ও গুণ সকলেবই দৃষ্টি ও চিত্তকে হবণ কবে । দূর্বাদলশ্যাম পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বামেব কণ্ঠদেশেব মধ্যবর্তী অস্থিখণ্ড (জত্রু) মাংসে আবৃত । সৌম্যপ্রকৃতি শ্রীমান্ চন্দ্রেব ন্যায সুদর্শন । রূপ ও গুণেব এইপ্রকাব সমন্বয অন্যত্র দুর্লভ ।

বাম প্রমুখ চাবিভ্রাতাব পবস্পবেব মধ্যে অকৃত্রিম সৌহার্দ ছিল । লক্ষ্মণ বামেব প্রাণসম প্রিয এবং লক্ষ্মণও ছাযাব ন্যায সর্বথা বামেব অনুগত ছিলেন ।[৫] 'বামেব মত দাদা আব লক্ষ্মণেব মত ভাই'—এই কথাটি আদর্শ ভ্রাতৃপ্রেমেব উদাহবণরূপে প্রযোগ কবা হয ।

বামেব বযস যখন প্রায বাব বৎসব, তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র দশবথের নিকট উপস্থিত হইযা বাক্ষসদেব অত্যাচাব হইতে যজ্ঞ বক্ষাব নিমিত্ত বামকে লইযা যাইতে চাহিলেন । তখনই বাম মহাধনুর্ধব হইযা উঠিযাছেন। (এই সময দশবথ বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন—বামেব বযস মাত্র পনব বৎসব[৬], পবন্তু পবে অন্যত্র দেখা যায যে, তখনও বামেব বযস বাব বৎসব পূর্ণ হয নাই ।[৭] বিচাবেব দ্বাবা 'ঊনদ্বাদশবর্ষ' পাঠটিই সমীচীন বোধ কবি ।)

স্নেহপ্রবণ দশবথ প্রথমতঃ মুনিব বাক্যে ভীত হইযা পুত্রকে মুনিব সঙ্গে দিতে অসম্মত হইলেও মুনিব অসন্তোষ ও ক্রোধ দেখিযা এবং গুরু বশিষ্ঠের উপদেশে বামকে মুনিব সঙ্গে যাইতে দেন । লক্ষ্মণও বামেব সঙ্গী হইযাছেন । উজ্জ্বলকান্তি কাকপক্ষধব (জুল্‌ফিযুক্ত) বাম ও লক্ষ্মণ নানাবিধ অলঙ্কাব, ধনুর্বাণ, অসি এবং গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলীত্রাণ ধাবণ কবিযা বিশ্বামিত্রেব অনুগমন কবিলেন ।

ছয ক্রোশ পথ অতিক্রমেব পব সবযূব দক্ষিণতীবে উপস্থিত হইযা বিশ্বামিত্র বামকে 'বলা' ও 'অতিবলা'-নামক মন্ত্রসমূহ দান কবিলেন । এইসকল মন্ত্রেব প্রভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূব হয, কার্যান্তবে ব্যাপৃত কিংবা নিদ্রিত থাকিলেও বাক্ষসেবা কোনরূপ অনিষ্ট কবিতে পাবে না, শ্রান্তি বোধ হয না এবং রূপেব কিছুমাত্র বিপর্যয ঘটে না । মন্ত্রেব প্রভাব কীর্তন কবিযা গুরু বিশ্বামিত্র শিষ্য বামকে কহিতেছেন—

গৃহাণ সর্বলোকস্য গুপ্তযে বঘুনন্দন।১।২২।১৮

—হে বঘুনন্দন, সকল লোকেব বক্ষাব নিমিত্ত তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ কব ।

গুরু ও শিষ্য সবযূতীবেই তৃণশয্যায শযন কবিযা সেই বাত্রি কাটাইলেন। পবদিন তাঁহাবা অঙ্গদেশে (বিহাবে) অনঙ্গাশ্রমে বাত্রিযাপন কবিযাছেন। তৃতীয দিবসে তাঁহাবা গঙ্গা ও সবযূব সঙ্গমেব সন্নিকটে গঙ্গা পাব হইযা দক্ষিণতীবে মলদ ও করূষ জনপদেব বিনাশে যে ভীষণ অবণ্যেব সৃষ্টি হইযাছে, সেই অবণ্য দেখিতে পাইলেন। এককালে সেই দুইটি জনপদ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। সহস্র হস্তীব বলধাবিণী সুন্দভার্যা যক্ষিণী তাডকা সম্প্রতি সেই স্থানকে আপন অধিকাবে বাখিযাছে। তাহাব বাক্ষসপুত্র মাবীচও অতি ভযানক। তাডকা পুত্রেব সহিত সেই দেশকে উৎসন্ন কবিতে চলিযাছে। বিশ্বামিত্র বামকে কহিতেছেন যে, তাঁহাবা যেস্থানে আছেন, সেই স্থান হইতে এক ক্রোশ দূবে তাডকা পথ অববোধ কবিযা বহিযাছে। তাঁহাদিগকে সেই পথেই যাইতে হইবে। বাম যেন তাডকাকে বধ কবিযা সেই দেশকে নিষ্কণ্টক কবেন। স্ত্রীহত্যাব ভযে তিনি যেন সঙ্কোচ বোধ না কবেন। চাতুর্বর্ণ্যেব হিতেব নিমিত্ত বাজপুত্রেব পক্ষে এই স্ত্রীহত্যা দোষেব নহে। ইন্দ্র বিবোচনকন্যা মন্থবাকে এবং বিষ্ণু ভৃগুপত্নীকে হত্যা কবিযা ত্রিলোকেব কল্যাণ সাধন কবিযাছেন।

গুরুব আদেশ শিবে ধাবণ কবিযা বাম দৃঢমুষ্টিতে ধনুব মধ্যদেশ ধাবণ কবিযা জ্যা-শব্দে দশদিক প্রকম্পিত কবিযা তুলিলেন। বনেব জন্তুগণ সেই শব্দে সন্ত্রস্ত হইযা উঠিল। ক্রুদ্ধা তাডকা শব্দ লক্ষ্য কবিযা যে-দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে সেই দিকে ছুটিযাছে। বাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইযা তাডকা ধূলি উৎক্ষিপ্ত কবিযা তাঁহাদিগকে মোহিত কবিযা ফেলিল এবং বাক্ষসী মাযাব দ্বাবা ভীষণ শিলাবর্ষণ কবিতে লাগিল। বাম বাণেব দ্বাবা সেই শিলাবর্ষণ নিবাবণ কবিযা তাডকাব হাত দুইখানি কাটিযা ফেলিলেন। লক্ষ্মণ তাহাব নাক ও কান কাটিযাছেন। মাযাবিনী তাডকা অন্তর্হিত হইযাছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায। সন্ধ্যাকালে বাক্ষসজাতিব শক্তি বৃদ্ধি পাইযা থাকে—গুরুব মুখে এই কথা শুনিযা বাম শিলাবর্ষণকাবিণী বাক্ষসীকে শব্দবেধী বাণেব দ্বাবা অবরুদ্ধ কবেন। তাডকা আত্মপ্রকাশ কবিতে বাধ্য হইযা ভীষণ বেগে বাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ কবিলে বাম নিশিত বাণে তাহাব বুকে এমনই আঘাত কবিলেন যে, তাডকা ভূপাতিত হইযা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। দেবতা ও সিদ্ধগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইযা বাম সেইস্থানেই গুরুব আদেশে গুরু ও লক্ষ্মণেব সহিত বাত্রি যাপন কবিযাছেন।[৮]

পবদিন প্রাতঃকালে প্রসন্ন বিশ্বামিত্র বামকে বহু দিব্যাস্ত্র প্রদান কবেন। দেবতাদেব পক্ষেও এতগুলি অস্ত্র সংগ্রহ কবা সম্ভবপব হয না। পথ চলিতে চলিতে বিশ্বামিত্র বামকে অস্ত্রগুলিব সংহবণপদ্ধতি ও অনেক মন্ত্র শিখাইতে লাগিলেন এবং কৃশাশ্ব-প্রজাপতিব পুত্রস্বরূপ জৃম্ভকাদি দিব্যাস্ত্রগুলিও শিষ্যকে দান কবিলেন। অস্ত্রগুলি দান কবিবাব সময বিশ্বামিত্র বামকে কহিতেছেন—

প্রতীচ্ছ মম ভদ্রন্তে পাত্রভূতোহসি বাঘব। ১।২৮।১০

—বৎস বাম, আমাব নিকট হইতে অস্ত্রগুলি গ্রহণ কব। তোমাব মঙ্গল হউক। অস্ত্রগুলি দানেব তুমিই সৎপাত্র।

বাব বৎসব বযসেব শিশুব মধ্যে মহাবীব মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র একপ শৌর্যবীর্য, বিনয, আনুগত্য প্রভৃতি লক্ষ্য কবিযাছেন যে, তাঁহাকে অসংখ্য দিব্যাস্ত্র দান কবিযাও যেন পবিতৃপ্ত হইতে পাবেন নাই। আপনাব সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা নিঃশেষে দান কবিযা তিনি তৃপ্ত হইতে চান।

পথিমধ্যে নানাপ্রকাব মনোবম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহাবা 'সিদ্ধাশ্রম'-নামক বিশ্বামিত্রাশ্রম প্রাপ্ত হইযাছেন। এই আশ্রমেই ভগবান্ বামনদেব তপস্যা কবিযাছিলেন। বিশ্বামিত্র বামকে কহিতেছেন—'বৎস, এই আশ্রম যেমন আমাব, তোমাবও তেমনই।

যে-সকল রাক্ষস আমার যজ্ঞ নাশ করিতে আসিবে, তুমি তাহাদিগকে নিধন করিবে।’ বিশ্বামিত্র সেই দিনেই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। ছয় দিন তিনি মৌনী থাকিবেন। রাম-লক্ষ্মণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পাহারা দিতেছেন। ষষ্ঠ দিবসে আকাশে ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গেল। মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসদ্বয় অনুচর সহ ভীষণ দেহ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে রক্তধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন যে, তিনি মারীচকে বধ করিবেন না, পরন্তু মানবাস্ত্রের দ্বারা দূরে সরাইয়া দিবেন। এই কথা বলিয়া তিনি শীতেষু-নামক মানবাস্ত্রের দ্বারা মারীচকে মূর্ছিত ও বিঘূর্ণিত করিয়া শতযোজন (আটশত মাইল) দূরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন। সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসগণ রামের আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্রে নিহত হইল। নির্বিঘ্নে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে।[৭]

মারীচ তাড়কার পুত্র। তাড়কাকে বধ করায় সম্ভবতঃ মাতৃহীন মারীচের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ রাম তাহাকে বধ করেন নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে বিশ্বামিত্রের চরণে প্রণাম করিয়া রাম কহিতেছেন—

ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ।
আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্‌॥ ১।৩১।৪

—মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার কিঙ্করদ্বয় উপস্থিত হইয়াছে। আদেশ করুন, আমরা আপনার কোন্ অনুশাসন পালন করিব।

এই উক্তিতে রামের গুরুজনের প্রতি বিনয়ব্যবহার লক্ষ্য করিবার মত। আরও অনেক মহর্ষি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করিয়া রাম-লক্ষ্মণ সহ মিথিলায় রাজর্ষি ধর্মধ্বজ জনকের যজ্ঞদর্শনে উৎসুক। জনকের গৃহে মহাদেবের প্রদত্ত সুনাভ-নামক বিশাল ধনু রহিয়াছে, তাহা দেখিবার নিমিত্তও মহর্ষিগণ রামকে উৎসাহিত করিতেছেন। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণ ও মহর্ষিগণকে সঙ্গে লইয়া মিথিলায় যাত্রা করেন। উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে তাঁহারা শোণনদের তীরে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই স্থানেই তাঁহারা সেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহারা পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে পৌঁছিয়াছেন। গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি নানাবিধ পুণ্যকথা রাম-লক্ষ্মণকে শোনাইয়া বিশ্বামিত্র মহর্ষিগণ সহ সেই দিন ও রাত্রি গঙ্গাতীরেই বাস করেন। তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকালে নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে যাইয়া তাঁহারা বিশালানগরী দেখিতে পাইলেন। সেই দেশের নৃপতি সুমতি কর্তৃক পূজিত হইয়া বিশ্বামিত্র সকলের সহিত সেইদিন বিশালাতেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। পরদিন (যাত্রার চতুর্থ দিন) প্রাতঃকালে বিশালা হইতে যাত্রা করিলে পর মিথিলা-নগরী তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। মিথিলার উপবনে পুরাতন নির্জন একটি আশ্রম দেখিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া রাম গৌতম ও অহল্যা-সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। বিশ্বামিত্রের মুখে তিনি ইহাও শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার আতিথ্যসৎকারের দ্বারাই অহল্যা পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন—ইহাই মহামুনি গৌতমের উক্তি। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম অহল্যাকে উদ্ধার করেন। (অহল্যা-চরিতে এই ঘটনা আলোচিত হইবে।) অতঃপর গৌতম ও অহল্যা দ্বারা পূজিত হইয়া রাম গুরুর সহিত মিথিলায় প্রবেশ করিলেন।[৮]

উত্তর-পূর্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গমনের পর গুরু বিশ্বামিত্রের সহিত রাম-লক্ষ্মণ রাজর্ষি জনকের যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়াছেন। রাজর্ষি যেন তাঁহাদের উপস্থিতিতে কৃতার্থ হইয়াছেন। মাত্র বার বৎসরের দেবতুল্য কুমারদ্বয়কে দেখিয়া রাজর্ষি পরম বিস্ময়ে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অশ্বিনাবিব ৰূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ।
কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে॥ ১।৫৩।১৮, ১৯

—অশ্বিনীকুমাবদ্বযেব ন্যায ৰূপবান্, দুইজন নবযুবক যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে আসিযাছেন। মুনিবব, কেন ইঁহাবা পদব্রজে আসিযাছেন? কেনই বা এখানে আসিযাছেন? ইঁহাবা কাঁহাব তনয?

বিশ্বামিত্র বাজর্ষিব নিকট বাম ও লক্ষ্মণেব সম্যক্ পবিচয দিযা তাঁহাদেব বীবত্ব, অহল্যাব উদ্ধাব প্রভৃতি ঘটনাব উল্লেখ কবিযা কহিলেন যে, বাজর্ষিব শ্রেষ্ঠ ধনুখানিকে দেখিবাব উদ্দেশ্যেই বাম ও লক্ষ্মণ মিথিলায আসিযাছেন। গৌতমেব জ্যেষ্ঠপুত্র জনকপুবোহিত শতানন্দ বামকে দেখিযা বিস্মিত হইযাছেন।

পবদিন প্রাতঃকালে বিশ্বামিত্র ও বাম-লক্ষ্মণকে যথোচিত অর্চনা কবিযা বাজর্ষি তাঁহাব গৃহে বক্ষিত ধনুখানিব প্রাপ্তিবিবরণ কীর্তনপূর্বক কহিলেন যে, যিনি এই ধনুখানিতে গুণ যোজনা কবিতে পাবিবেন, তাঁহাব হাতেই বাজর্ষি তাঁহাব কন্যা অযোনিসম্ভবা সীতাকে সম্প্রদান কবিবেন, ইহাই তাঁহাব সঙ্কল্প। বিশ্বামিত্রেব অনুবোধে বাজর্ষি বাম ও লক্ষ্মণকে ধনুখানি দেখাইলে পব বাম সেই ধনুখানিতে গুণ যোজনা কবিবাব অনুমতি চাহিলেন। জনক ও বিশ্বামিত্র সানন্দে সম্মতি দিযাছেন। বাম অবলীলাক্রমে ধনুব মধ্যভাগ গ্রহণ কবিযা তাহাতে গুণ যোজনা কবিলেন। শবসন্ধান কবিবাব নিমিত্ত মধ্যস্থল আকর্ষণ কবিতেই ধনুখানি ভাঙ্গিযা গেল। হাজাব হাজাব দর্শক বিস্মযে 'ধন্য ধন্য' কবিতেছিল। ধনুর্ভঙ্গেব ভযানক শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক ও বাম-লক্ষ্মণ ছাডা সকলেই মূর্ছিত হইযা পডিলেন।

বাজর্ষি বিস্মযে ও আনন্দে বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন—'আমাব কন্যা বামকে পতিৰূপে প্রাপ্ত হইযা আমাব বংশকে উজ্জ্বল কবিবে। অনুমতি করুন—আমাব মন্ত্রিগণ অযোধ্যায যাইযা মহাবাজ দশবথকে এই শুভ সংবাদ দিযা আমাব পুবীতে লইযা আসিবেন।' বিশ্বামিত্রেব সম্মতিক্রমে বাজর্ষিব মন্ত্রিগণ অযোধ্যায যাইযা দশবথকে লইযা আসিযাছেন। মহাধুমধামেব সহিত উত্তবফল্গুনীনক্ষত্রে শুভ লগ্নে বাজর্ষি বামেব হাতে সীতাকে সম্প্রদান কবিযাছেন। ভবত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নেব পবিণযও বাজর্ষিব পবিবাবেই সম্পন্ন হইল। মহামুনি বিশ্বামিত্র এই শুভকার্যেব পবদিন প্রাতঃকালেই দশথব ও জনকেব নিকট হইতে বিদায লইযা হিমালযে যাত্রা কবেন।

বামেবই প্রভূত কল্যাণেব নিমিত্ত যজ্ঞবক্ষাব নাম কবিযা বিশ্বামিত্র বামকে লইযা গিযাছিলেন। বামেব শস্ত্রগুরু প্রকৃতপক্ষে মহামুনি বিশ্বামিত্র। মহর্ষি বশিষ্ঠ পূর্বেই বিশ্বামিত্রেব উদ্দেশ্য বুঝিতে পাবিযা দশবথকে বলিযাছেন—

তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বযঞ্চ কুশিকাত্মজঃ।
তব পুত্রহিতার্থায ত্বামুপেত্যাভিযাচতে॥ ১।২১।২১

—বিশ্বামিত্র স্বযং বাক্ষসগণকে বিনাশ কবিতে সমর্থ হইযাও কেবল তোমাব পুত্রেব হিতেব নিমিত্তই তোমাব নিকট আসিযা বামকে যাচ্ঞা কবিতেছেন।

বিশ্বামিত্রেব হিমালয-যাত্রাব পব দশবথ পুত্র ও বধূগণ সহ অযোধ্যায যাত্রা কবেন। পথিমধ্যে বামেব শৌর্যবীর্য পবীক্ষাব নিমিত্ত ক্ষত্রকুলান্তক পবশুবাম আবির্ভূত হইযাছেন। তিনি তাঁহাব বিষ্ণুপ্রদত্ত ধনুখানিতে বাণ যোজনা কবিবাব নিমিত্ত বামকে আহ্বান কবিযা কহিলেন—বাম যদি সেই ধনুখানিতে বাণ যোজনা কবিতে পাবেন, তবে তিনি বামেব সহিত মল্লযুদ্ধ কবিবেন। দশবথেব অনেক কাকুতি-মিনতি পবশুবামেব নিকট নিষ্ফল হইল। দাশবথি পবশুবামেব উদ্ধত বচনে কিঞ্চিৎ আহত হইযাই যেন তাঁহাব ধনুখানি অবলীলাক্রমে

গ্রহণ কবিযা তাহাতে বাণ যোজনা-পূর্বক কহিলেন—'আপনি ব্রাহ্মণ এবং আমাব গুরু বিশ্বামিত্রেব ভগিনীব পৌত্র বলিযা আমাব পূজ্য। এইহেতু আপনাব প্রাণনাশক শব নিক্ষেপ কবিতে পাবি না। এই বাণেব দ্বাবা আমি আপনাব উদ্ধত গতিশক্তিকে বিনাশ কবিব।' পবশুবামেব বৈষ্ণব তেজ দাশবথিব দেহে সঞ্চাবিত হওযায পবশুবাম যেন তেজোহীন হইযা পডিযাছেন।

তিনি কহিলেন যে, তাঁহাব গতিশক্তি বিনাশ না কবিযা দাশবথি যেন সেই অমোঘ বাণেব দ্বাবা তাঁহাব তপস্যার্জিত দিব্যলোকসমূহ বিনাশ কবেন। বাম তাহাই কবিযাছেন। পবশুবাম নাবাযণজ্ঞানে দাশবথিব স্তবস্তুতি কবিযা মহেন্দ্র-পর্বতে চলিযা গেলেন। দশবথও যেন পুনর্জীবন লাভ কবিযা সকলকে লইযা অযোধ্যায উপস্থিত হইলেন। অযোধ্যানগবী আনন্দোৎসবে উচ্ছল হইযা উঠিল।[৯]

বামেব বযস এখন বাব বৎসব পূর্ণ হইযা তেব চলিতেছে। সীতাব বযস ছয বৎসব। বামেব চবিত্রমাধুর্যে সকলই বিশেষ আহ্লাদিত। মনস্বী বাম সীতাব হৃদয জয কবিযাছেন, লক্ষ্মীরূপিণী সীতাও বামেব হৃদয জয কবিযাছেন। পবম আনন্দে তাঁহাদেব দিন যাইতে লাগিল। পুত্রগণেব মধ্যে বামই পিতাব সমধিক সুখপ্রদ—

তেষামপি মহাতেজা বামো বতিকবঃ পিতুঃ। ২।১।৬

বাম-সীতাব বিবাহেব পব বাব বৎসব অতীত হইযাছে। বাম পঁচিশ বৎসবেব পূর্ণ যুবক। তখন তাঁহাব চবিত্রেব যে মাধুর্য মহর্ষি বাল্মীকি কীর্তন কবিযাছেন, তাহাব তুলনা নাই। এরূপ গুণবান্ পুরুষ আব যেন কখনও পৃথিবীকে অলঙ্কৃত কবেন নাই। তাঁহাব বিদ্যা-বুদ্ধি বীবত্ব সমস্তই অতুলনীয।[১০]

তখন চৈত্র মাস। দশবথেব বাসনা অচিবেই তিনি বামকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবেন। তিনি পবিষদ্ আহ্বান কবিযা তাঁহাব বাসনা ব্যক্ত কবিলে উপস্থিত প্রজামণ্ডলী, বাজন্যবর্গ, পাত্রমিত্র ও গুরুপুবোহিত সকলেই সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন কবিযাছেন। স্থিব হইল যে, পবদিন প্রাতঃকালে পুষ্যানক্ষত্রেব যোগে বামেব জন্মলগ্ন কর্কটে শুভ অভিষেক সম্পন্ন হইবে।[১১]

বশিষ্ঠ, বামদেব, সুমন্ত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেব দ্বাবা সেই দিনই অভিষেকেব দ্রব্যসামগ্রী সংগৃহীত হইযাছে। দশবথ বামকেও আদেশ কবিযাছেন যে, তিনি যেন সংযত হইযা সেই বাত্রিতে তৃণশয্যায শযন কবেন। সমস্ত আযোজন সম্পূর্ণ হইযাছে। বাম পিতাব আদেশেব কথা জননীকে জানাইলে পব কৌশল্যা পুত্রকে প্রভূত আশীর্বাদ কবিযাছেন।

বাম স্নানাদি দ্বাবা পবিত্র হইযা সীতাব সহিত নাবাযণেব আবাধনা কবিলেন এবং মৌনী হইযা সংযতচিত্তে সপত্নীক বিষ্ণুমন্দিবে শযন কবিযা বহিলেন।

এইদিকে মন্থবা ও কৈকেযীব চক্রান্তে সমস্তই পণ্ড হইতে চলিযাছে। কৈকেযীকে পূর্বপ্রতিশ্রুত দুইটি বব দিযা সত্যবদ্ধ দশবথ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইযা ভূতাবিষ্টেব ন্যায ছট্‌পট্ কবিতেছেন। কৈকেযীকে শত অনুনয-বিনয ও ভর্ৎসনা কবিযাও তিনি এই দুবাগ্রহ হইতে নিবস্ত কবিতে পাবেন নাই। পবদিন প্রাতঃকালে দশবথেব আদেশে সুমন্ত্র বামকে মহাবাজসমীপে লইযা যাইতে আসিযাছেন।

বাম পিতৃসমীপে যাত্রা কবিলেন, লক্ষ্মণও তাঁহাব সঙ্গে গেলেন। পথে নানাবিধ মাঙ্গলিক বাদ্য ও ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাঁহাবা সুমন্ত্রচালিত বথে দশবথেব মন্দিবে উপস্থিত হইযাছেন। পিতাব চবণে প্রণাম কবিযা তাঁহাব করুণ বিশুষ্ক মুখ দেখিযাই বাম ভীত হইযা পডেন। কৈকেযীকে প্রণাম কবিযা ইহাব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে পব নির্লজ্জা কৈকেয়ী

আপনাব ববপ্রাপ্তিব সকল ঘটনা বামেব নিকট প্রকাশ কবিযা অবিলম্বে অবণ্যযাত্রাব নিমিত্ত তাঁহাকে প্রেবণা দিতে লাগিলেন।

তদপ্রিযমমিত্রঘ্নো বচনং মবণোপমম্।
শ্রুত্বা ন বিব্যথে বামঃ কৈকেযীং চেদমব্রবীৎ। ইত্যাদি। ২।১৯।১—৯

—শত্রুহন্তা বাম মৃত্যুতুল্য কষ্টদাযক এই অপ্রিয বচন শুনিযা ব্যথিত হন নাই। তিনি কৈকেযীকে বলিলেন—এইরূপই হউক। আমি মহাবাজেব সত্য পালনেব নিমিত্ত জটাবল্কল ধাবণ কবিযা বনে যাইতেছি। কিন্তু আমাব দুঃখ হইতেছে যে, মহাবাজ স্বযং আমাকে ভবতেব অভিষেকেব কথা বলিলেন না। আমি নিজেব প্রীতিব নিমিত্তই আমাব ভাই ভবতকে বাজ্য, প্রাণ, অন্যান্য প্রার্থিত বস্তু, ঐশ্বর্য, এমন কি—সীতাকেও দান কবিতে পাবি। (বামেব সীতা-বিষযক এই উক্তিটি সঙ্গত হইযাছে কি না—বিচার্য।)

পুনবায কৈকেযী শীঘ্র যাত্রাব নিমিত্ত বামকে ত্বৰা দিতে থাকিলে বাম কহিতেছেন—'দেবি, আমি স্বার্থপব নহি, আপনি আমাকে ঋষিতুল্য মনে করুন। আমি ঋষিগণেব ন্যায শুদ্ধ ধর্মকেই একমাত্র আশ্রয কবিযাছি। আমি আজই দণ্ডকাবণ্যে যাত্রা কবিব।'

অভিষেকেব উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভাবকে প্রদক্ষিণপূর্বক সেইদিকে দৃষ্টিপাত না কবিযাই বাম চলিযা যাইতেছেন।

ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং বাজ্যনাশোহপকর্ষতি।
লোককান্তস্য কান্তত্বাচ্ছীতবশ্মেবিব ক্ষযঃ॥ ইত্যাদি। ২।১৯।৩২, ৩৩

—চন্দ্রেব ক্ষযেব ন্যায বাজ্যেব অপ্রাপ্তি বামেব অনুপম সৌন্দর্যের কিছুমাত্র অপকর্ষ ঘটাইতে পাবে নাই। তিনি বসুন্ধবাকে ত্যাগ কবিযা বনগমনে উদ্যত। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিব ন্যায তাঁহাব কোনরূপ চিত্তবিকাব লক্ষিত হয নাই।

প্রাতঃকালে কৌশল্যা পূজা-অর্চায ব্যাপৃত আছেন। বাম জননীব সমীপে উপস্থিত হইযা প্রণামপূর্বক তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইতেই তিনি মূর্ছিত হইযা ভূতলে পডিযা গেলেন। সংজ্ঞালাভেব পব তিনি বহু বিলাপ কবিযা বামকে অবণ্যগমন হইতে নিবৃত্ত কবিবাব নানারূপ চেষ্টা কবিলেন, জননীব আজ্ঞাপালনে এবং শুশ্রূষায কাশ্যপেব স্বর্গপ্রাপ্তিব নজিবও দেখাইলেন, কিন্তু বাম কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনিও জননীকে পিতৃবাক্য পালনেব নিমিত্ত কণ্ডুঋষিব গোহত্যা, সগবপুত্রগণেব বিনাশ-প্রাপ্তি, জামদগ্ন্যেব মাতৃহত্যা প্রভৃতি নজিব দেখাইযা পিতার আদেশ পালনে দৃঢতা অবলম্বন কবিলেন। জননীব অশ্রুবাবিও তাঁহাকে টলাইতে পাবে নাই। ক্রুদ্ধ ও তীক্ষ্ণভাষী লক্ষ্মণকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিযা বাম পুনবায সবিনযে জননীব অনুমতি প্রার্থনা কবিতেছেন। কৌশল্যা পুত্রেব সহিত অবণ্যে যাইতে চাহিলে বাম কহিলেন যে, পতিসেবাই নাবীব শ্রেষ্ঠ ধর্ম। জননী কিরূপে সেই ধর্মকে উপেক্ষা কবিযা পুত্রেব সহিত যাইবেন?

বাম কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে আবও কহিতেছেন যে, ঈশ্ববেব ইচ্ছাতেই কৈকেযী মহাবাজেব নিকট এই দুইটি বব চাহিযাছেন। সৎস্বভাবা স্নেহশীলা বাজনন্দিনী কৈকেযী দৈবপ্রেবিত হইযাই এই কাজ কবিতেছেন। ইহাতে জননী কৈকেযী ও পিতা দশবথেব কোন দোষ নাই।[১২]

অগত্যা কৌশল্যাকে অনুমতি দিতে হইল। জননীর অনুমতি লাভেব পব পুনঃপুনঃ জননীকে প্রণাম কবিযা জননীব প্রদত্ত মাঙ্গল্যদ্রব্য ধাবণপূর্বক বাম সীতাব ভবনে উপস্থিত হইযাছেন। সীতা এইসকল ঘটনা শোনেন নাই। তিনিও দেবকৃত্য সম্পন্ন কবিযা সানন্দে

পতিব আগমনেব প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন। বামকে বিষণ্ণ দেখিযা সীতা সভযে সেই বিষাদেব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে বাম তাঁহাব নিকট সকল ঘটনা ব্যক্ত কবিযা কহিতেছেন—

সোহহং ত্বামাগতো দ্রষ্টুং প্রস্থিতো বিজনং বনম্।
ভবতস্য সমীপে তে নাহং কথ্যঃ কদাচন ॥ ইত্যাদি। ২।২৬।২৪—৩৮

—আমি বনগমনে উদ্যত হইযা তোমাকে দেখিতে আসিযাছি। তুমি ভবতেব নিকট কখনও আমাব প্রশংসা কবিও না। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ অপবেব প্রশংসা সহ্য কবিতে পাবেন না। ভবতেব অনুকূল আচবণ কবিযাই তোমাকে তাহাব নিকট থাকিতে হইবে। আমাব বনগমনেব পব সর্বদা ব্রত-উপবাসাদিব অনুষ্ঠানে কালাতিপাত কবিবে। তুমি মাতৃগণেব শুশ্রূষা কবিও। ভবত ও শত্রুঘ্নকে তুমি ভ্রাতা ও পুত্রেব ন্যায দেখিবে। তাহাবা আমাব প্রাণ হইতেও প্রিয। প্রিযে, যাহাতে কাহাবও অনিষ্ট হয না, তুমি সেইরূপ কার্যই কবিবে।

সীতা প্রণযকোপ প্রকাশপূর্বক পতির অনুগামিনী হইবাব যুক্তি প্রদর্শন কবিলে পব বাম অবণ্যেব ভীষণতা ও অবণ্যবাসে দুঃখকষ্টেব উল্লেখ কবিযা তাঁহাকে নিবৃত্ত কবিতে প্রযাস পান। কিন্তু সীতা কিছুতেই নিবস্ত হইলেন না। অগত্যা বামকে বলিতে হইল—

অনুগচ্ছস্ব মাং ভীরু সহধর্মচবী ভব। ইত্যাদি। ২।৩০।৪০-৪৩

—প্রিযে, আমি তোমাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলাম। তুমি আমাব অনুগমন কব ও সহধর্মচাবিণী হও। তোমাব এই দৃঢ়তা তোমাব পিতৃবংশ ও শ্বশুববংশেব উপযুক্তই হইযাছে। তুমি এখন ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্যদ্রব্যাদি দান কব। এখন তোমাকে ছাডিযা স্বর্গে যাইতেও আমাব স্পৃহা নাই।

বাম-সীতাব কথোপকথনেব সময লক্ষ্মণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাব মুখমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত। এবাব তিনি অগ্রজেব চবণদ্বয দৃঢ়রূপে জডাইযা ধবিলেন। তিনিও বনগমনেব কাতব প্রার্থনা জানাইলে বাম কহিতেছেন—'ভ্রাতঃ, তুমি ধীব ও ধার্মিক, তুমি আমাব প্রাণসম, তুমি আমাব বাধ্য ও অধীন। এইজন্যই তোমাকে সখাব মত মনে কবি। কিন্তু তুমি আমাব অনুগমন কবিলে কৌশল্যা ও সুমিত্রা—এই দুই জননীকে কে দেখিবে?

অভিবর্ষতি কামৈর্যঃ পর্জন্যঃ পৃথিবীমিব।
স কামপাশপর্যস্তো মহাতেজা মহীপতিঃ ॥ ইত্যাদি। ২।৩১।১২-১৭

—মেঘ যেমন পৃথিবীকে জলদানে পবিতৃপ্ত কবে, মহাবাজ দশবথও এতকাল পর্যন্ত সেইরূপ সকলেব প্রার্থিত বস্তু প্রদান কবিযাছেন, পবন্তু সম্প্রতি এই মহাতেজস্বী ভূপতি কৈকেযীব কামজালে জডিত। কৈকেযী এই সাম্রাজ্য লাভ কবিযা দুঃখিনী সপত্নীদেব প্রতি ভাল ব্যবহাব কবিবেন না। ভবতও তাহাব জননীবই অনুগত হইবে।

বাক্‌পটু লক্ষ্মণ অনেক যুক্তিদ্বাবা অগ্রজেব উক্তিগুলি খণ্ডন কবিযা করুণস্ববে পুনবায প্রার্থনা কবিলে বাম আব নিষেধ কবিতে পাবেন নাই। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল—

ব্রজাপৃচ্ছস্ব সৌমিত্রে সর্বমেব সুহৃজ্জনম্। ইত্যাদি। ২।৩১।২৮-৩৭

—সুমিত্রানন্দন, সকল সুহৃজ্জনেব অনুমতি গ্রহণ কবিযা আমাব সহিত যাত্রা কব। বরুণদেব বাজর্ষি জনকেব যজ্ঞে উপস্থিত হইযা বাজর্ষিকে যে-সকল অস্ত্রশস্ত্র দিযাছিলেন, সেইগুলি আমবা যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইযাছিলাম। তুমি শীঘ্র সেইসকল অস্ত্রশস্ত্র লইযা আইস। তোমাব সহিত মিলিত হইযা ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণকে আমাব সকল ধনবত্ন দান কবিতে বাসনা। অতঃপব অনুজীবিগণকেও আমি দান কবিতে চাই। তুমি সত্বব বশিষ্ঠপুত্র আর্য সুযজ্ঞকে এইস্থানে আনযন কব। আমি তাঁহাকে ও অন্যান্য দ্বিজাতিগণকে সম্যক্ পূজা কবিযা অবণ্যে যাত্রা কবিব।

লক্ষ্মণেব সবিনয় আহ্বানে ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইযাছেন। প্রথমেই বাম ও সীতা যুক্তকবে সুযজ্ঞকে অভ্যর্থনা কবিযা বহুবিধ সুবর্ণালঙ্কাবেব দ্বাবা পূজা কবিযাছেন। পত্নীকে দিবাব নিমিত্ত সুযজ্ঞসখী সীতা তাঁহাব বহুমূল্য অনেক অলঙ্কাব সুযজ্ঞেব হাতে দিযাছেন। বামেব মাতুল 'শত্রুঞ্জয'-নামক যে হাতীটি তাঁহাকে দিযাছিলেন, সহস্র সুবর্ণমুদ্রা সহ সেই হাতীটিও বাম সুযজ্ঞকেই দান কবিলেন। অতঃপব অন্যান্য ব্রাহ্মণ, তপস্বী, দণ্ডী ও ব্রহ্মচাবিগণকে বহুবিধ ধনবত্নাদি দান কবিযা বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে সমুপস্থিত ভৃত্যগণকে বাম প্রত্যেকেব জীবিকানির্বাহেব উপযোগী নানাবিধ দ্রব্য দান কবিলেন। বাম তাহাদিগকে কহিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত তাঁহাবা বন হইতে ফিবিযা না আসেন, ততদিন পর্যন্ত ভৃত্যবর্গ যেন লক্ষ্মণেব ও তাঁহাব গৃহে অবস্থান কবে। বালক, বৃদ্ধ ও দবিদ্রগণ বহু ধনবত্ন প্রাপ্ত হইল। গর্গগোত্রীয ত্রিজট-নামক এক বহুপুত্র দবিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাব গৃহিণীব প্রেবণায বামের নিকট উপস্থিত হইযা তাঁহাব তীব্র দাবিদ্র্যেব বর্ণনা কবেন। বাম তাঁহাকে পবিহাসচ্ছলে কহিলেন যে, এক হাজাব ধেনু তিনি তখনও কাহাকেও দান কবেন নাই। ত্রিজট একটি দণ্ড নিক্ষেপ কবিযা যতগুলি ধেনুকে অতিক্রম কবিতে পাবিবেন, ততগুলি ধেনুই তাঁহাকে দান কবা হইবে। ব্রাহ্মণ কোমবে কাপড জডাইযা প্রাণপণে দণ্ডটি নিক্ষেপ কবেন। সবযূব অপব পাবে সহস্র ধেনু অতিক্রম কবিযা দণ্ডটি পতিত হইল। বাম ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন কবিলেন এবং ধেনুগুলি ত্রিজটেব আশ্রমে পাঠাইযা দিযা তাঁহাকে কহিলেন—'আমি আপনার শক্তি পবীক্ষাব নিমিত্ত পবিহাস কবিযাছিলাম, কিছু মনে কবিবেন না।' ব্রাহ্মণ পবম প্রীত হইযা রামকে আশীর্বাদ কবিযা প্রস্থান কবিলেন।[১৩]

বাজ্যাভিষেক ও অবণ্যযাত্রা যাঁহাব নিকট সমান, যিনি সুখদুঃখকে জয কবিযাছেন, এই দুঃসমযেও পবিহাসপ্রিয়তা একমাত্র তাঁহাব পক্ষেই শোভা পায। এই স্থলে অনাবিল হাস্যবস পবিবেশন কবিযা মহর্ষি বাল্মীকি বামচবিতেব মহত্ত্বই প্রকাশ কবিযাছেন।

প্রভূত ধনবত্ন দান কবিযা বাম এবাব বনগমনে প্রস্তুত হইতেছেন। দুঃখসন্তপ্ত পুববাসিগণেব নানাবিধ করুণ বাক্যালাপ শুনিতে শুনিতে তিনি সীতা ও লক্ষ্মণ সহ কৈকেযীব ভবনে প্রবেশ কবিযাছেন। সেই ভবনে কৈকেযী ব্যতীত সকলেবই চক্ষু অশ্রুভাবাক্রান্ত, কিন্তু পিতাব আদেশ পালন কবিতেছেন বলিযা বামেব মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল। ভার্যাগণে পবিবৃত হইযা পুত্রকে বিদায দিবাব নিমিত্ত দশবথ সুমন্ত্রেব দ্বাবা তাঁহাব তিনশত একান্নজন (কৈকেযী ছাডা) ভার্যাকে সেইস্থানে আনাইযাছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে পুত্রকে উপস্থিত দেখিযা দশবথ অতি বেগে পুত্রেব প্রতি ধাবিত হইলেন। বামেব নিকট পর্যন্ত না যাইযাই তিনি মূর্ছিত হইযা পডিযা যান। বাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে তুলিযা পালঙ্কে শযন কবাইলেন। বাম পিতাব অনুমতি প্রার্থনা কবিযা কহিতেছেন—'মহাবাজ, আমি দণ্ডকাবণ্যে যাত্রা কবিতেছি, আপনি শুভদৃষ্টিতে একবাব আমাকে অবলোকন করুন। নানাবিধ সঙ্গত কাবণ দেখাইযাও আমি সীতা ও লক্ষ্মণকে নিবস্ত কবিতে পাবি নাই। ইহাবাও আমাব অনুগমন কবিবেন। আপনি ইহাদিগকেও সম্মতি দিন। প্রজাপতি যেরূপ সনক সনৎকুমাব প্রমুখ পুত্রগণকে তপস্যাব নিমিত্ত অবণ্যগমনেব অনুমতি দিযাছিলেন, আপনিও আমাদেব তিনজনকে সেইরূপ অনুমতি দিন।'

বহুবিধ করুণ বিলাপ ও আর্তনাদ কবিতে কবিতে মৃতকল্প দশবথ অনুমতি দিযাছেন। সকলেব সুকরুণ হাহাকাব ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখবিত হইযা উঠিল।

কৈকেযীব আনীত বল্কল পবিধান কবিযা বাম ও লক্ষ্মণ তপস্বীব ন্যায দাঁড়াইযা বহিলেন। বাম সীতাব পট্টবস্ত্রেব উপবেই চীববন্ধন কবিযা দিলেন। তিনি ভৃত্যগণেব দ্বাবা

খুন্তি ও পেটারা (ঝুড়ি) আনাইয়া সঙ্গে লইয়াছেন। দশরথ নিখিল সৈন্যসামন্ত ও ধনরত্ন রামের সঙ্গে দিতে চাহিলে রাম সবিনয়ে পিতাকে বাধা দিয়া কহিয়াছেন—

বজ্জুস্নেহেন কিং তস্য দদতঃ কুঞ্জরোত্তমম্। ২।৩৭।৩

—শ্রেষ্ঠ হস্তীটিকে পরিত্যাগ করার পর হস্তিবন্ধনের রজ্জুর প্রতি আকর্ষণের কি সার্থকতা আছে?

স্বয়ং দশরথ পাত্রমিত্র এবং প্রজামণ্ডলী রামের অনুগমন করিতে চাহিলে রাম তাঁহাদিগকেও প্রবোধ দিয়াছেন। রাম অতি করুণকণ্ঠে দশরথের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, তাঁহার বৃদ্ধা জননী যাহাতে পুত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ না করেন, মহারাজ যেন সেই বিষয়ে সদয় দৃষ্টি রাখেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করেন।

দশরথের আদেশে সুমন্ত্র রাজোচিত রথ সুসজ্জিত করিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। রাম জননীকে প্রণামপূর্বক কহিতেছেন—

অম্ব মা দুঃখিতা ভূত্বা পশ্যেস্ত্বং পিতরং মম্।
ক্ষয়োহপি বনবাসস্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি॥ ইত্যাদি। ২।৩৯।৩৪,৩৫

—মা, আপনি দুঃখিত হইয়া আমার বনবাসের জন্য পিতৃদেবকে কুদৃষ্টিতে দেখিবেন না। অতি সত্বরই বনবাসের নির্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইবে। শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে, বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।

তারপর সাশ্রুকণ্ঠা তিনশত পঞ্চাশজন জননীকে লক্ষ্য করিয়া রাম জোড়হাতে কহিতেছেন—'জননীগণ, সর্বদা একত্র অবস্থানহেতু অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোন অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি, তবে আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

সকলের বিলাপ-ধ্বনিতে গৃহটি যেন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গুরুজনের চরণে প্রণামপূর্বক রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথে আরোহণ করিয়াছেন। সমগ্র অযোধ্যাপুরী যেন কাঁদিতে লাগিল। জনক-জননী রথের অনুগমন করিতেছেন দেখিয়াও ধর্মপাশবদ্ধ রাম তাঁহাদের প্রতি স্পষ্টভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। অযোধ্যার জনগণ শোকে আকুল হইয়া রথের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া রাম কহিতেছেন—'আমাকে তোমরা যেরূপ স্নেহ ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, ভরতকেও সেইরূপ দেখিবে। ভরত অবশ্যই তোমাদের প্রিয় ও হিতকর কার্যে রত থাকিবেন। ভরত ধার্মিক, জ্ঞানী, কোমলস্বভাব ও শক্তিশালী। মহারাজ দশরথ যাহাতে আমার শোকে সন্তপ্ত না হন, তোমরা সেইরূপ আচরণ করিবে।'

বৃদ্ধ জ্ঞানী তপস্বী ব্রাহ্মণগণ বার্দ্ধক্যবশতঃ কম্পিতদেহে রথের অনুগমন করিতেছিলেন। তাঁহারা আর ফিরিবেন না মনে করিয়া অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে সঙ্গে লইয়াই চলিয়াছেন। তাঁহাদের আর্তস্বরে ব্যথিত হইয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সহ রথ হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে পদব্রজে বনের দিকে চলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ অতি স্নেহপূর্ণ করুণ বচনে রামকে অযোধ্যায় ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তথাপি তাঁহারা রামের সঙ্গ ছাড়েন নাই। সন্ধ্যাকালে সকলে তমসাতীরে উপস্থিত হইলেন। জলমাত্র পান করিয়াই সকলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেছেন। লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র জাগিয়া আছেন। শেষরাত্রিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাম দেখিতে পাইলেন যে, কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন—'ভ্রাতঃ, আমাদের অনুগমনকারী ব্যক্তিগণের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই আমরা প্রস্থান করিব। আমাদের দুঃখ দ্বারা ইঁহাদিগকে দুঃখিত করা উচিত হইবে না। আমাদিগকে দেখিতে না পাইলেই ইঁহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন।' লক্ষ্মণও অগ্রজের

এই প্রস্তাব সমর্থন কবিলেন। বামেব নির্দেশে সুমন্ত্র তখনই বথ প্রস্তুত কবিযাছেন। বাম তৎক্ষণাৎ ভ্রাতা ও পত্নী সহ বথে আবোহণ কবিযা তমসা-নদী উত্তীর্ণ হইলেন। অনুগমনকাবী পুববাসিগণকে বিভ্রান্ত কবিবাব উদ্দেশ্যে উত্তবাভিমুখে কিছু দূব অগ্রসব হইযা পবে দক্ষিণ দিকে যাইবাব নিমিত্ত বাম সুমন্ত্রকে নির্দেশ দেন।

নিদ্রোত্থিত পুববাসিগণ বামকে না দেখিযা বিমূঢ় হইযা পডিযাছেন। বথেব চিহ্ন অনুসবণ-পূর্বক কিছু দূব পর্যন্ত যাওযাব পবেই তাঁহাবা আব পথ নির্ণয কবিতে পাবেন নাই। অনন্যোপায হইযা অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে তাঁহাদিগকে নিবানন্দ অযোধ্যায ফিবিতে হইল। বাম সেই অবশিষ্ট বাত্রিতেই অনেক পথ অতিক্রম কবিযাছেন।

পবদিন প্রাতঃকালে তিনি উত্তব কোশলেব জনপদসমূহে প্রজামণ্ডলীব বিলাপ-ধ্বনি ও কৈকেযীব নিন্দা শুনিতে শুনিতে সেই দেশ অতিক্রম কবেন। এইরূপে দক্ষিণ দিকে চলিতে চলিতে বেদশ্রুতি, গোমতী ও স্যন্দিকা নদী পাব হইলেন। এই সমযে যেন পুনঃপুনঃ জন্মভূমিব কথা তাঁহাব মনে হইতেছিল। তিনি সুমন্ত্রকে কহিতেছিলেন যে, কতদিন্ পবে পুনবায তিনি জনক-জননীকে দেখিতে পাইবেন এবং সবযূতীবেব পুষ্পিত কাননে মৃগযা কবিতে পাবিবেন। অযোধ্যাব দিকে মুখ ফিবাইযা বাম জোডহাতে কহিতেছেন—'হে কাকুৎস্থপবিপালিতে অযোধ্যানগবি, আমি পিতৃসত্য পালনেব নিমিত্ত তোমাব নিকট হইতে বিদায গ্রহণ কবিতেছি, পুনবায জনক-জননীর সহিত তোমাকে দর্শন কবিব।' তাবপব দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন কবিযা অশ্রুপূর্ণনযনে দীনভাবে জনপদবাসিগণকে কহিতেছেন যে, সকলেব ব্যবহাবে তিনি মুগ্ধ হইযাছেন। কেহ যেন আব তাঁহাব নিমিত্ত বিলাপ না কবেন।

এইভাবে ভাবাক্রান্ত হৃদযে চলিতে চলিতে তিনি গঙ্গাব উত্তব তীবে পৌঁছিযাছেন। সেখানে শৃঙ্গবেবপুবে (মির্জাপুবেব নিকটে) নিষাধপতি গুহেব বাজধানী। নিষাদবাজ বামেব সখা ছিলেন। বামেব আগমনবার্তা শুনিযাই তিনি অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গকে সঙ্গে লইযা বামেব নিকট আসিতেছেন। বামও দূব হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইযা লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইযা অগ্রসব হইযাছেন। দুই সখা পবস্পব আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইযাছেন। বামেব আগমনে গুহ নিজেকে ধন্য মনে কবিলেন। তিনি যথাবীতি অভ্যর্থনা কবিযা নানাবিধ স্বাদু ভোজ্যদ্রব্য ও অর্ঘাদি সমর্পণ কবিযা কহিতেছেন যে, অনেক সৌভাগ্য থাকিলে এরূপ অতিথিব শুভাগমন ঘটে। গুহেব সবিনয বচনেব উত্তবে বাম কহিলেন—'তোমাব প্রীতিদত্ত সকল বস্তুই আমি স্বীকাব কবিতেছি, কিন্তু এখন আমি চীবাজিনধাবী বনবাসী বলিযা প্রতিগ্রহ কবিতে পাবি না। তুমি আমাব বথেব অশ্বগণেব উদ্দেশ্যে যে খাদ্য আনিযাছ, তাহাতেই আমি সম্মানিত হইযাছি।'[১৪]

সাযংসন্ধ্যা সমাপনান্তে লক্ষ্মণেব দ্বাবা আনীত গঙ্গাজল মাত্র পান কবিযা বাম সীতাব সহিত গঙ্গাতীবেই ভূমিশয্যায শযন কবিলেন। লক্ষ্মণ ও গুহ নিকটেই এক বৃক্ষমূলে উপবেশন কবিযা নানাবিধ কথাবার্তায বাত্রি কাটাইলেন।

পবদিন, অর্থাৎ অবণ্যযাত্রাব তৃতীয দিন প্রাতঃকালেই বামেব অভিপ্রায অনুসাবে গুহ নৌকা দ্বাবা তাঁহাদেব গঙ্গা উত্তবণেব ব্যবস্থা কবিযাছেন। বাম দক্ষিণ হস্তে সুমন্ত্রকে স্পর্শ কবিযা কহিতেছেন—'এবাব তুমি বথ লইযা অযোধ্যায মহাবাজেব নিকট গমন কব। প্রমাদশূন্য হইযা তাঁহাব কাছে অবস্থান কবিবে। আমবা পদব্রজে অবণ্যে প্রবেশ কবিব।' সুমন্ত্র উচ্চৈঃস্ববে বোদন কবিতেছেন দেখিযা বাম তাঁহাকে মধুবস্ববে কহিতেছেন—'তোমাব ন্যায সুহৃদ্ আমাদেব আব কেহই নাই। মহাবাজ এখন বৃদ্ধ, শোকাকুল ও কামভাবে অবসন্ন। কৈকেযীব প্রীতিবিধানেব নিমিত্ত মহাবাজ যে আদেশ কবিবেন, তুমি সযত্নে তাহা

পালন কবিবো'।

তাবপব জনক-জননী ও ভবতকে বলিবাব উদ্দেশ্যে অনেক কিছু বলিযা বাম বিদায দিবাব সময কহিতেছেন—

নগবীং ত্বাং গতং দৃষ্ট্বা জননী মে যবীযসী।
কৈকেযী প্রত্যযং গচ্ছেদিতি বামো বনং গতঃ ॥ ইত্যাদি। ২।৫২।৬১,৬২

—তুমি অযোধ্যায ফিবিযা গেলে তোমাকে দেখিযা আমাব কনিষ্ঠা জননী কৈকেযী বিশ্বাস কবিবেন যে, বাম বনে গিযাছেন। অন্যথা আশঙ্কা কবিযা মহাবাজকে মিথ্যাবাদী মনে কবিবেন।

বাম গুহকে কহিলেন যে, তিনি আত্মীয-স্বজনবর্জিত আশ্রমে বাস কবিবেন এবং আশ্রমোচিত নিযম অনুসবণ কবিবেন। তাঁহাব শিবে জটাধাবণেব উদ্দেশ্যে গুহ যেন বটবৃক্ষেব ক্ষীব লইযা আসেন। গুহেব আনীত বটক্ষীবে বাম ও লক্ষ্মণ কেশগুচ্ছকে জটায পবিণত কবিযাছেন। তাবপব নৌকায গঙ্গাব দক্ষিণ তীবে অবতবণ কবিযা তাঁহাবা পদব্রজে চলিতেছেন। বাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—'জনসঙ্কুল বা নির্জন বনে যেখানেই যাই না কেন, তুমি সীতাকে বক্ষা কবিবে।'

অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু।
পৃষ্ঠতোহনুগমিষ্যামি সীতাং ত্বাং চানুপালযন্॥ ২।৫২।৯৫

—ভ্রাতঃ, তুমি অগ্রে গমন কব। সীতা তোমাব পশ্চাতে গমন ককন। আমি সীতা ও তোমাকে বক্ষা কবিযা পশ্চাতে গমন কবিব।

অল্প সমযেব মধ্যে তাঁহাবা বৎসদেশে (প্রযাগেব নিকট, যমুনাব উত্তবতীবে) উপস্থিত হইযাছেন। বাম ও লক্ষ্মণ সেখানে ববাহ, ঋষ্য, পৃষত ও মহাকক নামক চাবিটি মহামৃগ হনন কবিযা সেইগুলিকে লইযা সন্ধ্যাব সময একটি বৃক্ষতলে গমন কবেন। তখন তাঁহাবা অতিশয ক্ষুধার্ত ছিলেন।

তিন দিনেব মধ্যে একমাত্র জল ব্যতীত তাঁহাবা আব কিছুই খান নাই। আজ বাত্রিতে এই চাবিটি মৃগেব মাংস খাইবেন। ইহাতে বোঝা যাইতেছে—বাম যেমন উপবাস কবিতে পাবেন, তেমন খাইতেও পাবেন।

সন্ধ্যাব পব বৃক্ষমূলে তৃণশয্যায বসিযা বাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'ভ্রাতঃ, জনপদেব বাহিবে আজ আমাদেব প্রথম বাত্রি উপস্থিত হইযাছে। সুমন্ত্রও আমাদেব নিকটে নাই। তুমি উৎকণ্ঠিত হইবে না। আজ হইতে প্রতি বাত্রিতেই আমাদিগকে জাগিযা থাকিতে হইবে। আজ মহাবাজ দশবথেব দুঃখেব ও কৈকেযীব আনন্দেব অন্ত নাই। ভবতকে উপস্থিত দেখিযা বাজ্যলাভেব নিমিত্ত কৈকেযী মহাবাজেব প্রাণহানি কবেন কি না—আশঙ্কা কবিতেছি। মহাবাজ বৃদ্ধ ও আমাদেব বিবহে শোকাকুল। তিনি এখন অজিতেন্দ্রিয ও কৈকেযীব বশীভূত। এই অবস্থায তিনি কি কবিবেন ? তাঁহাব এই দুঃখ ও মতিভ্রম দেখিযা আমাব বোধ হইতেছে যে, সংসাবে অর্থ ও ধর্ম হইতে কামই প্রবল। কোন মূর্খ ব্যক্তিও স্ত্রীকে সন্তুষ্ট কবিবাব নিমিত্ত আমাব ন্যায আজ্ঞাবহ পুত্রকে পবিত্যাগ কবিতে পাবে না। কৈকেযীপুত্র ভবত পত্নীব সহিত আনন্দিত হইবেন। পিতা দশবথ পবলোক গমন কবিলে আমি অবণ্যবাসী হওযায ভবত একাকী বাজ্যসুখ ভোগ কবিবেন। যে-ব্যক্তি অত্যন্ত কামাসক্ত, সে মহাবাজ দশবথেব ন্যায বিপন্ন হইযা থাকে। সৌম্য, আমাব মনে হইতেছে যে, দশবথেব বিনাশ, আমাব নির্বাসন এবং ভবতেব বাজ্যপ্রাপ্তিব নিমিত্তই কৈকেযী আমাদেব গৃহে আসিযাছিলেন। আমাবই জন্য হযতো সৌভাগ্যমদমোহিতা কৈকেযী

কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কষ্ট দিতেছেন। আমাদেব জন্য জননী সুমিত্রাকেও অতি দুঃখে বাস কবিতে হইবে। ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ, তুমি আগামী প্রাতঃকালেই অযোধ্যায যাত্রা কব। আমি একাকী সীতাব সহিত দণ্ডকাবণ্যে যাত্রা কবিব। তুমি অনাথা কৌশল্যাদেবীকে বক্ষা কবিবে। পাপচিন্তা কৈকেযী তোমাব ও আমাব জননীকে বিষও দিতে পাবেন। আমাব জননীব নিতান্তই দুর্ভাগ্য। কোন মহিলা যেন আমাব ন্যায দুঃখপ্রদ পুত্রেব জননী না হন। আমি ক্রুদ্ধ হইলে অযোধ্যা, এমন কি, সমগ্র পৃথিবী: কই বাহুবলে অধিকাব কবিতে পাবি। অধর্ম ও পবলোকেব ভযে ভীত বলিযাই আমি অভিষিক্ত হইতে পাবি নাই'।[১৮]

এতদন্যচ্চ করুণং বিলপ্য বিজনে বহু।
অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তূষ্ণীমুপাবিশৎ॥ ২।৫৩।২৭

— নির্জন বনে বাত্রিকালে এইভাবে নানা কথায করুণ বিলাপ কবিযা বাম দীনভাবে অশ্রুপূর্ণমুখে মৌনাবলম্বন কবিযা বহিলেন।

পবে অন্যত্র (৩।১৬।৩৭) লক্ষ্মণেব মুখে কৈকেযীব নিন্দা শুনিযা বাম লক্ষ্মণকে সেইরূপ নিন্দা কবিতে নিষেধ কবিবেন। পবন্তু উল্লিখিত কথাগুলিতে বামেব অন্যরূপ মনোভাব দেখা যাইতেছে। এইজন্য 'তিলক' টীকাকাব কহিতেছেন যে, ভগবানেব এইসকল উক্তি লক্ষ্মণেব মনোভাব পবীক্ষাব উদ্দেশ্যে। এইসকল উক্তি যথার্থ নহে। কিন্তু আমবা এই অভিমত মানিযা লইতে পাবি না। কোশল দেশ পবিত্যাগেব পবেই আমবা বামেব মুখমণ্ডল অশ্রুপ্লাবিত দেখিযাছি। এইসকল উক্তিব পবেও দেখিতেছি যে, তিনি অশ্রুপূর্ণমুখে দীনভাবে বসিযা আছেন। উক্তিব মূলে যদি দুঃখ, ক্ষোভ, শোক, ঘৃণা, বিষাদ ও অভিমান না থাকিত, তবে চোখে জল আসিত না। শুধু লক্ষ্মণকে পবীক্ষা কবাব নিমিত্ত এইসকল কথা বলিলে চোখে জল আসিবে কেন ? আব প্রথম হইতেই বামকে ভগবান্ বলিযা যদি স্থিব কবি, তবে তো তাঁহাব চবিত্র সমালোচনাব যোগ্যই নহে, সেইরূপ চবিত্র তো লীলামাত্র। লীলাচ্ছলে এইশ্রেণীব মনুষ্যোচিত ব্যবহাবেব অন্যবিধ তাৎপর্য নির্ণযেব কোন প্রযোজনই নাই। অতএব আমবা সবিনযে বলিব যে, দুঃখ, ক্ষোভ, শোক, ঘৃণা ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি হইতে বামও সম্ভবতঃ মুক্ত ছিলেন না।

চতুর্থ দিবসে প্রাতঃকালেই বাম বৎসদেশ হইতে যাত্রা কবিযা গঙ্গাযমুনাব সঙ্গমস্থলে পৌঁছিযাছেন। এই প্রযাগেই ভবদ্বাজ-মুনিব আশ্রম। সন্ধ্যাকালে মুনিব আশ্রমে উপস্থিত হইযা তাঁহাবা তিনজনে মুনিব চবণে প্রণাম কবিলেন। মুনি তাঁহাদেব পবিচয জানিযা যথাবিধি সৎকাবপূর্বক কহিতেছেন—'বাম, আমি বহুকাল হইতে এই আশ্রমে তোমাব আগমনেব প্রতীক্ষা কবিতেছি। তুমি বিনা কাবণে নির্বাসিত হইযাছ, ইহাও আমি শুনিযাছি। এই স্থানটি পবিত্র, নির্জন ও বমণীয। তুমি এইখানেই বাস কব।' বাম সবিনযে মুনিকে কহিলেন যে, প্রযাগ অযোধ্যা হইতে খুব দূবে নহে। এইস্থানে বাস কবিলে অযোধ্যাবাসিগণ প্রাযই তাঁহাদিগকে দেখিবাব উদ্দেশ্যে এই আশ্রমে আসিবেন, এই কাবণে এই স্থানে বাস কবা তাঁহাব অনভিপ্রেত। ভবদ্বাজেব নিকট হইতে তিনি এমন একটি আশ্রমেব সন্ধান জানিতে চাহেন, যে-স্থান নির্জন এবং সীতা যেখানে আনন্দে থাকিতে পাবেন। ভবদ্বাজ প্রযাগ হইতে মাত্র দশ ক্রোশ দূবে অবস্থিত পুণ্যভূমি চিত্রকূট-পর্বতেব (যুক্তপ্রদেশে বান্দা জিলায) নাম কবেন। ভবদ্বাজেব প্রদত্ত ফলমূলাদি গ্রহণ কবিযা মুনিব সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গে বাম সেই বাত্রি মুনিব আশ্রমেই যাপন কবিলেন।

পবদিন (অবণ্যযাত্রাব পঞ্চম দিন) প্রাতঃকালে মুনি হইতে পথেব বিস্তৃত বিববণ জানিযা মুনিব আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক বাম চিত্রকূটে যাত্রা কবিযাছেন। কাঠেব দ্বাবা একটি বৃহৎ

ভেলা নির্মাণ কবিযা সেই ভেলায তাঁহাবা যমুনা পাব হইলেন। যমুনাব দক্ষিণতীবে যাইযা এক ক্রোশ পথ অতিক্রমেব পব যমুনাতীববর্তী বনে বাম ও লক্ষ্মণ অনেকগুলি পবিত্র মৃগ বধ কবিযা সকলে সেই মাংস ভক্ষণ কবেন। সেই মনোহব বনে যথেচ্ছ বিহাব কবিযা সাযংকালে তাঁহাবা যমুনাতীবে একটি সমতল প্রদেশে অবস্থিতি কবিযাছেন।

পবদিন (ষষ্ঠ দিন) প্রাতঃকালে পুণ্যসলিলে স্নানাদিব পব তাঁহাবা পথিমধ্যে বসন্তশোভা দেখিতে দেখিতে পথ চলিতেছেন। সম্ভবতঃ মধ্যাহ্নেব পূর্বেই তাঁহাবা চিত্রকূট-পর্বতে উপস্থিত হইযাছেন। প্রথমতঃ তাঁহাবা মহর্ষি বাল্মীকিব (বামাযণ-প্রণেতা নহেন) আশ্রমে যাইযা মহর্ষিকে প্রণাম কবেন। মহর্ষি কর্তৃক অভ্যর্থিত হইযা বাম মহর্ষিব নিকট আত্মপবিচয দিযা বনগমনেব কাবণ প্রভৃতি নিবেদন কবিযাছেন। তাবপব বাম সেইদিনেই লক্ষ্মণেব দ্বাবা মহর্ষিব আশ্রমেব নিকটে মাল্যবতী নদীব তীবে কাষ্ঠাদি দ্বাবা একখানি পর্ণকুটীব নির্মাণ কবাইযাছেন। কুটীব নির্মাণেব পব বাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—

ঐণেযং মাংসমাহৃত্য শালাং যক্ষ্যামহে বযম্।
কর্তব্যং বাস্তুশমনং সৌমিত্রে চিবজীবিভিঃ॥ ২।৫৬।২২

—সুমিত্রানন্দন, হবিণেব মাংস সংগ্রহ কবিযা আমবা এই কুটীবে বাস্তু-দেবতাব পূজা কবিব। যাঁহাবা দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছুক, বাস্তুশান্তি কবা তাঁহাদেব কর্তব্য।

বামেব আদেশে লক্ষ্মণ একটি কৃষ্ণমৃগ বধ কবিযা আগুনে পোড়াইলেন। মৃগদেহ বক্তক্ষবণশূন্য ও তপ্ত হইলে পব বাম মন্ত্রপাঠপূর্বক সেই মৃগমাংসেব দ্বাবা যজ্ঞ সম্পন্ন কবিযা সীতা ও লক্ষ্মণ সহ ধ্রুব-নক্ষত্রযুক্ত শুভ মুহূর্তে গৃহপ্রবেশ কবিলেন। মনোহব চিত্রকূটেব শোভাদর্শনে তাঁহাদেব অযোধ্যা-ত্যাগেব দুঃখ তিবোহিত হইল।

পর্বত ও মন্দাকিনীব (মাল্যবতী) শোভা দর্শনে বামসীতা মুগ্ধ হইযাছেন। বাম সীতাকে কহিতেছেন—

উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধুমূলফলাশনঃ।
নাযোধ্যাযৈ ন বাজ্যায স্পৃহযে চ ত্বযা সহ॥ ২।৯৫।১৭

—তোমাব সহিত এই স্থানে তিনবেলা স্নান এবং মধু ও ফলমূল ভক্ষণ কবিযা আমি অযোধ্যা ও বাজ্যেব প্রতি স্পৃহা পোষণ কবি না।

অবণ্যবাসেব সময তাঁহাবা ফলমূল, পুষ্পমধু ও মৃগযালব্ধ প্রচুব মৃগমাংস আহাব কবিতেন। যথাবীতি পাক না কবিযা শুধু অগ্নিতপ্ত মাংসই আহাব কবিতেন।[১৬]

মৃগযা যে ক্ষত্রিযেব পক্ষে দূষণীয নহে, এই কথাও বামেব মুখেই শোনা যাইতেছে। মৃগযাতে তাঁহাবও খুব উৎসাহ ছিল।[১৭]

বামেব অযোধ্যা পবিত্যাগেব পব পাঁচ সপ্তাহ অতীত হইযাছে। একদিন অকস্মাৎ চিত্রকূটেব নিকটেই আকাশস্পর্শী ধূলিবাশি উত্থিত হইল ও তুমুল কোলাহল শ্রুত হইল। বন্য পশুসমূহ ভযে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। বামেব আদেশে লক্ষ্মণ একটি শালগাছে উঠিয়া উত্তবদিকে চাহিযা দেখিতে পাইলেন যে, হাতী ঘোড়া ও বথ সহ অনেক সৈন্য যেন চিত্রকূটেব দিকেই আসিতেছে। একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষেব নিকটে কোবিদাবেব (বক্তকাঞ্চনবৃক্ষ) ধ্বজযুক্ত রথ দেখিযা লক্ষ্মণ বুঝিতে পাবিলেন যে, তাঁহাদিগকে হত্যা কবিযা নিষ্কণ্টক বাজ্যভোগেব উদ্দেশ্যে ভবতই সৈন্যসামন্ত সহ আসিতেছেন। লক্ষ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইযা ভবতেব সহিত যুদ্ধ কবিতে উদ্যত হইযাছেন।

বাম লক্ষ্মণেব ক্রোধোদ্ধত বচন শুনিযা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিযা কহিতেছেন—'ভ্রাতঃ, যুদ্ধে ভবতকে কেন বধ কবিবে? আত্মীয-বন্ধুগণকে বিনাশ কবিযা যে-বস্তু লাভ হয, তাহা আমাব

নিকট বিষমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের মত। তোমাদের সুখের নিমিত্তই আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবী কামনা করি। এই সসাগরা পৃথিবী আমার নিকট দুর্লভ নহে, কিন্তু অধর্মের দ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও আমি ইচ্ছা করি না।'

'আমি মনে করি, ভ্রাতৃবৎসল ভরত সকল ঘটনা শুনিয়া শোকে বিহ্বল হইয়া স্নেহাকুলচিত্তে আমাদিগকে দেখিতে আসিতেছে। তাহার কোন অসৎ উদ্দেশ্য নাই। জননী কৈকেয়ীকে কর্কশবাক্যে তিরস্কার করিয়া এবং পিতাকে প্রসন্ন করিয়া ভরত আমাকে রাজ্য দান করিতে আসিতেছে। ভরত কি পূর্বে কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছে, যাহার জন্য এইপ্রকার আশঙ্কা করিতেছ? ভরতকে কোন অপ্রিয় কথা বলিলে তাহা আমাকেই বলা হইবে। লক্ষ্মণ ভ্রাতা কি নিজের প্রাণসম ভ্রাতাকে হত্যা করিতে পারে? রাজ্যের নিমিত্তই যদি তুমি এইরূপ বলিয়া থাক, তবে তোমাকে রাজ্য দান করিবার নিমিত্ত আমি ভরতকে বলিব। ভরত আমার কথা অমান্য করিবে না।'[১৮]

রামের বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন। দশরথের শত্রুঞ্জয়-নামক বিশাল বৃদ্ধ হস্তীটিকে সৈন্যগণের পুরোভাগে দেখিয়া তাঁহারা ভাবিলেন যে, দশরথই বুঝি তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে আসিতেছেন। পিতার সেই শুভ্র ছত্রটি না দেখিয়া রাম সংশয়ান্বিত হইলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণও শালগাছ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

অল্পক্ষণ পরেই বিলাপ করিতে করিতে জটাচীরধারী কৃশ বিবর্ণ ভরত ও শত্রুঘ্ন আসিয়া অগ্রজের পাদমূলে পতিত হইলেন। রাম তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভরতের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাম কহিতেছেন—

ক্ব নু তেহভূৎ পিতা তাত যদরণ্যং ত্বমাগতঃ।
ন হি ত্বং জীবতস্তস্য বনমাগন্তুমর্হসি॥ ইত্যাদি ২।১০০।৪

—বৎস, তোমার পিতা কোথায়? তুমি যে অরণ্যে আসিলে? পিতার জীবদ্দশায় তুমি তো অরণ্যে আসিতে পার না।

অতঃপর অযোধ্যার সকলের কুশল জিজ্ঞাসা এবং জিজ্ঞাসাচ্ছলে প্রসঙ্গতঃ রাজধর্ম বিষয়ে ভরতকে অনেক কিছু বলার পর রাম ভরতের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, পিতা দশরথ পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া স্বর্গত হইয়াছেন।[১৯]

এই সংবাদে রাম মূর্ছিত হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণ এবং সীতাও শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া রাম পিতার উদ্দেশে তর্পণ ও পিণ্ডদানের নিমিত্ত মন্দাকিনী-নদীতে (মাল্যবতী) অবতরণ করিয়া প্রথমতঃ তর্পণ করেন। পরে মন্দাকিনীর তীরে কুশের আস্তরণের উপর বদরীফল ও তিলযুক্ত ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড দান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি কহিতেছেন—

ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নাঃ পুরুষা রাজন্ তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ॥ ২।১০৩।৩০

—মহারাজ, আমাদের যাহা ভোজ্য, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাই ভোজন করুন। মানুষ স্বয়ং যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ ও দেবতাগণ তাহাই আহার করেন।

পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদানের পর চিত্রকূট-পর্বতে আসিয়া রাম ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। পর্বতের নিম্নদেশে অবস্থিত ভরতসৈন্যগণ এবং পাত্রমিত্রগণও এই রোদনধ্বনি শুনিয়া তখন রামের সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাম প্রত্যেকের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিয়াছেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত কৌশল্যাদি

জননীগণও পবে সেই স্থানে উপস্থিত হইযাছেন। বাম সকলেব চবণে প্রণাম কবিযাছেন।

পবদিন প্রভাতে সকলেই বামকে পবিবেষ্টন কবিযা বসিযা আছেন। ভবত তখন সবিনযে অতি করুণ ভাষায অযোধ্যাব সিংহাসনে আবোহণ কবিবাব নিমিত্ত বামেব নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। বামও স্নেহপূর্ণস্ববে সমুচিত যুক্তিবিন্যাসপূর্বক ভবতেব এই প্রার্থনা পূবণে নিজেব অসামর্থ্যেব কথা ভবতকে শোনাইযাছেন। পুনঃপুনঃ প্রার্থনা কবিযাও ভবতেব বাসনা পূর্ণ হয নাই। জাবালিনামক একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পবলোক, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতিব কোন অস্তিত্বই নাই বলিযা এক সুদীর্ঘ বক্তৃতাব দ্বাবা বামকে অযোধ্যায ফিবাইবাব চেষ্টা কবিলে পব বাম তাঁহাব বক্তৃতায বিবক্তি প্রকাশ কবেন। জাবালিব নাস্তিক্যমত খণ্ডনপূর্বক বাম সর্বসমক্ষে আস্তিক্যমত স্থাপন কবিযা তাঁহাব সঙ্কল্পে অটুট বহিযাছেন। বাম জাবালিকে তাঁহাব বক্তৃতাব জন্য তিবস্কাব কবিলে জাবালি কহিলেন যে, তিনি সমযবিশেষে আস্তিক, আবাব সমযবিশেষে নাস্তিকও হইযা থাকেন। বামকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত কবিবাব উদ্দেশ্যেই তিনি নাস্তিক্যমত অবলম্বন কবিযাছিলেন।[২০]

ইক্ষ্বাকুবংশে চিবকাল জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনেব অধিকাবী হইয়া থাকেন—এই বিষযে অসংখ্য নজিব দেখাইযা মহর্ষি বশিষ্ঠ বামকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত কবিবাব নিমিত্ত চেষ্টা কবিযাও ব্যর্থকাম হইযাছেন। বশিষ্ঠ এবাব দশবথ ও বামেব আচার্যত্বেব দাবীতে আদেশেব সুবে বামকে বলিলেন যে, আচার্যেব আদেশ পালনে বাম পিতৃসত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না এবং তাঁহাব কোন পাপও হইবে না। আচার্যেব এই আদেশকেও বাম সবিনযে প্রত্যাখ্যান কবেন।

ভবত অতি দুঃখিতচিত্তে বামেব পর্ণকুটীবেব দ্বাবদেশে কুশাস্তবণ কবিযা ধবনা দিতে প্রবৃত্ত হইযাছেন। ক্ষত্রিযদেব পক্ষে এইপ্রকাব ধবনা দেওযা অবৈধ—এই কথা বলিযা বাজর্ষিসত্তম বাম ভবতকে নিবৃত্ত কবিযাছেন। এবাব ভবত বামেব প্রতিনিধিৰূপে নিজেই চৌদ্দ বৎসব বনবাসেব দ্বাবা পিতৃসত্য পালন কবিবেন—এই সঙ্কল্প প্রকাশ কবিলে বাম কহিলেন—

উপধির্ন মযা কার্যো বনবাসে জুগুপ্সিতঃ।
যুক্তমুক্তঞ্চ কৈকেয্যা পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্ ॥ ইত্যাদি। ২।১১১।২৯-৩২

—আমি এই বনবাসে কোনৰূপ কপটতা কবিব না। নিজে সমর্থ হইযাও ভবতকে প্রতিনিধি কবিলে তাহা অতিশয নিন্দনীয হইবে। কৈকেযীদেবী ও পিতৃদেব সঙ্গত কার্যই কবিযাছেন। সত্যনিষ্ঠ মহানুভব ভবতেব চবিত্র আমি জানি। ভবত বাজ্যে অভিষিক্ত হইলেই পিতৃদেবকে অসত্য হইতে মুক্ত কবা হইবে।

নাবদাদি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ এই দেবচবিত্র ভ্রাতৃযুগলেব এইপ্রকাব মিলন সন্দর্শনে বিস্মিত হইযা সেই স্থানে উপস্থিত হইযাছিলেন। বাবণবধেব নিমিত্ত বাম-সীতাব বনবাসই তাঁহাদেব কাম্য। তাঁহাবা ভবতেব অনেক প্রশংসা কবিযা তাঁহাকে বলিলেন যে, বামেব বাক্য পালন কবাই ভবতেব পক্ষে উচিত হইবে।

ভবত পুনবায কাতবস্ববে বামকে বাজ্যভাব গ্রহণ কবিবাব প্রার্থনা জানাইলে পব বাম ভবতকে কোলে লইযা মধুবস্ববে বাজ্য পালনেব উপদেশ দিযা বলিতেছেন—

লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেযাদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ।
অতীযাৎ সাগবো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ ॥
কামাদ্ বা তাত লোভাদ্ বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ ॥ ২।১১২।১৮, ১৯

—যদি চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না অপগত হয, হিমালয যদি শীতলতা পবিত্যাগ কবে, সাগব যদি তটভূমিকে অতিক্রম কবে, তথাপি আমি পিতৃদেবেব নিকট যে প্রতিজ্ঞা কবিযাছি, তাহা লঙ্ঘন কবিব না। বৎস, তোমাব মাতা কামনা অর্থাৎ তোমাব প্রতি স্নেহবশতঃ, কিংবা তোমাব বাজ্যপ্রাপ্তিতে আপন কর্তৃত্বেব লোভবশতঃ তোমাব নিমিত্ত যাহা কবিযাছেন, তাহা তোমাব অনিষ্টকব হইলেও অনিষ্টকব মনে কবিবে না। তাঁহাব প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহাব কবিবে।

অনন্যোপায ভবত বামেব পাদুকাযুগল গ্রহণ কবিতে চাহিলে বাম তাহাতে সম্মতি দিযাছেন। তিনি ভবত ও শত্রুঘ্নকে স্নেহালিঙ্গন কবিযা পুনবায ভবতকে বলিতেছেন—

মাতবং বক্ষ কৈকেযীং মা বোষং কুরু তাং প্রতি।
মযা চ সীতযা চৈব শপ্তোহসি বঘুনন্দন ॥ ২।১১২।২৭

—বঘুনন্দন, জননী কৈকেযীকে বক্ষা কবিবে। তাঁহাব উপব কষ্ট হইবে না। এই বিষযে তোমাব প্রতি সীতাব ও আমাব শপথ (দিব্য) বহিল।

বাম অশ্রুপূর্ণনযনে ভবতকে বিদায দিলেন। গুরুজন, মন্ত্রিবর্গ ও সৈন্যসামন্তেব সহিত যথাযোগ্য ব্যবহাব কবিযা তিনি মাতৃগণেব চবণ বন্দনা কবিলেন। অতি দুঃখে মাতৃগণ তাঁহাকে কিছুই বলিতে পাবেন নাই। বামও আব তাঁহাদেব নিকটে থাকিতে পাবিলেন না—

রুদন্ কুটীং স্বাং প্রবিবেশ বামঃ। ২।১১২।৩১

—বাম কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয কুটীবে প্রবেশ কবিলেন।

অযোধ্যা হইতে বনযাত্রাব তৃতীয বাত্রিতে আমবা দেখিযাছি যে, রাম কৌশল্যা ও সুমিত্রাব নিমিত্ত চিন্তিত। কৈকেযী ও ভবতকে সন্দেহ কবিযা তিনি নানারূপ অমঙ্গলেব আশঙ্কাও কবিতেছেন। এখানে দেখিতেছি, ভবতকে বিদায দিবাব সময তিনি কৌশল্যা ও সুমিত্রাব বক্ষণাদি বা সেবাশুশ্রূষাব কথা কিছুই বলেন নাই। সম্ভবতঃ দেবচবিত্র ভবতেব বিলাপ ও কথাবার্তায এবং কৈকেযীব আচবণে তিনি বুঝিতে পাবিযাছেন যে, কৌশল্যা ও সুমিত্রাব কোনরূপ অসম্মানেব আশঙ্কা নাই, ববং ভবত ও শত্রুঘ্ন হইতে কৈকেযীবই সমধিক বিপদেব আশঙ্কা। এইজন্যই ভবতকে একাধিকবাব কৈকেযীব প্রতি সদ্ব্যবহাবেব আদেশই তিনি দিযাছেন। তাঁহাব দৃঢতাও এইস্থলে লক্ষ্য কবিবাব মত।

ভবত চলিযা যাওযাব কযেক দিন পব হইতেই বাম লক্ষ্য কবিতেছেন যে, চিত্রকূটবাসী তপস্বিগণ যেন কোনরূপ অশুভ আশঙ্কায উদ্বিগ্ন হইযাছেন। বাম সবিনযে কুলপতি ঋষিকে ইহাব কারণ জিজ্ঞাসা কবিযা শুনিতে পাইলেন, চিত্রকূটে বামেব উপস্থিতিব পব হইতেই বাবণেব মাস্তুতো ভাই বাক্ষস খবেব অধ্যক্ষতায তাহাব অনুচব বাক্ষসগণ তপস্বীদেব উপব ভীষণ অত্যাচাব আবম্ভ কবিযাছে। বামকেও তাহাবা অবজ্ঞা কবে। এইজন্য তাঁহাবা চিত্রকূটেব নিকটেই ঋষি অশ্বেব আশ্রমে চলিযা যাইবাব সঙ্কল্প কবিযাছেন। বামও অন্যত্র চলিযা যান—ইহাই তপস্বিগণেব ইচ্ছা। বামেব অভয-দানেও তপস্বিগণ নিবৃত্ত হইলেন না, কিন্তু কযেকজন তপস্বী বামেব কাছেই বহিযা গেলেন্। কযেক দিনেব মধ্যেই বামও চিত্রকূট পবিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইযাছেন। তিনি ভাবিতেছেন যে, চিত্রকূটে ভবত, বন্ধুবান্ধব ও মাতৃগণেব সহিত দেখা হইযাছে। তাঁহাদেব স্মৃতিবিজডিত চিত্রকূট তাঁহাকে আব শান্তি দিতে পাবিবে না, আব ভবতেব শিবিবস্থাপনেব জন্য হাতীঘোডাব মলমূত্রে স্থানটিব পবিত্রতাও ক্ষুণ্ণ হইযাছে। এইরূপ ভাবিযাই তিনি বৃদ্ধ অত্রিমুনিব আশ্রমে চলিযা গেলেন। মুনি ও মুনিপত্নী অনসূযা তাঁহাদিগকে সস্নেহে গ্রহণ কবিযাছেন। একবাত্রি সেই আশ্রমে বাস কবিযাই পবদিন বাম দণ্ডকাবণ্যেব পথ ধবিযা যাত্রা কবেন।[১১]

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া রাম তপস্বিগণের অনেকগুলি আশ্রম দেখিতে পাইলেন। আশ্রমবাসী তপস্বিগণও এই মহান্ অতিথিকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া পর্ণকুটীরে স্থান দিয়াছেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছেন। বনের পথে চলিতে চলিতে তিনি এক ভীষণাকৃতি রাক্ষসকে দেখিতে পান। ভয়ানক রাক্ষসটি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। রাক্ষসটি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে কহিল—'তোমাদের বেশভূষা মুনির মত, হাতে ধনুর্বাণও রহিয়াছে, আবার দুইজন পুরুষের এক রমণী দেখিতেছি। তোমরা নিতান্তই পাপী। আমার নাম বিরাধ। আমি ঋষিদের মাংস ভক্ষণ করিয়া এই অরণ্যে বিচরণ করি। আজ তোমাদের রক্ত পান করিয়া এই সুন্দরী নারীটিকে লইয়া যাইব। সে আমার ভার্যা হইবে।'

এই কথা বলিযাই বিরাধ সীতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। এই দৃশ্যে রামের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

যদভিপ্রেতমস্মাসু প্রিয়ং বরবৃতঞ্চ যৎ।
কৈকেয্যাস্তু সুসংবৃত্তং ক্ষিপ্রমদ্যৈব লক্ষ্মণ॥ ইত্যাদি। ৩।২।১৯, ২০

—লক্ষ্মণ, আমাদের সম্পর্কে কৈকেয়ীর যেরূপ অভিপ্রায় ছিল, যে উদ্দেশ্যে তিনি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা অতি শীঘ্র সিদ্ধ হইতে চলিল। পুত্রকে সিংহাসনের অধিকারী করিয়াও তিনি তৃপ্ত হন নাই। সকল প্রাণী আমার উপর প্রসন্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বনে নির্বাসিত করিয়াছেন।

বিপৎকালে রামের এই উক্তি হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি মুখে যাহাই বলুন না কেন, বনবাসের জন্য কৈকেয়ীর উপর তাঁহার ক্ষোভ ছিল। বনবাসকে তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

বিরাধের জিজ্ঞাসার উত্তরে রাম নিজেদের পরিচয় দিয়া বিরাধের পরিচয় জানিতে চাহিলে বিরাধ কহিল যে, তাহার পিতার নাম জব এবং মাতার নাম শতহ্রদা। তাহার নাম বিরাধ। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া সে বর লাভ করিয়াছে। সে অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য। রাম-লক্ষ্মণ যেন সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। ক্রুদ্ধ রামের অনেক তীক্ষ্ণ বাণেও বিরাধের মৃত্যু হইল না। সে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে ভূতলে রাখিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে শিশুর ন্যায় কাঁধে করিয়া চীৎকার করিতে করিতে বনের পথে চলিতে লাগিল। সীতার করুণ বিলাপ শুনিয়া রাম ও লক্ষ্মণ বিরাধের বাহুদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ভগ্নবাহু রাক্ষস মূর্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলে রাম তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিবার কথা লক্ষ্মণকে বলিলেন। তখন বিরাধ কহিল যে, সে তুম্বুরু-নামক গন্ধর্ব ছিল। রম্ভার প্রতি আসক্ত হইয়া যথাসময়ে কুবেরের নিকট উপস্থিত না হওয়ার জন্য কুবেরের শাপে রাক্ষসবংশে তাহার জন্ম হয়। দাশরথি রামের দ্বারা নিহত হইলে সে শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় গন্ধর্বদেহ প্রাপ্ত হইবে—ইহাও কুবেরই বলিয়াছেন।

এখন শাপমুক্তির সময় আসিয়াছে দেখিয়া বিরাধের আনন্দ হইতেছে। সে রামকে কহিল যে, সেই স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে শরভঙ্গ-নামে এক মহর্ষি বাস করেন। তাঁহার আশ্রমে গেলে রামের মঙ্গল হইবে। মৃত্যুর পর তাহার দেহকে যেন গর্তে নিক্ষিপ্ত করা হয়। ইহাই রাক্ষসদের সনাতন ধর্ম। এইরূপ বলিয়া শরপীড়িত বিরাধ দেহত্যাগ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ একটি বৃহৎ গর্ত খনন করিয়া তাহার দেহ পুঁতিয়া ফেলেন।[২২]

অতঃপব তাঁহাবা মহর্ষি শবভঙ্গেব আশ্রমেব সমীপে যাইযা দেববাজ ইন্দ্রকে দেখিযা বিস্মিত হইযাছেন। ইন্দ্র বামকে আসিতে দেখিযাই অন্তর্হিত হইলেন। যাইবাব সময ইন্দ্র শবভঙ্গকে কহিযাছেন যে, বাবণবধেব পব তিনি স্বযং বামকে দর্শন কবিবেন। গৌতমবংশীয মহর্ষি শবভঙ্গ যোগবলে জানিতে পাবিযাছেন যে, বাম আসিতেছেন। এইজন্য তিনি ইন্দ্রেব সহিত স্বর্গে গমন কবেন নাই। বামকে দেখিযা শবভঙ্গেব আনন্দেব সীমা বহিল না। সেই অবণ্যস্থিত এক আশ্রমে মহাতেজা সুতীক্ষ্ণ-মুনিব নিকট যাইবাব কথা বামকে বলিযা এবং পথেব সন্ধান দিযা বামকে দেখিতে দেখিতে শবভঙ্গ দেহত্যাগ কবিযাছেন।

শবভঙ্গেব আশ্রমেই বৈখানস, বালখিল্য প্রমুখ তাপসগণ বামেব সমীপে উপস্থিত হইযা বাক্ষসদেব কবল হইতে তাঁহাদিগকে বাঁচাইবাব নিমিত্ত প্রার্থনা কবিযাছেন। বাম সবিনযে তাঁহাদেব প্রার্থনাকে আজ্ঞারূপে গ্রহণ কবিযা তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন এবং সুতীক্ষ্ণেব আশ্রমে যাত্রা কবিলেন। সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলে পব সৌম্যস্বভাব সুতীক্ষ্ণ বামকে বাহু দ্বাবা আলিঙ্গন কবিযা স্বাগত সম্ভাষণ কবেন। মুনি আবও কহিযাছেন যে, তিনি বামেব বিষয সমস্তই অবগত আছেন। বামকে দর্শন কবিযা দেহত্যাগ কবিবেন ভাবিযাই তিনি বামেব অপেক্ষা কবিতেছেন। সেই বাত্রি সুতীক্ষ্ণাশ্রমে যাপন কবিযা পবদিন প্রাতঃকালে তাঁহাবা যাত্রা কবিযাছেন। পথিমধ্যে সীতা বামকে অনুবোধ কবিলেন যে, বাম যেন নিবপবাধ প্রাণিগণকে হত্যা না কবেন। বাম যে তাপসগণেব নিকট বাক্ষসনিধনেব প্রতিশ্রুতি দিযাছেন, ইহা সীতাব মনঃপূত নহে। সীতাব মনোভাব বুঝিযা সন্তুষ্ট হইলেও বাম সীতাব অনুবোধ মানিযা লইতে পাবেন নাই। তাপসগণকে বক্ষা কবিবাব উদ্দেশ্যে বাক্ষসনিধন অনুচিত হইবে না—ইহাব অনুকূলে বাম সীতাকে অনেক যুক্তি প্রদর্শন কবিযাছেন।

দণ্ডকাবণ্যে পর্বত, নদী ও অবণ্যেব শোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহাবা ইতস্ততঃ ভ্রমণ কবিতেছেন। মুনি মাণ্ডকর্ণিব তপোবলে নির্মিত পঞ্চাপ্সবো-নামক সবোবব দর্শনেব পব বাম সীতা ও লক্ষ্মণেব সহিত তপস্বিগণেব আশ্রমসমূহ দর্শন কবিতে লাগিলেন। তপস্বিগণও পবম সমাদবে তাঁহাদিগকে আশ্রমে স্থান দিতেছেন। বাম পর্যাযক্রমে সকল আশ্রমেই একাধিকবাব বাস কবিতেছেন। কোথাও চাবিমাস, কোথাও ছযমাস, কোথাও পনবদিন কোথাও বা একবৎসব, কোথাও আবও অধিককাল সানন্দে কাটাইতেছেন।

বমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসবা দশ। ৩।১১।২৭

—এইরূপে পবম আনন্দে বিভিন্ন আশ্রমে বাস কবায তাঁহাব অবণ্যবাসেব দশ বৎসব অতীত হইল।

পুনবায তাঁহাবা সুতীক্ষ্ণেব আশ্রমে ফিবিযা আসিযাছেন। সেখানে কিছুকাল (সম্ভবতঃ দুই বৎসবেব কিছু বেশী) বাস কবাব পব বাম মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যেব দর্শনাভিলাষী হইযা সুতীক্ষ্ণেব নিকট হইতে অগস্ত্যাশ্রমেব পথেব সন্ধান জানিযা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা কবিযাছেন। পথে অগস্ত্যেব ভ্রাতা তপস্বীব আশ্রমে একবাত্রি বাস কবিযা দ্বিতীয দিবসে তিনি অগস্ত্যেব পাদমূলে উপস্থিত হন। অগস্ত্য তাঁহাদিগকে যথাবিধি সৎকাবপূর্বক বামকে মহেন্দ্রপ্রদত্ত বৈষ্ণব ধনু, উত্তম শব, তূণদ্বয, অসি প্রভৃতি দান কবিযা কহিলেন, বাম এইগুলি দ্বাবা সর্বত্র জযলাভ কবিবেন।

বামেব ইচ্ছা ছিল—বনবাসেব অবশিষ্ট কাল অগস্ত্যাশ্রমেই যাপন কবিবেন।[২৩] অগস্ত্যেব দর্শন লাভেব পব অগস্ত্যও তাঁহাকে কহিযাছেন যে, তাঁহাবা সেই স্থানে বাস কবিলে সেই প্রদেশ অলঙ্কৃত হইবে।[২৪] কিন্তু বিধাতাব ইচ্ছা অন্যরূপ। একদিন অগস্ত্যাশ্রমে বাস কবিযাই বাম অন্যত্র আশ্রম নির্মাণ কবিযা বাসেব সঙ্কল্প কবিলেন। একটি ভাল স্থানেব সন্ধান দিবাব

নিমিত্ত অগস্ত্যের নিকট প্রার্থনা করিলে পর অগস্ত্য পঞ্চবটীর উল্লেখ করেন। অগস্ত্য আরও কহিয়াছেন, তপোবলে তিনি রামের সম্পর্কিত সকল ঘটনাই অবগত আছেন। বনবাসের অবশিষ্ট কাল তাঁহার আশ্রমে বাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া রাম সম্প্রতি যে-কারণে অন্যত্র যাইতে চাহিতেছেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। তিলক-টীকাকার বলিতেছেন যে, অগস্ত্যাশ্রমে রাক্ষসরা যাতায়াত করে না। রামের উদ্দেশ্য—রাক্ষসনিধন। এইজন্যই মুনি পঞ্চবটীর নাম করিয়াছেন।

অগস্ত্যাশ্রম হইতে আটক্রোশ উত্তরে গোদাবরীর তীরে পঞ্চবটীনামক অরণ্য রহিয়াছে। রাম অগস্ত্যের নিকট হইতে পথের সন্ধান লইয়া যাত্রা করিলেন। পথে অরুণপুত্র গৃধ্ররাজ জটায়ুর সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। রাম প্রথমতঃ জটায়ুকে রাক্ষসই মনে করিয়াছেন। পরে জটায়ুর মুখে তাঁহার আত্মপরিচয় শুনিয়া জানিতে পারিলেন যে, জটায়ু দশরথের সখা হন। রাম জটায়ুকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলে পর জটায়ু কহিলেন—'বৎস, তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে তোমাদের সহিত পঞ্চবটীতে লইয়া যাইতে পার। আমি তোমার সহায়তা করিব। লক্ষ্মণ ও তোমার অনুপস্থিতিতে আমি সীতাকে রক্ষা করিব।' রাম ইহাতে আনন্দিত হইয়া জটায়ু সহ পঞ্চবটীতে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই মনোহর কাননে লক্ষ্মণের দ্বারা সুদৃঢ় একটি পর্ণশালা নির্মাণ করাইয়া রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহ পরম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।[২৫]

পঞ্চবটীতে কিছুকাল বাস করার পরেই শরতের পরে হেমন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের এক প্রাতঃকালে স্নানার্থ সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রাম গোদাবরীতে গিয়াছেন। তখনকার হৈমন্তিক দৃশ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। লক্ষ্মণ প্রসঙ্গতঃ ভরতের ত্যাগশীলতার প্রশংসা করিয়া কৈকেয়ীর একটু নিন্দা করিবামাত্র রাম বিরক্তির সুরে তাঁহাকে বাধা দিয়া ভরতের কথা বলিতে আদেশ করেন এবং নিজেও মহাত্মা ভরতের গুণাবলী স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন।[২৬]

স্নানান্তে সকলেই আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কুটীরে বসিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্তা কহিতেছেন, সীতাও রামের কাছেই বসিয়া আছেন। এরূপ সময়ে এক রাক্ষসী সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। সেই রাক্ষসী রাবণের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা। বিশালোদরী বিরূপাক্ষী বিকৃতরূপা তাম্রকেশী বৃদ্ধা ঘোরশব্দা শূর্পণখা রামকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের তিনজনেরই বিস্তৃত পরিচয় জানিয়া লইয়াছে। রামও রাক্ষসীর মুখে তাহার পরিচয় জানিয়াছেন। রাক্ষসী আপন পরিচয় দিয়াই আপন বাসনাও ব্যক্ত করিল। অধিকন্তু ইহাও কহিল যে, বিকৃতরূপা কৃশোদরী অসতী মানবী (সীতা) ও লক্ষ্মণকে সে খাইয়া ফেলিবে এবং রামকে লইয়া বিবিধ পর্বতশৃঙ্গ ও দণ্ডকারণ্যের মনোরম স্থানসমূহে বিহার করিবে।

রাম উচ্চহাস্য করিয়া মত্তনয়না রাক্ষসীকে কহিলেন যে, তিনি বিবাহিত এবং সীতা তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী। সপত্নীর সহিত বাস করা কষ্টকর হইবে। অতএব যাহার সহিত কোন ভার্যা নাই, সেই সুদর্শন লক্ষ্মণ যদি সম্মত হন, তবে রাক্ষসী অনুরূপ পতি লাভ করিতে পারে।

এবার কামার্তা শূর্পণখা লক্ষ্মণকে ধরিয়া বসিল। লক্ষ্মণ কহিলেন যে, তিনি রামের দাস। শূর্পণখা কি দাসভার্যা হইবে?

উভয় ভ্রাতার নানাবিধ পরিহাস বুঝিতে না পারিয়া শূর্পণখা স্থির করিল যে, সীতাই তাহার একমাত্র প্রতিবন্ধক। সীতাকে ভক্ষণ করিলেই রাম তাহাকে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। তখনই সে সীতার প্রতি ধাবিত হইল। ক্রুদ্ধ রাম তাহাকে বাধা দিয়া লক্ষ্মণকে

কহিলেন, ক্রূব অনার্যেব সহিত পবিহাস কবিতে নাই। এই কামোন্মত্তা অসতীব ৰূপ লক্ষ্মণ যেন বিকৃত কবিযা দেন। বামেব আদেশে লক্ষ্মণ খড্গ দ্বাবা বাক্ষসীব নাক ও কান কাটিযা দিলেন। শূর্পণখা ভীষণ আকৃতি ধাবণ কবিযা বিকট চীৎকাব কবিতে কবিতে স্বস্থানে প্রস্থান কবিল। শূর্পণখা গভীব অবণ্যে প্রবেশ কবিযা তাহাব মাসতুতো ভাই খবেব নিকটে যাইযা বক্তমাখা দেহে ভূলুণ্ঠিত হইযা দাশবথিব দণ্ডকাবণ্যে আগমন প্রভৃতি সকল বৃত্তান্ত খবকে জানাইল।[২৭]

যাহাই হউক না কেন, শূর্পণখা বাক্ষসবাজেব ভগিনী। তাহাব নাক-কান কাটিযা দেওযায অবশ্যই ভবিষ্যতে অনর্থ ঘটিবে, এই কথা বাম তখন ভাবেন নাই। তিনি ইচ্ছা কবিলে শীতেষু-মানবাস্ত্রেব দ্বাবা মাবীচেব ন্যায শূর্পণখাকেও দূবে সবাইযা দিতে পাবিতেন। বামেব এই কাজটিও যেন নিযতিবই চক্রান্ত।

শূর্পণখা নিজেব কামার্ততাব কথা গোপন কবিযাই খবেব নিকট আপন দুর্গতিব বিববণ প্রকাশ কবিযাছে। শূর্পণখা খবকে উত্তেজিত কবিযা যুদ্ধ যাত্রায উৎসাহিত কবায খবও যেন জ্বলিযা উঠিযাছে। তখনই সে বাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে হত্যা কবিবাব উদ্দেশ্যে যমসদৃশ চৌদ্দজন মহাবলশালী বাক্ষসকে পাঠাইযাছে। শূর্পণখাও তাহাদেব সঙ্গে গিযাছে। লক্ষ্মণেব উপব সীতাব বক্ষণেব ভাব দিযা বাম প্রথমতঃ সেই বাক্ষসগণকে শান্ত ভাষায নিবৃত্ত কবিতে প্রযাস পান। কিন্তু বাক্ষসগণ শূলহস্তে একযোগে বামকে আক্রমণ কবায তিনি ক্রুদ্ধ হইযা চৌদ্দটি নাবাচেব দ্বাবা তাহাদেব বক্ষঃস্থল ভেদ কবিলেন। চৌদ্দজনকেই যুগপৎ নিহত দেখিযা শূর্পণখা খবেব নিকটে যাইযা খবকে এই সংবাদ দিযাছে। সে পুনবায দুইহাতে আপন উদবে আঘাত কবিযা আর্তনাদ কবিতে লাগিল।

এবাব চৌদ্দহাজাব বাক্ষসসৈন্য সহ সেনাপতি দূষণকে সঙ্গে লইযা জনস্থান হইতে খব বামেব সহিত যুদ্ধার্থ পঞ্চবটী যাত্রা কবিযাছেন। বহুবিধ প্রাকৃতিক দুর্নিমিত্ত দেখিযাও তাহার অন্তব কম্পিত হয নাই। এদিকে বামও সেইসকল দুর্নিমিত্ত দেখিযা বুঝিতে পাবিলেন যে, ভযঙ্কব সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। পবন্তু নিজেব জযেব সূচনাও তিনি বুঝিতে পাবিযাছেন। বামেব আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে লইযা নিবাপদ শৈলগুহায আশ্রয গ্রহণ কবিলে পব বাম যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইযা ধনুব টঙ্কাবে দশ দিক্ প্রকম্পিত কবিযা তুলিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চাবণ ও ঋষিগণ বামেব বিজয কামনা কবিতেছেন। দেখিতে দেখিতে শস্ত্রধাবী ভীষণ বাক্ষসগণ বামকে আক্রমণ কবিল। বামেব সুতীক্ষ্ণ বাণে ছিন্নভিন্ন বাক্ষসগণেব 'ত্রাহি ত্রাহি'-ববে আকাশ-বাতাস মুখবিত। খব, দূষণ ত্রিশিবা প্রভৃতি প্রধান বাক্ষসগণ সহ চৌদ্দহাজাব বাক্ষসসৈন্য মাত্র দেড মুহূর্তেব (তিন দণ্ড=এক ঘন্টা বাব মিনিট) মধ্যে নিহত হইযাছে।[২৮]

এই যুদ্ধে বামেব বাণে দিশাহাবা হইযা জনস্থানেব বাক্ষসাধ্যক্ষ খব বামেব অতি নিকটে আসিলে তাহাব দেহে অতি নিকট হইতে বাণক্ষেপ অসম্ভব মনে কবিযা রাম—

অপাসর্পদ্ দ্বিত্রিপদং কিঞ্চিত্ত্ববিতবিক্রমঃ।৩।৩০।২০

—পশ্চাৎদিকে দুই তিন পদ অপসবণ কবেন।

পৃষ্ঠ প্রদর্শন না কবিযাও দুই তিন পদ পশ্চাদপসবণ নাকি বামেব গৌববেব হানি ঘটাইযাছে—এই কথা মহাকবি ভবভূতি তাঁহাব উত্তববামচবিতে (৫।৩৫) লবেব মুখে প্রকাশ কবিযাছেন। তাডকা অত্যাচাবিণী বাক্ষসী হইলেও স্ত্রীজাতি বলিযা বামেব তাডকানিধনও ভবভূতিব দৃষ্টিতে সমালোচনাব যোগ্য। এই দুইটি স্থলে আমবা ভবভূতিব সহিত একমত হইতে পাবিতেছি না।

অকম্পন-নামক একটি বাক্ষস কোনপ্রকাবে জনস্থান হইতে লঙ্কায যাইযা বাবণকে এই দুঃসংবাদ জানাইলে পব বাবণ ক্রোধে জ্বলিযা উঠিলেন। অকম্পনেব মুখে বামেব পবিচয ও অলৌকিক বলবীর্যেব কথা শুনিযা তাঁহ্বাব ক্রোধ সমধিক উদ্দীপ্ত হইযাছে। অকম্পন আবও কহিল যে, দেবতা ও অসুবগণ একযোগে চেষ্টা কবিলেও বামকে বধ কবিতে পাবিবেন না। পবন্তু বামেব সঙ্গে যে স্ত্রীবত্ন বহিযাছেন, বাবণ যদি তাঁহাকে হবণ কবিযা আনিতে পাবেন, তবে অবশ্যই বামেব মৃত্যু হইবে। অকম্পনেব এই পবামর্শ বাবণেব মনঃপূত হইযাছে।[২৯]

শূর্পণখাও লঙ্কায যাইযা বিলাপ, তিবস্কাব এবং কাকুতি-মিনতিব দ্বাবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বামেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত কবিযাছে। এই মিথ্যাবাদিনী বাবণকে ইহাও বলিযাছে যে, অপরূপ সুন্দবী সীতাকে সে বাবণেবই ভার্যারূপে আনিতে চাহিযাছিল, এই কাবণেই লক্ষ্মণ তাহাব নাক ও কান কাটিযা তাহাকে কুরূপা কবিযাছেন। পুনঃপুনঃ সীতাব রূপ বর্ণনা কবিযা শূর্পণখা বাবণেব লালসাকে উত্তেজিত কবিতেছিল। লম্পট বাবণেব দ্বাবা এই অমোঘ উপাযে সে আপন প্রতিহিংসা চবিতার্থ কবিতে চাহিযাছে।[৩০]

অকম্পন ও শূর্পণখাব পবামর্শ ও উত্তেজনায বাবণেব ক্রোধাগ্নি ও কামাগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পডিল। মাবীচেব হিতবাক্যরূপ বাবিসিঞ্চনেও সেই অগ্নি নির্বাপিত হইল না। সীতাকে প্রলুব্ধ কবিবাব নিমিত্ত বাবণেব আদেশে অগত্যা মাবীচকে মাযাবলে অদ্ভুত মনোহব হবিণেব রূপ ধাবণ কবিতে হইল।

সেই অপরূপ হবিণটি পঞ্চবটীতে বামেব আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইযাছে। তাহাকে দেখিযাই সীতা বিস্মিত হইযা হবিণটিকে ধবিবাব নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ইহাকে মাবীচেব মাযা বলিযা বুঝিতে পাবিযা বামকে সতর্ক কবিলেও সীতাব আগ্রহাতিশয্যে বাম লক্ষ্মণেব উপব সীতাব বক্ষাব ভাব দিযা ধনুর্বাণ লইযা হবিণটিব প্রতি ধাবিত হইযাছেন। বামেব এই বুদ্ধিবিপর্যযেব মূলেও নিযতিব বিধান।

মহাভাবতে দেখা যায, দ্বিতীযবাব ধৃতবাষ্ট্র যুধিষ্ঠিবকে দ্যূতক্রীডাব নিমিত্ত আহ্বান কবিলে পব দ্যূতক্রীডাব পবিণাম অশুভ হইবে—ইহা জানিযাও যুধিষ্ঠিব সেই ফাঁদে পা দিযাছেন। এইস্থলে বৈশম্পাযনেব মুখে একটি মন্তব্য শোনা যাইতেছে—

অসম্ভবে হেমমযস্য জন্তো—
স্তথাপি বামো লুলুভে মৃগায।
প্রাযঃ সমাসন্নপবাভবাণাং
ধিযো বিপর্যস্ততবা ভবন্তি ॥ সভা ৭৬।৫

—সুবর্ণাদি বত্নচিত্রিত কোন জন্তু থাকা সম্ভবপব নহে ইহা জানিযাও বাম সেইরূপ হবিণটিকে ধবিবাব নিমিত্ত লুব্ধ হইযাছেন। যাঁহাদেব বিপদ আসন্ন, প্রাযই তাঁহাদেব মতিভ্রম ঘটিযা থাকে।

বাম যে হবিণটিব রূপে লুব্ধ হইযাছিলেন—তাহা বামাযণেও পাওযা যায—
লোভিতস্তেন রূপেণ সীতযা চ প্রচোদিতঃ ৩।৪৩।২৪

হবিণটি বিচিত্র গতিতে বামকে আকর্ষণ কবিযা আশ্রম হইতে অনেক দূবে লইযা গিযাছে। বাম তাহাকে ধবিতে না পাবিযা অগত্যা বজ্রতুল্য বাণেব দ্বাবা তাহাব বক্ষ বিদীর্ণ কবেন। মাবীচ বাবণেব পূর্বপবামর্শ অনুসাবে মৃত্যুকালে বামেব কণ্ঠস্ববেব অনুকবণে—'হা সীতে, হা লক্ষ্মণ'—বলিযা চীৎকাব কবিতে লাগিল। এবাব বাম বুঝিতে পাবিযাছেন যে, বাক্ষসদেব এই ষডযন্ত্রে তাঁহাব সমূহ বিপদেব আশঙ্কা। দুশ্চিন্তা ও ভযে তাঁহাব দেহ বোমাঞ্চিত হইযা উঠিল। তখনই অন্য একটি হবিণকে বধ কবিযা তাহাব মাংস লইযা বাম

আশ্রমাভিমুখে ছুটিযাছেন। পথে লক্ষ্মণেব সহিত তাঁহাব দেখা হইল। সীতাব নানাবিধ দুর্বাক্যে ক্রুদ্ধ হইযা লক্ষ্মণ অগত্যা বামেব সাহায্যেব নিমিত্ত যাইতে বাধ্য হইযাছেন। লক্ষ্মণকে দেখিযাই বামেব প্রাণ উডিযা গেল। পথিমধ্যে নানাবিধ অমঙ্গলেব সূচনা দেখিযা তাঁহাব দুশ্চিন্তা আবও বৃদ্ধি পাইযাছে। সীতাকে একাকিনী বাখিযা আসায বাম তীক্ষ্মমধুব সুবে লক্ষ্মণকে তিবস্কাবও কবিযাছেন। সীতাব অমঙ্গলেব আশঙ্কা কবিযা তিনি ইহাও কহিতেছেন যে, কৈকেযীব মনোবাসনা কি পূর্ণ হইল ?[৩১]

লক্ষ্মণেব সহিত আশ্রমে প্রবেশ কবিযা সীতাকে দেখিতে না পাওযায বাম পাগলেব ন্যায ছুটাছুটি কবিতেছেন। উদ্‌ভ্রান্ত হইযা কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি লতা, বৃক্ষ এবং পশুপক্ষিগণকেও সীতাব সংবাদ জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, উন্মত্ত হইযা বন হইতে বনান্তবে প্রবেশ কবিতেছেন। লক্ষ্মণও অগ্রজেব সঙ্গেই আছেন। তিনি অগ্রজকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকিলেও সেইসকল বাক্য যেন বামেব কর্ণে প্রবেশ কবে নাই। উচ্চৈঃস্ববে সীতাকে ডাকিতে ডাকিতে তিনি বোদন কবিতে লাগিলেন। তাঁহাব এই করুণ অবস্থা অবর্ণনীয।

বিলাপ কবিতে কবিতে বাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'ভ্রাতঃ, আমাব ন্যায দুষ্কর্মা পৃথিবীতে আব কেহই নাই। বাজ্যনাশ, স্বজনবিচ্ছেদ, পিতাব মৃত্যু, জননীব অদর্শন প্রভৃতি স্মবণ কবিলে আমাব শোকাবেগ যেন বাঁধ মানে না। কোন-প্রকাবে সেইসকল শোক সহ্য কবিতেছিলাম, সীতাবিযোগে আমাব শোকাগ্নি পুনবায প্রদীপ্ত হইযা উঠিযাছে।'

শোকাকুল লক্ষ্মণেব সমযোচিত সান্ত্বনাবাক্যেও বামেব তীব্র শোক কিছুমাত্র কমিতেছে না।[৩২]

বাম উন্মত্তেব ন্যায সূর্য, বাযু এবং গোদাববী-নদীকে সীতাব সন্ধান জিজ্ঞাসা কবিতেছেন। কেহই কোন উত্তব কবিতেছে না। মন্দাকিনী-নদী, প্রস্রবণগিবি এবং জনস্থানেব অবণ্যসমূহে সীতাব সন্ধানেব সময বাম হবিণগণকে জিজ্ঞাসা কবিযাছেন। হবিণগণ দক্ষিণমুখ হইযা আকাশেব দিকে চাহিযা বহিল। দুই ভ্রাতা এই ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিকে চলিতে চলিতে সীতাব শবীব হইতে ভ্রষ্ট কতকগুলি ফুল এবং সীতাব ও কোনও বাক্ষসেব পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ভগ্ন ধনুর্বাণ ও ভগ্ন বথ দেখিতে পাইযা বামেব চিত্ত অস্থিব হইযা পডিল। বিশেষ লক্ষ্য কবিযা তিনি সীতাব ভূষণেব স্বর্ণখণ্ড, বিবিধ মাল্য ও বক্তবিন্দু দেখিতে পাইযাছেন। আবও কতকগুলি চিহ্ন দেখিযা তিনি অনুমান কবিতেছেন যে, বাক্ষসেবা সীতাকে খাইযা ফেলিযাছে। তখন শোকে উন্মত্তপ্রায বাম সমগ্র পৃথিবীকে বিধ্বস্ত কবিতে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ অতি মধুব বাক্যে সান্ত্বনা দিযা তাঁহাকে নিবস্ত কবেন।[৩৩]

লক্ষ্মণেব পবামর্শে পুনবায জনস্থানে সীতাব অন্বেষণ কবিতে করিতে বাম বক্তাক্তকলেবব গিবিশৃঙ্গতুল্য একটি পক্ষীকে ভূপতিত অবস্থায দেখিতে পাইলেন। চিত্তেব বিক্ষেপবশতঃ বাম জটাযুকে চিনিতে না পাবিযা মনে কবিলেন যে, এই পক্ষিরূপধাবী বাক্ষসই সীতাকে খাইযা ফেলিযাছে। তিনি তাহাকে বধ কবিবাব নিমিত্ত ধনুতে বাণ যোজনা কবিলে জটাযু কহিলেন—'বৎস, তুমি এই মহাবণ্যে যাঁহাকে ওষধিব ন্যায খুঁজিতেছ, সেই সীতা ও আমাব প্রাণকে বাবণ হবণ কবিযাছে। সীতাকে উদ্ধাব কবিবাব নিমিত্ত আমি বাবণেব সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ কবিযাও পাবি নাই। ঐ দেখ—তাহাব ভগ্ন ধনু, বথ প্রভৃতি ভূমিতে পডিযা আছে। তাহাব সাবথি আমাব পাখাব আঘাতে নিহত হইযা ভূমিশয্যা গ্রহণ কবিযাছে। আমি পবিশ্রান্ত হইলে পব বাবণ আমাব দুইখানি পাখা ছেদন কবিযা সীতাকে লইযা আকাশপথে প্রস্থান কবিযাছে।'

জটাযুব মুখে সীতাব সন্ধান জানিযা বাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কাঁদিতে

লাগিলেন। শোকসন্তপ্ত বাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

বাজ্যং ভ্রষ্টং বনে বাসঃ সীতা নষ্টা মৃতো দ্বিজঃ।

ঈদৃশীযং মমালক্ষ্মীর্দহেদপি হি পাবকম্ ॥ ইত্যাদি। ৩।৬৭।২৪-২৮

—আমাব বাজ্যচ্যুতি, বনবাস, সীতাহবণ ও এই পক্ষীব প্রাণনাশ দেখিযা মনে হইতেছে যে, আমাব প্রবল দুর্ভাগ্য অগ্নিকেও দগ্ধ কবিতে পাবে। সমুদ্রও আমাব দুর্ভাগ্যেব প্রভাবে শুকাইযা যাইবে। আমাবই দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাব পিতৃবযস্য গৃধ্রবাজ জটাযু প্রাণত্যাগ কবিতেছেন।

সস্নেহে জটাযুব দেহ স্পর্শ কবিযা বাম অজ্ঞান হইযা পডেন। জ্ঞানলাভেব পব পুনঃপুনঃ তিনি জটাযুকে সীতাব বিষযে প্রশ্ন কবিলে পব জটাযু অতি ক্ষীণস্ববে কহিলেন—'দুবাত্মা বাক্ষসবাজ মাযাবলে প্রবল বাযুযুক্ত দুর্দিন সৃষ্টি কবিযা সীতাকে হবণ কবিযাছে। বাবণ 'বিন্দ'-নামক মুহূর্তে সীতাকে হবণ কবিযাছে, কিন্তু সে তাহা বুঝিতে পাবে নাই। বিন্দ-মুহূর্তে অপহৃত বস্তু অবিলম্বে স্বামীব হস্তগত হয। তুমি শোক কবিও না, বাবণকে বধ কবিযা শীঘ্রই জানকীকে উদ্ধাব কবিতে পাবিবে। বাবণ বিশ্রবাব পুত্র এবং কুবেবেব ভ্রাতা।' এইমাত্র বলিযাই জটাযু দেহত্যাগ কবিলেন।

বাম জটাযুব জন্য বিলাপ কবিতে কবিতে আপন বন্ধুব ন্যায তাঁহাব দেহ চিতায আবোপণ কবিযা সৎকাব কবিযাছেন। অতঃপব হবিণ বধ কবিযা মন্ত্রপাঠপূর্বক কুশোপবি হবিণমাংসেব পিণ্ডদান কবিযাছেন। লক্ষ্মণেব সহিত পুণ্যসলিলা গোদাববীতে গৃধ্রবাজেব উদ্দেশে তিনি তর্পণও কবিযাছিলেন।

উভয ভ্রাতা গভীব অবণ্যেব মধ্য দিযা পশ্চিমাভিমুখে চলিযাছেন। কিছুক্ষণ পবে তাঁহাবা দক্ষিণ দিকে জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূবে 'ক্রৌঞ্চ' নামক নিবিড অবণ্যে প্রবেশ কবেন। সেই অবণ্য অতিক্রম কবিযা পূর্বদিকে তিন ক্রোশ চলাব পব তাঁহাবা মতঙ্গ মুনিব আশ্রমেব ভিতব দিযা অপব একটি গহন অবণ্যে প্রবেশ কবিতেছেন। সেই অবণ্যেব এক পর্বতগুহায তাঁহাবা মৃগভক্ষণবতা এক ভযঙ্কবী বাক্ষসীকে দেখিতে পান। সেই বাক্ষসী লক্ষ্মণকে পতিবূপে পাইবাব বাসনা ব্যক্ত কবিল। বাক্ষসীব নাম 'অযোমুখী'। সে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন কবায লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইযা তাহাব নাক, কান ও স্তন কাটিযা ফেলিলেন। ভীষণ চীৎকাব কবিযা অযোমুখী প্রস্থান কবিযাছে। বাম ও লক্ষ্মণ অতি দ্রুতবেগে পথ চলিযা অপব একটি অবণ্যে প্রবেশ কবিযাছেন। সেই অবণ্যে গ্রীবা ও মস্তকহীন এক বিকটাকৃতি বাক্ষসেব সহিত তাঁহাদেব দেখা হইল। তাহাব নাম কবন্ধ। বাক্ষসেব মুখ বহিযাছে উদবে এবং একটিমাত্র চক্ষু অগ্নিব ন্যায উজ্জ্বল। বাক্ষসটিব হস্তদ্বয অতি দীর্ঘ। সে দুইহাতে বাম ও লক্ষ্মণকে ধবিযা পীডন কবিতে লাগিল। তাঁহাবা কিছুতেই মুক্ত হইতে পাবিলেন না। বাম ও লক্ষ্মণ উভযেই ভয পাইযাছেন, কিন্তু বুদ্ধি হাবান নাই। বাম বাক্ষসেব ডান হাত ও লক্ষ্মণ বাম হাতখানি অসিব দ্বাবা কাটিযা ফেলিলেন। ভযঙ্কব চীৎকাব কবিযা বাক্ষসটি ভূমিতে পডিযা গেল। সে দীনস্ববে তাঁহাদেব পবিচয জিজ্ঞাসা কবিলে লক্ষ্মণ উভয ভ্রাতাব পবিচয, বনবাস ও সীতাহবণেব কথা বাক্ষসকে জানাইযাছেন। বাক্ষস প্রীত হইযা বাম ও লক্ষ্মণকে স্বাগত সম্ভাষণ-পূর্বক তাঁহাব আত্মবৃত্তান্ত শোনাইতেছে। সে ছিল দনুব পুত্র, বূপবান্ ও শক্তিশালী। তপস্যাব দ্বাবা ব্রহ্মাব ববে সে দীর্ঘ আযু লাভ কবে। শক্তিব অহঙ্কাবে ইন্দ্রকে আক্রমণ কবিতে যাইযা ইন্দ্রেব বজ্রেব আঘাতে তাহাব বূপ বিনষ্ট হইযা যায। একদিন বন্য দ্রব্য-সঞ্চযকাবী স্থূলশিবা-নামক এক মহর্ষিকে ভয দেখাইবাব নিমিত্ত সে বর্তমান বূপ ধাবণ কবে। মহর্ষিব শাপে তাহাব এই বিকট বূপ স্থাযী হইযা পডিল। মহর্ষিব নিকট শাপমুক্তিব

নিমিত্ত প্রার্থনা কবিলে পব মহর্ষি কহিলেন যে, দাশবথি বাম যখন তাহাব বাহুচ্ছেদন কবিযা তাহাব দেহ বিজন বনে দাহ কবিবেন, তখন সে পুনবায মনোহব রূপ লাভ কবিবে। তদবধি সে নিত্যই বামেব প্রতীক্ষা কবিতেছে। আজ তাহাব শাপেব অবসান ঘটিল। তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ কবাব পব অপব দেহ লাভ কবিযা সীতাব উদ্ধাব সম্পর্কে সে বামকে সমুচিত পবামর্শ দিবে। সূর্যাস্তেব পূর্বেই বাম যেন তাহাকে একটি গর্তেব মধ্যে দাহ কবেন।'[৩৪]

উভয ভ্রাতা মিলিযা কবন্ধকে দাহ কবিতেছেন, এই সমযে চিতা হইতে এক সুদর্শন পুরুষ উত্থিত হইযা হংসযোজিত বিমানে অবোহণপূর্বক কহিল—'হে সুহৃৎশ্রেষ্ঠ বঘুনন্দন, কিষ্কিন্ধাপতি বালী আপন ভ্রাতা সুগ্রীবকে নির্বাসিত কবিযাছেন। সুগ্রীব পম্পাসবোববেব তীবে ঋষ্যমূক-পর্বতে চাবিজন বানবেব সহিত অবস্থান কবিতেছেন। সেই মনস্বী মহাবল সুগ্রীব সীতাব উদ্ধাবে অবশ্যই আপনাব সাহায্য কবিবেন। আপনি অতি শীঘ্র তাঁহাব সহিত মিত্রতা স্থাপন করুন। সুগ্রীব পৃথিবীব সকল স্থানই উত্তমরূপে অবগত আছেন। আপনি শোক পবিত্যাগ করুন।'[৩৫]

তাবপব পম্পাসবোবব ও ঋষ্যমূকে যাইবাব পথেব সন্ধান দিযা এবং গন্তব্য স্থানেব দৃশ্য বর্ণনা কবিযা দিব্যদেহ দনুপুত্র অন্তর্হিত হইলেন।

কবন্ধেব বর্ণনাব মধ্যে পম্পাতীববাসিনী শ্রমণী শববীব কথাও শোনা যায। কবন্ধ বামকে বলিযাছেন যে, বামকে দর্শন কবিযা শববী স্বর্গে গমন কবিবেন।[৩৬]

বাম প্রচুব হবিণেব মাংস খাইতেন—ইহা অনেকবাব দেখা গিযাছে। কবন্ধ বামকে বলিযাছেন যে, পম্পাসবোবরে ঘৃতপিণ্ডেব ন্যায স্থূল হংস, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পাখী এবং বোহিত, বক্রতুণ্ড প্রভৃতি মৎস্য বহিযাছে। বাম ও লক্ষ্মণ অগ্নিতাপে পাক কবিযা সেইসকল সুখাদ্য গ্রহণ কবিতে পাবিবেন।[৩৭]

বাম ইহার উত্তবে কিছুই বলেন নাই। ইহাতে অনুমিত হয়—পাখীব মাংস এবং মাছ খাইতেও সম্ভবতঃ বাম অভ্যস্ত ছিলেন।

বাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধপ্রদর্শিত পথে পম্পার পশ্চিম তীব অভিমুখে যাত্রা কবিযাছেন। পথিমধ্যে এক পর্বতশিখবে বাত্রিযাপন কবিযা তাঁহাবা পম্পাব পশ্চিম তীরে উপস্থিত হইযাছেন। সেখানে তাঁহাবা শববীব বমণীয আশ্রম দেখিতে পান। তপঃসিদ্ধা বৃদ্ধা শবরী তাঁহাদেব চবণে প্রণাম কবিযা যথাবিধি অর্চনাপূর্বক কহিতেছেন—'হে বাম, আজ আমাব তপস্যা পূর্ণ হইল। আপনি যখন চিত্রকূটে অবস্থান কবিতেছিলেন, তখন সম্প্রতি স্বর্গত এখানকার মহর্ষিগণ আমাকে বলিযাছিলেন যে, আপনি একসময়ে আমাব আশ্রমে পদার্পণ কবিবেন। আপনাব পুণ্য দর্শনলাভে আমাব মুক্তি হইবে। আমি আপনাব উদ্দেশ্যে সুখাদ্য বিবিধ বন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রতীক্ষা কবিতেছি।'

অতঃপব বাম শববীব গুরুগণেব প্রভাব প্রত্যক্ষ কবিতে চাহিলে শববী মতঙ্গবনেব নানাস্থানে তাঁহাদেব তপঃসিদ্ধিব অনেক নিদর্শন বামকে দেখাইযাছেন। শবরীব দেহত্যাগেব বাসনা শুনিযা বাম কহিলেন—'ভদ্রে, তুমি যথাসুখে অভিলষিত লোকে গমন কব।' বাম চীব ও কৃষ্ণচর্মপবিহিতা জটাধাবিণী শববীকে এইপ্রকাব অনুমতি কবিলে পর শবরী চিতানলে নশ্বব দেহকে আহুতি দিযা স্বর্গে গমন কবিলেন।[৩৮]

বাম ও লক্ষ্মণ বিবিধ তীর্থ ও পম্পাতে স্নান করিযাছেন। তখন চৈত্রমাস। বসন্তকালে পম্পাব অপরূপ শোভাদর্শনে বিবহী বাম ব্যাকুল হইযা পডিয়াছেন। তাঁহাব বিবহব্যথা ও শোক যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইযাছে। লক্ষ্মণ নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ কবিযাছেন। পম্পা অতিক্রম কবিযা বাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্বতেব সমীপবর্তী হইলে পব

সুগ্রীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহাদিগকে বালীব প্রেবিত শত্রু মনে কবিয়া সচিবদেব সহিত প্রতীকাবেব পবামর্শ কবিতেছেন। স্থিব হইল যে, তীক্ষ্ণধী হনুমান্ শবাসনধাবী সেই দুই বীবেব পবিচয় ও উদ্দেশ্য জানিয়া আসিবেন। বামেব নির্দেশে লক্ষ্মণ ভিক্ষুবেশধাবী হনুমানেব নিকট নিজেদেব পবিচয়, বামেব বনবাস, সীতাহবণ প্রভৃতি ঘটনা বিস্তৃতৰূপে প্রকাশ কবিয়া পবিশেষে কহিলেন যে, তাঁহাবা দনুপুত্র কবন্ধেব মুখে সুগ্রীবেব শক্তিমত্তাব কথা শুনিয়াছেন। সীতাব উদ্ধাবেব ব্যাপাবে কপিবাজ সুগ্রীবেব সাহায্যপ্রার্থিৰূপে বাম সুগ্রীবেব দর্শনাভিলাষী হইয়া এই স্থানে আসিয়াছেন। হনুমান্ পবম প্রীত হইয়া ভিক্ষুবেশ পবিত্যাগপূর্বক বাম ও লক্ষ্মণকে পিঠে কবিয়া ঋষ্যমূক হইতে মলয পর্বতে সুগ্রীবেব নিকট উপস্থিত হইলেন। (মলয ও ঋষ্যমূক একই পর্বতমালাব অন্তর্গত।)

হনুমানেন মুখে বামেব সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সুগ্রীব নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে কবিযাছেন। হস্তধাবণ ও অগ্নিস্থাপন কবিয়া অগ্নিপ্রদক্ষিণপূর্বক বাম ও সুগ্রীব পবস্পবেব মিত্র হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি-কর্তৃক নির্বাসন, দাবাপহবণ প্রভৃতি ঘটনাব কথা বলিয়া সুগ্রীব বামেব অনুগ্রহ প্রার্থনা কবিলে বাম প্রতিজ্ঞা কবিলেন যে, সুগ্রীবেব ভার্যাপহাবী বালীকে তিনি অবশ্যই বধ কবিবেন।

সীতা-কপীন্দ্র-ক্ষণদাচবাণাং
বাজীব-হেম-জ্বলনোপমানি।
সুগ্রীব-বাম-প্রণযপ্রসঙ্গে
বামানি নেত্রাণি সমং স্ফুবন্তি ॥ ৪।৫।৩১

—সুগ্রীব ও বামেব মিত্রতাকালে সীতাব নযনযুগল পদ্মেব ন্যায প্রফুল্ল হইল, বালীব নযনযুগল সোনাব বর্ণ ধাবণ কবিল এবং বাক্ষসগণেব নযনযুগল অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিল, আব সীতা, বালী ও বাক্ষসগণেব বাম নযন একই সমযে স্পন্দিত হইতে লাগিল। (পুরুষেব বামচক্ষুব স্পন্দন অমঙ্গলসূচক এবং স্ত্রীলোকেব বামচক্ষুব স্পন্দন মঙ্গলসূচক।)

সুগ্রীব বামেব নিকট নিজেব দুঃখেব কাহিনী বিস্তৃতভাবে কহিতেছেন, বামও ভ্রাতৃদ্বযেব বিবোধেব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিয়া সুগ্রীবেব মুখে সকল ঘটনা শুনিতেছেন। সুগ্রীবও যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব ভার্যা মাতৃসমা তাবাকে অঙ্কশাযিনী কবিযাছিলেন—এই কথাটি তিনি বামেব নিকট গোপন বাখিয়াছেন। এইজন্যই সম্ভবতঃ বাম বালীব উপব ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবকে আশ্বাস দিতেছেন—

যাবত্তং ন হি পশ্যেয়ং তব ভার্যাপহাবিণম্।
তাবৎ স জীবেৎ পাপাত্মা বালী চাবিত্রদূষকঃ ॥ ৪।১০।৩৩

—আমি তোমাব ভার্যাপহাবী পাপাত্মা দুশ্চরিত্র বালীকে যতক্ষণ দেখিতে না পাই,ততক্ষণ সে জীবিত থাকিবে।

বালীব মত বীবপুরুষকে বধ কবিবাব শক্তি বামেব আছে কি না—পবীক্ষাব উদ্দেশ্যে সুগ্রীব বালিনিক্ষিপ্ত দুন্দুভিব কঙ্কাল বামকে দেখাইলে বাম পদাঙ্গুষ্ঠেব দ্বাবা সেই কঙ্কালকে দশ যোজন (আশি মাইল) দূবে নিক্ষেপ কবিলেন। সুগ্রীবেব বালিভীতি কিছুতেই দূব হইতেছে না। এবাব সুগ্রীব বামকে সাতটি শালবৃক্ষ দেখাইয়া কহিতেছেন যে, বালী এই বৃক্ষগুলিকে এক সঙ্গে ঝাঁকাব দিযা পত্রহীন কবিতে পাবেন। বাম একটি বাণেব দ্বাবা একসঙ্গে সেই শালবৃক্ষগুলিকে বিদ্ধ কবিলেন। তাবপব সেই বাণ পর্বত বিদীর্ণ কবিয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল এবং পুনবায বামেব তূণমধ্যে প্রবেশ কবিল। এবাব সুগ্রীবেব বিশ্বাস জন্মিল যে, বাম বালীকে বধ কবিতে পাবিবেন।

সুগ্রীব বালীব বাজধানী কিষ্কিন্ধায (মহীশূবেব উত্তবে বেলাবি জেলায) যাইযা বালীকে যুদ্ধেব নিমিত্ত আহ্বান জানাইযাছেন। উভয ভ্রাতায তুমুল মল্লযুদ্ধ চলিতেছে। সুগ্রীব ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতেছেন দেখিযা বাম অতর্কিতে শাণিত বাণেব দ্বাবা বালীব বক্ষে আঘাত কবেন। বালী ভূমিতলে পডিযা গেলেন। বাম মহাবীব বালীব সমীপে উপস্থিত হইলে পব অতর্কিতে বাণ নিক্ষেপেব জন্য বালী বামকে কঠোব ভাষায ধিক্কাব দিতেছেন। বামেব এই অন্যায আচবণেব জন্য ক্ষুব্ধ বালী বামকে যাহা যাহা বলিযাছেন, বাম সেইসকল কথাব সদুত্তব দিতে পাবেন নাই। তিনি বালীব ভ্রাতৃভার্যা-গ্রহণরূপ অপবাধেব উপব বিশেষ জোব দিযা কহিযাছেন—

ঔবসীং ভগিনীং বাপি ভার্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ।
প্রচবেত নবঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ ॥ ৪।১৮।২২

—কামেব তাডনায যে ব্যক্তি কন্যা, ভগিনী, কিংবা কনিষ্ঠ ভ্রাতাব ভার্যাতে উপগত হয, তাহাব বধ-দণ্ড শাস্ত্রবিহিত।

এইকাবণেই তিনি তাঁহাব সহিত অযুধ্যমান বালীকে বধ কবিতে বাধ্য হইযাছেন। যেহেতু তিনি ক্ষত্রিয। সেইহেতু ক্ষত্রিয়েব কর্তব্যই তিনি পালন কবিযাছেন। ইহাই বামেব বক্তব্যেব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যান্য অনেক কথাও তিনি বলিযাছেন। কিন্তু সেইগুলি যেন সদুত্তব হয নাই।

এই অধ্যাযেব বর্ণনাকালে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভক্তবৎসল বামেব আচবণে যেন সমস্যায পডিযা ভণিতায কহিতেছেন—

'কৃত্তিবাস পণ্ডিতেব ঘটিল বিষাদ।
বালীবধ কবি কেন কবিলা প্রমাদ ॥'

মহাভারতকার ব্যাসদেব অর্জুনেব মুখ দিযা এবং উত্তববামচবিতে ভবভূতি লবেব মুখ দিযা রামেব বালিবধেব সমালোচনা কবিযাছেন।

ছলনাপূর্বক দ্রোণাচার্যেব মৃত্যু ঘটাইবাব জন্য অর্জুন কপট সত্যবাদী যুধিষ্ঠিবকে বলিযাছেন—

চিবং স্থাস্যতি চাকীর্তিস্ত্রৈলোক্যে সচবাচবে।
বামে বালিবধাদ্ যদ্বদেবং দ্রোণে নিপাতিতে ॥ দ্রোণ ১৯৫।৩৫

—বালীকে বধ কবাব জন্য বামেব অকীর্তি যেরূপ ত্রিলোকে চিবকাল ব্যাপ্ত বহিযাছে, এইভাবে অস্ত্রত্যাগ কবাইযা দ্রোণেব মৃত্যু ঘটাইবাব ফলে আপনাব অকীর্তিও চিবদিনই থাকিযা যাইবে।

উত্তববাম-চবিতেও বামেব অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতুব সহিত লবেব বিবাদ উপস্থিত হইলে চন্দ্রকেতুব মুখে বামেব অলোকসামান্য বীরত্বেব কথা শুনিযা লব কহিতেছেন—'বঘুপতিব চবিত্র ও মহিমা কে না জানে? থাক, বয়োবৃদ্ধগণেব চবিত্র সমালোচনা কবা উচিত নহে।' তাবপব উপহাসেব সুবে তাডকাবধ ও খরেব সহিত যুদ্ধে বামেব পশ্চাদসবণেব কথা বলিযা লব কহিতেছেন—

যদ্বা কৌশলমিন্দ্রসূনুনিধনে তত্রাপ্যভিজ্ঞো জনঃ। ৫।৩৫

—এবং ইন্দ্রপুত্র বালীকে বধ কবিতে বাম যে কৌশল (অতর্কিত আক্রমণ) অবলম্বন কবিযাছিলেন, তাহাও সকলেবই জানা আছে।

আমাদেব মনে হয যে, স্বার্থ সাধনেব উদ্দেশ্যে সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট কবিবাব নিমিত্তই বাম তাঁহাব সহিত অযুধ্যমান বালীকে অতর্কিতে হত্যা কবিযাছেন। আপন কার্য সমর্থন কবিতে

তিনি বালীর যে-প্রকাব চবিত্র-দোষেব উল্লেখ কবিযাছেন, সেইপ্রকাব দোষ তো সুগ্রীবেবও ছিল। সুগ্রীবেব পূর্বকৃত দোষেব কথা জানা না থাকিলেও বালীব মৃত্যুব পব পুনবায বালিপত্নী তাবাতে সুগ্রীবেব অতিশয আসক্তি বাম অবশ্যই দেখিযাছেন। পবে দেখা যাইবে যে, পূর্বেব ঘটনাও যেন তিনি জানিতেন। কিন্তু এই বিষযে সুগ্রীবকে তো তিনি কিছুই বলেন নাই। এইপ্রকাব আচবণ্ বানবসমাজেও গর্হিত বিবেচিত হইত। অঙ্গদেব কথায তাহা জানা যাইবে।

শোকসন্তপ্তা বালিপত্নী তাবাকে সান্ত্বনা দিতে যাইযা বাম দৈবেব দোহাই দিযাছেন। অধিকন্তু ইহাও বলিযাছেন—

প্রীতিং পবাং প্রাপ্স্যসি তাং তথৈব। ৪।২৪।৪৩

—তুমি সেইরূপই পবমা প্রীতি লাভ কবিবে।

পুনবায তুমি সুগ্রীবেব ভার্যারূপে জীবন যাপন কবিবে—ইহাই কি বামেব বাক্যেব গূঢ়ার্থ? তবে কি বাম সুগ্রীব ও তাবাব পূর্বতন প্রণযেব বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন?

সুগ্রীবেব বাজ্যাভিষেক উপলক্ষে হনুমান্ কিষ্কিন্ধাব গিবিগুহায বাজভবনে পদার্পণ কবিতে অনুবোধ কবিলে বাম বলিতেছেন যে, পিতাব আজ্ঞা পালনার্থ তিনি চৌদ্দ বৎসবেব ভিতবে কোন গ্রামে কিংবা নগবে প্রবেশ কবিবেন না। অঙ্গদকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবাব নিমিত্ত সুগ্রীবকে নির্দেশ দিযা বাম কহিতেছেন—

পূর্বোহিযং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বাবো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ ॥ ইত্যাদি। ৪।২৬।১৪-১৭

—হে সৌম্য, বাবিবর্ষণেব চাবিমাস বর্ষাকাল বলিযা কথিত। তাহাব প্রথম মাস শ্রাবণ আবম্ভ হইযাছে। এখন সীতাব উদ্ধাবেব নিমিত্ত উদ্যোগেব সময নহে। তুমি এই সমযে পুবীতে প্রবেশ কব, আমি লক্ষ্মণেব সহিত এই পর্বতে অবস্থান কবিতেছি। বর্ষা নিবৃত্ত হইলে কার্ত্তিক মাসে তুমি বাবণ বধার্থে উদ্যোগী হইবে।

সুগ্রীব বাজ্যাভিষিক্ত হইযাছেন। বামও লক্ষ্মণ সহ কিষ্কিন্ধাব সমীপস্থ প্রস্রবণ-গিবিব একটি মনোবম গুহায আশ্রয লইযাছেন। এই প্রস্রবণেবই অপব নাম মাল্যবান্। বর্ষাকালেব প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে বাম অযোধ্যাব সবযূ-নদীকে স্মবণ কবিতেছেন। পুনঃপুনঃ সীতাব মুখচন্দ্র স্মৃতিপথে উদিত হওযায বামেব শোক যেন বর্ষাব বাবিধাবা হইতেও অধিকতব দুঃসহ হইযা উঠিল। সহচব লক্ষ্মণেব সান্ত্বনা-বচনেও যেন তাঁহাব অধীবতা দূব হইতেছে না।"

বাম অতি কষ্টে বর্ষাব তিন মাস কাটাইলেন। কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইতেই তিনি ব্যাকুল হইযা পডিযাছেন। সীতাবিবহেব শোক তাঁহাব ধৈর্যেব বাঁধকে ছাপাইযা উঠিযাছে। তিনি কযেকদিন পবেই লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

চত্বাবো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ। ইত্যাদি। ৪।৩০।৬৪-৬৬

—বর্ষাব চাবিমাস যেন আমাব শতবর্ষ বলিযা বোধ হইযাছে। সেই দীর্ঘ বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হইল। আমি প্রিযাবিযুক্ত, দুঃখার্ত, বাজ্যচ্যুত ও বনবাসী বলিযা বানববাজ সুগ্রীবেব কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

এই কথা বলিযা বাম ক্রোধে অধীব হইযা লক্ষ্মণকে সুগ্রীবেব নিকট পাঠাইতেছেন। অনেক কঠোব কথা সুগ্রীবেব উদ্দেশে বলিযা পবিশেষে বাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'সুগ্রীবকে বলিবে'—

ন সঃ সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ।
সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ ॥ ৪।৩০।৮১

—সুগ্রীব, তোমার ভ্রাতা বালী নিহত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথ রুদ্ধ হয় নাই। অতএব তুমি আপন প্রতিশ্রুতি পালন কর, বালীর পথে গমন করিও না।

লক্ষ্মণ যথাযথরূপে অগ্রজের নির্দেশ পালন করিয়াছেন। এবার গ্রাম্যসুখে মত্ত সুগ্রীবের হুঁশ হইয়াছে। তিনি লক্ষ্মণের সহিত রামের '' মূলে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার বিনয়বচনে রামের ক্রোধ শান্ত হইল। কৃতাঞ্জলি মিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি মধুর ভাষায় তাঁহার সাহায্য চাহিলেন।

সুগ্রীবের আদেশে সমাগত বানরগণ সীতার অন্বেষণে দিকে দিকে যাত্রা করিতেছেন। দক্ষিণদিকে যাঁহারা যাত্রা করিতেছেন, হনুমান্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। হনুমানের বুদ্ধি ও পরাক্রম বিষয়ে সুগ্রীব ও রামের আস্থা রহিয়াছে। হনুমানের প্রশংসা করিয়া রাম তাঁহার হাতে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি সীতার অভিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রদান করেন।[৪০]

একমাস নানাস্থানে অন্বেষণের পর হনুমান্ লঙ্কায় যাইয়া রাবণের অশোক-বনে সীতাকে দর্শন করিয়াছেন। সীতার নিকট বিরহী রামের দুরবস্থা বর্ণনাকালে হনুমান্ বলিতেছেন—

ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্ক্তে ন চৈবং মধু সেবতে।
বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্ ॥ ইত্যাদি। ৫।৩৬।৪১-৪৪

—রাম মাংস ভোজন করেন না, মদ্যও সেবন করেন না। সায়ংকালে শুধু অরণ্যজাত ফলমূলাদি ভোজন করিয়া থাকেন। তিনি শুধু আপনার ধ্যানেই নিত্য শোকাকুল।

এই উক্তি হইতে রামের মদ্যপানের কথা জানা যাইতেছে। (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহা দূষণীয় নহে।)

সীতার সংবাদ বহন করিয়া হনুমান্ প্রস্রবণ-গিরিতে রাম সমীপে ফিরিয়া আসিয়াছেন। হনুমানের মুখে রাম লঙ্কার সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং সীতার প্রদত্ত অভিজ্ঞান পাইয়া ও কথিত গোপন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সীতাপ্রদত্ত চূড়ামণিটিকে বুকে ধারণপূর্বক তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুনঃপুনঃ হনুমানের মুখে সীতার কথা শুনিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না। হনুমানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন যে, হনুমান্ তাঁহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এরূপ দীন হইয়াছেন যে, এইরূপ হিতকারীর সহিত যথোচিত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আজ তাঁহার নাই। এইজন্য মন পীড়িত হইতেছে। তারপর প্রীতিপুলকিত রাম কহিতেছেন—

এষ সর্বস্বভূতস্তু পরিষ্বঙ্গো হনুমতঃ।
ময়া কালমিমং প্রাপ্য দত্তস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬।১।১৩

—এখন এই মহাত্মা হনুমানকে আমার সর্বস্বভূত আলিঙ্গন প্রদান করিতেছি।

হনুমান্‌কে আলিঙ্গন করিয়া রাম কহিতেছেন—'জানকীর সংবাদ তোমার মুখে শুনিলাম, কিন্তু বানরগণের সমুদ্র উত্তরণের উপায় কে বলিয়া দিবে?' রামের এই কথার উত্তরে সুগ্রীব তাঁহার মনে উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছেন। রামের দুশ্চিন্তা দূর হইয়াছে।

হনুমানের মুখে রাম লঙ্কানগরীর সমৃদ্ধি ও দুরাধর্ষতার কথাও শুনিয়াছেন। সেই দিনই বেলা দুইপ্রহরে তিনি অভিযানের শুভক্ষণ স্থির করিয়াছেন। সেই দিন ছিল উত্তরফলগুনী নক্ষত্র। তাঁহার জন্মনক্ষত্র পুনর্বসু। অতএব জ্যোতিষের বিচারে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র তাঁহার 'সাধক' তারা, যাত্রায় শুভ-ফলপ্রদ। অনেকগুলি শুভসূচক লক্ষণও রাম লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবের আদেশে তখনই বানরগণ লঙ্কাভিযানে প্রস্তুত হইয়াছেন। রাম

হনুমানেব স্কন্ধে এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে চড়িয়া চলিলেন। কিষ্কিন্ধা হইতে যাত্রা কবিয়া বহু গিবি, নদী, প্রস্রবণ ও কানন দেখিতে দেখিতে তাঁহাবা সহ্য ও মলয-পর্বত অতিক্রমেব পব মহেন্দ্র-পর্বতেব শিখবে আবোহণ কবেন। সেখান হইতে সমুদ্র দেখা যায। মহেন্দ্রশিখব হইতে অবতবণ কবিয়া অল্প সমযেব মধ্যেই সকলে সমুদ্রতীবে পৌঁছিয়াছেন।[৫১]

এবাব বিবহী বাম সীতাকে স্মবণ কবিয়া বিশেষ বিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি লক্ষ্মণকে কহিতেছেন যে, মানুষেব শোক ক্রমশঃ হ্রাস পায, কিন্তু তাঁহাব শোক দিন দিন বাড়িযাই চলিতেছে। বাতাসকে সম্বোধন কবিয়া বাম বলিতেছেন—

বাহি বাত যতঃ কান্তা তাং স্পৃষ্ট্বা মামপি স্পৃশ।
ত্বযি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ॥ ৬।৫।৬

—হে সমীবণ, আমাব প্রিযতমা যেখানে আছেন, তুমি সেখানে যাও, তাঁহাকে স্পর্শ কবিয়া আসিয়া আমাকেও স্পর্শ কব। তাপতপ্ত নযন চন্দ্রদর্শনে যেরূপ শীতল হয, সেইরূপ প্রিয়াস্পর্শকাবী তোমাব স্পর্শে আমাব দেহও শীতল হইবে।

এইসমযে লক্ষ্মণেব নিকট বামেব মুখে আপন কামজ সন্তাপেব এরূপ কথাও ব্যক্ত হইয়াছে, যে-সকল কথা কেহই সাধাবণতঃ অপবকে বলেন না। সেইকালে সম্ভবতঃ ইহা লজ্জাব বিষয বলিয়া কেহ মনে কবিতেন না। কিষ্কিন্ধা হইতে যাত্রাব দ্বিতীয দিন অপবাহ্নকালে বাম বিশেষ কাতব হইয়া পড়েন। লক্ষ্মণেব সান্ত্বনাবচনে তিনি কোনপ্রকাবে নিজেকে সামলাইয়াছেন।[৫২]

বিভীষণ ভ্রাতাকে পবিত্যাগ কবিয়া বামেব সমীপে উপস্থিত হইলে জাম্ববান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রমুখ বানবগণ বামকে পবামর্শ দিলেন যে, বিভীষণকে স্থান দেওয়া উচিত হইবে না। হনুমানেব পবামর্শ অন্যরূপ। সকলেব মন্তব্য শুনিয়া বাম সুগ্রীবকে বলিলেন, বিভীষণেব সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও সম্ভবতঃ তিনি বাজ্যাভিলাষী হইযাই তাঁহাব শবণ লইয়াছেন। বাক্ষসেবা পণ্ডিতও হইয়া থাকেন। শবণাগতিব আগ্রহ দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে, বাবণ ও বিভীষণেব মধ্যে প্রবল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব বিভীষণকে স্থান দেওয়া অনুচিত হইবে না। অতঃপব বাম সুগ্রীবকে বলিতেছেন—

ন সর্বে ভ্রাতবস্তাত ভবন্তি ভবতোপমাঃ।
মদ্বিধা বা পিতুঃ পুত্রাঃ সুহৃদো বা ভবদ্বিধাঃ॥ ৬।১৮।১৫

—সংসাবে সকল ভ্রাতাই ভবতেব মত নহে, পিতাব সকল পুত্রই আমাব মত নহে, আব সকল বন্ধুই তোমাব মত নহে। (অতএব বাবণকে পবিত্যাগ কবা বিভীষণেব পক্ষে অসম্ভব নহে।)

এই উক্তিটিব দ্বিতীয অংশে বামেব যে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যেন বিস্ময়কব।

পবিশেষে বাম কহিতেছেন যে, প্রবল শত্রুও যদি শবণাগত হয, তবে তাহাকে অবশ্যই স্থান দিতে হইবে, ইহা তাঁহাব জীবনেব ব্রতস্বরূপ। বিভীষণও মিত্ররূপে গৃহীত হইলেন। বাম তাঁহাকে লঙ্কাব সিংহাসন দানেব প্রতিশ্রুতি দিয়া অভিষিক্ত কবিয়াছেন।

সমুদ্র পাব হইয়া লঙ্কায যাইতে হইবে। সমুদ্র-লঙ্ঘনেব উপায সম্বন্ধে পবামর্শ চলিতেছে। বিভীষণ বলিলেন যে, বামকে সাগবেব নিকট ধবনা দিতে হইবে। এই পবামর্শ সকলেবই মনঃপূত হইল। বাম সমুদ্রতীবে কুশাস্তবণ কবিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তিন বাত্রি চলিযা গিযাছে, বাম সমুদ্রদেবেব দর্শন পান নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ বাণ নিক্ষেপে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ কবিয়া তুলিয়াছেন। বিপন্ন সমুদ্রদেব বামেব সমীপে উপস্থিত হইয়া

বলিলেন যে, বিশ্বকর্মার পুত্র বানর নল পিতার ন্যায় শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনি সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিলে রাম সসৈন্যে দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। মাত্র পাঁচ দিনে বানরগণের সহযোগিতায় নল সমুদ্রের উপর শত যোজন (আটশত মাইল) দীর্ঘ ও দশ যোজন (আশি মাইল) প্রস্থ সেতু নির্মাণ করিয়াছেন।

অশোভত মহান্ সেতুঃ সীমন্ত ইব সাগরে। ৬।২২।৮০

—সেই বিশাল সেতু সাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

রাম হনুমানের পিঠে ও লক্ষ্মণ অঙ্গদের পিঠে আরোহণ করিয়া সেতু পার হইয়াছেন। অগণিত বানর-সৈন্য ও বিভীষণ সহ তিনি সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সমুদ্রের উত্তর তীরে অবস্থানকালে রাম রাবণের দূত শুক-নামক রাক্ষসকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবার লঙ্কায় সেনা-সন্নিবেশের পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।[৪৩]

রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ পুনরায় বানররূপ ধারণ করিয়া গুপ্তচররূপে বানরসৈন্যদের ভিতর প্রবেশ করিলে বিভীষণ তাহাদিগকে ধরিয়া রামের নিকট লইয়া যান। রাম তাহাদিগকে অভয় দিয়া কহিলেন—'তোমাদের যদি আর কিছু দেখিবার বাকী থাকে, তবে তাহাও দেখিয়া যাও। লঙ্কায় যাইয়া রাবণকে বলিবে যে, যে শক্তিগর্বে তিনি আমার পত্নীকে হরণ করিয়াছেন, এবার যেন আমাকে সেই শক্তি প্রদর্শন করেন। আগামী প্রাতঃকালেই তিনি আমার শক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।'[৪৪]

লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাম তাঁহার সৈন্যগণসহ সুবেল-শৈলে অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানেও রাবণের প্রেরিত গুপ্তচর শার্দূল প্রমুখ রাক্ষসগণ ধরা পড়িয়া রামের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়াছে। একরাত্রি সুবেল-পর্বতে কাটাইয়া পরদিনই রাম লঙ্কাপুরীর প্রত্যেক দ্বারে সেনাপতি নিয়োগ করেন। তিনি স্বয়ং লক্ষ্মণের সহিত রাবণ-রক্ষিত উত্তর দ্বার অবরুদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমেই রাম আত্মপক্ষ পরিচয়ের সঙ্কেত নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

ন চৈব মানুষং রূপং কার্যং হরিভিরাহবে।

এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেঽস্মিন্ বানরে বলে॥ ইত্যাদি। ৬।৩৭।৩৩-৩৫

—আমাদের এই সঙ্কেত থাকিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যগণ বানররূপেই থাকিবেন। বানররাই আমাদের আত্মীয়। অতএব অবধ্য। লক্ষ্মণ, বিভীষণ, বিভীষণের চারিজন সচিব ও আমি—এই সাতজন মনুষ্যরূপেই যুদ্ধ করিব।

প্রথমতঃ রাম সন্ধির প্রস্তাব করিয়া অঙ্গদকে রাবণের নিকট দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। সন্ধির শর্ত হইতেছে—জানকীকে প্রত্যর্পণ ও ক্ষমাপ্রার্থনা। তাহা না করিলে যুদ্ধ অনিবার্য এবং সেই যুদ্ধের পরিণাম রাবণের পক্ষে ভয়াবহ।

অঙ্গদ ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসার পরেই 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। সম্পূর্ণ লঙ্কাপুরী বানর-সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ।

ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়দ্ রামো বানরান্ দ্বিষতাং বধে। ৬।৪২।৯

—রাম তখনই শত্রুবধের নিমিত্ত বানরগণকে আদেশ দিলেন।

হনুমান্ প্রথমতঃ সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় গিয়া যে যুদ্ধনিনাদে আত্মঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারই এক অংশ বানর-সৈন্যের সিংহনাদে ঘোষিত হইতেছে—

জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।

রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিতঃ॥ ৬।৪২।২০

—মহাশক্তিশালী রামের জয় হউক, মহাবল লক্ষ্মণের জয় হউক। রঘুনাথের দ্বারা সুরক্ষিত

বাজা সুগ্রীবেব জয় হউক।

মহাবিক্রমে বানব-সৈন্য বাক্ষসদেব উপব আক্রমণ চালাইতেছে। উভয় পক্ষেব দ্বন্দ্বযুদ্ধে সেইদিন বাক্ষসবাই সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল।[৪৫]

সেই বাত্রিতেও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদেব হাতে নাকাল হইযা অন্তর্হিত হইযাছেন। মাযাবলে অন্তর্হিত হইযা কূটযোদ্ধা বাক্ষস বাম ও লক্ষ্মণকে সর্পবাণে বন্ধন কবিযাছেন। তাঁহাদেব সংজ্ঞা লোপ পাইযাছে। ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদেব সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ কবিতেছেন। বানবগণ শোকে আকুল। বিভীষণ সকলকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পবে বাম স্বীয শক্তিমত্তা ও দৈহিক দৃঢতাহেতু মূর্ছা হইতে জাগবিত হইযাছেন, কিন্তু লক্ষ্মণেব দুববস্থাব জন্য তাঁহাব শোক অবর্ণনীয। অকস্মাৎ সেইস্থলে গরুডেব আবির্ভাবে লক্ষ্মণও সর্পপাশ হইতে মুক্ত হইযা সংজ্ঞা লাভ কবিযাছেন। গরুডেব স্পর্শমাত্র বাম-লক্ষ্মণেব দেহেব ক্ষতচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হইযা গেল। কৃতজ্ঞতায বামেব নেত্রে আনন্দাশ্রু বহিতেছে। দেবতাগণেব মুখে বাম-লক্ষ্মণেব এই দুর্গতিব খবব শুনিযা গরুড সেইস্থলে আবির্ভূত হইযাছিলেন। এবাব তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন কবিযা অন্তর্হিত হইলেন।[৪৬]

যুদ্ধে অনেক মহাবীব বাক্ষস নিহত হইযাছেন। বাবণেব সেনাপতি প্রহস্তও বীবশয্যায শাযিত। এবাব বাবণ স্বযং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইযাছেন। সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান্ ও নীলেব সহিত যুদ্ধেব পব বামেব আহ্বানে বাবণ বামকে আক্রমণ কবেন। হনুমানেব পিঠে চডিযা বাম যুদ্ধ কবিতেছেন। বামেব নিশিত বাণে বাবণেব সাবথি, বথ, অশ্ব—সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইযাছে। হতাশ্ব হতসাবথি নষ্টবথ ছিন্নকিবীট বাক্ষসবাজেব বিষদন্ত যেন ভাঙ্গিযা পডিল। তিনি নিষ্প্রভ হইযা পডিলেন। বাম তাঁহাকে বলিতেছেন—

তস্মাৎ পবিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শবৈর্মৃত্যুবশং নযামি। ইত্যাদি। ৫৯।১৪২, ১৪৩

—আজ ভীষণ যুদ্ধ কবায তুমি পবিশ্রান্ত। সেইজন্য শবপ্রহাবে তোমাকে বধ কবিব না। তুমি আজ বিশ্রাম কব, পুনবায বথ, ধনুর্বাণ ও সৈন্যাদি সহ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিযা আমাব শক্তি দেখিতে পাইবে।

হতদর্প বাক্ষসবাজ লজ্জিত হইযা প্রস্থান কবিযাছেন। এহেন দুবন্ত শত্রুকে এইভাবে ক্ষমা কবা বামেব ন্যায মহাত্মাব পক্ষেই সম্ভবপব।

পবদিন বণক্ষেত্রে কুম্ভকর্ণ উপস্থিত হইযাছেন। তাঁহাব বিক্রমে বানবগণ ভীত হইযা পডিযাছেন। অগত্যা বাম স্বযং কুম্ভকর্ণকে আক্রমণ কবেন। তিনি বাযব্যাস্ত্র ও ঐন্দ্রাস্ত্রেব দ্বাবা কুম্ভকর্ণেব বাহুদ্বয কাটিযা ফেলিযাছেন। ছিন্নবাহু হইযাও কুম্ভকর্ণ তাঁহাব দিকে ছুটিযা আসিতেছেন দেখিযা বাম নিশিত দুইটি অর্ধচন্দ্রবাণে কুম্ভকর্ণেব পদদ্বয কাটিযা দিলেন। তথাপি কুম্ভকর্ণ মুখব্যাদন কবিযা বামকে গিলিতে আসিতেছেন। এবাব বাম তীক্ষ্ণ ঐন্দ্রাস্ত্রেব দ্বাবা কুম্ভকর্ণেব শিব দেহচ্যুত কবিলেন।[৪৭]

ইন্দ্রজিৎ আবও একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ কবিযা বানবসৈন্য ও বাম-লক্ষ্মণকে মূর্ছিত কবিযাছিলেন। জাম্ববানেব নির্দেশে হিমালয হইতে দিব্যৌষধি আনিযা হনুমান্ সেই ওষধিব গন্ধে সকলকে স্বস্থ কবেন।[৪৮]

খবেব পুত্র মকবাক্ষ পিতৃহন্তা বামকে সমবাঙ্গণে আক্রমণ কবিযা বামেব পাবকাস্ত্রে আত্মাহুতি দিযাছেন।[৪৯]

ইন্দ্রজিতেব মাযাযুদ্ধে আক্রান্ত হইযা ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ একদিন সকল বাক্ষসকে হত্যা কবাব উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রযোগ কবিতে চাহিলে বাম তাঁহাকে নিষেধ কবিযা বলিতেছেন—

নৈকস্য হেতো রক্ষাংসি পৃথিব্যাং হন্তুমর্হসি। ইত্যাদি। ৬।৮০।৩৮, ৩৯

—একজনের অপরাধের জন্য পৃথিবীর সকল রাক্ষসকে বধ করা উচিত নহে। যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, পলায়মান, শরণাগত, অঞ্জলিবদ্ধ অথবা মত্ত শত্রুকে বধ করা অনুচিত।

ইন্দ্রজিৎ মায়ানির্মিত সীতাকে হত্যা করিলে যথার্থই সীতা হত হইয়াছেন ভাবিয়া রাম শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। বিভীষণের কথায় পরে তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইন্দ্রজিৎ যথার্থ সীতাকে হত্যা করেন নাই। এই মায়াবলম্বন ইন্দ্রজিতের চালাকিমাত্র।[৫০]

অতঃপর রাম পূর্ণতেজে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তিনি রাক্ষসবাহিনীকে যেন নির্মূল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

তে তু রামসহস্রাণি রণে পশ্যন্তি রাক্ষসাঃ। ইত্যাদি। ৬।৯৩।২৭-৩৪

—রাক্ষসগণ রণক্ষেত্রে কখনও হাজার হাজার রামকে দেখিতেছিল। আবার কখনও দেখিল যে, একজন রামই যেন অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে তিনি প্রাতঃকালাবধি দিবসের অষ্টম ভাগের মধ্যে অগ্নিশিখাসদৃশ বাণসমূহের দ্বারা নিশাচরসৈন্যের দশ হাজার রথী, আরোহী সহ চৌদ্দ হাজার ঘোড়া, আঠার হাজার হাতী এবং দুই হাজার পদাতিককে নিধন করেন। হতাবশিষ্ট কয়েকজন সৈন্য প্রাণ লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল।

এবার রাবণ সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। রামের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল। রাবণের নিক্ষিপ্ত শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে পতিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এবার অতি ক্রুদ্ধ রাম দশাননকে এরূপভাবে আক্রমণ করিলেন যে, দশানন পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।[৫১]

রাম রক্তাক্তকলেবর অচেতন লক্ষ্মণকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলাপ করিতেছেন। লক্ষ্মণ তাঁহার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ। লক্ষ্মণের নানা গুণ কীর্তন করিয়া রাম কহিতেছেন—

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥ ৬।১০১।১৫

—প্রতি দেশেই কলত্র এবং বান্ধব পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়—এরূপ দেশ দেখিতে পাই না।

লক্ষ্মণ রামের সহোদর ভ্রাতা নহেন, কিন্তু সহোদরেরও অধিক। বানরবৈদ্য সুষেণ লক্ষ্মণকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণের স্পন্দন রহিয়াছে। রামকে প্রবোধ দিয়া তিনি হনুমানের দ্বারা মহোদয়-পর্বত হইতে ওষধি আনাইলেন। সুষেণ সেই ওষধির চূর্ণ করিয়া লক্ষ্মণের নাসিকায় নস্য দিতেই লক্ষ্মণ উঠিয়া বসিয়াছেন। রাম অশ্রুপূর্ণলোচনে অনুজকে স্নেহালিঙ্গন করিলেন।

রাবণ পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি রথে চড়িয়া রামের উপর তীক্ষ্ণ বাণধারা নিক্ষেপ করিতেছেন। রামও ইন্দ্রপ্রেরিত মাতলির রথে আরোহণ করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। অসুরগণ রাবণের এবং দেবগণ রামের বিজয়াকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। রামের দিব্যাস্ত্রে রাবণের দেহ ক্ষতবিক্ষত ও হৃদয় যেন ঘূর্ণিত।

যদা চ শস্ত্রং নারেভে ন চকর্ষ শরাসনম্।
নাস্য প্রত্যকরোদ্ বীর্যং বিক্লবেনান্তরাত্মনা॥ ৬।১০৩।২৮

—রথে পতিত রাবণ বাণক্ষেপণ ও ধনু আকর্ষণে অসমর্থ। রাম তখন আর কোনরূপ বিক্রম প্রকাশ করেন নাই।

এই ঘটনায়ও রামের অলৌকিক মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণের সারথি রাক্ষসপতিকে লইয়া রথ ফিরাইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

এবাব বাবণ শেষবাবেব মত সমবাঙ্গণে উপস্থিত হইতেছেন। দেবতাবাও বাম-বাবণেব ভীষণ যুদ্ধ দেখিবাব উদ্দেশ্যে অন্তবীক্ষে সমাগত হইয়াছেন। মহামুনি অগস্ত্য তেজোবৃদ্ধিব নিমিত্ত বামকে 'আদিত্যহৃদয'-মন্ত্র জপ কবিতে বলিলে বাম পবম ভক্তিভবে অগস্ত্যেব আদেশ পালন কবিলেন। ভগবান্ আদিত্যদেব প্রসন্ন হইয়া বামকে আশীর্বাদপূর্বক কহিলেন—'বাম, তুমি তৎপব হও।'[৫২]

বামেব সম্মুখে বিজয়সূচক শুভ লক্ষণসমূহ ও বাবণেব সম্মুখে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত পবিলক্ষিত হইতেছে। বাম ও বাবণেব ঘোবতব দ্বৈবথ যুদ্ধ চলিতেছে। দেবগণ, গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ আশীর্বাদ কবিতেছেন—

জযতাং বাঘবঃ সংখ্যে বাবণং বাক্ষসেশ্ববম্। ৬।১০৭।৪৯

—বঘুনন্দন বণক্ষেত্রে বাক্ষসেশ্বব বাবণকে জয় করুন।

দর্শকগণ বিস্মযাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন—

সাগবং চাম্ববপ্রখ্যমম্ববং সাগবোপমম্।
বামবাবণযোর্যুদ্ধং বামবাবণযোবিব ॥ ৬।১০৭।৫১

—সাগব সাগবেব ন্যায, আকাশ আকাশেব ন্যায, বাম-বাবণেব যুদ্ধও বাম-বাবণেব যুদ্ধেব ন্যায উপমাবহিত।

বাবণেব দুষ্কর্ম-স্মবণে ক্রুদ্ধ বাম শাণিত শবে বাবণেব শিবচ্ছেদ কবিতেছেন, আব বাবণেব নূতন নূতন শিব গজাইতেছে। সমস্ত দিনবাত্রি ব্যাপিযা যুদ্ধ চলিতেছে, কিন্তু জযপবাজয অনিশ্চিত।

কিছুতেই কিছু হইতেছে না দেখিযা বাম চিন্তিত হইয়াছেন। মাতলি তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপেব উপদেশ দিলেন। বাম সেই উপদেশে অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত কবিযা তাহাতে ভযানক বাণ যোজনা কবিলেন। পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। বামেব বজ্রসদৃশ বাহুদ্বাবা নিক্ষিপ্ত সেই বাণ বাবণেব বক্ষ বিদীর্ণ কবিযা তাঁহাব প্রাণ হবণপূর্বক ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। বেগ থামিলে পব পুনবায সেই বক্তলিপ্ত বাণ বামেব তূণমধ্যে প্রবেশ কবিল।

হতাবশিষ্ট বাবণসৈন্যগণ ভযে ইতস্ততঃ পলাযন কবিতেছে, আব বানবসৈন্যগণেব সোল্লাস সিংহনাদে গগন যেন বিদীর্ণ হইতেছে।

দেবতা গন্ধর্ব প্রমুখ বামহিতৈষিগণেব মনস্কামনা পূর্ণ হওযায তাঁহাদেব সাধুবাদ শোনা যাইতেছিল। বিজযী বাম স্বজনগণে পবিবেষ্টিত হইয়া দেবগণপবিবৃত মহেন্দ্রেব ন্যায শোভা পাইতে লাগিলেন।[৫৩]

অগ্রজেব নিধনে বিভীষণ করুণ বিলাপ কবিতে থাকিলে বাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিযা কহিতেছেন—

মবণান্তানি বৈবাণি নিবৃত্তং নঃ প্রযোজনম্।
ক্রিযতামস্য সংস্কাবো মমাপ্যেষ যথা তব ॥ ৬।১০৯।২৫

—মবণ পর্যন্তই শত্রুতা। আমাব প্রযোজন শেষ হইয়াছে। এখন ইনি তোমাব ন্যায আমাবও বন্ধু হইয়াছেন। অতএব ইঁহাব সৎকাব কব।

এবাব বাম ধনুর্বাণ, কবচ প্রভৃতি পবিত্যাগ কবিযা সৌম্যমূর্তি ধাবণ কবিলেন। তাঁহাব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে।[৫৪]

বিভীষণকে লঙ্কাব সিংহাসনে বসাইযা বাম হনুমানকে আদেশ কবিতেছেন—'হে সৌম্য, তুমি লঙ্কেশ্বব বিভীষণেব অনুমতি লইযা লঙ্কায গমনপূর্বক সীতাকে বাবণেব নিধনবার্তা ও আমাদেব কুশল সংবাদ জানাইবে এবং তাঁহাব সংবাদ লইযা সত্বব ফিবিযা আসিবে।'[৫৫]

হনুমান্ বামেব আজ্ঞা পালন কবিযা ফিবিযা আসিযাছেন। হনুমানেব মুখে বাম শুনিতে পাইলেন যে, সীতা·তাঁহাকে দর্শন করিতে চাহেন। এই কথা শুনিয়া বাম বাষ্পাকুলনযনে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক দীর্ঘশ্বাস পবিত্যাগ কবিতেছেন। কিছুক্ষণ পবে তিনি বিভীষণকে বলিলেন যে, সীতাকে স্নান কবাইযা উত্তম বসনভূষণে সজ্জিত কবিযা বিভীষণ যেন তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত কবেন। বিভীষণ বামেব নির্দেশ পালন কবিযা বামকে সীতাব আগমন-বার্তা জানাইলে পব বাম যেন অস্বাভাবিক গম্ভীব হইযা উঠিলেন।

বোষং হর্ষঞ্চ দৈন্যঞ্চ বাঘবঃ প্রাপ শত্রুহা। ৬।১১৪।১৭

—শত্রুনাশন বাম যুগপৎ ক্রোধ, হর্ষ ও দৈন্য প্রাপ্ত হইলেন।

দুঃখিত বাম সীতাকে তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত কবিবাব নির্দেশ দিলে বিভীষণ পথের জনতাকে দূবে সবাইতেছেন দেখিযা বাম তাঁহাকে তিবস্কাবেব সুবে বলিতেছেন—'কি কাবণে জনতাকে কষ্ট দিতেছ? ইহাবা সকলই আমাব স্বজন। এইপ্রকাব লোকাপসাবণ নাবীব আববণ নহে, আপন চবিত্রই নাবীব আববণ। বিপৎকাল, যুদ্ধ, স্বযংবব, যজ্ঞ ও বিবাহকালে নাবীগণেব জনসম্মুখে উপস্থিতি দোষাবহ নহে। জানকী দুঃখে নিমগ্না, বিশেষতঃ আমাব নিকট উপস্থিত হইতেছেন। অতএব তিনি পদব্রজেই এখানে আসিবেন।'

বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ বামেব ভাবগতিক দেখিযা চিন্তিত ও শঙ্কিত হইযা উঠিলেন। বিভীষণেব অনুগমন কবিয়া সীতা পতিব সম্মুখে আসিযা দাঁড়াইযাছেন। বাম তাঁহাকে দেখিযা কহিতেছেন—

এষাসি নির্জিতা ভদ্রে শত্রুং জিত্বা বণাজিবে।
পৌৰুষাদ্ যদনুষ্ঠেযং মযৈতদুপপাদিতম্ ॥ ইত্যাদি ৬।১১৫।২-২৪

—ভদ্রে, আমি বণাঙ্গণে শত্রুকে জয় কবিযা তোমাকে উদ্ধাব কবিযাছি। পৌৰুষেব বলে যাহা কবা সম্ভবপব, তাহা কবিলাম। হনুমান্, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রমুখ বীবগণেব শ্রম সফল হইযাছে। তোমাব কল্যাণ হউক। তুমি জানিবে যে, আমি আপন সম্মান বক্ষাব নিমিত্তই এই দুষ্কব কর্ম কবিযাছি, তোমাকে পাইবাব নিমিত্ত নহে। তোমাব চবিত্রে আমাব সন্দেহ উপস্থিত হইযাছে। ভদ্রে, তোমাব যেখানে ইচ্ছা হয, সেখানে চলিযা যাও। যে স্ত্রী বহুকাল পবগৃহে বাস কবিযাছে, কোন্ সদ্‌বংশজাত তেজস্বী পুৰুষ প্রণযেব আশায পুনবায তাহাকে গ্রহণ কবিতে পাবে? ভবত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিংবা বিভীষণেব কাছে থাকিতে যদি তোমাব ইচ্ছা হয, তবে তাহাতেও আমাব কোন আপত্তি নাই। তুমি দীর্ঘকাল বাবণেব গৃহে বাস কবিযাছ। তোমাব এমন মনোহব দিব্য ৰূপ দেখিযাও বাবণ যে তোমাকে ছাড়িযা দিযাছে—তাহা বিশ্বাস কবি না।'

বামেব এই কঠোব উক্তিগুলি শুনিযা সম্ভবতঃ সকল পাঠকই ব্যথিত হন। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায ও ক্রোধে সীতা যেন নিজেব দেহে মিশিযা গেলেন। তিনিও পতিদেবতাকে সমুচিত উত্তব দিতে ছাড়েন নাই। পবিশেষে লক্ষ্মণেব দ্বাবা চিতা প্রস্তুত কবাইযা তিনি অগ্নিপ্রবেশ কবিযাছেন। মূর্তিমান্ অগ্নিদেব সীতাকে কোলে লইযা আবির্ভূত হইলেন এবং সীতাব পাতিব্রত্যেব প্রশংসা কবিযা বামেব হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ কবিলেন। মহেশ্ববাদি দেবগণও সেই স্থানে আবির্ভূত হইযাছেন। ব্রহ্মা বামকে তাঁহাব নাবাযণত্বেব কথা স্মবণ কবাইযা অনেক স্তবস্তুতি কবিলেন।"

সীতাব এই অগ্নিপবীক্ষাব দৃশ্যে আমাদেব দুঃখ হয। বাম অতিশয কর্তব্যনিষ্ঠ পুৰুষ। বাবণবধেব পব বিভীষণেব দ্বাবা সীতাকে আনাইযা সর্বসমক্ষে যেৰূপ সাহঙ্কাব বাক্যে তিনি প্রত্যাখ্যান কবিযাছেন, তাহা তাঁহাব চবিত্রেব সহিত যেন খাপ খায না। বংশেব মর্যাদা বক্ষা

এবং নিজেব পৌরুষ-খ্যাপনই যে তাঁহাব বাবণবধেব উদ্দেশ্য—উচ্চকণ্ঠে এই কথা প্রচাব কবিতে যাইয়া তিনি যেন সীতাব কথা একেবাবেই ভাবিয়া দেখেন নাই। কযেকটি কঠোব উক্তিতে শালীনতা বক্ষিত হইয়াছে কি না—তাহাও বিচার্য।

বঘুবংশে দেখিতে পাই, কালিদাস অতি সংক্ষেপে অগ্নিপবীক্ষাব ঘটনাটি বর্ণনা কবিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই অংশটি তাঁহাবও ভাল লাগে নাই। সদ্যোবিধবা বাক্ষসীগণেব অভিসম্পাতেব ফলেই বাম সীতাব প্রতি কঠোব হইযাছিলেন—এই কথা বলিয়া কৃত্তিবাস বামকে দোষমুক্ত কবিতে চাহিযাছেন। মহাভাবতেও বালিবধেব সমালোচনাব ন্যায ইহাব কোন সমালোচনা ব্যাসদেবও কবেন নাই। উত্তববামচবিতে ভবভূতি কোপাবিষ্ট বাজর্ষি জনকেব মুখে প্রকাশ কবিযাছেন—'অগ্নিব কি সাধ্য যে, আমাব দুহিতাব শুদ্ধি পবীক্ষা কবিবেন ? বামেব আচবণে আমি অপমানিত হইযাছি, কঞ্চুকী সীতাব শুদ্ধিপবীক্ষাব কথা উল্লেখ কবায় পুনবায অপমানিত হইলাম।'

বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী বাজর্ষিব এই কথা শুনিয়া বলিতেছেন—"বাজর্ষি যথার্থই বলিযাছেন। সীতাব সম্বন্ধে 'অগ্নি' এই শব্দটি অতি তুচ্ছ, 'সীতা' এই শব্দটিই তাঁহাব পবিত্রতা খ্যাপনে যথেষ্ট।" (চতুর্থ অঙ্ক)

এইস্থলেও বামেব অশোভন উক্তিব কোন প্রতিবাদ শোনা যায না।

বাম যদিও পবে অগ্নিদেবকে কহিযাছেন যে, সীতাব পাতিব্রত্য সম্বন্ধে তাঁহাব নিজেব কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, লোকে তাঁহাকে সাংসাবিক ব্যাপাবে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও কামুক বলিবে—এইজন্যই তিনি অগ্নিপ্রবেশেব সময সীতাকে নিবৃত্ত কবেন নাই। কিন্তু কেন যে তিনি সেইরূপ অশোভন ভাষায সীতাকে অপমানিত কবিযাছেন, তাহাব কৈফিযৎ তিনিও দিতে পাবেন নাই।[৫৭]

মহেশ্ববেব প্রসাদে এই সময়ে বাম দশবথেব দর্শন পাইযাছেন। দশবথ পুত্রেব নাবাযণত্বেব কথাও স্বর্গলোকে অবগত হইযাছেন। পুত্রদ্বয ও পুত্রবধূকে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ কবিলে পব বাম কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা কবিতেছেন—

কুরু প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কৈকেয্যা ভবতস্য চ। ইত্যাদি। ৬।১১৯।২৫, ২৬

—হে ধর্মজ্ঞ, কৈকেযী ও ভবতেব উপব প্রসন্ন হউন। হে প্রভো, আপনি পুত্রেব সহিত কৈকেযীকে পবিত্যাগ কবিযাছিলেন—এই দারুণ শাপ যেন তাঁহাদিগকে স্পর্শ না কবে।

দশবথ কহিলেন—'তথাস্তু।' তাবপব পুনবায সকলকে আশীর্বাদ কবিযা তিনি ইন্দ্রলোকে প্রস্থান কবেন।

এবাব ইন্দ্র বামকে বব দিতে চাহিলে বাম প্রার্থনা কবিলেন—'দেববাজ, যে-সকল বানব আমাব নিমিত্তই প্রাণ দিযাছে, তাহাবা যেন পুনবায জীবন লাভ কবে। আব বানবগণ যেখানে অবস্থান কবিবে, সেখানে যেন অকালেও ফলমূল ও ফুল সুলভ হয এবং নদীসকল নির্মল জলে পূর্ণ থাকে'।[৫৮]

দেববাজ বামকে প্রার্থিত বব দিযা অন্তর্হিত হইলেন। পবদিন বিভীষণ বামকে কহিলেন যে, সুন্দবী বমণীগণ বামকে অলঙ্কৃত কবিবাব উদ্দেশ্যে সুগন্ধি তৈল, চন্দন, বস্ত্র প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইযাছেন। অনুমতি পাইলেই তাঁহাবা বামকে স্নান কবাইযা সুসজ্জিত কবিবেন। বাম উত্তবে কহিলেন, সুগ্রীব প্রমুখ বীবগণকে যেন সুসজ্জিত কবা হয। ভবতকে না দেখা পর্যন্ত অলঙ্কাবাদি-গ্রহণ তাঁহাব প্রীতিকব হইবে না। অতএব সত্বব অযোধ্যা-যাত্রাব ব্যবস্থা কবিতে হইবে।

কিছুদিন লঙ্কায অবস্থানপূর্বক বাম যদি বিভীষণেব সেবা গ্রহণ কবেন, তবে বিভীষণ

কৃতার্থ হইবেন—বিভীষণেব মুখে এই প্রার্থনা শুনিযা বাম বলিলেন—

পূজিতোঽস্মি ত্বযা বীব সাচিব্যেন পবেণ চ।

তত্ত্ব মে ভ্রাতবং দ্রষ্টুং ভবতং ত্ববতে মনঃ ॥ ইত্যাদি। ৬।১২১।১৭—২২

—হে বীব, অকপট মিত্রতা ও সহাযতায তুমি আমাব যথেষ্ট পূজা কবিয়াছ। তোমাব বাক্য অবশ্যই বক্ষা কবিতাম, কিন্তু ভ্রাতা ভবতকে দেখিবাব নিমিত্ত আমাব চিত্ত উৎকণ্ঠিত। জননী ও বন্ধুবর্গকে দেখিবাব নিমিত্তও আমাব প্রবল উৎকণ্ঠা। অতএব হে সৌম্য, এখন আমাকে অযোধ্যা-যাত্রাব অনুমতি দাও। আমি তোমাব দ্বাবা পবম সৎকৃত হইয়াছি। তুমি অবশ্যই মনে কিছু কবিবে না।

বিভীষণ-কর্তৃক পুষ্পক-বিমান আনীত হইল। জানকীকে ক্রোড়ে লইযা লক্ষ্মণেব সহিত বাম সেই দিব্য বিমানে আবোহণ কবিযাছেন। তিনি যখন কৃতজ্ঞতার সহিত সস্নেহ বচনে সকলকেই বিদায দিতেছেন, তখন বিভীষণ ও সুগ্রীবাদি বানবগণ বলিলেন যে, তাঁহাবাও অযোধ্যায যাইযা বামেব অভিষেকোৎসব দেখিতে উৎসুক। বাম সানন্দে তাঁহাদিগকে বিমানে আরোহণ কবাইলেন। বামেব আদেশে হংসযুক্ত দিব্য বিমান আকাশে উত্থিত হইল।

সীতাকে লঙ্কাব ও সমুদ্রেব নানা দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে বাম 'সেতুবন্ধ'-তীর্থে উপস্থিত হইযাছেন। বিমান হইতে কিষ্কিন্ধা দেখিতে পাইযা সীতা বামকে বলিলেন যে, বানরপত্নীগণে পবিবেষ্টিত হইযা অযোধ্যায যাইতে তাঁহার বাসনা। বাম সীতাব এই অভিলাষ পূর্ণ কবিযাছেন।

এবাবও রাম কিষ্কিন্ধা হইতে উত্তবাভিমুখে যাত্রা কবিযা পথিমধ্যে পূর্বদৃষ্ট স্থানগুলি সীতাকে প্রদর্শন কবিতে কবিতে চলিযাছেন। দেখিতে দেখিতে বিমানখানি যমুনাতীবে ভবদ্বাজেব আশ্রম সমীপে উপস্থিত হইযাছে। আকাশ হইতে অযোধ্যাও দেখা যাইতেছিল। বাম সীতাকে কহিতেছেন—

এষা সা দৃশ্যতে সীতে বাজধানী পিতুর্মম।

অযোধ্যাং কুরু বৈদেহি প্রণামং পুনবাগতা ॥ ৬।১২৩।৫৫

বৈদেহি, ঐ আমাব পিতাব বাজধানী অযোধ্যানগবী দেখা যাইতেছে। পুনরায় অযোধ্যায আসিতেছ, প্রণাম কব।

বামেব বনবাসেব চৌদ্দ বৎসব পূর্ণ হইল। সেইদিন ছিল পঞ্চমী তিথি। রাম ভবদ্বাজেব আশ্রমে অবতবণ কবিযাছেন। মুনিকে প্রণাম করিযাই তিনি ভবতেব কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা কবেন। অযোধ্যাব সকলেব কুশল সংবাদ দিযা মুনি বামকে কহিলেন যে, তিনি তপোবলে বামেব সকল ঘটনাই জানেন। ভবদ্বাজ সেই বাত্রি আশ্রমে অবস্থান কবিযা পবদিন অযোধ্যায যাইবাব অনুবোধ কবিলে বাম সবিনযে তাহা স্বীকাব কবিযাছেন। মুনি তাঁহাকে বব দিতে চাহিলে তিনি প্রার্থনা কবিলেন যে, তিনি যে পথে অযোধ্যায যাইবেন, সেই পথেব বৃক্ষসমূহ যেন অকালেও ফলবান্ হয এবং মধু ক্ষবণ কবে। ভবদ্বাজ কহিলেন—'তথাস্তু।'

ভবদ্বাজেব আশ্রম হইতেই বাম শৃঙ্গবেব-পুবে গুহেব নিকট এবং নন্দিগ্রামে ভবতেব নিকট হনুমান্‌কে পাঠাইতেছেন। তিনি হনুমান্‌কে বলিতেছেন—'সখা নিষাদবাজকে আমাদেব কুশল সংবাদ দিবে। তিনি তাহাতে আনন্দিত হইবেন। তাঁহাব নিকট হইতে অযোধ্যাব পথেব সন্ধানও জানিতে পাবিবে। ভবতকে সীতাহবণ হইতে বাবণবধ পর্যন্ত সকল বৃত্তান্ত শোনাইয়া কহিবে যে, আমি বিভীষণ ও সুগ্রীবাদি মিত্রগণকে লইযা এখানে আসিযাছি।'

অতঃপব বাম হনুমান্‌কে আবও কহিতেছেন—

এতচ্ছুত্বা যমাকাবং ভজতে ভবতস্ততঃ।

স চ তে বেদিতব্যঃ স্যাৎ সর্বং যচ্চাপি মাং প্রতি॥ ইত্যাদি। ৬।১২৫।১৪-১৮

—এইসকল বৃত্তান্ত শুনিলে ভবতেব আকাব ও মনোভাব যেৰূপ প্রকাশ পাইবে, তাহা নিপুণভাবে লক্ষ্য কবিবে। ভবতেব আন্তবিকতা কতটুকু, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কবিবে। সেখানকাব সকল বৃত্তান্ত যথাযথৰূপে জানিবে। ভবতেব ইঙ্গিত, মুখেব চেহাবা, দৃষ্টি ও কথাবার্তা দ্বাবা তাহাব মনোভাব বুঝিতে পাবিবে। পৈতৃক বাজ্য হাতে পাইলে মনোভাবেব পবিবর্তন হওযাই স্বাভাবিক। আমবা যে পর্যন্ত এই আশ্রম হইতে দূবে অগ্রসব না হই, তাহাব মধ্যেই তুমি সমস্ত জানিযা ফিবিযা আসিবে।

বামেব এই সন্দেহও যেন আমাদেব বিস্মযেব উদ্রেক কবে। অবশ্য, লৌকিক ব্যবহাবে এইপ্রকাব সন্দেহ-পোষণ বিচক্ষণতাও হইতে পাবে।

হনুমান্‌ মানুষেব ৰূপ ধাবণ কবিযা যাত্রা কবিযাছেন। প্রথমতঃ শৃঙ্গবেবপুবে নিষাদপতি গুহকে বামেব কুশল সংবাদ দিযা তিনি নন্দিগ্রামে ভবতেব সমীপে উপস্থিত হইযা বামেব প্রত্যাগমন-সংবাদ দিলেন। হর্ষে ও হনুমানেব প্রতি কৃতজ্ঞতায ভবত বিহ্বল হইযা পডিযাছেন। বামেব উপব ভবতেব অকৃত্রিম ভক্তি দেখিযা হনুমান্‌ আব বামেব নিকট যাইবাব প্রযোজন বোধ কবেন নাই। তিনি ভবতকে বলিযাছেন—

তাং গঙ্গাং পুনবাসাদ্য বসন্তং মুনিসন্নিধৌ।

অবিঘ্নং পুষ্যযোগেন শ্বো বামং দ্রষ্টুমর্হসি॥ ৬।১২৬।৫৪

—বাম কিষ্কিন্ধা হইতে প্রত্যাবর্তন কবিযা প্রযাগে গঙ্গাতীবে ভবদ্বাজ-মুনিব সমীপে অবস্থান কবিতেছেন। আপনি আগামী কল্য নির্বিঘ্নে পুষ্যানক্ষত্রযোগে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।

সম্ভবতঃ সেইদিন চৈত্রেব শুক্লা ষষ্ঠী তিথি। সেইদিন প্রযাগ হইতে যাত্রা কবিযা পথিমধ্যে নিষাদবাজেব সহিত মিলিত হইযা[৫৯] বাম নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইযাছেন। গুরুজনকে প্রণাম ও স্নেহভাজনগণকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন ও আশীর্বাদাদিব পব তিনি ভূতলে উপবেশন কবিলেন।[৬০]

বামেব আদেশে পুষ্পক-বিমান কুবেবভবনে যাত্রা কবিযাছে। বশিষ্ঠেব চবণযুগলে প্রণাম কবিযা বাম তাঁহাব সমীপে অপব একখানি আসন গ্রহণ কবেন। ভবত সবিনযে অগ্রজেব হস্তে বাজ্যভাব সমর্পণ কবিযাছেন। শত্রুঘ্নেব নির্দেশে ক্ষৌবকাবগণ উপস্থিত হইলে বাম প্রথমতঃ ভবত, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণেব ক্ষৌবকার্য ও স্নানাদিব পব জটা মুণ্ডনপূর্বক স্নানান্তে উৎকৃষ্ট মাল্য, অনুলেপন ও বস্ত্রাদি গ্রহণ কবেন।[৬১]

তাবপব ভবত-কর্তৃক চালিত বথে বাম অযোধ্যাপুবীতে প্রবেশ কবিযাছেন। পুববাসিগণেব আনন্দেব সীমা নাই। প্রথমতঃ পিতাব ভবনে প্রবেশ কবিযা বাম মাতৃগণকে প্রণাম কবিলেন। তাবপব সুগ্রীব বিভীষণ প্রমুখ সুহৃদ্বর্গকে বাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা কবা হইল। পবদিন বশিষ্ঠাদি মুনিঋষিগণ বামেব অভিষেক সম্পন্ন কবিযাছেন। তৎকালে বামেব দানদক্ষিণাব যে বর্ণনা পাওযা যায, তাহা বলিবাব নহে। বাম লক্ষ্মণকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবিতে চাহিলে লক্ষ্মণ তাহা স্বীকাব না কবায পবে ভবতকে অভিষিক্ত কবা হইল।[৬২]

ভবত লক্ষ্মণেব অগ্রজ। ভবতকে বাদ দিযা লক্ষ্মণকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবিতে বামেব ইচ্ছা সম্পর্কে 'তিলক'-টীকায কথিত হইযাছে যে, বামেব সহিত বনবাসে প্রভৃত

দুঃখকষ্ট ভোগ করার জন্য লক্ষ্মণের সহিত মিলিতভাবে রাজ্যসুখ ভোগ করিতে রামের বাসনা। কিন্তু আমাদের মনে হয়—ভরতও কম ত্যাগ স্বীকার করেন নাই, তাঁহাকেই বা রাম প্রথমতঃ কেন অনুরোধ করেন নাই? লক্ষ্মণের প্রতি রামের সমধিক পক্ষপাতই এই অনুরোধের কারণ বলিয়া বোধ করি।

সুগ্রীবাদি বানরগণ ও বিভীষণ রামের প্রদত্ত প্রভূত প্রীতিউপহার লইয়া আপন আপন দেশে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা মাসাধিককাল পরম সুখে অযোধ্যায় বাস করিয়াছেন। যাত্রাকালে হনুমান্ ও অঙ্গদকে ক্রোড়ে লইয়া রাম আপন অঙ্গ হইতে মহামূল্য ভূষণাদি উন্মোচন করিয়া তাঁহাদের অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। তিনি প্রত্যেককেই মহামূল্য ভূষণাদি দিয়া প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়াছেন।[৮৩]

দশরথের মন্ত্রিগণই রামেরও মন্ত্রিপদে বৃত হইয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেকের পর অগস্ত্য, কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য প্রমুখ মুনিঋষিগণ রামের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখপাত্র অগস্ত্য হইতে রাম অনেক পৌরাণিক ঘটনা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। নিজের নারায়ণত্বের কথাও তিনি শুনিয়াছেন। মুনিঋষিগণ রাজর্ষি-সত্তম বীরশ্রেষ্ঠ রামকে অভিনন্দিত করিয়া যখন আপন আপন আশ্রমে গমনের উদ্যোগ করিতেছেন, তখন রাম সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—'আমি আপনাদের অনুগ্রহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে অভিলাষী। তখন আপনাদের শুভাগমন প্রার্থনা করি।'

এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্বে ঋষয়স্তে যথাগতম্ ॥ ৭।৩৬।৬১

—'তাহাই হইবে'—এই কথা বলিয়া ঋষিগণ আপন আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

রামের অভিষেকোৎসবে রাজর্ষি জনক, যুধাজিৎ (ভরতের মাতুল) প্রমুখ আত্মীয়স্বজনগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন অযোধ্যায় অবস্থানের পর তাঁহারাও আপন আপন পুরীতে চলিয়া গিয়াছেন।

সীতার হরণ-বৃত্তান্ত শুনিয়া ভরত রামের সাহায্যার্থ বিভিন্ন দেশের তিনশত বীর নরপতিকে অযোধ্যায় আনাইয়াছিলেন। রামকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু তাঁহারা এযাবৎকাল অযোধ্যায়ই রহিয়াছেন। এবার রাম সবিনয়ে তাঁহাদিগকে কহিতেছেন—

যুষ্মাকং চানুভাবেন তেজসা চ মহাত্মনাম্।
হতো দুরাত্মা দুর্বুদ্ধী রাবণো রাক্ষসাধমঃ ॥ ইত্যাদি। ৭।৩৮।২৩-২৭

—আপনারা সকলই মহাত্মা। আপনাদের প্রভাব ও তেজেই দুরাত্মা দুর্বুদ্ধি রাক্ষসাধম রাবণ নিহত হইয়াছে, এই ব্যাপারে আমি নিমিত্তমাত্র। এইস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করায় আপনাদের অনেক কাজের ক্ষতি হইয়াছে। আর আপনাদিগকে এইখানে থাকিতে অনুরোধ করিব না।

নৃপতিগণ আনন্দিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামের মৈত্রী প্রার্থনা করিয়া এবং রাম-কর্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ নিজ রাজ্যে যাত্রা করেন।

রামের রাজ্যাভিষেকের পর প্রায় দুইমাস যাইতে চলিল। কুবের রামের ব্যবহারে প্রীত হইয়া উপহারস্বরূপ পুষ্পক-বিমানখানি তাঁহাকে দান করিয়াছেন। রামরাজত্বের সুখসমৃদ্ধি ও শান্তি দেখিয়া ভরত সবিস্ময়ে রামকে কহিতেছেন—'হে বীর, আপনি দেবতাস্বরূপ, আপনার রাজ্যে মনুষ্যেতর প্রাণীরাও মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিতেছে। কোথাও রোগ, শোক বা অকালমৃত্যু শোনা যায় না। মেঘ পরিমিত বারিবর্ষণ করিতেছে। প্রজাগণ মনেপ্রাণে আপনার শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন কামনা করেন।'[৮৪]

প্রজাগণ সুখে আছে শুনিযা বাম আনন্দিত হইলেন। অন্তঃপুবমধ্যে বিহাবযোগ্য উদ্যানে (অশোকবনে) বাম সীতাব সহিত একাসনে উপবেশন কবিযাছেন। সেই উদ্যানটি ইন্দ্রেব নন্দনবন ও ব্রহ্মাব চৈত্রবথেব ন্যায মনোহব। বাম সীতাকে ক্রোড়ে বসাইযা স্বহস্তে মৈবেয মধু পান কবাইতেছেন, সুন্দবী মহিলাবা নৃত্য কবিতেছেন এবং ভৃত্যেবা বামেব ভোজনেব নিমিত্ত উৎকৃষ্ট মাংস ও নানাবিধ ফল লইযা উপস্থিত হইযাছে। বাম ও সীতা পবম আনন্দে আছেন।

বাম দিবসেব পূর্বভাগে ধর্মানুসাবে দেবকৃত্য, বাজকার্য ও গুরুশুশ্রূষাদি সম্পন্ন কবিতেন এবং প্রত্যহ অপবাহ্নে তিনি অন্তঃপুবে সীতাব কাছেই কাটাইতেন। এইরূপে প্রায একবৎসব যাইতে চলিল।

অত্যক্রামচ্ছুভঃ কালঃ শৈশিবো ভোগদঃ সদা।
প্রাপ্তযোর্বিবিধান্ ভোগানতীতঃ শিশিবাগমঃ ॥ ইত্যাদি। ৭।৪২।২৬-৩১

—বিবিধ ভোগবিলাসে বাজদম্পতিব ভোগপ্রদ মনোবম শীতকাল অতীত হইল। সীতাব গর্ভলক্ষণ দেখিযা বাম সানন্দে পত্নীকে কহিতেছেন—সুন্দবি, আমি তোমাব কোন্ অভিলাষ পূর্ণ কবিব ?

সস্মিত-ভাষিণী পত্নীব মুখে গঙ্গাতীববাসী ঋষিগণেব আশ্রমদর্শনেব অভিলাষ জানিযা বাম কহিলেন—'তাহাই হইবে, আগামী কল্যই তোমাব অভিলাষ পূর্ণ কবিব।'

সীতাকে এই প্রতিশ্রুতি দিযা বাম তাঁহাব সখাগণেব সহিত মিলিত হইযা হাস্যপবিহাসে যোগ দিযাছেন। বিজয, মধুমত্ত, কাশ্যপ, ভদ্র প্রমুখ সখাগণ নানাবিধ কথাবার্তায তাঁহাব মনোবঞ্জন কবিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বাম ভদ্রকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, নগবীতে কোন্ বিষযেব সমধিক চর্চা শোনা যায। পৌব-জানপদগণ তাঁহাব সম্বন্ধে কোনো আলোচনা কবেন কি না।

ভদ্র জোড়হাতে কহিলেন, সকলেই মহাবাজেব স্তুতি কবিযা থাকেন, কিন্তু বাবণবধেব কথা লইযা অনেক জল্পনা কল্পনা শোনা যায। বাম বিস্তৃতরূপে সমস্ত শুনিতে চাহিলে ভদ্র কহিতেছেন—

হত্বা চ বাবণং সংখ্যে সীতামাহৃত্য বাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম পুনবানয়ৎ ॥ ইত্যাদি। ৭।৪৩।১৬-২০

—বঘুনন্দন সমবে বাবণকে সংহাব কবিযা বাবণেব সীতাস্পর্শেব জন্য কিছুমাত্র কুপিত না হইযা পুনবায সীতাকে আপন পুবীতে আনিযাছেন। বাবণস্পৃষ্টা সীতাকে বাম কিপ্রকাবে ভালবাসেন, তাহা বুঝিতে পাবি না। বাজাব অনুকবণে আমাদিগকেও ভার্যাদেব এইরূপ দোষ সহ্য কবিতে হইবে। বাজন্, প্রজাদেব মুখে এইরূপ নানা কথা শোনা যায।

বামেব জিজ্ঞাসাব উত্তবে অপব সখাগণও ভদ্রেব এই কথাকে সত্য বলিযা কহিযাছেন।

বাম নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে বযস্যগণকে বিদায দিযা আপন কর্তব্য স্থিব কবিযা ভবত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে সত্বব তাঁহাব সমীপে আনিবাব নিমিত্ত দ্বাবীকে পাঠাইলেন।

তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভযা পবিবর্জিতম্ ॥ ইত্যাদি। ৭।৪৪।১৫-১৭

—ভ্রাতৃগণ অগ্রজ সমীপে উপস্থিত হইযা দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাব নেত্রদ্বয অশ্রুপূর্ণ, মুখমণ্ডল বাহুগ্রস্ত চন্দ্র এবং অস্তমিত সূর্যেব ন্যায প্রভাহীন। অগ্রজকে প্রণাম কবিযা তাঁহাব পদপ্রান্তেই তাঁহাবা স্তব্ধ হইযা বসিযাছেন।

বাম তাঁহাদিগকে দুইহাতে আলিঙ্গন কবিযা আসনে বসাইযা কহিতেছেন—'তোমবাই

আমাব সর্বস্ব, আমাব জীবন, তোমবা সকলে মন দিযা আমাব কথা শুনিবে। পৌব ও জানপদবর্গ সীতা সম্পর্কে দাকণ অপবাদ দিযা আমাব উপব ঘৃণা পোষণ কবে। এই অপবাদ ও ঘৃণা আমাব হৃদয বিদীর্ণ করিতেছে। সীতা ও আমি উভযই পবিত্র বংশে জন্মিয়াছি। বাবণেব সীতাহবণ, বাবণনিধন প্রভৃতি সকল ঘটনাই লক্ষ্মণেব জানা আছে। সীতা অগ্নিপ্রবেশ কবিযা পাতিব্রত্যেব পবীক্ষা দিযাছেন এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণও তাঁহাব কলঙ্কহীনতা কীর্তন কবিযাছেন। আমাব অন্তবাত্মাও জানকীকে বিশুদ্ধা বলিযাই জানে। কিন্তু এই অপবাদ অসহ্য।

অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদভযাদ্ ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্ ॥ ইত্যাদি। ৭।৪৫।১৪-২৩

—পুরুষশ্রেষ্ঠগণ, আমি লোকনিন্দাব ভযে নিজেব জীবন ও তোমাদিগকেও পবিত্যাগ করিতে পাবি, জানকীব কথা আব কি বলিব। জীবনে ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখে কখনও পড়ি নাই। লক্ষ্মণ, তুমি আগামী কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত বথে সীতাকে লইযা রাজ্যেব বাহিবে তাঁহাকে নির্বাসিত কবিবে। গঙ্গাব অপব পাবে তমসাতীবে মহাত্মা বাল্মীকির আশ্রম আছে। সেখানকাব বিজন প্রদেশে সীতাকে বাখিযা শীঘ্র ফিবিযা আসিবে। এই বিষযে আমাকে আব কোন কথা বলিবে না। আমি তোমাদিগকে আমাব চবণ ও প্রাণেব দিব্য দিযা কহিতেছি—অন্য কোন পবামর্শ দিযা এই কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি কবিবে না। অন্যথা অনুবোধ বা পবামর্শকে আমি শত্রুতা বলিযাই মনে কবিব। গঙ্গাতীবে মুনিঋষিদেব আশ্রম দেখিতে সীতাবও অভিলাষ।

এইকথা বলিতে বলিতে বামেব নযনযুগল অশ্রুবাবিতে পবিপূর্ণ হইযা উঠিল। তিনি ভ্রাতৃগণেব সহিত অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিলেন।

অগ্রজেব আদেশ পালন কবিযা ব্যথিত লক্ষ্মণ ফিবিযা আসিতেছেন। পথিমধ্যে সুমন্ত্রেব মুখে তিনি একটি পুবাবৃত্ত শুনিতে পাইলেন। সুমন্ত্র কহিতেছেন—'পুবাকালে দেবাসুবেব সংগ্রামে অসুবগণ বিপন্ন হইযা ভৃগুপত্নীব আশ্রয গ্রহণ কবেন। ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে আশ্রয দিযা বক্ষা কবিতেছিলেন। মুনিপত্নীব এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইযা বিষ্ণু চক্রদ্বাবা তাঁহাব মস্তক ছেদন কবিলেন। পত্নীশোকে কাতব ভৃগু বিষ্ণুকে শাপ দিলেন যে, দাশবথিরূপে বিষ্ণু যখন মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তিনি বহুবর্ষব্যাপী পত্নীবিয়োগেব দুঃখ ভোগ কবিবেন। এই পুবাবৃত্তটি মহর্ষি দুর্বাসা মহাবাজ দশবথেব নিকট প্রকাশ কবিযাছিলেন। এই সীতানির্বাসন আকস্মিক নহে, ইহাই বামেব বিধিলিপি। ইহাব জন্য দুঃখ কবিযা কি হইবে?'[৬৫]

লক্ষ্মণ অতি দুঃখিতচিত্তে ফিবিযা আসিযা বামেব সহিত দেখা কবিলেন। উভয ভ্রাতাব নেত্রই অশ্রুসিক্ত। লক্ষ্মণ বামকে সান্ত্বনাদানে সুস্থ কবিতে চেষ্টা কবিযাছেন, কিন্তু বামের মর্মব্যথা অবর্ণনীয। কোনপ্রকাবে ধৈর্য ধাবণ কবিয়া তিনি লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

চত্বাবো দিবসাঃ সৌম্য কার্যং পৌবজনস্য চ।
অকুর্বাণস্য সৌমিত্রে তন্মে মর্মাণি কৃন্ততি ॥ ইত্যাদি ৭।৫৩।৪,৫

—হে সৌম্য, চাবিদিবস পৌবজনেব কোন কাজ কবিতে পাবি নাই। সেইজন্য অত্যন্ত পীডা বোধ কবিতেছি। তুমি পুবোহিত, মন্ত্রী, প্রজাবর্গ এবং কাহাবও কোন অভিযোগ থাকিলে তাহাকে আহ্বান কব।

বাম পূর্বে একসময বলিযাছিলেন, যে-দেশেব বাজা যেরূপ আচবণ কবেন, সেই দেশেব প্রজাবাও সেইরূপ আচবণ কবিযা থাকে।[৬৬]

সীতাব নির্বাসনেব বেলাও বাম হযতো ভাবিতেছিলেন—যেহেতু দীর্ঘকাল পবপুরুষেব গৃহে অবরুদ্ধা পত্নী সম্বন্ধে অপবাদ উঠিযাছে, সেইহেতু তাঁহাকে ত্যাগ না কবিলে পবগৃহবাসিনী পত্নীকে প্রজাবাও পুনবায গ্রহণ কবিতে দ্বিধাবোধ কবিবে না। কিন্তু সকল নাবীই তো সীতাব মত পতিব্রতা নহেন।

বামেব এই আচবণেব ভালমন্দ সমালোচনা কবিতে আমবা সঙ্কোচ বোধ কবিতেছি। কিন্তু আমাদেব বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—বশিষ্ঠ, বামদেব, সুমন্ত্র প্রমুখ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণেব সহিত পবামর্শ না কবিযাই বামেব কর্তব্যনির্ধাবণ যেন সমর্থন কবা যায না। হযতো তিনি ভযেই তাঁহাদেব অভিমত গ্রহণ কবেন নাই।

ভবভূতি কৌশলে এই আচবণেব সমালোচনা কবিযাছেন। উত্তববামচবিতেব দ্বিতীয অঙ্কে দেখা যায—বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী এবং কৌশল্যা প্রমুখ জননীগণ এইসমযে ঋষ্যশৃঙ্গেব যজ্ঞে আহূত হইযা গিযাছিলেন। দ্বাদশ-বার্ষিক সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পব অরুন্ধতী বলিলেন—'আমি বধূশূন্য অযোধ্যায যাইব না।' কৌশল্যাদি জননীগণও অরুন্ধতীব অভিমত সমর্থন কবেন। বশিষ্ঠ কহিলেন—'আমবা বাল্মীকিব তপোবনে যাইযা সেইখানেই বাস কবিব।'

ভবভূতিব এই কল্পনায বোধ হইতেছে—বামেব এই আচবণকে তিনি গর্হিত বলিযাই মনে কবিযাছেন। যেহেতু গুরুজনেবা যেন বামকে পবিত্যাগই কবিলেন।

আবও একস্থানে (৩।২৭) ভবভূতি বনদেবতা বাসন্তীব মুখে বামকে সম্বোধন কবিযা বলিতেছেন—'হে নিষ্ঠুব, যশই আপনাব প্রিয, কিন্তু ইহা হইতে ঘোবতব অপযশ আব কি হইতে পাবে ? প্রভো, বলুন দেখি, দুর্গম অবণ্যে সেই মৃগনযনাব কি দশা ঘটিযাছে ? আপনি সেই বিষযে কিরূপ মনে কবেন ?'

সীতা-নির্বাসনেব চাবিদিন পবেই বাম কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইযাছেন। এবাব তিনি বাজকার্যে মনোযোগ দিলেন। কুকুব, শকুনি, পেচক প্রভৃতিও তাহাদেব অভিযোগেব বিচাবেব নিমিত্ত দাশবথিব সভায নির্ভযে উপস্থিত হইত। মহাবাজও মন দিযা তাহাদেব অভিযোগ শুনিতেন এবং যথোচিত বিচাব কবিতেন।

একদা যমুনাতীববাসী চ্যবন প্রমুখ শতাধিক মুনিঋষি তীর্থবাবি ও নানাবিধ ফলমূলাদি উপহাব সহ অযোধ্যায বামেব নিকট উপস্থিত হইযাছেন। বাম তাঁহাদেব যথাযোগ্য অর্চনা কবিযা আগমনেব উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে মুনিঋষিগণ কহিলেন যে, বাবণেব মাসতুতো ভগিনী কুম্ভীনসীব গর্ভে মধু নামক দৈত্যেব ঔবসে লবণেব জন্ম হয। দৈত্য লবণ সকল লোককে, বিশেষতঃ তাপসগণকে অত্যন্ত হিংসা কবিতেছে। রুদ্রদত্ত শূলেব প্রভাবে সেই দুবাত্মা অজেয। বামকর্তৃক বাবণ-সংহাবেব কথা শুনিযাই তাঁহাবা বামেব শবণাপন্ন হইযাছেন।

তাপসগণ হইতে বাম লবণেব আহাব-বিহাব, যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি সমস্ত শুনিযা শত্রুঘ্নকে লবণবধে নিযোগ কবিলেন।[৮]

বামেব বাজত্বকালে সকল প্রজাই সুখে-শান্তিতে কাল কাটাইতেছে। একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাব চৌদ্দ বৎসব বযসেব মৃত পুত্রকে কোলে লইযা বাজদ্বাবে উপস্থিত হইয়াছেন। শোকাতুব বৃদ্ধ বিলাপ কবিতে কবিতে কহিতেছেন যে, বাজাব কোন পাপ না থাকিলে প্রজাব এরূপ অকালমৃত্যু ঘটে না। অতএব বাম অবশ্যই এই বালকেব জীবনদান কবিবেন, অন্যথা তিনি ব্রহ্মহত্যাব পাতকী হইবেন।

ব্রাহ্মণেব শোকে ব্যথিত হইযা বাম মন্ত্রিবর্গকে এবং বশিষ্ঠ বামদেব প্রমুখ জ্ঞানী

ব্যক্তিগণকে আহ্বান কবেন। সকলে উপস্থিত হইলে বাম তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা কবিযা তাঁহাব উপস্থিত বিপদেব কথা জানাইযা পবামর্শ প্রার্থনা কবিলেন। বাজাব দীনভাব দেখিযা নাবদ কহিতেছেন—'হে বাজন্‌, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপবযুগে শূদ্রবর্ণেব ব্যক্তিব তপস্যায অধিকাব নাই। একজন শূদ্র আপনাব বাজ্যে তপস্যা কবিতেছেন। সেই পাপেই এই বালকেব অকালমৃত্যু ঘটিযাছে। আপনি অনুসন্ধান কবিযা এই পাপ কার্য নিবাবণ কবিলেই প্রজাদেব মঙ্গল হইবে এবং এই বালক পুনর্জীবন লাভ কবিবে।'

বাম তখনই মৃত বালকেব দেহকে তৈলদ্রোণীতে বাখাইযা বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিলেন এবং পুষ্পকে আবোহণ কবিযা সর্বত্র অনুসন্ধান কবিতে লাগিলেন। দক্ষিণদিকে শৈবল-পর্বতেব উত্তবে একটি প্রকাণ্ড সবোববেব তীবে অধোমুখে লম্বমান একজন তপস্বীকে তিনি দেখিতে পাইলেন। বাম তাঁহাব পবিচয জিজ্ঞাসা কবিযা জানিলেন যে, তপস্বী শূদ্রবর্ণে জন্মিযাছেন, তাঁহাব নাম শম্বূক, সশবীবে দেবলোকে যাইবাব উদ্দেশ্যে তিনি এই দুঃসাধ্য তপস্যা কবিতেছেন।

ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড্গং সুরুচিবপ্রভম্।
নিষ্কৃস্য কোশাদ্ বিমলং শিবশ্চিচ্ছেদ বাঘবঃ ॥ ৭।৭৬।৪

—শম্বূকেব কথা শেষ হইতে না হইতেই বাম কোশ হইতে উজ্জ্বল বিমল খড়্‌গ বাহিব কবিযা তাঁহাব মস্তক ছেদন কবিলেন।

দেবতাগণ সাধুবাদে বামকে অভিনন্দিত কবিযা বব দিতে চাহিলে বাম মৃত ব্রাহ্মণতনযেব পুনর্জীবন প্রার্থনা কবেন। দেবগণ কহিলেন যে, তখনই মৃত বালকেব দেহে প্রাণসঞ্চাব হইযাছে।

মহামুনি অগস্ত্য একটি যজ্ঞে দীক্ষিত হইযা বাব বৎসব যাবৎ জলশয্যায অবস্থিতি কবিতেছেন। দেবগণেব অনুবোধে বামও তাঁহাদেব সঙ্গে অগস্ত্যকে দর্শন কবিতে গিযাছেন। দেবগণ মুনিববকে অভিনন্দিত কবিযা স্বর্গে প্রস্থান কবিলে পব বাম বিমান হইতে অবতবণ কবিযা অগস্ত্যকে প্রণাম কবিযাছেন। অগস্ত্য সাদবে বামকে গ্রহণ কবিযা সেই বাত্রি তাঁহাকে আপন আশ্রমে বাখিযাছেন। নাবাযণজ্ঞানে বামেব স্তুতি কবিযা অগস্ত্য বিশ্বকর্মাব নির্মিত অম্লান আভবণসমূহ বামকে দান কবেন। ক্ষত্রিয হইযা ব্রাহ্মণেব দান গ্রহণ কবিতে বাম ইতস্ততঃ কবিতেছেন দেখিযা অগস্ত্য কহিলেন যে, নবপতি দেবগণেব অংশ, অতএব বাম ইন্দ্রের তেজোভাগ দ্বাবা সেই দান গ্রহণ কবিলে কোন পাপ হইবে না। মুনিব বাক্যে বাম সেই দান গ্রহণ কবেন। সেই বাত্রিতে অগস্ত্যেব মুখে অনেক পুবাবৃত্ত শ্রবণ কবিযা পবদিন মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি অযোধ্যায প্রত্যাবর্তন কবিযাছেন।

এবাব বাজসূয-যজ্ঞ কবিতে বামেব বাসনা হইল। পবাক্রান্ত নৃপতিগণ বশ্যতা স্বীকাব না কবিলে যুদ্ধবিগ্রহে জডিত হইতে হইবে এবং তাহাতে অনেক বাজবংশ বিনষ্ট হইবে বলিযা ভবত সবিনযে বামেব সেই বাসনাকে নিবস্ত কবিযাছেন। তখনই লক্ষ্মণ অশ্বমেধেব প্রস্তাব কবিলে সকলেবই তাহা মনঃপূত হইযাছে। নৈমিষাবণ্যে গোমতীতীবে যজ্ঞমণ্ডপ নির্মিত হইল। সুগ্রীব, বিভীষণ প্রমুখ স্বজনগণও আমন্ত্রিত হইযাছেন। বাম আদেশ দিলেন—ভবত যেন সীতাব সুবর্ণমযী প্রতিমা লইযা অগ্রে যজ্ঞভূমিতে যাত্রা কবেন।[৮]

মহাসমাবোহে এক বৎসবেব অধিককাল সেই যজ্ঞ চলিতে লাগিল। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাব শিষ্যদ্বয কুশ ও লবকে সঙ্গে লইযা সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইযাছেন। মহর্ষি তাঁহাব শিষ্যদ্বযকে আদেশ কবিলেন যে, তাঁহাবা যেন ঋষিগণেব আশ্রমে, ব্রাহ্মণদেব গৃহে, বাজভবনে ও বাজপথে উদাত্তকণ্ঠে সমগ্র বামাযণ গান কবেন। যদি মহাবাজ বাম গান

কবিবাব নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান কবেন, তবে যেন তাঁহাবা নিজেদেব বাল্মীকিব শিষ্যরূপে পবিচয় দিয়া মধুবস্ববে নির্ভযে গান কবেন। প্রত্যহ বিশ সর্গ গান কবিবাব কথা মহর্ষি শিষ্যদেব বলিযা দিযাছেন।

পবদিন প্রভাতে স্নানাদি সমাপনান্তে শিষ্যদ্বয অপূর্ব স্ববসমন্বিত বামাযণ গান কবিতে আবম্ভ কবিযাছেন। বাম দুইটি বালকেব কণ্ঠে সেই সুমধুব গান শুনিযা বিস্মিত হইযাছেন। তিনি যজ্ঞদর্শক সকল জ্ঞানী ও গুণিজনকে লইযা বালকণ্ঠেব অপূর্ব সঙ্গীত শুনিযা তন্ময হইলেন। গাযকদ্বযকে সুবর্ণমুদ্রাদিব দ্বাবা পুবস্কৃত কবিতে চাহিলে তাঁহাব তাহা গ্রহণ কবেন নাই। বালকদিগকে জিজ্ঞাসা কবিযা বাম জানিযাছেন যে, সেই কাব্যখানি মহর্ষি বাল্মীকিব বিবচিত।

বাম পবম আগ্রহে অনেক দিন ধবিযা সেই গান শুনিতেছিলেন। গানেব ভিতবেই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, গাযক ভ্রাতৃদ্বয সীতাবই গর্ভজাত। তখনই বাম মহর্ষি বাল্মীকিব নিকট লোক পাঠাইতেছেন। মহর্ষিকে নিবেদন কবিবাব নিমিত্ত তাহাদিগকে বলিযা দিতেছেন—

যদি শুদ্ধসমাচাবা যদি বা বীতকল্মষা।
কবোত্বিহাত্মনঃ শুদ্ধিমনুমান্য মহামুনিম্॥ ইত্যাদি। ৭।৯৫।৪-৬

—জানকীব চবিত্র যদি শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হয, তবে তিনি মহামুনিব অনুমতি লইযা আপন বিশুদ্ধিব পবিচয প্রদান করুন। যদি তিনি শুদ্ধিব পবীক্ষা দিতে সম্মত হন, তবে আগামী কল্য প্রাতঃকালেই সভামধ্যে আসিযা আমাব কলঙ্ক দূব কবাব নিমিত্ত শপথ করুন।

দূতগণেব বাক্য শুনিযা বাল্মীকি বামেব মনোভাব বুঝিতে পাবিযা কহিলেন যে, পতিই স্ত্রীলোকেব দেবতা। অতএব বামেব ইচ্ছানুসাবে সীতা তাহাই কবিবেন।

পবদিন প্রাতঃকালে বামেব আহ্বানে অনেক মুনিঋষি, ব্রাহ্মণ, নৃপতি ও অগণিত প্রজাবৃন্দ কৌতূহলবশতঃ যজ্ঞমণ্ডপে সমবেত হইযাছেন। এমন সময মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে সঙ্গে লইযা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বামকে সম্বোধন কবিযা কহিতেছেন—'বাম, সীতাকে পতিব্রতা ও ধর্মচাবিণী জানিযাও লোকাপবাদেব ভযে তুমি ইঁহাকে আমাব আশ্রম সমীপে নির্বাসিত কবিযাছিলে। ইনি তোমাব সেই অপবাদ ক্ষালন কবিবেন। তুমি ইঁহাকে অনুমতি দাও। জানকীব গর্ভজাত এই দুর্ধর্ষ যমজ তনযযুগল তোমাবই পুত্র—ইহা আমি সত্য বলিতেছি। সীতা পতিব্রতা না হইলে আমাব আশ্রমে স্থান পাইতেন না।'

বাম কহিলেন যে, তিনি দেবতাদেব সাক্ষাতে পূর্বেই লঙ্কায সীতাব বিশুদ্ধিব প্রমাণ পাইযাছেন, তথাপি লোকাপবাদ শুনিযা তিনি শুদ্ধচবিত্রা পত্নীকে পবিত্যাগ কবায মহর্ষিব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবিতেছেন। তিনি আবও কহিলেন—

জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধাযাং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিবস্তু মে॥ ৭।৯৭।৫

—এই যমজ কুশ ও লব যে আমাবই পুত্র, তাহাও আমি জানি। তথাপি মৈথিলী জগদ্‌বাসী সকলেব নিকট বিশুদ্ধিব প্রমাণ দিযা আমাব প্রিযতমা হউন।

কাষাযবস্ত্রধাবিণী সীতা অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিযা ধবণীব নিকট প্রার্থনা কবিলেন—যদি তিনি বাম ব্যতীত অপব কাহাকেও মনেও চিন্তা না কবিযা থাকেন, তবে ভগবতী ধবণী যেন তাঁহাকে স্বীয গর্ভে স্থান দেন।

ধবণী স্বযং আবির্ভূত হইযা দুইহাতে তাঁহাব দুহিতাকে আলিঙ্গনপূর্বক দিব্য সিংহাসনে বসাইযা পাতালে লইযা গেলেন। সকলেই বিস্মযে হতবাক্ হইযা বহিলেন।

বাম অশ্রুপূর্ণলোচনে কিযৎক্ষণ অধোমুখে থাকিযা শোকে ও ক্রোধে ব্যাকুল হইযা

পড়িযাছেন। এইপ্রকাব পরিণতি তিনি ভাবিতেও পাবেন নাই। তিনি পৃথিবীকে সম্বোধন কবিযা কহিতেছেন—'দেবি, তুমি আমাব শ্বশ্রূমাতা। সীতাকে ফিবাইযা দাও, নতুবা আমাব ক্রোধেব ফল বুঝিতে পাবিবে। সীতাকে ফিবাইযা না দিলে আমাকেও তোমাব গর্ভে গ্রহণ কব। স্বর্গেই হউক, আব পাতালেই হউক, আমি সীতাব সহিত বাস কবিব।'[৮৯]

তখন ব্রহ্মা বামকে তাঁহাব আবির্ভাবেব উদ্দেশ্য স্মবণ কবাইযা কহিলেন যে, সুবলোকে পুনবায সীতাব সহিত তাঁহাব মিলন হইবে।

শোকাকুল বাম সমাগত জনমণ্ডলীকে বিদায দিয়া কুশ ও লবকে সঙ্গে লইযা পর্ণশালায প্রবেশ কবিলেন। পবে কুশ ও লবেব মুখে তিনি তাঁহাব ভবিষ্যৎ চবিতেব বিষযেও বামাযণ-গান শুনিযাছেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইযাছে।

অপশ্যমানো বৈদেহীং মেনে শূন্যমিদং জগৎ
শোকেন পবমাযস্তো ন শান্তিং মনসাগমৎ ॥ ৭।৯৯।৪

—বৈদেহীব অদর্শনে বাম জগৎকে শূন্য দেখিতে লাগিলেন। শোকে তাঁহাব অন্তব ব্যথিত, কিছুতেই তিনি শান্তি পাইতেছেন না।

সীতাব বিসর্জনেব পব সুদীর্ঘ বাব বৎসব কাল বামকে সীতাবিবহে এরূপ অধীর হইতে দেখা যায নাই। সীতাব পাতালপ্রবেশেব পব বামেব এই অধীবতা দেখিযা মনে হয, পূর্বে হযতো পত্নীব সহিত পুনর্মিলনেব আশা তিনি পোষণ কবিতেন। অথবা পুত্রদর্শনেব পবেই সম্ভবতঃ এবাব সীতাবিবহেব শোক তীব্র হইযা উঠিযাছে।

আমন্ত্রিত সকলকে বিদায দিযা পুত্রদ্বয সহ বাম পুবীমধ্যে প্রবেশ কবেন। পবেও তিনি অগ্নিষ্টোম, বাজপেয, অশ্বমেধ, গোসব প্রভৃতি বহু যজ্ঞ সম্পন্ন কবিযাছেন। প্রত্যেক যজ্ঞেই সুবর্ণমযী সীতাপ্রতিমাকে পত্নীরূপে স্থাপন কবিযা তিনি যজ্ঞ নির্বাহ কবিতেন।[৯০]

অনেক কাল পবে কৌশল্যাদি জননীগণ স্বর্গতা হইযাছেন। বাম শুধু পুণ্যকর্মেই লিপ্ত আছেন। তাঁহাব শাসনকালে প্রজাগণেব অকালমৃত্যু হইত না। কাহাবও কোনরূপ দুঃখকষ্ট ছিল না। পর্জন্যদেব পবিমিত বাবিবর্ষণ কবিতেন, কখনও দুর্ভিক্ষ হইত না। সকলেই সর্বদা আনন্দে মগ্ন থাকিত।[৯১]

সীতাব পাতালপ্রবেশেব পবেই বামচবিতেব অন্ত্যলীলা আবম্ভ হইযাছে। এবাব মর্ত্যলোকেব লীলা সাঙ্গ কবিবাব পালা। ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তিনি বিভিন্ন প্রদেশেব বাজপদে অভিষিক্ত কবিযাছেন।

কিছুদিন পবে তাপসেব বেশে কাল আসিযা বাজদ্বাবে উপস্থিত হইযা কহিলেন যে, তিনি মহর্ষি অতিবলেব প্রেবিত দূত। তিনি বামেব সহিত দেখা কবিতে চান। (অতিবল হইতেছে—ব্রহ্মাব ছদ্ম নাম) লক্ষ্মণ সেই তাপসকে বামেব সমীপে লইযা গিযাছেন। বাম কর্তৃক যথাবিধি অভ্যর্থিত হইযা তাপস কহিলেন, তিনি বামেব সহিত যখন কথা বলিবেন, তখন কোন তৃতীয ব্যক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইলে সে বামেব বধ্য হইবে। বাম এই প্রতিজ্ঞা কবিলে পব তিনি তাঁহাব বক্তব্য বলিতে আবম্ভ কবিবেন।

তথেতি স প্রতিজ্ঞায বামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
দ্বাবি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতিহাবং বিসর্জয ॥ ইত্যাদি। ৭।১০৩।১৪, ১৫

—'তাহাই হইবে'—এইরূপ প্রতিজ্ঞা কবিযা বাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—হে মহাবাহো, তুমি দ্বাবপালকে বিদায কবিযা স্বযং দ্বাবদেশে অবস্থান কব। নির্জনে এই ঋষি ও আমাব কথাবার্তা যে দেখিবে বা শুনিবে, তাহাকে আমি হত্যা কবিব।

লক্ষ্মণ দ্বাববক্ষক হইলে বাম ঋষিব বক্তব্য শুনিতে চাহিযাছেন। ঋষি বলিলেন—'বাজন্,

পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে পাঠাইযাছেন। আপনাব পূর্বাবস্থায আমি আপনা হইতেই উৎপন্ন হইযাছি। সকলে আমাকে সর্বসংহাবক "কাল" বলিযা থাকে। পিতামহ আপনাকে বলিতেছেন যে, আপনি স্বযং নাবাযণ। আপনি যে সময নির্ধাবণ কবিযা মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইযাছিলেন, সেই সময পূর্ণ হইযাছে।'

বাম হাসিযা কহিলেন, তিনি শীঘ্রই মর্ত্যলোক ছাড়িযা দেবলোকে যাইতেছেন।

উভযেব মধ্যে যখন কথাবার্তা চলিতেছে, তখন অকস্মাৎ মহর্ষি দুর্বাসা বামের দর্শন মানসে বাজদ্বাবে উপস্থিত হইযাছেন। শীঘ্র তাঁহাব আগমনেব সংবাদ মহাবাজকে দিবাব কথা তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন। লক্ষ্মণ একমুহূর্ত অপেক্ষা কবিবাব নিমিত্ত প্রার্থনা কবিতেই মহর্ষি ক্রোধে জ্বলিযা উঠিযাছেন। সেই মুহূর্তেই বামকে তাঁহাব উপস্থিতিব সংবাদ না দিলে তিনি অভিসম্পাতে অযোধ্যা সহ বামকে সবংশে বিনষ্ট কবিবেন বলিযা ভয দেখাইলেন। সকলেব বিনাশ অপেক্ষা একেব মবণই ভাল—মনে কবিযা লক্ষ্মণ অগত্যা বামকে মহর্ষিব আগমনেব সংবাদ দেন। এবাব কাল বিদায গ্রহণ কবিলেন। দুর্বাসা বাম সমীপে উপস্থিত হইযা কহিলেন যে, তাঁহাব দীর্ঘকালেব অনশন-ব্রত পূর্ণ হইযাছে, তিনি ভোজ্য প্রার্থনা কবেন। বাম তখনই মহর্ষিকে নানাবিধ সুখাদ্য দ্বাবা পবিতৃপ্ত কবিলেন। দুর্বাসা প্রস্থান কবিলে পব বাম প্রতিজ্ঞাব কথা স্মবণ কবিযা দুঃখিতচিত্তে ভাবিতেছেন—

নৈতদস্তীতি। ৭।১০৫।১৮

—আমাব এইসমস্ত কিছুই থাকিবে না।

বামকে অধোমুখ ও দীনমনা দেখিযা লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধ দিযা প্রতিজ্ঞা পালনেব নিমিত্ত অনুবোধ কবিতেছেন। লক্ষ্মণেব করুণ বচনে বামেব চিত্ত বিচলিত হইযা উঠিল। তিনি মন্ত্রিবর্গ ও পুবোহিতাদি বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আহ্বান কবিযা তাপসেব নিকট প্রতিজ্ঞা ও দুর্বাসাব আগমনাদিব কথা বিবৃত কবিলেন। সকলেই মৌনাবলম্বন কবিযা আছেন। বশিষ্ঠ কহিতেছেন—'মহাবাহো বাম, আমি তপোবলে তোমাব বোমহর্ষণ ক্ষয ও লক্ষ্মণেব সহিত তোমাব বিচ্ছেদ দর্শন কবিযাছি। তুমি লক্ষ্মণকে পবিত্যাগ কবিযা ধর্ম বক্ষা কব।'

গুরুব উপদেশ শুনিযা বাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'বৎস, ধর্মত্যাগ কবা উচিত নহে। আমি তোমাকে পবিত্যাগ কবিতেছি।

ত্যাগো বধো বা বিহিতঃ সাধূনাং হ্যুভযং সমম্।' ৭।১০৬।১৩

—সাধুগণেব পক্ষে ত্যাগ এবং বধ—উভযই সমান।

লক্ষ্মণ তখনই সবযূতীবে গমন কবিযা যোগাসনে দেহবক্ষা কবিযাছেন।

লক্ষ্মণকে পবিত্যাগ কবায বামেব মনে খুব আঘাত লাগিযাছে। তিনি গুরু, পুবোহিত ও মন্ত্রিবর্গকে কহিলেন—'আমি আজই ভবতকে বাজ্যে অভিষিক্ত কবিযা অবণ্যে যাত্রা কবিব। আপনাবা এখনই অভিষেকেব আযোজন করুন।'

ভবত কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বামকে ছাড়িযা তিনি কোথাও থাকিতে চাহেন না। তিনি কুশকে দক্ষিণ কোশলবাজ্যে এবং লবকে উত্তব কোশলে অভিষিক্ত কবিতে প্রস্তাব কবিলেন। বশিষ্ঠ এবং প্রজাবর্গও এই প্রস্তাব সমর্থন কবিযাছেন। বাম পুত্রদ্বযকে অভিষিক্ত কবিযা তাঁহাদিগকে কোলে বসাইযা পুনঃপুনঃ মস্তক আঘ্রাণপূর্বক আপন আপন বাজধানীতে পাঠাইযা দিযাছেন। কুশেব নিমিত্ত বিন্ধ্যপর্বতেব নিকটে 'কুশাবতী' নামে নগবী নির্মিত হইল। লবেব বাসেব নিমিত্তও 'শ্রাবস্তী' নামে নূতন নগবী প্রস্তুত হইযাছে।

এবাব বাম মহাপ্রস্থানেব উদ্যোগ কবিতেছেন। শত্রুঘ্ন মথুবায আছেন। তাঁহাব নিকট দূত

পাঠানো হইল। কিষ্কিন্ধা ও লঙ্কাযও এই খবব পাঠানো হইযাছে। কযেকদিনেব মধ্যেই সকলে অযোধ্যায সমবেত হইলেন।

ভবত, শত্রুঘ্ন, প্রজাবর্গ, অন্তঃপুবচাবিণীগণ,ও সুগ্রীব বিভীষণ প্রমুখ বন্ধুবান্ধবগণ বামেব অণুগমনেব প্রবল বাসনা ব্যক্ত কবিলে পব বাম যুক্তিযুক্ত বচনে বিভীষণ, জাম্ববান্ ও হনুমানকে বাবণ কবিযাছেন। (তাঁহাদেব চবিত্র আলোচিত হইবে)। বানববীর মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বাবণ কবিযা তিনি কহিলেন যে, কলিকাল সমাগত না হওযা পর্যন্ত তাঁহাদিগকে জীবিত থাকিতে হইবে। অপব সকলেব অনুগমন তিনি অনুমোদন কবিলেন।

পবদিন প্রভাতে বাম পুবোহিতকে কহিলেন যে, তাঁহাব অগ্নিহোত্রেব অগ্নি লইযা ব্রাহ্মণগণ অগ্রে গমন কবিবেন এবং তাঁহাব বাজপেয-যজ্ঞেব ছত্রও অগ্রে লওযা হইবে। মহর্ষি বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানেব বিহিত ক্রিযাকলাপ যথাবিধি সম্পন্ন কবিযাছেন।

ততঃ সূক্ষ্মাম্ববধবো ব্রহ্মমাবর্ত্তযন্ পবম্।
কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং সবযূং প্রযযাবথ ॥ ৭।১০৯।৪

—অনন্তব সূক্ষ্ম বস্ত্র পবিধান কবিযা দুইহাতে কুশ লইযা বেদমন্ত্র উচ্চাবণ কবিতে কবিতে বাম সবযূ অভিমুখে যাত্রা কবিলেন।

সকলেই তাঁহাব অনুসবণ কবিতেছেন, সকলেবই মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত। অযোধ্যা হইতে তিন ক্রোশ দূবে পুণ্যসলিলা সবযূনদীতে অবতবণ কবিযা বাম তাঁহাব বৈষ্ণব তেজে বিলীন হইযাছেন। অপব অনুসবণকাবীবাও স্ব স্ব ধামে গমন কবিযা মুক্তিলাভ কবিযাছেন। মহাপুরুষ বামেব মর্ত্যলীলাব অবসান ঘটিল।

আমবা পূর্বে দেখিযাছি যে, বাম পঁচিশ বৎসব বযসে অবণ্যে যাত্রা কবেন। চৌদ্দ বৎসব পবে অর্থাৎ ঊনচল্লিশ বৎসব বযসে তিনি অযোধ্যাব সিংহাসনে আবোহণ কবিযাছেন। ইহাব পব—

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ বামো বাজ্যমকাবযৎ ॥
৬।১২৮।১০৬, ৯৫ ; ৭।১০৪।১২ , ১।১৫।২৯

—শ্রীমান্ বাম এগাব হাজাব বৎসব ভ্রাতৃগণেব সহিত বাজত্ব কবিযাছিলেন।

মানুষেব একপ দীর্ঘ আযু সম্ভবপব নহে। মহর্ষি জৈমিনিব মীমাংসাদর্শনে একটি সূত্র আছে—'অহানি বাভিসংখ্যত্বাৎ'। (৬।৭।৪০) ইহাব অর্থ এই যে, অত্যুক্তি বা অসম্ভব উক্তি স্থলে বৎসব শব্দে দিন বুঝিতে হইবে। তদনুসাবে এগাব হাজাব বৎসব স্থলে এগাব হাজাব দিন, অর্থাৎ ত্রিশ বৎসব একমাস বিশ দিন বুঝিতে হইবে। বামাযণেও একস্থানে আছে—অকালে মৃত অপ্রাপ্তযৌবন ব্রাহ্মণ-বালকেব বযস ছিল—পাঁচ হাজাব বৎসব।

অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্।
অকালে কালমাপন্নং মম দুঃখায পুত্রক ॥ ৭।৭৩।৫

অপ্রাপ্তযৌবন বালকেব বযস কখনও পাঁচ হাজাব বৎসব হইতে পাবে না। অতএব এইস্থলেও বর্ষ শব্দটি অবশ্যই দিনবোধক। তাহাতে বালকেব বযস দাঁডায—তেব বৎসব আট মাস পনব দিন। ইহাই সঙ্গত ব্যাখ্যা।

অতএব মনুষ্যলোকে বামেব অবস্থিতি (৩৯+৩০।১।২০ দিন=৬৯।১।২০) ঊনসত্তব বৎসব একমাস বিশ দিন। সেইকালেব বিচাবে এই আযুষ্কাল দীর্ঘ না হইলেও আমবা বলিব যে, অবতাব-পুরুষ বামেব কাজ শেষ হইযাছে বলিযাই তিনি অন্তর্হিত হইযাছেন।

বামাযণে 'বামচন্দ্র' বা 'বামভদ্র' নাম দেখা যায না, শুধু 'বাম' নামেই তিনি অভিহিত।

তাঁহাব মূল নামেব সহিত 'চন্দ্র' ও 'ভদ্র' শব্দটি সম্ভবতঃ টীকাকাবগণ যোগ কবিযাছেন। বামেব যেমন দেহেব শক্তি, তেমনই মনেব শক্তি। তিনি যেমন ত্যাগী, তেমনই ভোগী। সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইলে দেবতাবাও তাঁহাকে ভয পান। বূপে ও গুণে তিনি অসাধাবণ। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপব কাহাবও সহিত তাঁহাব তুলনাই চলে না। গুরুজনেব প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, বন্ধুপ্রীতি, ভ্রাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম ও প্রজাবাৎসল্যে তাঁহাব চবিত্র সমুজ্জ্বল। নিযতিব-বিধানে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে দুঃসহ দুঃখকষ্ট সহ্য কবিতে হইযাছে। সময সময সেইসকল দুঃখকষ্টে বিহ্বল হইযা পডিলেও কখনও তিনি কর্তব্যচ্যুত হন নাই। শাস্ত্রীয প্রত্যেকটি বিধানেব প্রতি বাম পবম শ্রদ্ধাশীল। সত্যবক্ষা বা প্রতিজ্ঞাপালনেব নিমিত্ত সর্বদাই তিনি বদ্ধপবিকব। প্রত্যেক ঋতুব প্রাকৃতিক দৃশ্যে তাঁহাব সবস চিত্ত যেন নৃত্য কবিত।

বামেব প্রত্যেকটি আচবণ সকল সমযই আদর্শ নীতিকে অনুসবণ কবিযাছে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাব যে-সকল আচবণ আধুনিক বিচাবে কিঞ্চিৎ গর্হিত বোধ হয, সেইগুলিব মূলেও নীতি বহিযাছে। আমাদেব দৃষ্টিতে কিছু কিছু স্খলন ধবা না পডিলে তাঁহাব চবিত্রটি একপ জীবন্ত হইত না এবং বামাযণ কেবল ধর্মশাস্ত্রেব মর্যাদা পাইত, মহাকাব্যবূপে আমাদেব চিত্ত হবণ কবিতে পাবিত না।

এমন বিস্ময়কব আদর্শ চবিত্রেব সমালোচনা কবা ধৃষ্টতামাত্র। বামেব আপাতবিরুদ্ধ আচবণ ও কথাবার্তাব ভিতবেও একটি মূল সুব ধ্বনিত হয। ধর্ম, নীতি ও কুলমর্যাদা বক্ষায তিনি অতিশয সচেতন। তিনি আত্মমর্যাদাতে কোনরূপ আঘাত যেরূপ সহ্য কবিতেন না, অপবকে যথোচিত মর্যাদা দিতেও সেইরূপ কুণ্ঠিত ছিলেন না। ভবভূতি উত্তববামচবিতে বামেব চবিত্র সম্পর্কে বলিযাছেন—

বজ্রাদপি কঠোবাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তবাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২।৭

—অলোকসামান্য মহাপুরুষগণেব চিত্ত বজ্র হইতেও কঠোব এবং কুসুম হইতেও কোমল। কোন্ ব্যক্তি সেইসকল চিত্তকে বুঝিতে সমর্থ?

---

১ ১।১৫শ সর্গ
২ ১।১৮।৮-১১
৩ ২।৪।৩১, ৪২-৪৪ , ১।১৮।৩০
৪ ১।২০।২
৫ ৩।৩৮।৬
৬ ১।২৬শ সর্গ
৭ ১।৩০শ সর্গ
৮ ১।৪৯শ সর্গ
৯ ১।৭৭তম সর্গ
১০ ২।১ম সর্গ
১১ ২।২।১২ , ২।৩।৪, ৪১ ,
২।৪।২ , ২।৭।১১ , ২।১৫।৩
১২ ২।২২শ সর্গ
১৩ ২।৩২শ সর্গ
১৪ ২।৫০।৪৫
১৫ ২।৫৩।৬-২৬
১৬ ২।৯৬।১, ২
৩৭ ৩।৭৩।১২-১৬
৩৮ ৩।৭৪তম সর্গ
৩৯ ৪।২৮শ সর্গ
৪০ ৪।৪৪।১২
৪১ ৬।৪র্থ সর্গ
৪২ ৬।৫।১৩-২২
৪৩ ৬।২৪।২৩
৪৪ ৬।২৫।১৮-২৫
৪৫ ৬।৪৩।৪২
৪৬ ৬।৫০।৫১-৬০
৪৭ ৬।৬৭।১৬৮
৪৮ ৬।৭৪তম সর্গ
৪৯ ৬।৭৯।৩৯
৫০ ৬।৮৪তম সর্গ
৫১ ৬।১০০তম সর্গ
৫২ ৬।১০৫।৩১
৫৩ ৬।১০৮তম সর্গ

১৭ ২।৪৯।১৫-১৭ , ৩।৪৭।২৩
১৮ ২।৯৭তম সর্গ
১৯ ২।১০২।৫-৯
২০ ২।১০৯তম সর্গ
২১ ২।১১৯তম সর্গ
২২ ২।৩য় ও ৪র্থ সর্গ
২৩ ৩।১১।৮৮
২৪ ৩।১৩।৮
২৫ [illegible]শ সর্গ
২৬ ৩।১৬।৩৭-৪১
২৭ ৩।১৮শ সর্গ
২৮ ৩।৩০শ সর্গ
২৯ ৩।৩১।১-৩৩
৩০ ৩।৩৪শ সর্গ
৩১ ৩।৫৮।৭
৩২ ৩।৬৩তম সর্গ
৩৩ ৩।৬৪তম ও ৬৫তম সর্গ
৩৪ ৩।৭১তম সর্গ
৩৫ ৩।৭২তম সর্গ
৩৬ ৩।৭৩।২৬, ২৭

৫৪ ৬।১২১।১২৪
৫৫ ৬।১১২।২৪-২৬
৫৬ ৬।১১৭তম সর্গ
৫৭ ৬।১১৮।১৩-২০
৫৮ ৬।১২০।৫-১০
৫৯ ৬।১২৫।২৪
৬০ ৬।১২৭।৫৯
৬১ ৬।১২৮।১৩-১৬
৬২ ৬।১২৮।৯২, ৯৩
৬৩ ৭।৩৯।১৬-২৯
৬৪ ৭।৪১শ সর্গ
৬৫ ৭।৫১তম সর্গ
৬৬ ২।১০৯।৯
৬৭ ৭।৬৩তম সর্গ
৬৮ ৭।৯১।২৫
৬৯ ৭।৯৮।২-৮
৭০ ৭।৯৯।৮-১০ ,
৬।১২৮।৯৪, ৯৫
৭১ ৬।১২৮।৯৮-১০৬ ,
৭।৯৯।১৩, ১৪

ভরত

ভরত মহারাজ দশরথের দ্বিতীয় পুত্র। কনিষ্ঠা মহিষী কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি—

সাক্ষাদ্ বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥ ১।১৮।১৩

—বিষ্ণুর চতুর্থাংশ এবং সর্বগুণভূষিত।

পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ। ১।১৮।১৫

—নির্মলবুদ্ধি ভরত পুষ্যা-নক্ষত্রে মীনলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাতে বোঝা যায়, ভরতের জন্ম হয়—শেষ রাত্রিতে। যেহেতু বৈশাখ মাসে শেষরাত্রিতেই মীনলগ্ন থাকে। রামের ন্যায় কর্কটই ভরতের জন্মরাশি। গণনায় জানা যায়, ভরত রাম হইতে মাত্র একদিনের কনিষ্ঠ।

ভরতের চেহারা অনেকাংশে রামের মত। যৌবনে তাঁহার যে চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখিতেছি—

সুকুমারো মহাসত্ত্বঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষস্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ২।৮৭।২
শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং । ২।১১২।১৫
পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ শ্রীমান্নিরুদরো মহান্। ইত্যাদি। ৩।১৬।৩১, ৩২

—ভরত সুকুমার ও মহাবলবান্। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় সিংহের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত, বাহুদ্বয় অতি বিশাল ও দীর্ঘ, নয়নদ্বয় পদ্মের পাপ্‌ড়ির ন্যায় আয়ত। তিনি যুবা ও প্রিয়দর্শন। তাঁহার গাত্রবর্ণ শ্যামল এবং উদর কৃশ।

শিশুকাল হইতেই ভরত সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক, প্রতাপশালী এবং বিনীত।[১] দশরথ কৈকেয়ীকে কহিতেছেন—

রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্। ২।১২।৬১

—(রামকে ছাড়িয়া ভরত কখনই রাজা হইয়া বসিবে না।) আমি ভরতকে রাম অপেক্ষাও অধিকতর ধার্মিক বলিয়া মনে করি।

রামের মুখেও শোনা যাইতেছে—

জানামি ভরতং ক্ষান্তং গুরুসৎকারকারিণম্।
সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি ॥ ২।১১১।৩০

—ভরত যে ক্ষমাশীল ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তাহা আমি জানি। এই সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা ভরত সর্ববিধ কল্যাণসম্পন্ন।

আরও নানা প্রসঙ্গে রাম ভরতের গুণাবলীর প্রশংসা করিয়াছেন। লক্ষ্মণও ভরতের গুণসমূহের কীর্তনে পঞ্চমুখ।[২]

ভরত শস্ত্রবিদ্যায় এবং শাস্ত্রবিদ্যায় বিচক্ষণ।[৩] সর্বপ্রকারে গুণবান্ এই রাজপুত্রের ভাগ্যে

মাতৃদোষে যে বিধিবিডম্বনা ঘটিযাছিল, তাহা বামাযণপাঠককে বিশেষরূপে অভিভূত কবে।

তেব বৎসব বযস পর্যন্ত ভবত অযোধ্যায পবম আনন্দে কাটাইযাছেন। বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভবতেব একান্ত অনুগত। বাম-লক্ষ্মণেব প্রীতিব ন্যায ভবত-শত্রুঘ্নেব প্রীতিও অহেতুক এবং জন্মগত।

ভবতস্যাপি শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণাববজো হি সঃ।
প্রাণৈঃ প্রিযতবো নিত্যং তস্য চাসীৎ তথা প্রিযঃ॥ ১।১৮।৩২

—লক্ষ্মণেব কনিষ্ঠ সহোদব শত্রুঘ্ন ভবতেব প্রাণ অপেক্ষাও প্রিযতব এবং ভবতও শত্রুঘ্নেব প্রাণাধিক প্রিয ছিলেন।

মিথিলায বামেব বিবাহ-উৎসবে পিতাব সহিত ভবতও গিযাছেন। সেখানে লক্ষ্মণেব সহিত বাজর্ষিদুহিতা ঊর্মিলাব বিবাহ হইবে—ইহাও স্থিব হইল। এবাব বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র বাজর্ষিব নিকট প্রস্তাব কবিলেন—বাজর্ষিব কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজেব কন্যাদ্বয মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিব সহিত ভবত ও শত্রুঘ্নেব বিবাহ হইলে উভয বংশেবই উপযুক্ত সম্বন্ধ হইবে। বাজর্ষি সানন্দে এই প্রস্তাব অনুমোদন কবেন। মাণ্ডবীব সহিত ভবতেব পবিণয সম্পন্ন হইযাছে।[৪]

ভবতেব মাতুল যুধাজিৎও সেই উৎসবে উপস্থিত হইযাছিলেন। সকলেই অযোধ্যায ফিবিযা আসিযাছেন। কেকযবাজ অশ্বপতি তাঁহাব দৌহিত্র ভবতকে দেখিতে ইচ্ছুক। এইজন্যই তিনি পুত্র যুধাজিৎকে অযোধ্যায পাঠাইযাছেন। পুত্রদেব বিবাহোৎসবেব কযেকদিন পব দশবথ ভবতকে তাঁহাব মাতুলেব সহিত কেকযবাজ্যে পাঠাইলেন। শত্রুঘ্নও ভবতেব সঙ্গে ভবতেব মাতুলালযে গিযাছেন।[৫]

এই পূতচবিত্র মহাত্মা ভবতেব ধর্মনিষ্ঠা ও সাধুতাব কথা দশবথ, বাম, লক্ষ্মণ প্রমুখ সকলেই ভালরূপে অবগত আছেন। তাঁহাদেব মুখে অনেক প্রশংসাও শোনা যায। কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে, সকলে তাঁহাব সাধুতায অহেতুক সন্দেহও পোষণ কবেন। বামেব অবণ্যযাত্রাব পব বিক্ষুব্ধ প্রজামণ্ডলীও বিলাপেব মধ্যে কহিতেছেন—

মিথ্যাপ্রব্রজিতো বামঃ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ।
ভবতে সন্নিবদ্ধাঃ স্মঃ সৌনিকে পশবো যথা॥ ২।৪৮।২৮

—পত্নী ও লক্ষ্মণেব সহিত বাম বৃথাই নির্বাসিত হইযাছেন। পশুঘাতকেব নিকট বধ্য পশুব ন্যায আমবা ভবতেব নিকট আবদ্ধ হইলাম।

দশবথেব নিকট হইতে কৈকেযীব ববপ্রাপ্তিব পবে সকলেব হযতো এইরূপ ধাবণা হইতে পাবে যে, বামেব নির্বাসনাদি ব্যাপাবে জননীব সহিত ভবতও ষডযন্ত্রে লিপ্ত আছেন। কিন্তু বামেব অভিষেকেব উদ্যোগেব সমযই দেখা যাইতেছে—দশবথও তাঁহাব এই পুত্রটিব সাধুতা বিষযে সন্দিহান। এই দুঃখ ও অপমান যেন ভবতেব বিধিলিপি।

দশবথেব মৃত্যুব তৃতীয দিনে ভবতকে অযোধ্যায আনিবাব নিমিত্ত বশিষ্ঠ গিবিব্রজে (পঞ্জাবেব উত্তব-পশ্চিমে) দূত পাঠাইযাছেন। ভবতকে বামেব নির্বাসন ও দশবথেব মৃত্যু প্রভৃতি সংবাদ না জানাইযা শুধু বলিতে হইবে—'পুবোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ আপনাব কুশল জিজ্ঞাসাপূর্বক বলিযাছেন যে, আপনি অতি সত্বব অযোধ্যায যাত্রা করুন। সেখানে আপনাকে এমন কার্য কবিতে হইবে, সে-কার্যে বিলম্ব কবা উচিত নহে।' বশিষ্ঠ সিদ্ধার্থ বিজয প্রমুখ পাঁচজন দূতকে এইরূপ নির্দেশ দিলেন।

প্রাতঃকালে দূতগণ অশ্বাবোহণে যাত্রা কবিযা সেই বাত্রিতেই গিবিব্রজে প্রবেশ কবিযাছে। সেই বাত্রিতেই ভবত অতিশয দুঃস্বপ্ন দেখিযাছেন। বাত্রিশেষে ভীষণ দুঃস্বপ্ন

দর্শনে তাঁহাব মনে নানাবিধ দুশ্চিন্তা হইতেছে। পবদিন সকালবেলা বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে হতোৎসাহ ও মলিন দেখিযা কাবণ জিজ্ঞাসা কবায তিনি সেই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনাগুলি তাঁহাদেব নিকট প্রকাশ কবিযা পবিশেষে কহিলেন যে, বাজা দশবথ, বাম, লক্ষ্মণ বা তিনি—এই চাবিজনেব মধ্যে নিশ্চযই একজনেব মৃত্যু হইবে।[৮]

ভবতেব চিত্ত ভাবাক্রান্ত। তিনি যখন বন্ধুবান্ধবেব নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতেছেন, তখনই অযোধ্যাব দূতগণ তাঁহাব সহিত দেখা কবিযা বশিষ্ঠকথিত সংবাদ তাঁহাকে দিযাছে। পিতাব মৃত্যুব চতুর্থদিন সকাল বেলা তিনি শুনিলেন যে, তখনই তাঁহাকে অযোধ্যায যাত্রা কবিতে হইবে। তিনি দূতগণেব নিকট হইতে অযোধ্যাব সকলেব কুশল সংবাদ জানিতে চাহিলে দূতেবা সবিনযে কহিল—

কুশলাস্তে নবব্যাঘ্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি।
শ্রীশ্চ ত্বাং বৃণুতে পদ্মা যুজ্যতাং চাপি তে বথঃ॥ ২।৭০।১২

—নবশ্রেষ্ঠ, আপনি যাঁহাদেব কুশল কামনা কবিতেছেন, তাঁহাবা সকল কুশলেই আছেন। পদ্মালযা লক্ষ্মী আপনাকে ববণ কবিতে উদ্যত হইযাছেন। আপনাব গমনেব নিমিত্ত বথ যোজনা কবা হউক।

দূতগণেব এই কথায ভবতেব প্রতি নিষ্ঠুবভাবে ব্যঙ্গ কবা হইযাছে বলিযা কেহ কেহ মনে কবেন। তাঁহাবা বলেন যে, ভবত কৈকেযীব ও মন্থবাবই কুশল কামনা কবিতেছেন, অর্থাৎ বামেব নির্বাসনেব ব্যাপাবে কৈকেযীব সহিত তিনিও যুক্ত আছেন। পবন্তু আমবা এই বাক্যে কোনরূপ ব্যঞ্জনা আবিষ্কাবেব পক্ষপাতী নহি। কাবণ ভবত একে একে দশবথ, কৌশল্যা, সুমিত্রা, বাম ও লক্ষ্মণেব কুশল জিজ্ঞাসা কবিযা পবিশেষে কৈকেযীব কুশল জিজ্ঞাসাব সময জননীব বিশেষণরূপে ক্রুদ্ধপ্রকৃতি, স্বার্থপবা এবং প্রাজ্ঞমানিনী শব্দ প্রযোগ কবিযাছেন। ইহাতে অনুমিত হয—ভবতেব জিজ্ঞাসাব ভিতবে দূতেবা এমন কিছু শোনে নাই, যাহাতে ভবতকে সন্দেহ কবিতে পাবে। বিশেষতঃ দূতেবা জানে যে, এখন ভবতই তাহাদেব বাজা হইবেন। যিনি অচিবেই তাহাদেব দণ্ডমুণ্ডেব বিধাতা হইতেছেন, তাঁহাকে ব্যঙ্গ কবিবাব মত দুঃসাহস দূতগণেব থাকা সম্ভবপব নহে। আমাদেব মন্তব্যে আবও একটি বিশেষ কথা এই যে, বাল্মীকিব ভাষাই এইরূপ। দশবথ বামেব বিবাহ উপলক্ষে ভবত, শত্রুঘ্ন ও পাত্রমিত্র সহ মিথিলায গিযাছেন। এদিকে ভবতেব মাতুল যুধাজিৎ ভাগিনেযকে তাঁহাব বাডীতে লইয়া যাইবাব নিমিত্ত অযোধ্যায আসিযাছেন। তিনি বামেব বিবাহেব খবব জানিতেন না, অযোধ্যায আসিযা সেই খবব শুনিযাছেন। দশবথ প্রমুখ সকলই মিথিলায চলিযা গিযাছেন দেখিযা তিনিও শুভ উৎসবে যোগ দিবাব উদ্দেশ্যে তখনই অযোধ্যা হইতে মিথিলায যাত্রা কবেন। সেইখানে দশবথেব সহিত দেখা হইলে কুশলপ্রশ্নাদিব পব যুধাজিৎ দশবথকে কহিতেছেন—

কেকযাধিপতী বাজা স্নেহাৎ কুশলমব্রবীৎ।
যেষাং কুশলকামোহসি তেষাং সম্প্রত্যনামযম্॥ ১।৭৩।৩

—বাজন, কেকযবাজ (আমাব পিতা অশ্বপতি) সস্নেহে আপনাব কুশল জিজ্ঞাসা কবিযাছেন। আপনি যাঁহাদেব কুশল কামনা কবেন, তাঁহাবা এখন কুশলেই আছেন।

এই স্থলে কোনপ্রকাব ব্যঙ্গ বা কটাক্ষেব গন্ধও থাকিতে পাবে না। অতএব আমবা বলিব—মহর্ষিব লিপিভঙ্গীই এইরূপ। অন্য কোনরূপ ভাবার্থ-আবিষ্কাব বাল্মীকি-সম্মত নহে।

আবও বলিব যে, দূতগণ মিথ্যা কথাও বলে নাই। অযোধ্যাব সকল দুঃসংবাদ গোপন বাখিবাব কথাই বশিষ্ঠ দূতদিগকে বলিযাছেন। দূত কখনও প্রেবকেব বাক্য অন্যথা কবিতে

পাবে না। এইজাতীয ব্যাপাবে অতথ্য বলাকে মিথ্যাভাষণ বলা হয না, পক্ষান্তবে তথ্য বলিলেই তাহা মিথ্যা হইত। সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে ইহাই শাস্ত্রীয সিদ্ধান্ত এবং লোকব্যবহাব। অতথ্য আব মিথ্যা এক নহে।

দূতবাক্যেব দ্বিতীয অংশটিও বিচার্য। দূতেবা অব্যবহিত পূর্বে ভবতকে ইহাও বলিযাছে—পুবোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ তাহাদিগকে পাঠাইযাছেন। ইহাতেও ভবতেব মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, পিতা দশবথ বা অগ্রজ বাম কেন দূতদিগকে পাঠান নাই। লক্ষ্মী তাঁহাকে স্বৰণ কবিতে উদ্যত হইযাছেন—এই কথাতেও ভবতেব মনে নানাবিধ দুশ্চিন্তাব উদয হওযাই স্বাভাবিক। কিন্তু এইসকল বিষযে ভবত দূতদিগকে কোন প্রশ্নই কবেন নাই। তবে কি দুঃস্বপ্নদর্শনে তাঁহাব চিত্ত এতই বিক্ষিপ্ত ? মনে মনে নানা অশুভ কল্পনা কবিযা অথবা হযতো কোন দুঃসংবাদ শুনিতে পাইবেন—এই ভয ও আশঙ্কায দূতগণেব মুখে তিনি বিস্তৃতভাবে কিছুই শুনিতে চাহেন নাই। অথবা ভবত ইহাও ভাবিতে পাবেন যে, বৃদ্ধ পিতা হযতো তাঁহাকে অন্য কোন দেশেব বাজপদে অভিষিক্ত কবিতে চাহেন। অভিষেকাদি শাস্ত্রীয ব্যাপাবে পুবোহিতেবই প্রাধান্য। এইজন্য সম্ভবতঃ বশিষ্ঠই দূত পাঠাইযা থাকিবেন।

শ্লোকেব দ্বিতীয অংশটি ভবতকে বলিবাব নিমিত্ত বশিষ্ঠ দূতগণকে বলিযা দেন নাই। এই কথা বলা দূতদেব উচিত হইযাছে কি না—বিচার্য।

মাতামহ অশ্বপতি ভবতেব যাত্রাকালে তাঁহাকে বহু ধনবত্ন, হাতী, ঘোড়া, গাধা, বলবান্ কুকুব প্রভৃতি অনেক প্রাণীও উপহাবরূপে দিযাছেন। কিন্তু ভবত সেইগুলিব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিতে পাবেন নাই।

বভূব হ্যস্য হৃদযে চিন্তা সুমহতী তদা।
ত্ববযা চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ ॥ ২।৭০।২৫

—দূতগণেব ত্ববা ও দুঃস্বপ্ন দর্শনেব জন্য তাঁহাব মনে বিশেষ দুশ্চিন্তা হইতেছিল।

সকলেব নিকট হইতে বিদায গ্রহণ কবিযা ভবত শত্রুঘ্ন সহ মাতুলালয হইতে যাত্রা কবিযাছেন। তাঁহাব সঙ্গে বহু লোকজন, হাতী, ঘোড়া ও শতাধিক বথ থাকায অযোধ্যা হইতে দূতগণ যে পথে আসিযাছিল, সেই সংকীর্ণ বনপথে যাওযা সম্ভবপব হইল না। প্রশস্ত বাজপথ ধাবিযা তাঁহাকে যাইতে হইল। এইজন্য যাত্রাব অষ্টম দিবসে অর্থাৎ পিতৃবিযোগেব একাদশ দিবসে প্রাতঃকালে অযোধ্যানগবী ভবতেব দৃষ্টিগোচব হয। অনতিদূব হইতে আনন্দহীন অযোধ্যাকে দেখিতে পাওযায তাঁহাব মনে নানা অশুভ চিন্তা জাগিতেছে। বিষণ্ণ শ্রান্ত ও ভীত ভবত 'বৈজযন্ত'-দ্বাব দিযা পুবী মধ্যে প্রবেশ কবিযাছেন। পুবীতে লোকচলাচল দেখা যাইতেছে না। যে দুইচাবিজনকে ভবত দেখিতে পাইলেন—তাহাদেব মুখ মলিন, নেত্র অশ্রুপূর্ণ। ভবত কোন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না কবিযা দীনচিত্তে পিতাব গৃহে প্রবেশ কবিযাছেন।'

পিতাব ভবন শূন্য দেখিযাই ভবত জননীব গৃহে প্রবেশ কবেন। জননীকে প্রণামপূর্বক মাতুলালযেব কুশলবার্তা জ্ঞাপনেব পব তিনি জিজ্ঞাসা কবিতেছেন যে, তাঁহাব পিতা অধিক সমযই তাঁহাব জননীব গৃহে অবস্থান কবেন, কিন্তু আজ তিনি পিতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। পিতা কোথায আছেন।

কৈকেযী পুত্রকে যেন শুভ সংবাদেব মতই শোনাইলেন—সকল প্রাণীব যে গতি হয, মহাবাজও সেই গতি প্রাপ্ত হইযাছেন।

এই কথা শুনিযাই ভবত ভূলুণ্ঠিত হইযা করুণ বিলাপ কবিতেছেন। অনেকক্ষণ বোদন কবিযা তিনি জননীব নিকট হইতে পিতাব মৃত্যুবিববণ জানিতে চাহিলেন এবং বামকে দর্শন

কবিবাব নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। এব্বাব জননীব মুখে তিনি আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্তই শুনিতে পাইযাছেন। তাঁহাব মর্মস্থলে যেন শেল বিদ্ধ হইল। তিনি কৈকেযীকে বলিতেছেন—

দুঃখে মে দুঃখমকবোর্ব্রণে ক্ষাবমিবাদদাঃ।

বাজানং প্রেতভাবস্থং কৃত্বা বামঞ্চ তাপসম্॥ ইত্যাদি। ২।৭৩।৩—২৭

—তুমি পিতাকে হত্যা কবিযা এবং বামকে বনবাসী কবিযা ক্ষতস্থানে ক্ষাবপ্রক্ষেপেব ন্যায আমাকে দুঃখেব উপব দুঃখ দিযাছ। হে বংশনাশিনি, পাপীযসি, তুমি এই বংশেব বিনাশেব হেতু কালবাত্রিব ন্যায উপস্থিত হইযাছিলে। আমাব পিতা প্রজ্বলিত অঙ্গাব আলিঙ্গন কবিযাও বুঝিতে পাবেন নাই। ধার্মিক বাম আপন জননীব মতই তোমাব সহিত ব্যবহাব কবিতেন। জ্যেষ্ঠা জননী কৌশল্যাও তোমাকে ভগিনীব মতই দেখিযা থাকেন। এই দারুণ পাপ আচবণে তোমাব কি কিছু লাভ হইযাছে? তোমাব পাপ অভিলাষ আমাব দ্বাবা পূর্ণ হইবে না। তোমাব প্রতি বামেব মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না থাকিলে অবশ্যই তোমাকে পবিত্যাগ কবিতাম। আমাদেব বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই বাজ্যেব অধিকাবী। তুমি অতি নৃশংসা বলিযা বাজধর্ম ও কুলধর্মেব অন্যথাচবণ কবিযাছ। তোমাব আচবণে ইক্ষ্বাকুবংশেব গর্ব একেবাবেই খর্ব হইযা গেল। উত্তম বাজবংশেব কন্যা হইযাও তোমাব এইরূপ পাপপূর্ণ অভিলাষ? তোমাব জন্যই আমাব এই প্রাণান্তকব বিপদ্ উপস্থিত হইযাছে। নিষ্পাপ বামকে আমি অবশ্যই বন হইতে ফিবাইযা আনিযা ভৃত্যেব ন্যায তাঁহাব সেবা কবিব।

এইরূপে কৈকেযীকে তিবস্কাব কবিযা শোকবিহ্বল ভবত সিংহেব ন্যায গর্জন কবিতেছেন। পুনবায জননীকে তিনি নৃশংসা, দুষ্টচাবিণী, পতিঘাতিনী প্রভৃতি বিশেষণে তীব্র ভর্ৎসনা কবিযা বলিতেছেন—

ত্বৎকৃতে মে পিতা বৃত্তো বামশ্চাবণ্যমাশ্রিতঃ

অযশো জীবলোকে চ ত্বযাহং প্রতিপাদিতঃ॥ ইত্যাদি ২।৭৪।৬—৯

—তোমাব জন্যই আমাব পিতা পবলোকে ও বাম অবণ্যে গমন কবিলেন। তোমাব জন্যই জগতেব সকলেব নিকট আমি কলঙ্কিত হইলাম। তুমি আমাব মাতৃরূপধাবী পবম শত্রু। তোমাব স্বভাব অতি কদর্য। তুমি অতি ক্রূবপ্রকৃতি ও বাজ্যলুব্ধা। তুমি আমাব সহিত বাক্যালাপ কবিবে না। তোমাব দ্বাবা এই মহৎ বংশ কলঙ্কিত হইল। তোমাব জন্যই কৌশল্যাদি মাতৃগণেব দুঃখেব অন্ত নাই। তুমি ধার্মিক অশ্বপতিব কন্যা নহ, বাক্ষসীরূপে তাঁহাব গৃহে জন্মিযাছিলে। তুমি সকল কিছুই কবিতে পাব, তোমাব আচবণে আমাব ভয হইতেছে।

ভবত জননীকে আবও বলিতেছেন, 'একমাত্র পুত্রেব জননী সাধ্বী কৌশল্যাকে তুমি পুত্রহীন কবিযাছ। এইজন্য ইহলোকে ও পবলোকে সর্বদা তোমাকে দুঃখ ভোগ কবিতে হইবে। মহাবীব বামকে এখানে আনযন কবিযা আমি নিজে অবণ্যে গমন কবিব। পাপচাবিণি, তোমাব মনোভাব অতিশয পাপপূর্ণ। তোমাব পাপেব ফল আমাব অসহ্য হইতেছে। অযোধ্যাবাসী সকল নবনাবী অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে নিবীক্ষণ কবিতেছে।

সা ত্বমগ্নিং প্রবিশ বা স্বযং বা বিশ দণ্ডকান্।

বজ্জুং বদ্ধাথবা কণ্ঠে নহি তেহন্যৎ পবাযণম্॥ ইত্যাদি। ২।৭৪।৩৩, ৩৪

—পাপীযসি, এক্ষণে তুমি অগ্নিতে প্রবেশ কব, কিংবা স্বযং দণ্ডকাবণ্যে গমন কব, অথবা গলায বজ্জু বাঁধিযা প্রাণ ত্যাগ কব। তোমাব অন্য গতি নাই। সত্যনিষ্ঠ বাম সিংহাসনে বসিলে আমাব কলঙ্ক মোচন হইবে, আমি কৃতার্থ হইব।'

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় ও ক্রুদ্ধ বিষধরের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ভরত ভূতলে পতিত হইয়াছেন।

এই সময়ে সুমন্ত্র প্রমুখ অমাত্যবর্গও ভরতের সমীপে উপস্থিত ছিলেন। অনেকক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভরত অশ্রুপূর্ণনেত্রে জননীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সকল আশা-ভরসা ভঙ্গ হওয়ায় কৈকেয়ী অতিশয় দৈন্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভরত অমাত্যগণের সাক্ষাতেই জননীকে ভর্ৎসনাপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—

রাজ্যং ন কাময়ে জাতু মন্ত্রয়ে নাপি মাতরম্।

অভিষেকং ন জানামি যোঽভূদ্ রাজ্ঞা সমীক্ষিতঃ॥ ইত্যাদি। ২।৭৫।৩, ৪

—আমি কখনও রাজ্য কামনা করি নাই এবং রাজ্যলাভের নিমিত্ত জননীকে পরামর্শও দিই নাই। মহারাজ যে রামকে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছেন, সেই সম্বন্ধেও আমি কিছুই জানি না। শত্রুঘ্নের সহিত আমি অতি দূরদেশে বাস করিতেছিলাম। মহাত্মা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর অরণ্যগমনের কোন সংবাদও আমি জানিতাম না।

কৌশল্যা ভরতের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুমিত্রাকে বলিলেন—'ক্রূর কৈকেয়ীর পুত্র ভরত যেন আসিয়াছে। আমি দূরদর্শী ভরতের সহিত দেখা করিতে চাই।' বিষণ্ণবদনা শীর্ণদেহা প্রায় চেতনাশূন্যা কৌশল্যা কাঁপিতে কাঁপিতে ভরতের নিকট যাত্রা করিয়াছেন। এদিকে ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত কৌশল্যার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পথিমধ্যে ভরতকে দেখিয়াই কৌশল্যা জ্ঞান হারাইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান। ভরত ও শত্রুঘ্ন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুঃখিনী কৌশল্যা কাঁদিয়া ভরতকে বলিলেন—'বৎস, তুমি রাজ্য কামনা করিয়াছিলে, কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর কার্যের দ্বারা অতি শীঘ্রই রাজ্য লাভ করিয়াছ। কিন্তু এইভাবে আমার পুত্রকে চীরবসন পরাইয়া নির্বাসিত না করিলেও কৈকেয়ী তোমাকে রাজ্য দিতে পারিতেন। তিনি আমাকে অতি শীঘ্রই রামের নিকট পাঠাইতে পারেন। অথবা সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিহোত্রকে অগ্রে স্থাপন করিয়া আমি রামের পথে যাত্রা করিব। কিংবা তুমি আমাকে রামের কাছে লইয়া যাও।'

কৌশল্যার বাক্যে নির্দোষ রাজপুত্র অতিশয় ব্যথিত হইলেন। ক্ষতস্থানে শলাকার আঘাতের তুল্য ব্যথা পাইয়া তিনি উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে জ্যেষ্ঠা জননীর পায়ে পড়িয়া বহুভাবে বিলাপ করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। সংজ্ঞালাভের পর নানাবিধ কঠোর শপথ-বাক্যে তিনি কৌশল্যাকে কহিলেন যে, এই ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। ভরতের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কৌশল্যা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অচেতনপ্রায় ভূলুণ্ঠিত ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে সেই রাত্রি কাটাইয়াছেন।

পরদিন (দশরথের মৃত্যুর দ্বাদশ দিবসে) বশিষ্ঠ দশরথের দেহ-সংস্কারের নিমিত্ত ভরতকে উপদেশ দিলে শোকসন্তপ্ত ভরত পিতার শবদেহকে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া বিলাপ করিতেছেন। বশিষ্ঠদেব পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। মহারাজের দাহাদি অন্ত্যেষ্টি কর্ম ও দাহের দ্বাদশ দিবসে শ্রাদ্ধশান্তি সুসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু ভরতের চিত্ত শোকে আকুল। তিনি কখনও পিতাকে স্মরণ করিয়া কখনও রামের দুর্দশার বিষয় ভাবিয়া শুধু বিলাপই করিতেছেন। পিতার শ্মশানে যাইয়া তিনি বলিতেছেন—

পিতরি স্বর্গমাপন্নে রামে চারণ্যমাশ্রিতে।

কিং মে জীবিতসামর্থ্যং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥ ইত্যাদি। ২।৭৭।১৭, ১৮

—পিতা স্বর্গে গমন করিলেন, আর রাম বনবাসী হইলেন। এই অবস্থায় আমার প্রাণধারণের শক্তি নাই, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন আমি এই শূন্য পুরীতে প্রবেশ

কবিতে পাবিব না, তপোবনেই প্রবেশ কবিব।

বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্রেব প্রবোধ বাক্যে ভবত ও শত্রুঘ্ন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন।

একদা ক্রুদ্ধ শত্রুঘ্ন মন্থবাকে ধবিযা মাবিযা ফেলিবাব উদ্দেশ্যে টানিযা লইযা যাইতেছিলেন। ভবত শত্রুঘ্নকে বাবণ কবিযা বলিলেন

হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেযীং দুষ্টচাবিণীম্।
যদি মাং ধার্মিকো বামো নাসূযেন্মাতৃঘাতকম্ ॥ ইত্যাদি। ২।৭৮।২২, ২৩

—যদি ধার্মিক বাম মাতৃহন্তা বলিযা আমাব উপব ক্রুদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে আমি নিজেই পাপীযসী দুষ্টা কৈকেযীকে হত্যা কবিতাম।কুব্জাকে আমবা হত্যা কবিযাছি শুনিতে পাইলে বাম নিশ্চযই তোমাব এবং আমাব সহিত বাক্যালাপও কবিবেন না।

দশবথেব শ্রাদ্ধেব পব একদিন গত হইযাছে। শ্রাদ্ধেব তৃতীয দিন প্রাতঃকালে অমাত্যগণ ভবত সমীপে উপস্থিত হইযা সিংহাসন গ্রহণ কবিবাব প্রার্থনা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, অভিযেকেব দ্রব্যসম্ভাব লইযা সকলেই বাজকুমাবেব প্রতীক্ষা কবিতেছেন।

দৃঢসঙ্কল্প ভবত সংগৃহীত সেই দ্রব্যসম্ভাবকে প্রদক্ষিণ কবিযা বলিলেন—'আপনাবা সকলেই জানেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই এই.বংশে বাজ্যেব অধিকাবী। আমাকে এইৰূপ বলা আপনাদেব উচিত নহে। আমি আমাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বন হইতে ফিবাইযা আনিব এবং আমিই চৌদ্দ বৎসব বনে বাস কবিব। আমি শুধু মাতৃনামধাবিণী মাতাব অভিলাষ পূর্ণ হইতে দিব না। আপনাবা চতুবঙ্গ সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করুন। শিল্পিগণ পথ নির্মাণ করুন।' ভবতেব উদাব বাক্যে সমবেত জনমণ্ডলীব নযনে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। সকলেই 'ধন্য ধন্য' কবিতে লাগিলেন।[৮]

ভূতত্ত্ববিৎ, যন্ত্রপবিচালক, স্থপতি প্রমুখ কর্মিগণ পথকে সুখগম্য কবিতে নিযুক্ত হইযাছেন। কযেক দিনেব মধ্যে অযোধ্যা হইতে গঙ্গাতীব পর্যন্ত উৎকৃষ্ট বাজমার্গ নির্মিত হইল। পথিমধ্যে সুবম্য বাসস্থান, কূপ প্রভৃতিও নির্মিত হইযাছে।

ভবত যে-দিন অমাত্যগণেব নিকট তাঁহাব অভিপ্রায ব্যক্ত কবেন, তাহাব পবদিন প্রাতঃকালে সূত-মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ ভবতেব স্তুতিগান আবম্ভ কবিযাছেন। ব্যথিত ভবত 'আমি বাজা নহি'—বলিযা তাঁহাদিগকে নিষেধ কবেন।

সিংহাসনে আবোহণ কবিবাব নিমিত্ত বশিষ্ঠ সভামধ্যে সর্বসমক্ষে অনেক যুক্তিপ্রযোগ কবিযা ভবতকে বুঝাইতেছেন, পবন্তু ভবত বামেব ধ্যানে মগ্ন বহিযাছেন। সমধিক ব্যথিত হইযা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বশিষ্ঠকে বলিতেছেন—

চবিতব্রহ্মচর্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ।
ধর্মে প্রযতমানস্য কো বাজ্যং মদ্বিধো হবেৎ ॥ ইত্যাদি। ২।৮২।১১-১৬

—যিনি ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক বিদ্যাধ্যযন সমাপ্ত কবিযাছেন এবং সর্বদা ধর্মাচবণে প্রযত্নশীল, সেই প্রাজ্ঞ বামেব এই বাজ্য মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি হবণ কবিবে ? দশবথেব পুত্র কিৰূপে বাজ্য অপহবণ কবিবে ? এই বাজ্যও বামেব, আমিও বামেব। মুনিবব, এই ব্যাপাবে ধর্মসঙ্গত উপদেশ দেওযাই আপনাব পক্ষে উচিত। আমাব জননী যে পাপকার্য কবিযাছেন, আমি তাহা অনুমোদন কবি না। আমি এইস্থানে থাকিযাই অবণ্যবাসী বামকে প্রণাম কবিতেছি। তাঁহাকে ফিবাইযা আনিতে না পাবিলে লক্ষ্মণেব ন্যায আমিও তাঁহাব সঙ্গে বনে বাস কবিব।

ভবতেব কথা শুনিযা সভাসদ্‌গণ আনন্দাশ্রু বিসর্জন কবিতে লাগিলেন। ভবত সুমন্ত্রকে বলিলেন যে, তাঁহাব অবণ্যযাত্রাব কথা সকলকে জানাইযা শীঘ্র যেন সৈন্যগণকে আনযন কবা হয। এবাব সকলেব মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হইযা উঠিযাছে।

পবদিন প্রাতঃকালেই ভবত যাত্রা কবিযাছেন। অমাত্য, পুবোহিত, অগণিত প্রজাবৃন্দ, সৈন্যগণ, কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং কৈকেযীও সঙ্গে চলিযাছেন। অসংখ্য হাতী ঘোড়া ও বথে আবোহণ কবিযা সকলেই বথাৰূঢ ভবতেব অনুগমন কবিতেছিলেন। শৃঙ্গবেবপুবেব নিকট গঙ্গাতীবে সকলেব অবস্থানেব কথা বলিযা ভবত গঙ্গাজলে পিতৃকৃত্য তর্পণাদি সম্পন্ন কবিলেন।

নিষাদবাজ গুহ গঙ্গাতীবে চতুবঙ্গ সেনাবাহিনী ও ইক্ষ্বাকুবংশেব পবিচাযক কোবিদাবেব (বক্তকাঞ্চনবৃক্ষ) পতাকা দেখিযা সন্দেহ কবিলেন যে, দুর্বুদ্ধি ভবত নির্বাসিত বামকে হত্যা কবিতে চলিযাছেন। তিনি তাঁহাব শত শত বলবান্ যোদ্ধৃগণকে আদেশ দিলেন—তাহাবা যেন যুদ্ধেব নিমিত্ত সজ্জিত থাকে। ভবতেব উদ্দেশ্য যদি অসাধু না হয, তবেই তাঁহাকে গঙ্গা পাব হইতে দেওযা হইবে। জ্ঞাতিগণে পবিবৃত হইযা গুহ স্বযং মৎস্য, মাংস ও মধু উপহাব লইযা ভবতেব সমীপে গমন কবিযাছেন। তাঁহাব আতিথ্য গ্রহণ কবিবাব নিমিত্ত তিনি সবিনযে ভবতেব নিকট প্রার্থনা জানাইলে ভবত বলিলেন যে, তিনি ভবদ্বাজেব আশ্রমে যাইবেন, গুহেব নিকট হইতে তিনি পথেব সন্ধান জানিতে চান। গুহ কহিলেন—'আমাব কৈবর্তগণকে লইযা আমিও আপনাব সঙ্গে যাইব।'

কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি বামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
ইযং তে মহতী সেনা শঙ্কা জনযতীব মে॥ ২।৮৫।৭

—আপনি শুভকর্মা বামেব সম্বন্ধে কোনৰূপ দুষ্টভাব পোষণপূর্বক যাইতেছেন না ত? আপনাব এই অগণিত সেনাবাহিনী আমাব যেন আশঙ্কাব কাবণ হইতেছে।

ভবত শপথ কবিযা বলিলেন, তিনি বামকে অযোধ্যায ফিবাইযা লইযা যাইবাব উদ্দেশ্যেই যাত্রা কবিযাছেন, গুহ যেন তাঁহাকে সন্দেহ না কবেন। এই কথা শুনিযা গুহ প্রসন্নমুখে বলিতেছেন—

ধন্যস্ত্বং ন ত্বযা তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং বাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি॥ ইত্যাদি। ২।৮৫।১২, ১৩

—আপনি ধন্য। পৃথিবীতে আপনাব তুল্য কাহাকেও দেখিতেছি না। যেহেতু, আপনি অযত্নলব্ধ বাজ্য পবিত্যাগ কবিতে চাহিতেছেন। আপনি যে ক্লিষ্ট বামকে ফিবাইযা আনিতে সঙ্কল্প কবিযাছেন, ইহাতে আপনাব অক্ষয কীর্তি সর্বলোকে ব্যাপ্ত হইবে।

পবে ভবতেব দুঃখ অনুভব কবিযা গুহও সমধিক ব্যথিত হইযাছেন। গুহেব মুখে বাম-লক্ষ্মণেব কথা শুনিযা ভবত পুনঃ পুনঃ মূর্ছিত হইতেছেন। সংজ্ঞালাভ কবিযা তিনি পুনবায গুহকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন—

ভ্রাতা মে ক্বাবসদ্ বাত্রৌ ক্ব সীতা ক্ব চ লক্ষ্মণঃ।
অস্বপচ্ছযনে কস্মিন্ কিং ভুক্ত্বা গুহ শংস মে॥ ২।৮৭।১৩

—গুহ, আমাব ভ্রাতা বাম তোমাব এখানে বাত্রিতে কোথায বাস কবিযাছিলেন? সীতা এবং লক্ষ্মণই বা কোথায বাস কবিযাছিলেন? তাঁহাবা কোথায শযন কবিযাছিলেন? কি আহাব কবিযাছিলেন? তুমি সকল কথা আমাকে বল।

গুহেব নিকট হইতে সকল বৃত্তান্ত শুনিযা এবং ইঙ্গুদীবৃক্ষমূলে বামেব কুশশয্যা দেখিযা ভবত করুণভাবে বিলাপ কবিতে কবিতে প্রতিজ্ঞা কবিতেছেন—

অদ্য প্রভৃতি ভূমৌ তু শযিষ্যেঽহং তৃণেষু বা।
ফলমূলাশনো নিত্যং জটাচীবাণি ধাবযন্॥ ২।৮৮।২৬

—আমি অদ্য হইতে ভূতলে কিংবা তৃণশয্যায শযন কবিব এবং জটাচীব ধাবণপূর্বক নিত্য

ফলমূল আহাব কবিব।

সেই বাত্রি গঙ্গাতীবে বাস কবিযা পবদিন সকালবেলা গুহেব আনীত পাঁচশত নৌকায সঙ্গিগণ সহ ভবত গঙ্গা পাব হইলেন এবং পূর্বাহ্নেই প্রযাগেব সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যগণকে একক্রোশ দূবে প্রযাগবনে বাখিযা অমাত্য ও পুবোহিতবর্গেব সহিত তিনি পদব্রজেই ভবদ্বাজেব আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। যথাবিধি অভ্যর্থনাদিব পব মুনি ভবদ্বাজও ভবতকে সন্দেহ কবিযা বলিতেছেন।

কচ্চিন্ন তস্যাপাপস্য পাপং কর্তুমিহেচ্ছসি।
অকণ্টকং ভোক্তুমনা বাজ্যং তস্যানুজস্য চ॥ ২।৯০।১৩

—তুমি নিষ্কণ্টক বাজ্য ভোগ কবিবাব উদ্দেশ্যে সেই নিষ্পাপ বাম ও তাঁহাব অনুজ লক্ষ্মণেব কোন অনিষ্ট কবিতে ইচ্ছা কব নাই ত?

ভবত কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তব দিতেছেন—'আপনি সর্বজ্ঞ হইযাও আমাকে এইপ্রকাব ভাবায আমাব মৃত্যুতুল্য কষ্ট বোধ হইতেছে। আমি পুরুষোত্তম বামেব চবণে ধবিযা তাঁহাকে আযোধ্যায লইযা যাইতে আসিযাছি। মহীপতি বাম কোথায আছেন, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন।'

ভবদ্বাজ কহিলেন—'নবশ্রেষ্ঠ ভবত, তুমি বঘুবংশেব সন্তান। এইজন্যই তোমাতে গুরুভক্তি, জিতেন্দ্রিযতা ও সাধুগণেব আনুগত্য সম্ভবপব হইযাছে। তোমাব মনোভাব জানিযাও তোমাব মুখে শুনিবাব নিমিত্ত ও তোমাব কীর্তি বর্দ্ধনেব উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে এই প্রশ্ন কবিযাছি। তোমাব ভ্রাতৃগণ এখন চিত্রকূটে বাস কবিতেছেন। আজ আমাব আতিথ্য স্বীকাব কবিযা আগামী কল্য তুমি সেইস্থানে যাইবে।'

ভবদ্বাজ যোগবলে সেই বাত্রিতে ভবতেব সৈন্য ও পাত্রমিত্রগণেব এমনই সৎকাব কবিলেন যে, সকলেই বিস্ময বোধ কবিলেন। পবদিন প্রাতঃকালে মুনিকে প্রণামপূর্বক চিত্রকূট-গমনেব প্রার্থনা কবিযা ভবত কহিতেছেন— সমীপং প্রস্থিতং ভ্রাতুর্মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা। ২।৯২।৭

—ভগবন্, আমি এখন ভ্রাতাব নিকট যাত্রা কবিতেছি। আপনি আমাকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করুন।

ভবত মুনি হইতে চিত্রকূটেব পথেব সন্ধান পাইযাছেন। জননীগণ মুনিকে প্রণাম কবিলে পব মুনি তাঁহাদেব বিশেষ পবিচয জানিতে চাহিলে ভবত জননীদেব পবিচয দিতেছেন—'ভগবন্, শোকে ও অনশনে শীর্ণদেহা এই যে দেবীরূপিণী জননীকে দেখিতেছেন, ইনি পিতৃদেবেব প্রধানা মহিষী, পুরুষোত্তম বামেব জন্মদাত্রী। ইঁহাব বামবাহু ধাবণ কবিযা যিনি দুঃখিতচিত্তে দাঁড়াইযা বহিযাছেন, ইনি পিতৃদেবেব মধ্যমা মহিষী। বীব কুমাবদ্বয লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইঁহাব পুত্র। আব যিনি নবশ্রেষ্ঠ বাম ও লক্ষ্মণকে মৃত্যুতুল্য কষ্টে নিমগ্ন কবিযাছেন, যিনি মহাবাজ দশবথেব মৃত্যু ঘটাইযাছেন, যিনি ক্রোধনা, গর্বিতা, সৌভাগ্যমদমত্তা, অমার্জিতবুদ্ধি, ঐশ্বর্যলুব্ধা এবং অনার্যা হইযাও আর্যাব ন্যায প্রতীযমানা, ইনিই হইতেছেন—আমাব জননী। ইঁহাব জন্যই আমাব এইরূপ মহাবিপদ্ উপস্থিত হইযাছে।'

বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে এইরূপ পবিচয দিযা ভবত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবিতে লাগিলেন। ভবদ্বাজ ভবতকে বলিতেছেন—

ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকেযী ভবত ত্বযা।
বামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি॥ ইত্যাদি। ১।৯২।৩০, ৩১

—ভবত, এইৰূপ কাজেব জন্য কৈকেয়ীকে দোষ দিও না। বামেব নির্বাসনেব পবিণাম শুভ হইবে। বামেব এই নির্বাসন হইতে দেবতা, দানব ও তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণেব কল্যাণ সাধিত হইবে।

সকলকে লইয়া ভবত চিত্রকূটে যাত্রা কবিযাছেন। চিত্রকূটেব সন্নিহিত হইযা সৈন্যগণকে কিছু দূবে স্থাপন কবিযা শত্রুঘ্ন, সুমন্ত্র ও ধৃতিব সহিত তিনি অগ্রজেব আশ্রমেব সন্ধান কবিতেছেন। গুহও তাঁহাদেব সঙ্গে গিযাছিলেন। ভবত শুধু বামেব কথাই বলিতেছেন। অনেক বৃক্ষে চীববাস বদ্ধ বহিযাছে দেখিযা তিনি অনুমান কবিলেন—সম্ভবতঃ অসময়ে পথ-পবিচযেব উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ এইৰূপ কবিযা থাকিবেন। ভবত বিলাপ কবিযা কহিতেছেন—

ইতি লোকসমাকৃষ্টঃ পাদেষদ্য প্রসাদযন্।
বামং তস্য পতিষ্যামি সীতাযা লক্ষ্মণস্য চ॥ ২।৯৯।১৭

—(যিনি সকল লোকেব পালক, সেই পুরুষব্যাঘ্র বাম আমাব জন্যই বনবাসী হইযাছেন।) এই কাবণে আমিও আজ সকলেব নিন্দাভাজন। বামকে প্রসন্ন কবিবাব নিমিত্ত আমি তাঁহাব, সীতাদেবীব ও লক্ষ্মণেব পদতলে পতিত হইব।

লক্ষ্মণ ভবতেব কনিষ্ঠ হইলেও বামভক্ত বলিযা মহাভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। আপন অপবাধেব ক্ষমা প্রার্থনাব উদ্দেশ্যে বিলপমান ভবত লক্ষ্মণেবও পাযে ধবিবাব কল্পনা কবিতেছেন।

ভবত বামেব কুটীব দেখিতে পাইযাছেন। কুটীবে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দেখিতে পাইযা তাঁহাব আব সন্দেহ বহিল না। কুটীবেব সম্মুখে পবিত্র অগ্নিসমন্বিত সুপ্রশস্ত বেদী বহিযাছে। মুহূর্তকাল সেই বেদীটিকে অবলোকন কবিযা ভবত পর্ণকুটীবেব অভ্যন্তবে উপবিষ্ট জটামণ্ডলধাবী অগ্রজকে দেখিতে পাইলেন। সীতা ও লক্ষ্মণেব সহিত বাম আস্তৃত কুশেব উপব ভূমিতে উপবিষ্ট।

বামকে দেখিযাই ভবত অতিমাত্রায বিহ্বল হইযা পড়েন। পুনঃ পুনঃ নিজকে ধিক্কাব দিতে দিতে তিনি বামেব চবণ ধবিতে যাইতেছেন, কিন্তু ধবিতে না পাবিযা কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িযা গেলেন। একবাব মাত্র শুধু 'আর্য' এই শব্দটি উচ্চাবণ কবিযা আব কিছুই বলিতে পাবিলেন না।

জটিলং চীববসনং প্রাঞ্জলিং পতিতং ভুবি।
দদর্শ বামো দুর্দশং যুগান্তে ভাস্কবং যথা॥ ইত্যাদি। ২।১০০।১, ২

—প্রলযকালে ভূপতিত সূর্যেব ন্যায চীববসন দুর্দশাগ্রস্ত কৃতাঞ্জলি ভবতকে বাম প্রথমতঃ চিনিতেই পাবেন নাই। বিবর্ণমুখ অতি কৃশ ভবতকে কোনৰূপে চিনিতে পাবিযা তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিযা লইলেন।

কুশল-প্রশ্নাদিব পব বাম প্রসঙ্গতঃ ভবতকে বাজধর্ম বিষযে অনেক উপদেশ দেন। তাবপব বাম তাঁহাব আগমনেব উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে ভবত অতিকষ্টে শোকাবেগ সংববণ কবিযা পিতাব পবলোকগমনেব কথা বলিযা সবিনযে নিজেব অভিলাষ ব্যক্ত কবেন। ভবত অগ্রজকে বলিতেছেন—

এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্ধং শিবসা যাচিতো মযা।
ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি॥ ২।১০১।১২

—আমি এই সচিবগণেব সহিত অবনতশিবে প্রার্থনা কবিতেছি—আপনি এই ভ্রাতাব প্রতি, এই শিষ্যেব প্রতি, আপনাব এই দাসেব প্রতি প্রসন্ন হউন।

বাষ্পকণ্ঠ ভবত অগ্রজেব চবণে পডিযা আছেন। বাম তাঁহাকে আলিঙ্গন কবিযা নানাবিধ ধর্মসঙ্গত যুক্তি দ্বাবা বুঝাইতে চাহিলেন যে, তিনি কিছুতেই পিতাব আজ্ঞাব অন্যথা কবিতে পাবেন না।

পিতৃমবণেব সংবাদে শোকার্ত বামেব সহিত সেই দিন ভবতেব আব কোন কথা হইল না। বন্ধুবান্ধবে পবিবৃত শোকাকুল দাশবথিগণ অতি দুঃখে সেই বাত্রি কাটাইযাছেন। পবদিন প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক প্রভৃতিব পব সকলেই মৌন অবলম্বনপূর্বক বামেব নিকটে বসিযা আছেন। ভবত অগ্রজকে বলিতে লাগিলেন—

সান্ত্বিতা মামিকা মাতা দত্তং বাজ্যমিদং মম।
তদ্ দদামি তবৈবাহং ভুঙ্ক্ষ্ব বাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ইত্যাদি। ২।১০৫।৪—১২

—পিতৃদেব প্রথমতঃ আপনাকেই বাজ্য দিযাছেন। পবে আমাব মাতাব সান্ত্বনাব নিমিত্ত আমাকে বাজ্য দেন। বস্তুতঃ এই বাজ্য আপনাবই প্রদত্ত। আমি ইহা আপনাকে প্রত্যর্পণ কবিতেছি। ইহা গ্রহণ কবিলে আপনি পিতৃসত্য পালন হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। আপনি ব্যতীত আব কেহই এই বাজ্য বক্ষা কবিতে পাবিবে না। গর্দভ যেরূপ অশ্বেব গতিব অনুকবণ কবিতে পাবে না, সাধাবণ পক্ষী যেরূপ গরুডেব অনুকবণে অসমর্থ, সেইরূপ আপনাব পালনী শক্তিব অনুকবণ কবিবাব সাধ্য আমাব নাই। আপনি প্রজাপালন না কবিলে কিরূপে পিতৃদেবেব প্রীতিলাভ হইবে ? আপনাকে সিংহাসনস্থ দেখিযা সকলেই আনন্দিত হউন।

সভাসদ্‌গণ 'সাধু, সাধু' বলিতে লাগিলেন। কিন্তু বাম নানাপ্রকাব উপদেশ দিযা ভবতকে নিবস্ত কবিতে চাহিযাছেন। ভবত কিছুতেই মানিতেছেন না। তিনি পুনবায কাতবস্ববে কহিতেছেন—

প্রোষিতে মযি তৎ পাপং মাত্রা মৎকাবণাৎ কৃতম্।
ক্ষুদ্রযা তদনিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম ॥ ইত্যাদি। ২।১০৬।৮-৩২

—আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন ক্ষুদ্রাশযা জননী আমাব নিমিত্ত যে পাপ কবিযাছেন, তাহা সর্বথা আমাব অনভিপ্রেত। আপনি আমাব প্রতি প্রসন্ন হউন। স্ত্রীলোককে হত্যা কবা অনুচিত। এইজন্য আমি আমাব পাপিষ্ঠা জননীকে কঠোব দণ্ডেব দ্বাবা হত্যা কবি নাই। সৎকর্মশীল দশবথেব পুত্র হইযা এবং ধর্ম ও অধর্মেব স্বরূপ জানিযা আমি কিরূপে এই বাজ্য গ্রহণ কবিব ? পিতৃদেব পবলোকগত হইযাছেন। সভামধ্যে মহাগুরুব নিন্দা কবিব না। কিন্তু কোন্ ধার্মিক ব্যক্তি পত্নীব নিমিত্ত এইরূপ গর্হিত কার্য কবিতে পাবে ? প্রবাদ আছে যে, অন্তকালে প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয। মহাবাজ দশবথেব আচবণে সকলে এই প্রবাদেব যথার্থতা জানিতে পাবিযাছে। পিতাব অন্যায কার্যকে সংশোধন কবা সৎপুত্রেব ধর্ম। আপনি পিতাব সৎপুত্র হউন। পিতা, সুহৃদ্‌বৃন্দ, সমস্ত পুববাসী ও জনপদবাসী, কৈকেযী ও আমকে ত্রাণ কবিতে আপনিই সমর্থ। এইস্থানেই আপনাব অভিষেক অনুষ্ঠিত হউক। অভিষিক্ত হইযা আপনি আমাদেব সহিত অযোধ্যায যাত্রা করুন। আর্য, আপনি আমাব মাতাব কলঙ্ক দূব কবিযা পিতৃদেবকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। আপনাব চবণে মস্তক বাখিযা প্রার্থনা কবিতেছি, আমাকে দযা করুন। আমাব প্রার্থনা পূর্ণ না কবিলে আমিও আপনাব সহিত বনেই বাস কবিব।

ভবতেব প্রার্থনা শ্রবণে সকলেবই নেত্র অশ্রুসিক্ত হইযাছে। কিন্তু বাম কিছুতেই পিতৃসত্য ভঙ্গ কবিতে সম্মত হইলেন না। তিনি পিতাব আচবণকে যুক্তিযুক্ত বলিযাই প্রমাণ কবিতে যাইযা বলিলেন যে, দশবথ কৈকেযীকে বিবাহ কবিবাব সমযই কৈকেযীব পুত্রকে

বাজ্য দিবাব প্রতিজ্ঞা কবিযাছিলেন।[৯]

বশিষ্ঠ প্রমুখ ব্যক্তিদেব অনুবোধেও কোন ফল হইল না। বাম তাঁহাব সঙ্কল্পে অচল। ভবত তখন অত্যন্ত বিমর্ষ হইযা সুমন্ত্রকে বলিতেছেন—

ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তব সাবথে।
আর্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি ॥ ইত্যাদি।
২।১১১।১৩, ১৪

—সাবথে, তুমি অতি সত্বব এই চত্ববে কুশ বিছাইযা দাও। আর্য যে-পর্যন্ত আমাব প্রতি প্রসন্ন না হন, সেই পর্যন্ত আমি প্রাযোপবেশন কবিব। অধমর্ণ কর্তৃক ধনহীন ঋণদাতা ব্রাহ্মণ যেরূপ স্বীয ধন পুনঃপ্রাপ্তিব আশায অনাহাবে মুদ্রিতনযনে অধমর্ণেব দ্বাবদেশে শযন কবিযা ধর্ণা দেন, আর্য অযোধ্যায ফিবিযা না যাওযা পর্যন্ত এই পর্ণকুটীবেব দ্বাবদেশে আমিও সেইরূপ ধর্ণা দিযা শযন কবিযা থাকিব।

বামেব মনোভাব বুঝিযা সুমন্ত্র কুশ আনযনে বিলম্ব কবিতেছেন। ভবত নিজেই কুশাস্তবণ কবিযা ধর্ণা দিতে উদ্যোগ কবিতেছেন দেখিযা বাম তাঁহাকে বাবণ কবেন। বামেব উপদেশে ক্ষত্রিযেব অকবণীয কর্ম হইতে ভবত নিবস্ত হইলেন এবং এই শাস্ত্রনিষিদ্ধ সঙ্কল্পেব প্রাযশ্চিত্তরূপে জল স্পর্শ কবিলেন। এবাব তিনি বলিতেছেন—

শৃণ্বন্তু মে পবিষদো মন্ত্রিণঃ শ্রেণযস্তথা।
ন যাচে পিতবং বাজ্যং নানুশাসামি মাতবম্ ॥ ইত্যাদি। ২।১১১।২৫, ২৬

—সভাসদগণ, মন্ত্রিগণ ও উপস্থিত সকলে শুনুন—আমি পিতাব নিকট বাজ্য প্রার্থনা কবি নাই, জননীকেও এই বিষযে কোন অনুবোধ কবি নাই এবং ধর্মনিষ্ঠ আর্য বাঘবেব বনবাসেও সম্মতি জ্ঞাপন কবি নাই। তথাপি বনবাসেব দ্বাবাই যদি পিতৃদেবেব আদেশ পালন কবিতে হয, তবে আমিই চৌদ্দ বৎসব বনে বাস কবিব।

বাম কহিলেন, তিনি এইপ্রকাব প্রতিনিধি নিযোগ কবিতে পাবেন না, যেহেতু পিতৃসত্য-পালনে তিনি স্বযং সমর্থই আছেন। কিছুতেই বামেব সঙ্কল্প শিথিল হইল না দেখিযা ভবত বামেব নিকট শেষ প্রার্থনা কবিতেছেন—

অধিবোহার্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে।
এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ ॥ ২।১১২।২১

—আর্য, আপনি কুটীবসন্নিহিত সুবর্ণালঙ্কৃত এই পাদুকাদ্বযে চবণ অর্পণ করুন। এই পাদুকাযুগল সকল লোকেব বক্ষণাবেক্ষণ কবিবে।

প্রথমতঃ বশিষ্ঠই বামেব নিকট এই প্রস্তাব কবিযাছিলেন। পবে ভবতও অগত্যা এই প্রার্থনাই কবিযাছেন।[১০]

বাম ভবতেব এই প্রার্থনা পূর্ণ কবিলে পব ভবত পাদুকাযুগলকে প্রণাম কবিযা করুণসুবে কহিতেছেন—'চৌদ্দ বৎসব কাল আমি জটাচীব ধাবণপূর্বক শুধু ফলমূল আহাব কবিযা নগবেব বাহিবে বাস কবিব এবং আপনাব আগমন প্রতীক্ষা কবিতে থাকিব। বঘুশ্রেষ্ঠ, আমি আপনাব পাদুকাদ্বযে বাজ্যভাব অর্পণ কবিযা এই চৌদ্দ বৎসব অতিবাহিত কবিব।'

চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি বঘূত্তম।
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাত্তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥ ২।১১২।২৫

—হে বঘূত্তম, যে-দিন চৌদ্দ বৎসব পূর্ণ হইবে, সেইদিন যদি আপনাব দর্শন না পাই, তবে অগ্নিতে প্রবেশ কবিব।

তাবপব ভবত সেই পাদুকাযুগল গ্রহণ কবিযা বামকে প্রদক্ষিণ কবিলেন এবং বাজাব

বাহন হস্তীটিব মস্তকে একবাব পাদুকা স্থাপন কবিযা আপনাব মস্তকে পাদুকা ধাবণপূর্বক যাত্রা কবিলেন।

যমুনাব দক্ষিণতীবে চিত্রকূটেব সন্নিকটে ভবদ্বাজেব আবও একটি আশ্রম ছিল। মুনি ভবদ্বাজ তখন সেই আশ্রমেই আছেন। ভবত তাঁহাব সঙ্গিগণ সহ মুনিব আশ্রমে উপস্থিত হইযাছেন। মুনিব জিজ্ঞাসাব উত্তবে তিনি চিত্রকূটেব সকল ঘটনাই মুনিকে বলিযাছেন। ভবতেব কথা শুনিযা মুনি বলিলেন—

অনৃণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশবথস্তব।
যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্মাত্মা ধর্মবৎসলঃ ॥ ২।১১৩।১৭

—তোমাব পিতা মহাবাহু দশবথ সর্বতোভাবে ঋণমুক্ত হইযাছেন। এইবূপ ধর্মাত্মা ও ধর্মপ্রিয তুমি যাঁহাব পুত্র, তাঁহাব ঋণ থাকিতে পাবে না।

মুনিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কবিযা ভবত উত্তবাভিমুখে যাত্রা কবিযাছেন। যথাসমযে তিনি দীন-দশাপ্রাপ্ত অযোধ্যাকে দেখিতে পাইযা সুমন্ত্রকে বলিতেছেন—

সা হি নূনং মম ভ্রাতা পুবস্যাস্য দ্যুতির্গতা। ২।১১৪।২৪

—আমাব মনে হইতেছে, আমাব অগ্রজেব সহিত এই নগবীব সেই শোভাও চলিযা গিযাছে।

দুঃখিত ভবত অযোধ্যায উপস্থিত হইযা প্রথমেই তাঁহাব পিতাব শূন্য ভবনে প্রবেশ কবেন। সেই নিবানন্দ অন্তঃপুব দর্শন কবিযা তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। মাতৃগণকে সেইখানে বাখিযা তিনি বশিষ্ঠ প্রমুখ গুৰুজনকে লইযা নগবীব পূর্বদিকে একক্রোশ দূবে নন্দিগ্রামে যাত্রা কবেন। অনাহূত হইযাও সকলই নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইযাছেন। বথ হইতে অবতবণপূর্বক ভবত সকলকে বলিলেন যে, এই বাজ্য তাঁহাব অগ্রজেব গচ্ছিত সম্পত্তি। বামেব পাদুকাই তাঁহাব প্রতিনিধি। পাদুকাদ্বযেব অভিষেকপূর্বক সিংহাসনে স্থাপন কবিযা ভবত তাহাব উপব ছত্র ও চামব ধাবণ কবিযা বাজ্যপালন কবিতে লাগিলেন। তিনি সকলকে কহিতেছেন—

বাঘবায চ সন্ন্যাসং দত্ত্বেমে ববপাদুকে।
বাজ্যঞ্চেদমযোধ্যাঞ্চ ধূতপাপো ভবাম্যহম্ ॥ ২।১১৫।২০

—অগ্রজেব গচ্ছিতস্ববূপ এই পাদুকাদ্বয ও এই অযোধ্যাব বাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ কবিযা আমি পাপ হইতে মুক্ত হইব।

মহাকবি কালিদাস বঘুবংশে ভবতেব এই কঠোব ব্রত সম্পর্কে বলিয়াছেন—

মাতুঃ পাপস্য ভবতঃ প্রাযশ্চিত্তমিবাকবোৎ। ১২।১৯

—ভবত যেন মাতাব পাপেব প্রাযশ্চিত্ত কবিতেছিলেন।

স বল্কলজটাধাবী মুনিবেষধবঃ প্রভুঃ।
নন্দিগ্রামেঽবসদ্ বীবঃ সসৈন্যো ভবতস্তদা ॥ ২।১১৫।২১

—জটাবল্কলধাবী শক্তিশালী ভবত মুনিজনোচিত বেষ ধাবণ কবিযা সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস কবিতে লাগিলেন।

ভবতেব অমাত্য এবং পাবিষদ্বর্গও সর্বপ্রকাব ভোগে বিবত হইযা গৈবিক বস্ত্র ধাবণ কবিযাছেন।[১১]

এইভাবে বামেব পাদুকাব সেবক তাপস ভবতেব বাজ্যপালন চলিতে লাগিল। তিনি নন্দিগ্রামে থাকিযাই চবমুখে বনবাসী বামেব খবব-বার্তা শুনিতেছেন। তেব বৎসব পরে সীতাহবণের সংবাদ শুনিতে পাইযা ভবত বিভিন্ন দেশেব তিনশত যুদ্ধকুশল বীব নৃপতিকে

অযোধ্যায় আনাইয়াছিলেন। যদি রাবণের সহিত যুদ্ধে রামকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন হয়, এই উদ্দেশ্যেই ভরত নৃপতিবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই। রাবণবধের পর রাম অযোধ্যায় অভিষিক্ত হইয়া সেই নৃপতিগণকে বিদায় দিয়াছেন।[১২]

চৌদ্দ বৎসর পর সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া রাম প্রয়াগে ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে তাঁহার প্রত্যাগমনের সংবাদ দিতে তিনি হনুমান্‌কে ভরতের নিকট পাঠাইলেন। হনুমান্ নন্দিগ্রামে যাইয়া—

দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্।
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতম্॥ ইত্যাদি। ৬।১২৫।৩০-৩২

—আশ্রমবাসী দীন ভ্রাতৃশোকে কৃশ জটাধারী মলিন ভরতকে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তেজস্বী সেই বীরপুরুষ বল্কলাজিন ধারণ করিয়া পরমাত্মচিন্তায় নিমগ্ন। রামের পাদুকাযুগল সম্মুখে স্থাপন করিয়া তিনি রাজ্য শাসন করিতেছেন।

হনুমানের মুখে রামের আগমনবার্তা শুনিয়াই ভরত অত্যধিক আনন্দে সহসা মোহাভিভূত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। মুহূর্তকাল মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ব্যগ্রভাবে হনুমান্‌কে আলিঙ্গনপূর্বক অশ্রুবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া ভরত কহিতেছেন—

দেবো বা মানুষো বা ত্বমনুক্রোশাদিহাগতঃ। ২।১৩৫।৪৩

—হে সৌম্য, তুমি মনুষ্য না দেবতা, আজ কৃপাপূর্বক এইস্থানে আসিয়াছ? এই প্রিয় সংবাদের অনুরূপ পুরস্কার প্রদানের মত তো কিছুই দেখিতেছি না।

তারপর ভরত হনুমান্‌কে অনেক মহার্ঘ বস্তু দান করিয়া তাঁহার মুখে রামের বনবাসের সকল ঘটনা শুনিলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শত্রুঘ্নকে নির্দেশ দিলেন—'পুরবাসিগণ পবিত্র হইয়া বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্বক আমাদের কুলদেবতা ও নগরের অন্যান্য দেবতাগণের অর্চনা করুন। নগরের সকলেই রামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে নির্গত হউন। অযোধ্যা হইতে নন্দিগ্রাম পর্যন্ত পথ পরিষ্কৃত হউক এবং সমস্ত পথকে জলসিক্ত করা হউক। উচ্চ পতাকাদির দ্বারা রাজপথকে সুশোভিত কর। চতুর্দিকে খই ও পুষ্প বর্ষণ কর।'

পরদিন প্রাতঃকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া রামের পাদুকা মস্তকে স্থাপন করিয়া তাপসবেশধারী ভরত পথে দাঁড়াইয়া রামের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে রামের বিমান দৃষ্টিগোচর হইল। সকলেই সমস্বরে 'ঐ রাম' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রাম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি অগ্রজের অর্চনা করেন। তিনি প্রণত হইয়া অগ্রজের চরণ ধারণ করিলে পর রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জড়াইয়া ধরিয়াছেন।

তারপর সীতাকে প্রণাম করিয়া রামের সুহৃদ্ সুগ্রীবাদিকে আলিঙ্গনপূর্বক ভরত সুগ্রীবকে কহিতেছেন—

ত্বমস্মাকং চতুর্ণাং বৈ ভ্রাতা সুগ্রীব পঞ্চমঃ। ২।১২৭।৪৬

—সুগ্রীব, তুমি আমাদের চারি ভ্রাতার পঞ্চম ভ্রাতা হইয়াছ।

পাদুকে তে তু রামস্য গৃহীত্বা ভরতঃ স্বয়ম্।
চরণাভ্যাং নরেন্দ্রস্য যোজয়ামাস ধর্মবিৎ॥ ইত্যাদি। ২।১২৭।৫৩-৫৬

—ধার্মিকপ্রবর ভরত স্বয়ং নরেন্দ্র রামের চরণে সেই পাদুকা পরিধান করাইয়া জোড়হাতে কহিতেছেন—আপনার গচ্ছিত রাজ্য আজ আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। আজ আমার

মনোবথ পূর্ণ ও জন্ম সার্থক হইল। আপনি ধনাগাবাদি পর্যবেক্ষণ করুন। আপনাব তেজোবলেই আমি এইগুলিকে দশগুণ বৃদ্ধি কবিতে পাবিযাছি।

ভ্রাতৃবৎসল ভবতেব বাক্য শুনিযা ও তাঁহাব তৎকালীন আকৃতি দর্শন কবিযা বানবগণ ও বিভীষণ অশ্রু বিসর্জন কবিতে লাগিলেন এবং বাম তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিযা লইলেন।

নিবপবাধ ধর্মনিষ্ঠ ভবত যেন মাতৃকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইযা স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলিলেন। প্রথমে ভাবত লক্ষ্মণ প্রভৃতিব ক্ষৌবকার্য ও স্নানাদিব পব বাম জটা ত্যাগ কবিযাছেন।

সিংহাসনে আবোহণ কবিযা বাম ভবতকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবিযাছেন।[১৩] বাম 'বাজসূয-যজ্ঞ' কবিতে চাহিলে ভবত সবিনযে অগ্রজকে কহিতেছেন—'বাজন, নৃপমণ্ডলী আপনাকে পিতৃবৎ সম্মান কবিযা থাকেন। আপনি সকলেব আশ্রযস্থল। পবাক্রান্ত নৃপগণ বশ্যতা স্বীকাব না কবিলে যুদ্ধ সংঘটিত হইবে, তাহাতে অনেক বাজবংশ বিনষ্ট হইবে। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, প্রার্থনা কবিতেছি—এই সঙ্কল্প পবিত্যাগ করুন'।[১৪]

বাম ভবতেব যুক্তিপূর্ণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইযা সেই সঙ্কল্প ত্যাগ কবিযাছেন। বামেব 'অশ্বমেধ-যজ্ঞে'—

অন্নপানাদিবস্ত্রাণি সর্বোপকবণানি চ।
ভবতঃ সহশত্রুঘ্নো নিযুক্তো বাজপূজনে॥ ৭।৯২।৫

—নৃপতিগণেব পবিচর্যায নিযুক্ত ভবত ও শত্রুঘ্ন সমবেত নৃপতিগণকে যথোপযুক্ত প্রযোজনীয দ্রব্য এবং বহুবিধ অন্ন, পেয ও বস্ত্রাদি প্রদান কবেন।

কিছুদিন পব মাতুল যুধাজিতেব অভিপ্রায অনুসাবে এবং বামেব আদেশে ভবত সিন্ধুনদেব উভয পার্শ্বে অবস্থিত মনোবম গন্ধর্বদেশকে জয কবিযাছেন এবং অগ্রজেব নির্দেশে সেই দেশকে দুইভাগে বিভক্ত কবিযাছেন। বাম ভবতেব দুই পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে অভিষিক্ত কবিযা সেই দুই দেশেব বাজপদে স্থাপন কবেন।

গন্ধর্বদেশে তক্ষেব বাজধানীব নাম বাখা হইল—'তক্ষশিলা', আব গান্ধাবদেশে পুষ্কলেব বাজধানীব নাম বাখা হইল—'পুষ্কলাবত'।

নিবেশ্য পঞ্চভির্বর্ষৈর্ভবতো বাঘবানুজঃ।
পুনবাযান্মহাবাহুবযোধ্যাং কৈকেযীসুতঃ॥ ইত্যাদি। ৭।১০১।১৬-১৮

—এইরূপে বামানুজ কৈকেযীপুত্র ভবত পুত্রদ্বযকে বাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিযা সেখানে পাঁচ বৎসব বাস কবিযাছেন। তাবপব তিনি অযোধ্যায ফিবিযা আসিযা অগ্রজেব নিকট সকল বৃত্তান্ত নিবেদন কবিলেন। বামও অতিশয প্রীত হইযাছেন।

লক্ষ্মণকে পবিত্যাগ কবাব পব শোকাচ্ছন্ন বাম মহাপ্রস্থানেব সঙ্কল্প কবিযা ভবতকে অযোধ্যাব সিংহাসনে স্থাপন কবিতে চাহিলে—

ভবতশ্চ বিসংজ্ঞোহভূচ্ছ্রুত্বা বাঘবভাষিতম্।
বাজ্যং বিগর্হযামাস বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ইতাদি। ৭।১০৭।৫-৭

—ভবত বামেব বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল মূর্ছিত হইযা বহিলেন। সংজ্ঞা লাভ কবিযা তিনি বাজ্যসম্পদেব অজস্র নিন্দা কবিযা কহিলেন, আমি আপনাকে ছাডিযা বাজ্য লাভ কবিতে বা স্বর্গে যাইতেও অভিলাষ কবি না। বাজন্, কুমাব কুশকে দক্ষিণ কোশলে ও লবকে উত্তবকোশলে অভিষিক্ত করুন।

মহাপ্রস্থানকালে ভবত ভক্তিভবে সাগ্নিহোত্র বামেব অনুগামী হইযা এবং তাঁহাকেই আপনাব একমাত্রগতি জানিযা শত্রুঘ্ন ও অন্তঃপুবচাবিণী মহিলাদেব সহিত চলিতে লাগিলেন।[১৫]

রামের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই এই মহাপুরুষও সরযূর পুণ্য সলিলে অন্তর্হিত হইয়া সশরীরে স্বীয় বৈষ্ণব তেজে বিলীন হইলেন।[১৬]

ভরতের চরিত্রের ন্যায় উন্নত চরিত্র আর কোথাও আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। এরূপ মহান্ আত্মত্যাগও আর কেহই করেন নাই। মাত্র একদিনের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্র ভ্রাতার প্রতি এরূপ ভক্তি যেন বিস্ময়ের-উদ্রেক করে। অতি শোকে ও ক্ষোভে তিনি জননীকে যে-সকল কটু কথা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহাতে কোন অন্যায় হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। রাজনীতি বিষয়ে তিনি বিশেষ নিপুণ না হইলে মাত্র চৌদ্দ বৎসরে রাজকোষ প্রভৃতিকে দশগুণ বর্দ্ধিত করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে রামায়ণের নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল সিতাংশু বলা যাইতে পারে! মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়স হইতেই জননীকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তিনি ঊনচল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাটাইয়াছেন এবং পরে অগ্রজের সেবা করিয়া আরও ত্রিশ বৎসর নিস্পৃহভাবে কাটাইলেন। এই মহাপুরুষের পত্নী মাণ্ডবীর জীবনের কোন চিত্র রামায়ণে নাই। শুধু তাঁহাদের দুইটি পুত্রের কথা পাওয়া যায়। আমরা অনুমান করিতে পারি, মহীয়সী মাণ্ডবীর আত্মত্যাগও বড় কম নহে।

১। ২।৮২।২৯
২। ৩।১৬।৩১-৪০
৩। ১।১৮।২৫
৪। ১।৭৩।৩১
৫। ১।৭৭।১৫-১৯
৬। ২।৬৯ তম সর্গ
৭। ২।৭১ তম সর্গ
৮। ২।৭৯ তম সর্গ
৯। ২।১০৭।৩
১০। ২।১১৩।১২
১১। ৬।১২৫।৩৪
১২। ৭।৩৮।২৬
১৩। ৬।১২৮।৯৩
১৪। ৭।৮৩।১২-১৫
১৫। ৭।১০৯।১২
১৬। ৭।১১০।১২

লক্ষ্মণ

দশরথের মধ্যমা মহিষী সুমিত্রার যমজ পুত্র হইতেছেন—লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন বয়সে রামের মাত্র দুইদিনের কনিষ্ঠ। কর্কট লগ্নে ও অশ্লেষানক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে তাঁহারা সুমিত্রার কোল আলো করিয়াছেন।

অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাজনযৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্দ্ধসমন্বিতৌ ॥ ১।১৮।১৪

—লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই দুইজন বিষ্ণুর অর্ধাংশসম্ভূত, মহাবীর ও সর্বাস্ত্রকুশল।

শিশুকালেই তাঁহারা শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিয়াছেন। জন্মাবধি লক্ষ্মণ ছিলেন রামের নিত্যসহচর। তিনি ছায়ার ন্যায় রামের অনুসরণ করিতেন।

লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ। ১।১৮।৩০ , ৩।৩৪।১৪

—শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রামের বহিঃস্থিত প্রাণের ন্যায় ছিলেন।

রামের দেহরক্ষীর ন্যায় সর্বদাই তিনি রামের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। রাম মৃগয়ায় গেলে লক্ষ্মণ ধনুর্বাণহস্তে রামের রক্ষকরূপে তাঁহাকে অনুসরণ করেন।

বিশ্বামিত্র-মুনি যখন যজ্ঞরক্ষার্থ রামকে লইয়া যান, লক্ষ্মণও তখন অগ্রজের সঙ্গে গিয়াছেন। তাঁহাকে রামের দক্ষিণবাহুও বলা হইয়াছে।[১]

রাম তাড়কাকে বধ করিবার সময় লক্ষ্মণ তাড়কার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়াছিলেন।[২]
যৌবনে লক্ষ্মণের যে আকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতি মনোহর।

তস্যানুরূপো বলবান্ রক্তাক্ষো দুন্দুভিস্বনঃ।
কনীযান্ লক্ষ্মণো ভ্রাতা রাকাশশিনিভাননঃ ॥ ৩।৩১।১৬
স সুবর্ণচ্ছবিঃ শ্রীমান্ । ৫।৩৫।২৩
শুদ্ধজাম্বনদপ্রভঃ।
বিশালবক্ষাস্তাম্রাক্ষো নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ ॥ ৬।২৮।২২

—রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ রূপে ও গুণে তাঁহারই অনুরূপ। লক্ষ্মণের নয়নের প্রান্তভাগ তাম্রবর্ণও কণ্ঠস্বর দুন্দুভির ন্যায়। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল। লক্ষ্মণের গাত্রবর্ণ কাঁচা সোনার মত, বক্ষঃস্থল সুবিশাল। আকুঞ্চিত সুনীল কেশরাশিতে তাঁহার মুখমণ্ডল অপরূপ শ্রী ধারণ করিয়াছে।

রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠা কন্যা উর্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ সম্পন্ন হয়। লক্ষ্মণও রামের সহিত মিথিলায় গিয়াছিলেন। বিবাহের পর যদিও লক্ষ্মণ বার বৎসর অযোধ্যায় বাস করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের কোন দৃশ্য আমরা দেখিতে পাই না।

কৈকেয়ীর চক্রান্তে রাম বনবাসী হইতেছেন। লক্ষ্মণ রামের নিকটে থাকিয়া রামের প্রতি কৈকেয়ীর সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছেন। রাম পিতাকে ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে রামের অনুগমন

কবিতেছিলেন।[৫]

জননী কৌশল্যা বামেব মুখে মহাবাজেব বনবাসেব আদেশ শুনিযা সুকরুণ বিলাপ কবিতেছিলেন। লক্ষ্মণেব আব সহ্য হইল না। তিনি কহিতেছেন—

ন বোচতে মমাপ্যেতদার্যে যদ্ বাঘবো বনম্।
ত্যক্ত্বা বাজ্যশ্রিযং গচ্ছেৎ স্ত্রিযা বাক্যবশঙ্গতঃ ॥ ইত্যাদি। ২।২১।২-৬

—জননি, বাম স্ত্রীলোকেব কথায বাধ্য হইযা বাজ্যশ্রী পবিত্যাগপূর্বক বনে যাইবেন—ইহা আমি উচিত মনে কবি না। বার্দ্ধক্যবশতঃ মহাবাজ বিপবীতবুদ্ধি হইযাছেন। তাঁহাব কামাসক্তি বৃদ্ধি পাইযাছে। তিনি কি না বলিতে পাবেন? ধর্মে আস্থাবান্ কোন্ ব্যক্তি একপ সর্বগুণবান্ পুত্রকে নির্বাসিত কবিতে পাবে? এবাব তিনি বামকে বলিতেছেন—

যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নবঃ।
তাবদেব মযা সার্ধমাত্মস্থং কুরু শাসনম্ ॥ ইত্যাদি। ২।২১।৮-১৫

—যতক্ষণ এই ব্যাপাবটি অন্য কেহ জানিতে না পাবে, তাহাব পূর্বেই আপনি আমাব সাহায্যে সিংহাসন অধিকাব করুন। আমি ধনুর্বাণহস্তে সাক্ষাৎ যমেব মত আপনাব পার্শ্বে দাঁড়াইলে কোন ব্যক্তি আপনাকে আক্রমণ কবিতে সাহস কবিবে? মৃদুস্বভাব ব্যক্তিকে কেহই ভয কবে না। যে-ব্যক্তি ভবতেব পক্ষ অবলম্বন কবিবে, আমি তাহাকে হত্যা কবিব। কৈকেযীব বশীভূত আমাদেব পিতা যদি প্রতিকূলতা কবেন, তবে তাঁহাকেও বধ কবিব, কিংবা বন্দী কবিব। গুরুজন বিপথগামী হইলে তাঁহাকেও শাসন কবিতে হয। আপনাব ও আমাব সহিত প্রবল শত্রুতা কবিযা ভবতকে বাজ্য দিবাব কি ক্ষমতা মহাবাজেব আছে?

পুনবায কৌশল্যাকে সম্বোধন কবিযা লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

অনুবক্তোহস্মি ভাবেন ভ্রাতবং দেবি তত্ত্বতঃ।
সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে ॥ ইত্যাদি। ২।২১।১৬-১৮

—দেবি, আমি সর্বান্তঃকবণে বামেব প্রতি অনুবক্ত। আমি সত্য, ধনু ও আমার সকল সৎকর্মেব শপথ কবিযা বলিতেছি। মাতঃ, যদি অগ্রজ বাম প্রজ্বলিত অগ্নি কিংবা গভীব অবণ্যে প্রবেশ কবেন, তবে আপনি জানিবেন যে, আমি বামেব পূর্বেই সেখানে প্রবেশ কবিযাছি। আমি আপনাব দুঃখ মোচন কবিব। অগ্রজ এবং আপনি আমাব শক্তি দর্শন করুন।

হনিষ্যে (হবিষ্যে) পিতবং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।
কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্ ॥ ২।২১।১৯

—আমি বৃদ্ধ পিতাকে হত্যা কবিব। (অথবা বন্দী কবিযা স্থানান্তবিত কবিব।) যেহেতু তিনি কৈকেযীতে অতি আসক্ত এবং আমাদেব প্রতি নিষ্ঠুব। বার্দ্ধক্যহেতু শিশুব মত হইযা তিনি গর্হিত কার্য কবিতেছেন।

বাম অনেক কষ্টে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিযা তাঁহাব ক্রোধকে শান্ত কবেন। পবে বাম দৈবেব দোহাই দিযা পুনবায লক্ষ্মণকে উপদেশ দিলে লক্ষ্মণ অবনতশিবে কিছুক্ষণ চিন্তা কবিযা দুঃখ কবিবেন কি হাসিবেন, তাহা বুঝিতে পাবিলেন না। তিনি ভ্রূকুটী কবিযা ক্রুদ্ধ বিষধবেব ন্যায দীর্ঘশ্বাস পবিত্যাগ কবিতে লাগিলেন। কটাক্ষ দ্বাবা বামকে অবলোকন কবিযা লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

অস্থানে সম্ভ্রমো যস্য জাতো বৈ সুমহানযম্।
ধর্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকস্যানতিশঙ্কয়া।
কথং হ্যেতদসম্ভ্রান্তস্ত্বদ্বিধো বক্তুমর্হতি ॥ ইত্যাদি। ২।২৩।৫-৪০

—ধর্মহানিব আশঙ্কায এবং পিতৃবাক্য পালন না কবিলে লোকমর্যাদা লঙ্ঘনেব আশঙ্কায বনগমনে আপনাব যে ব্যগ্রতা দেখিতেছি, তাহা একান্ত অসঙ্গত। আপনাব ন্যায বীব ক্ষত্রিযেব মুখে এইসকল কথা শোভা পায না। কেনই বা আপনি অকিঞ্চিৎকব দৈবেব এরূপ প্রশংসা কবিতেছেন বুঝিতে পাবি না। মহাবাজ ও কৈকেযী অতিশয গর্হিত কার্য কবিযাছেন, তথাপি আপনি তাঁহাদিগকে কোনরূপ আশঙ্কা কবেন না। স্বার্থসাধনেব উদ্দেশ্যে শঠতা কবিযা মহাবাজ আপনাকে বনে পাঠাইতেছেন। তাঁহাদেব মনে কোনরূপ ছলনা না থাকিলে অনেক পূর্বেই কৈকেযী বব প্রার্থনা কবিতে পাবিতেন এবং মহাবাজও বব দিতে পাবিতেন। আমাকে ক্ষমা কবিবেন, আমি এই শঠতা সহ্য কবিব না।

আপনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইলেও আমি দেখিতেছি যে, আপনি মোহগ্রস্ত হইযাছেন। যাহাব দ্বাবা আপনাব এই মোহ উপস্থিত হইযাছে, সেই ধর্মকে আমি বিদ্বেষ কবি। কৈকেযীব বশীভূত মহাবাজেব এই আদেশ আপনি কেন পালন কবিবেন? কপটতাব দ্বাবা আপনাব বাজ্যভিষেককে পণ্ড কবা হইযাছে, পবন্তু আপনি এই গর্হিত কার্যকেই ধর্ম বলিযা মনে কবিতেছেন—ইহাই আমাব দুঃখ। এইরূপ গর্হিতকার্যে ধর্মভাব আবোপ কবা অনুচিত। বাজা দশবথ ও কৈকেযী শুধু নামেই পিতামাতা। বস্তুতঃ ইঁহাবা আপনাব পবম শত্রু। আপনি ব্যতীত আব কে আছেন, যিনি এইপ্রকাব যদৃচ্ছাচাবী ব্যক্তিব কথা মনেও স্থান দিতে পাবেন? দৈবেব কথা বলিবেন না। দুর্বল ব্যক্তিই দৈবেব কথা বলিযা থাকে। যাঁহাবা বীব এবং সংসাবে পুরুষ বলিযা সম্মানিত, তাঁহাবা কখনও দৈবেব উপাসক নহেন। আজ দৈব ও পৌরুষেব শক্তিব পবীক্ষা হইবে। যাঁহাবা দৈবেব প্রভাবে আপনাব অভিষেককে প্রতিহত দেখিযাছেন, তাঁহাবা আমাব পৌরুষেব প্রভাবে সেই দৈবকে প্রতিহত হইতে দেখিবেন।

আর্য, পিতা দশবথ তো তুচ্ছ, সকল লোকপাল ও ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ মিলিত হইযাও আজ বামাভিষেক পণ্ড কবিতে পাবিবেন না। যাহাবা চক্রান্ত কবিযা আপনাকে বনে পাঠাইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকেই বনবাসে বাধ্য কবিব। মহাবাজ ও কৈকেযীব আশা পূর্ণ হইতে দিব না। বাষ্ট্রবিপ্লবেব ভযে যদি আপনি বাজ্যভাব গ্রহণে অসম্মত হন, তবে নিশ্চিত জানিবেন যে, আমি আপনাব বাজ্য বক্ষা কবিব। আমাব বাহুদ্বয শোভাবৃদ্ধিব নিমিত্ত নহে, এই ধনুকে অলঙ্কাবরূপে ধাবণ কবি নাই, কটিদেশে ধাবণেব নিমিত্তই এই খড়্গ নহে, এবং শবসমূহ শুধু তূণেই স্থান পাইবে না। আপনি শুধু আদেশ করুন, আজ মহাবাজ দশবথেব প্রভুত্বেব বিলোপ ও আপনাব প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে। আমি আপনাব ভৃত্য।

ক্ষোভে, দুঃখে ও ক্রোধে লক্ষ্মণেব চক্ষু অশ্রুসিক্ত। বাম স্নেহ-স্পর্শে প্রিযতম অনুজেব অশ্রুমার্জনা কবিযা কহিলেন—'সৌম্য ভ্রাতঃ, তুমি স্থিব জানিও যে, আমি পিতাব বাক্যপালনে দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিব।'

লক্ষ্মণেব এই ভাষণে যে উগ্র পৌরুষ প্রকাশিত হইযাছে, তাহা ক্ষত্রিযেব পক্ষে উজ্জ্বল ভূষণ। লক্ষ্মণেব চবিত্রেব সহিত মহাভাবতেব ভীমেব চবিত্রেব অনেক মিল দেখা যায। ভীমেব পৌরুষে যেন লক্ষ্মণেব পৌরুষেব ছাযা পডিযাছে।

সীতাব নিকট হইতে বিদায লইতে আসিযা বাম সীতাকে যে-সকল কথা বলিলেন এবং সীতাও যে-সকল উত্তব দিলেন, বামসহচব লক্ষ্মণ সমস্তই শুনিতে পাইযাছেন। এবাব শোকক্লিষ্ট লক্ষ্মণ অগ্রজেব চবণ ধবিযা অগ্রজ ও সীতাব নিকট প্রার্থনা কবিতেছেন—

যদি গন্তুং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগগজাযুতম্।
অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধবঃ ॥ ২।৩১।৩

—যদি আপনাবা মৃগ হস্তী প্রভৃতিতে পবিপূর্ণ বনে যাওযা নিতান্তই স্থির কবিযা থাকেন,

তবে আমি ধনু লইয়া আপনাদেব পুবোভাবে গমন কবিব।

অতঃপব তিনি বামকে বলিতেছেন—'অগ্রজ, আমি আপনাকে ছাডিযা দেবলোকেও বাস কবিতে চাহি না, কিংবা দেবত্বও কামনা কবি না। আপনাব সান্নিধ্য ব্যতীত ত্রিভুবনেব ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি তুচ্ছ মনে কবি।'

বাম অনেক কিছু উপদেশ দিযাও লক্ষ্মণকে নিবস্ত কবিতে পাবেন নাই, অগত্যা তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইযাছে।

চীবাজিন ধাবণ কবিযা গুরুজনেব চবণে প্রণামপূর্বক লক্ষ্মণ বামেব সহিত অবণ্যে যাত্রা কবিতেছেন। পুববাসিগণ এই ভ্রাতৃভক্ত বীব পুরুষকে লক্ষ্য কবিযা বলিতেছেন—

অহো লক্ষ্মণ সিদ্ধার্থঃ সততং প্রিযবাদিনম্।
ভ্রাতবং দেবসঙ্কাশং যস্ত্বং পবিচবিষ্যসি ॥ ২।৪০।২৫

—লক্ষ্মণ, তুমি ধন্য হইযাছ। যেহেতু নিযত প্রিযভাষী দেবতুল্য অগ্রজেব পবিচর্যা কবিবে। নির্বাক লক্ষ্মণ শুধু ছাযাব মত অগ্রজেব অনুগমন কবিতেছেন। অগ্রজেব প্রতি পিতাব অবিচাবে ক্ষুব্ধ হইলেও তাঁহাব চিত্ত আনন্দে পবিপূর্ণ, যেহেতু তিনি বামসীতাব সেবাব অধিকাব পাইযাছেন। খনিত্র পেটক প্রভৃতি প্রযোজনীয বস্তুগুলি বামেব আদেশে লক্ষ্মণই সঙ্গে লইযাছেন। সীতাব চৌদ্দ বৎসবেব উপযোগী বস্ত্রাদি ও গহনা প্রভৃতিও সম্ভবতঃ তিনি একাই বহন কবিযাছেন।

যাত্রাকালে লক্ষ্মণ গুরুজনদেব নিকট হইতে বিদায লইযাছেন, কিন্তু তাঁহাব পত্নী ঊর্মিলাব সহিত কোন কথা হইযাছে কি না—মহর্ষি তাহা বলেন নাই। ঊর্মিলাব সাক্ষাৎও আমবা পাই না। ইহাতে আমবা বিস্মিত ও ব্যথিত হইতেছি।

শৃঙ্গবেবপুবে যে বাত্রি তাঁহাবা গুহেব আতিথ্য গ্রহণ কবেন, সেই বাত্রিতে বাম ও সীতা শযন কবিলে পব লক্ষ্মণ, গুহ ও সুমন্ত্র অদূবে একটি বৃক্ষমূলে বসিযা বিনিদ্র বজনী যাপন কবিযাছেন। গুহ লক্ষ্মণকেও শযন কবিতে অনুবোধ কবিলে লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

কথং দাশবথৌ ভূমৌ শযানে সহ সীতযা।
শক্যা নিদ্রা মযা লব্ধুং জীবিতং বা সুখানি বা ॥ ২।৫১।৯

—দশবথনন্দন বাম সীতাব সহিত ভূতলে শযান থাকিতে আমি কিরূপে নিদ্রা যাইব, কিরূপেই বা জীবন ধাবণ কবিব, কিংবা সুখভোগে প্রবৃত্ত হইব?

গুহেব নিকট লক্ষ্মণ আরও নানাভাবে বিলাপ কবিযা বামেব দুঃখেব কথা বলিতেছেন এবং অযোধ্যাকে স্মবণ কবিতেছেন। লক্ষ্মণেব করুণ বিলাপে গুহও ব্যথিত হইযা অশ্রু বিসর্জন কবিতেছিলেন।

যমুনাব উত্তবতীবে বৎসদেশে বাম যে বাত্রি যাপন কবেন, সেই বাত্রিতে তিনি লক্ষ্মণকে অনুবোধ কবিযাছেন যে, লক্ষ্মণ যেন পবদিনই অযোধ্যায ফিবিযা যান। লক্ষ্মণ ব্যথিত বামকে সান্ত্বনা দিযা বলিতেছেন— ন হি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পবন্তপ।

দ্রষ্টুমিচ্ছেযমদ্যাহং স্বর্গং চাপি ত্বযা বিনা ॥ ২।৫৩।৩২

—অদ্য আমি আপনাকে ছাডিযা পিতা, শত্রুঘ্ন কিংবা জননী সুমিত্রাকেও দেখিতে ইচ্ছা কবি না। এমন কি, আপনাকে ছাডিযা আমি স্বর্গকেও দেখিতে ইচ্ছা কবি না।

এই উক্তিতেও লক্ষ্মণেব অদ্ভুত ভ্রাতৃভক্তি প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু লক্ষ্মণ এইস্থলে ঊর্মিলাব নামটিও গ্রহণ না কবায আমবা ব্যথিত হইতেছি।

সুমন্ত্র যখন শূন্য বথ লইযা অযোধ্যায ফিবিযা আসেন, তখন ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত লক্ষ্মণ দশবথকে বলিবাব নিমিত্ত সুমন্ত্রকে কহিতেছেন—

কেনায়মপবাধেন বাজপুত্রো বিবাসিতঃ

অহং তাবন্মহাবাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম বাঘবঃ ॥ ২।৫৮।২৬-৩১

—এই বাজপুত্র বাম কোন্ অপবাধে নির্বাসিত হইয়াছেন ? কৈকেয়ীব তুচ্ছ আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইয়া মহাবাজ যাহা কবিয়াছেন, তাহাতে আমবা অতিশয় ব্যথিত। মহাবাজ মতিভ্রমে যাহা কবিলেন, তাহাতে তাঁহাব দুঃখ ও দুর্নামেব অন্ত থাকিবে না। এখন আমি মহাবাজেব মধ্যে পিতৃত্ব দেখিতে পাইতেছি না। বামই আমাব ভ্রাতা, পালক, বন্ধু ও পিতা।

সসৈন্য ভবত চিত্রকূট সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রচণ্ড কোলাহল শোনা যাইতেছে। বন্য জন্তুগণ ত্রস্ত হইয়া পলায়ন কবিতেছে। কাবণ অনুসন্ধানেব নিমিত্ত বামেব নির্দেশ পাইয়া লক্ষ্মণ একটি শালবৃক্ষে আবোহণ কবিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলেন। উত্তব, দিকে লক্ষ্য কবিয়াই তিনি হস্তী, অশ্ব ও বথাদিসমন্বিত বিশাল সেনাবাহিনী দেখিতে পাইয়াছেন। তন্মধ্যে কোবিদাব-চিহ্নিত ধ্বজ দেখিতে পাইয়াই তিনি অনুমান কবিলেন যে, নিষ্কণ্টক বাজ্য ভোগ কবিবাব উদ্দেশ্যে বামকে ও তাঁহাকে হত্যা কবিবাব নিমিত্ত ভবত আসিতেছেন।

লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া বামকে বলিলেন যে, আজ তিনি পূর্বাপকাবী ভবতকে বধ কবিয়া ধর্ম পালন কবিবেন। পবে মন্থবাব সহিত সবান্ধবা কৈকেয়ীকে হত্যা কবিয়া পৃথিবীকে পাপমুক্ত কবিবেন।[৪]

বাম ভবতেব সদিচ্ছাই অনুমান কবিয়াছেন এবং সান্ত্বনাব ছলে লক্ষ্মণকে তিবস্কাবও কবিয়াছেন। বামেব কথা শুনিয়া

লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জযা। ২।৯৭।১৯

—লক্ষ্মণ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ কবিলেন।

ভবত কর্তৃক বামেব পাদুকাগ্রহণ পর্যন্ত সকল ব্যাপাবেই লক্ষ্মণ মৌনী সাক্ষী মাত্র, তাঁহাব মুখে একটি কথাও শোনা যায় না।

অবণ্যবাসেব বাব বৎসব পূর্ণ হইয়াছে। ত্রয়োদশ বর্ষেব হেমন্তকালে হৈমন্তিক শোভাব প্রতি বামেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়া লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

অস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্র কালে দুঃখসমন্বিতঃ।
তপশ্চবতি ধর্মাত্মা ত্বদ্ভক্ত্যা ভবতঃ পুবে ॥ ইত্যাদি। ৩।১৬।২৭-৩৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই সময়ে ধর্মাত্মা ভবত নগবে থাকিয়া আপনাব প্রতি ভক্তিবশতঃ দুঃখিত হইয়া তপস্যাচবণ কবিতেছেন। তিনি সর্বপ্রকাব ভোগ পবিত্যাগ কবিয়া সংযত হইয়া আছেন। তিনি সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছেন ও তাঁহাব শবীব অতি কোমল। এই হিমাগমে তিনি কিপ্রকাবে বাত্রিশেষে সবযূনদীতে অবগাহন কবিতেছেন ? সেই ধর্মাত্মা নগবে থাকিয়াও আপনাব বনবাসেব অনুসবণে তপস্যা কবিয়া স্বর্গ জয় কবিয়াছেন। 'মনুষ্যসমাজ পিতৃস্বভাবেব অনুসবণ কবে না, মাতাবই স্বভাবেব অনুসবণ কবে'—ভবত এই লোকপ্রবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কবিয়াছেন।

ভর্তা দশবথো যস্যাঃ সাধুশ্চ ভবতঃ সুতঃ।
কথং নু সাম্বা কৈকেয়ী তাদৃশী ক্রূবদর্শিনী ॥ ৩।১৬।৩৫

—দশবথ যাঁহাব ভর্তা এবং সাধুস্বভাব ভবত যাঁহাব পুত্র, সেই জননী কৈকেয়ী কিপ্রকাবে এবূপ ক্রূবপ্রকৃতি হইলেন ?

লক্ষ্মণ প্রসঙ্গতঃ কৈকেয়ীর নিন্দা করায় রাম তাঁহাকে বাধা দিয়া ভরতের গুণগ্রাম স্মরণ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া আর কোন কথা বলেন নাই। লক্ষ্মণের এইসকল কথা হইতে বোঝা যাইতেছে—চিত্রকূটে ভরতের অলোকসামান্য সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠা দর্শনে লক্ষ্মণও বিস্মিত হইয়াছেন এবং এহেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন।

এই হেমন্তকালেই পঞ্চবটীতে দুঃস্বপ্নরূপিণী শূর্পণখা উপস্থিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ প্রথমতঃ সেই কামার্তার সহিত পরিহাস করিয়াছেন, কিন্তু পরে অগ্রজের নির্দেশে রাক্ষসীর নাক-কান কাটিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়া ছাড়িয়াছেন।[৫]

পঞ্চবটীতে আশ্রম সমীপে বিচিত্র মায়ামৃগ দেখিয়া রাম ও সীতা তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলে—

শঙ্কমানস্তু তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।

তমেবৈনমহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগম্ ॥ ৩।৪৩।৫-৮

—লক্ষ্মণ সেই মৃগকে দেখিয়া আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছেন—আমি এই মৃগকে মারীচ-রাক্ষস বলিয়াই মনে করিতেছি। অনেক নৃপতি এই অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়া এই বহুরূপী রাক্ষসের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন। হে মহীপতে, এইরূপ রত্নচিত্রিত মৃগ কোথাও নাই। ইহা যে মায়ামাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দৈবপ্রেরিত রাম লক্ষ্মণের এই উক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। লক্ষ্মণের উপর সীতার ভার দিয়া তিনি মৃগের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। বাণাহত মারীচ যখন রামের কণ্ঠস্বরের অনুকরণে 'হা সীতে, হা লক্ষ্মণ' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, তখন সেই চীৎকার শুনিয়া সীতা ব্যাকুল হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থ পাঠাইতে চাহিলেও লক্ষ্মণ যাইতে চাহেন নাই। সীতার অনেক অশোভন কথা শুনিয়াও তিনি ধীরভাবে সীতাকে বলিয়াছেন—

ন্যাসভূতাসি বৈদেহি ন্যস্তা ময়ি মহাত্মনা।

রামেণ ত্বং বরারোহে ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে ॥ ইত্যাদি। ৩।৪৫।১৭—১৯

—হে বৈদেহি, মহাত্মা রাম আপনাকে আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। অতএব আমি আপনাকে এইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। জনস্থানের রাক্ষসদের সহিত আমাদের শত্রুতা ঘটিয়াছে। তাহারা সর্বদাই আমাদের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিবে। রামকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে, পৃথিবীতে এরূপ কেহই নাই। অতএব আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না।

এবার সীতা লক্ষ্মণকে যে-সকল অশোভন কঠোর বাক্য বলিলেন—তাহাতে লক্ষ্মণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলেও তিনি সবিনয়েই সীতাকে জোড়হাতে বলিতেছেন—

উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম। ইত্যাদি। ৩।৪৫।২৮—৩৪

—আপনি আমার দেবতা। আমি আপনাকে এইসকল কথার উত্তর দিতে পারি না। আপনার কথাগুলি তপ্ত বাণের ন্যায় আমার কর্ণকে যেন দগ্ধ করিতেছে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের স্বভাব এইপ্রকারই হইয়া থাকে। আমি সমুচিত বাক্য বলিয়া আপনার দ্বারা যেরূপ কঠোর বাক্যে তিরস্কৃত হইলাম, বনেচর প্রাণিগণ তাহার সাক্ষী থাকুন। আমি গুরু রামের আদেশ পালনে নিযুক্ত রহিয়াছি, কিন্তু আপনি নারীসুলভ স্বভাববশতঃ আমার চরিত্রে আশঙ্কা করিতেছেন। নিশ্চয়ই আজ আপনার সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। আপনাকে ধিক্। আমি রামের নিকটে চলিলাম, আপনার মঙ্গল হউক। বনদেবতাগণ আপনাকে রক্ষা করুন। যে-সকল দুর্লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে সন্দেহ হইতেছে—অগ্রজের সহিত প্রত্যাগত

হইযা আপনাকে দেখিতে পাইব কি না।

সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিতেছেন, তাহাতেও লক্ষ্মণেব জিতেন্দ্রিযতায তাঁহাব সন্দেহ প্রকাশ পাইতেছে এবং লক্ষ্মণেব নানাপ্রকাব আশ্বাস দানেব কোন উত্তবও তিনি দিতেছেন না।

কৃতাঞ্জলি বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ নত হইযা সীতাকে অভিবাদন কবিলেন ও পুনঃপুনঃ সীতাকে অবলোকন কবিতে কবিতে বামেব নিকট যাত্রা কবিলেন।[৮]

সীতাব অসংযত কঠোব বাক্যবাণে অসাধাবণ জিতেন্দ্রিয ভক্তিমান্ লক্ষ্মণও স্থিব থাকিতে পাবেন নাই। সীতাব প্রতি তাঁহাব ভক্তি বিচলিত হইযাছে। এই কাবণেই সম্ভবতঃ যাত্রাকালে তিনি সীতাকে যথাবীতি প্রণামও কবেন নাই। কিন্তু পুনঃপুনঃ সীতাকে অবলোকন কবায বোঝা যাইতেছে—লক্ষ্মণেব হৃদয যেন সীতাব ভাবী অমঙ্গলেব আশঙ্কায ব্যাকুল হইযা উঠিযাছে।

পথিমধ্যে বামেব সহিত সাক্ষাৎকাব হইলে পব ক্রুদ্ধা নাবীব কর্কশ বাক্য শুনিযা তাঁহাকে (সীতাকে) একাকিনী বাখিযা আসাব জন্য বাম লক্ষ্মণকে তিবস্কাব কবিযাছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ কিছুই বলেন নাই। আশ্রমে ফিবিযা আসিযা সীতাকে দেখিতে না পাইযাই বাম ব্যাকুল হইযা পডিযাছেন। তিনি উন্মত্তেব মত বিলাপ কবিতে থাকিলে লক্ষ্মণ কহিতেছেন—

মা বিষাদং মহাবুদ্ধে কুরু যত্নং মযা সহ। ইত্যাদি। ৩।৬১।১৪-১৮

—হে মহাবুদ্ধে, আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। আসুন, আমবা এই গিবিকাননে তাঁহাব অন্বেষণ কবি। তিনি বনে ভ্রমণ কবিতে খুব ভালবাসেন। হযতো কোথাও ভ্রমণ কবিতে গিযা থাকিবেন। আপনি অধীব হইবেন না। শীঘ্র তাঁহাব অন্বেষণে আমাদেব যত্নবান্ হওযা উচিত।

দুই ভ্রাতা তন্ন তন্ন কবিযা জনস্থানে সীতাকে খুঁজিযা বেডাইতেছেন। বাম উন্মত্তপ্রায হইযা শুধু বিলাপই কবিতেছেন, আব পৌরুষেব প্রতিমূর্তি লক্ষ্মণ শোকাকুল হইলেও ধীবভাবে অগ্রজকে সান্ত্বনা দিযা বলিতেছেন—

উৎসাহবন্তো হি নবা ন লোকে
সীদন্তি কর্ম্মস্বতি দুষ্কবেষু॥ ৩।৬৩।১৯

—(আপনি শোক পবিত্যাগ কবিযা ধৈর্য অবলম্বন করুন। উৎসাহেব সহিত তাঁহাব অন্বেষণ করুন।) উৎসাহী মানবগণ জগতে অতি দুষ্কব কর্মেও অবসন্ন হন না।

বাম পর্বতেব প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছেন, দেবতাদেব প্রতি ক্রুদ্ধ হইযা দেবতা ও গন্ধর্বাদি সহ সমগ্র জগৎ ধ্বংস কবিতে উদ্যত হইতেছেন, আব লক্ষ্মণ জোডহাতে তাঁহাব নিকট প্রার্থনা কবিতেছেন—

পুবা ভূত্বা মৃদুর্দান্তঃ সর্বভূতহিতে বতঃ।
ন ক্রোধবশমাপন্নঃ প্রকৃতিং হাতুমর্হসি॥ ৩।৬৫।৪
একস্য নাপবাধেন লোকান্ হন্তুং ত্বমর্হসি। ৩।৬৫।৬

—আপনি পূর্বে কোমলপ্রকৃতি জিতেন্দ্রিয ও সমস্ত প্রাণীব হিতে নিবত ছিলেন। এখন ক্রোধবশতঃ স্বীয প্রকৃতি পবিত্যাগ কবিবেন না। একেব অপবাধে সমুদয জগৎকে বিনাশ কবা আপনাব পক্ষে উচিত হইবে না।

লক্ষ্মণ নানা কথায শোকোন্মত্ত বামকে সান্ত্বনা দিতে দিতে চলিতেছেন। পুনঃ পুনঃ এই দৃশ্য দেখিযা মনে হয—লক্ষ্মণ সঙ্গে না থাকিলে সীতাব সন্ধান বাহিব কবা উন্মত্তপ্রায বামেব দ্বাবা সম্ভবপব হইত না।

দুই ভ্রাতা ক্রৌঞ্চাবণ্য অতিক্রম কবিযা পূর্বদিকে তিন ক্রোশ দূবে মতঙ্গ-মুনিব আশ্রমে প্রবেশ কবিতেছেন। সেইখানে তাঁহাবা এক অবণ্যসঙ্কুল পর্বতেব গুহায বিকটাকৃতি এক বাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। সেই বাক্ষসীব নাম ছিল—অযোমুখী। কামার্তা বাক্ষসী লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন কবিযা কহিল—'হে বীব, হে নাথ, চল, নদীপুলিন ও পর্বতাদিতে দীর্ঘকাল আমাব সহিত বিহাব কবিবে।' লক্ষ্মণ বাক্ষসীব আচবণে ক্রুদ্ধ হইযা তাহাব নাক, কান ও স্তন কাটিযা ফেলিলেন। বিকটস্ববে চীৎকাব কবিতে কবিতে বাক্ষসী প্রস্থান কবিল।'

ইহাব পবেই ভ্রাতৃদ্বয কবন্ধ কর্তৃক আক্রান্ত হইযাছেন। এই কবন্ধই পবে তাঁহাদিগকে সীতাব উদ্ধাবেব উপায বলিযা দিযাছে।

আক্রান্ত লক্ষ্মণ অতি ব্যথিত হইযা অগ্রজকে বলিতেছেন—

মযৈকেন তু নির্যুক্তঃ পবিমুচ্যস্ব বাঘব।
মাং হি ভূতবলিং দত্ত্বা পলাযস্ব যথাসুখম্॥ ইত্যাদি। ৩।৬৯।৩৯, ৪০

—হে বাঘব, আপনি এই বাক্ষসেব বলিরূপে আমাকে প্রদান কবিযা স্বযং পলাযন করুন। আপনি নিশ্চযই সীতাব সহিত মিলিত হইবেন। সিংহাসনে আবোহণ কবিযা সর্বদা আমাকে স্মবণ কবিবেন।

এই করুণ উক্তিতে মৃত্যুঞ্জয বীবেব যে মনোভাব প্রকাশ পাইযাছে, তাহা অপূর্ব।

বসন্তকালে পম্পা-সবোববেব শোভাদর্শনে বিবহী বাম অতিশয ব্যাকুল হইযা পড়িযাছেন। তিনি বিলাপ কবিতে থাকিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে যাইযা বলিতেছেন—

স্মৃত্বা বিযোগজং দুঃখং ত্যজ স্নেহং প্রিযে জনে।
অতিস্নেহপবিষঙ্গাদ্ বর্তিবাদ্রাপি দহ্যতে॥ ইত্যাদি। ৪।১।১১৬-১২৩

—একদিন না একদিন প্রিযজনেব সহিত অবশ্যই বিচ্ছেদ ঘটিবে। সেই দুঃখ স্মবণ কবিযা স্নেহ পরিত্যাগ করুন। দেখুন, অধিক স্নেহ-(ঘৃত তৈল ইত্যাদি) সংযোগে আর্দ্র বর্তিকাও (সলতে) দগ্ধ হইযা থাকে। হে বঘুনন্দন, পাপাত্মা বাবণ অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। আপনি এই দৈন্য পবিত্যাগ কবিযা ধৈর্য ও উৎসাহ অবলম্বন করুন। তাহা হইলেই আমবা সীতাকে উদ্ধাব কবিতে পাবিব।

পম্পাতীবে সুগ্রীবেব দূত হনুমান্ যখন বাম ও লক্ষ্মণেব পবিচয জানিতে চাহিযাছেন, তখনও বামেব আদেশে লক্ষ্মণ নিজেদেব পবিচয দিযা নিজেব সম্বন্ধে কহিতেছেন—

অহমস্যাববো ভ্রাতা গুণৈর্দাস্যমুপাগতঃ। ৪।৪।১২

—আমি এই সর্বগুণবান্ মহাত্মা বামেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পবন্তু ইঁহাব গুণে আকৃষ্ট হইযা ভৃত্যেব ন্যায ইঁহাব পবিচর্যা কবিতেছি।

বামেব গুণাবলী কীর্তনেব সময লক্ষ্মণেব চক্ষু অশ্রুবাবিতে পবিপূর্ণ হইযা উঠিযাছে। হনুমান্ ও লক্ষ্মণেব কথাবার্তায অত্যন্ত অভিভূত হইযাছেন।

সীতাব নিক্ষিপ্ত উত্তবীয বস্ত্র ও কযেকটি আভবণ সুগ্রীবেব নিকট প্রাপ্ত হইযা বাম সমধিক অধীব হইযাছেন। তিনি লক্ষ্মণকে সেইগুলি দেখাইলে পব লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

নাহং জানামি কেযূবে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুবে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ॥ ৪।৬।২২

—আমি প্রত্যহ সীতাব চবণে প্রণাম কবিতাম, এইহেতু এই নূপুব দুইটিকে চিনিতে পারিলাম, কিন্তু কেযূব ও কুণ্ডল চিনিতে পাবিতেছি না। যেহেতু আমি তাঁহাব চবণ ব্যতীত

অন্য কোন অবযব অবলোকন কবি নাই।

এইপ্রকাব উক্তি সম্ভবতঃ অপব কোন দেবরেব মুখে শোনা যাইবে না। ইহাও লক্ষ্মণচবিত্রেব অন্যতম অসামান্য বৈশিষ্ট্য।

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধাব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বাম ও লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধাব সমীপস্থ প্রস্রবণগিবিব একটি গুহায় বর্ষা যাপনেব উদ্দেশ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। বিবহী বামেব নিকট একটি বর্ষা-ঋতু যেন শত বৎসবেব তুল্য দীর্ঘ মনে হইতেছে। তিনি যেন বিবহব্যথা সহ্য কবিতে পাবিতেছেন না। সীতাব শোকে ব্যথিত বাম শুধু বিলাপই কবিতেছেন। সমব্যথী লক্ষ্মণ অগ্রজকে সান্ত্বনা দিতে বলিতেছেন—

অলং বীব ব্যথাং গত্বা ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
শোচতো হ্যবসীদন্তি সর্বথা বিদিতং হি তে ॥ ইত্যাদি। ৪।২৭।৩৪-৪০

—হে বীব, আপনি বৃথা ব্যথিত হইয়া শোক কবিবেন না। আপনি জানেন যে, শোককাতব পুরুষেব কর্তব্য কর্ম সিদ্ধ হয না। আপনি এইপ্রকাব শোকগ্রস্ত হইলে প্রবল শত্রু বাক্ষস বাবণকে নিধন কবিতে পাবিবেন না। আপনি স্থিবচিত্তে স্বীয অধ্যবসাযকে বক্ষা করুন। আপনি ধৈর্য ধাবণ কবিয়া শবৎকালেব প্রতীক্ষা করুন। অবশ্যই আমাদেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমি উৎসাহসূচক বাক্যে আপনাব শোকাচ্ছাদিত প্রসুপ্ত বীর্যকে উদ্বোধিত কবিতেছি।

এবাব বাম অনুজেব বাক্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া কহিতেছেন—

বাচ্যং যদনুবক্তেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
সত্যবিক্রমযুক্তেন তদুক্তং লক্ষ্মণ ত্বযা ॥ ইত্যাদি। ৪।২৭।৪২, ৪৩

—বৎস লক্ষ্মণ, অনুবক্ত প্রিয ও হিতকাবী ব্যক্তিব যাহা বলা উচিত, সত্যনিষ্ঠ বিক্রমসম্পন্ন তুমি তাহাই বলিযাছ। অতঃপব আমি সর্বকর্মেব বিনাশক এই শোক পবিত্যাগ কবিযা বিক্রমে অপ্রতিহত তেজকে উদ্বুদ্ধ কবিতেছি।

বর্ষা ঋতু অতিক্রান্ত হইয়াছে। শবতেব শোভায প্রকৃতি সুসজ্জিতা। কিন্তু সীতাব উদ্ধাব সম্পর্কে সুগ্রীবেব কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। বাম সুগ্রীবেব ব্যবহাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে সুগ্রীবেব নিকট পাঠাইতেছেন। অতি উগ্র ভাষায সুগ্রীবকে সতর্ক কবিবাব নিমিত্ত বাম অনুজকে বলিয়া দিযাছেন। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ অগ্রজকে কহিলেন যে, তিনি সুগ্রীবকে বধ কবিয়া অঙ্গদেব সহাযতায সীতাব অন্বেষণ কবিতে চাহেন। এবাব বাম কোমল ভাষায লক্ষ্মণকে বুঝাইতেছেন যে, রূঢ় ভাষা পবিত্যাগ কবিয়া সুগ্রীবেব সহিত প্রীতি বক্ষা কবিতে হইবে। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধায যাত্রা কবিযাছেন। তাঁহাব ক্রোধ কিছুমাত্র শিথিল হয নাই। কিষ্কিন্ধাব সিংহদ্বাবে যখন তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, তখন—

বোষাৎ প্রস্ফুবমাণোষ্ঠঃ সুগ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণঃ।
দদর্শ বানবান্ ভীমান্ কিষ্কিন্ধাযাং বহিশ্চবান্ ॥ ইত্যাদি। ৪।৩১।১৭-২০

—ক্রোধবশতঃ তাঁহাব ওষ্ঠ প্রস্ফুবিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধাব বর্হিভাগে বিচবণকাবী ভযঙ্কব বানবগণকে দেখিতে পাইলেন। অস্ত্রধাবী বানবগণকে দেখিয়া তাঁহাব ক্রোধ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইযাছে। বানবেবাও যমসদৃশ লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া ভযে নানাদিকে পলাযন কবিল।

প্রজ্বলিত কালানলসদৃশ লক্ষ্মণকে দেখিয়া ভযে অঙ্গদেব মুখ শুকাইয়া গিযাছে। লক্ষ্মণ অঙ্গদেব নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"বৎস, তুমি সুগ্রীবকে আমাব আগমন-বার্তা জানাইয়া বলিবে—'অগ্রজেব বিপদে সন্তপ্ত লক্ষ্মণ দ্বাবদেশে অবস্থান কবিতেছেন। যদি

তাঁহাব বাক্যপালনে আপনাব অভিকচি হয়, তবে তাঁহাব বাক্য শ্রবণ ককন।' বৎস, তুমি শীঘ্র আমাকে সুগ্রীবেব প্রত্যুত্তব জানাইবে।"

অঙ্গদ ফিবিয়া আসিয়া লক্ষ্মণকে অন্তঃপুবে যাইবাব কথা জানাইলে পব লক্ষ্মণ গুহামধ্যে প্রবেশ কবিলেন। সেখানে নূপুব ও কাঞ্চীব শব্দ শুনিয়া তিনি লজ্জিত ও কুপিত হইয়া

চকাব জ্যাস্বনং বীবো দিশঃ শব্দেন পূবযন্। ইত্যাদি। ৪।৩৩।২৬, ২৭

—ধনুব টঙ্কাবে সমস্ত দিক্ প্রপূবিত কবিয়াছেন। অত্যন্ত কুপিত হইলেও শিষ্টাচাববশতঃ লক্ষ্মণ অন্তঃপুবেব প্রাসাদে প্রবেশ না কবিয়া বাহিবে দাঁড়াইয়া বহিলেন।

লক্ষ্মণেব ক্রোধেব উপশমেব নিমিত্ত ভীত সুগ্রীব বুদ্ধিমতী তাবাকে পাঠাইয়াছেন। তাবাকে দেখিয়া

অবাঙ্‌মুখোঽভূন্মনুজেন্দ্রপুত্রঃ
স্ত্রীসন্নিকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তকোপঃ ॥ ৪।৩৩।৩৯

—নৃপনন্দন অধোমুখে দাঁড়াইয়া বহিলেন। স্ত্রীলোকেব সান্নিধ্যবশতঃ তখন তাঁহাব ক্রোধবেগ উপশান্ত হইয়াছে।

তাবা সবিনয়ে লক্ষ্মণেব আগমনেব উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে লক্ষ্মণ বলিলেন—'হে ভর্তৃহিতকাবিণি, তোমাব স্বামী সুগ্রীব কামে মত্ত হইয়া ধর্ম ও অর্থ লোপ কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি তুমি জান না? আমবা কিরূপ শোকসাগবে নিমগ্ন আছি, তাহা তিনি চিন্তা কবিতেছেন না। বর্ষাকাল অতীত হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহাব প্রতিশ্রুতি-পালনে এখনও উদাসীন। তিনি সত্যপালন ও মৈত্রী-বক্ষণ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন। তুমি বুদ্ধিমতী নাবী। এখন আমাদেব কি কর্তব্য, তুমিই বল।'

তাবা মিষ্টবাক্যে লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে লইয়া অন্তঃপুবে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া কামবিহ্বল সুগ্রীবকে দেখিয়াই লক্ষ্মণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। তিনি অগ্রজেব পূর্বকথিত তীব্র ভাষায় সুগ্রীবকে তিবস্কাব ও ভয় প্রদর্শন কবিতে থাকিলে পুনবায় তাবা নানাবিধ বাক্যে লক্ষ্মণকে শান্ত কবিয়াছেন, সুগ্রীবও লক্ষ্মণেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবিলেন।

এবাব লক্ষ্মণেব সুব কোমল হইয়া আসিয়াছে। তিনি মধুব বচনে সুগ্রীবেব প্রশংসা কবিয়া পবিশেষে বলিতেছেন—

যচ্চ শোকাভিভূতস্য শ্রুত্বা বামস্য ভাষিতম্।
ময়া ত্বং পরুষাণ্যুক্তস্তৎ ক্ষমস্ব সখে মম ॥ ৪।৩৬।২০

—সখে, আমি শোকাকুল বামেব বিলাপ-বাক্য শুনিয়া তোমাকে যে-সকল কর্কশ কথা বলিয়াছি, তাহাব জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কব।

বর্ণিত দৌত্যব্যাপাব হইতে লক্ষ্মণেব শালীনতা এবং কার্যসাধনে দক্ষতাব চিত্রটি উত্তমরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু মৃদুভাবে মিষ্টকথায় পানাসক্ত কামোন্মত্ত কপিবাজেব চৈতন্যোদয় হইত কি না সন্দেহ। লক্ষ্মণেব এই ক্রোধপ্রদর্শন সময়োচিতই হইয়াছে।

সুগ্রীবকে সন্তুষ্ট কবিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বামেব নিকটে গিয়াছেন। বানববাহিত শিবিকায় আবোহণ কবিয়া তাঁহাবা কিষ্কিন্ধা হইতে যাত্রা কবেন।

বাম হনুমানেব পিঠে চড়িয়া প্রস্রবণগিবি হইতে বানবসৈন্য সহ লঙ্কায় যাত্রা কবিয়াছেন। লক্ষ্মণও অঙ্গদের পিঠে চড়িয়া চলিয়াছেন। নানাবিধ শুভসূচক লক্ষণ দেখিয়া তিনি পুনঃপুনঃ অগ্রজকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

এবমার্য সমীক্ষ্যৈতান্ প্রীতো ভবিতুমর্হসি ॥ ৬।৪।৫৪

—আর্য, এইসকল শুভ লক্ষণ দেখিয়া আপনি প্রসন্ন হউন।

রাবণ কর্তৃক অপমানিত হইয়া বিভীষণ যখন রামের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তখন সুগ্রীব বিভীষণকে সন্দেহ করিয়া বলিতেছেন—

রাবণেন প্রণিহিতং তমবেহি নিশাচরম্
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে ক্ষমং ক্ষমবতাং বর ॥ ইত্যাদি। ৬।১৮।১৭-২০

—হে কার্যজ্ঞ, এই নিশাচরকে রাবণের প্রেরিত বলিয়াই জানিবেন। ইহাকে নিগৃহীত করাই উচিত বলিয়া মনে করি। এই কূটবুদ্ধি রাক্ষস আমাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে আপনি, লক্ষ্মণ, অথবা আমাকে হত্যা করিবে।

লক্ষ্মণও সুগ্রীবের পরামর্শকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। রাজনীতির ব্যাপারে এইপ্রকার সন্দেহ-প্রবণতা বিচক্ষণতারই পরিচায়ক।

রাবণ প্রথমতঃ যে-দিন রণভূমিতে উপস্থিত হন, সেইদিন লক্ষ্মণ রামের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তিনিই রাক্ষসরাজের সহিত যুদ্ধ করিবেন। রাম তাঁহাকে অনুমতি দিলে পর

অভিবাদ্য চ রামায় যযৌ সৌমিত্রিরাহবে। ৬।৫৯।৫১

—রামকে প্রণাম করিয়া সুমিত্রানন্দন যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

লক্ষ্মণের বলবীর্য ও রণকৌশল দর্শনে মহাবীর রাবণও বিস্মিত হইয়াছেন। রাবণের ভুজনিক্ষিপ্ত শক্তি লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিলে লক্ষ্মণ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। রাবণ আপনার রথে তুলিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বাহুর দ্বারা সবেগে লক্ষ্মণকে উঠাইতে চাহিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

শক্ত্যা ব্রাহ্ম্যা তু সৌমিত্রিস্তাড়িতোঽপি স্তনান্তরে।
বিষ্ণোরমীমাংস্যভাগমাত্মানং প্রত্যনুস্মরৎ ॥ ইত্যাদি। ৬।৫৯।১১২, ১১৩, ১২২

—ব্রহ্মার প্রদত্ত শক্তির দ্বারা বক্ষঃস্থলে তাড়িত হইলেও লক্ষ্মণ অচিন্ত্যশক্তি বিষ্ণুর অংশরূপে আপনাকে চিন্তা করায় রাবণ তাঁহাকে নড়াইতেও সমর্থ হন নাই। রাবণ তাঁহাকে নড়াইতে না পারিলেও হনুমান্ অনায়াসেই তাঁহাকে বহন করিয়া রামের নিকটে লইয়া আসিলেন।

বায়ুসূনোঃ সুহৃত্ত্বেন ভক্ত্যা পরময়া চ সঃ।
শত্রূণামপ্যকম্প্যোঽপি লঘুত্বমগমৎ কপেঃ ॥ ৬।৫৯।১১৯

—শত্রুগণের অকম্পনীয় হইলেও পবননন্দনের সৌহার্দ ও একান্ত ভক্তিনিবন্ধন তিনি কপির নিকট লঘুতা প্রাপ্ত হইলেন।

এইসকল অপ্রাকৃত ঘটনা হইতে অনুমিত হয়, লক্ষ্মণ তাঁহার অংশাবতারত্বের কথা জানিতেন।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর যে-সকল রাক্ষস সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন, রাবণের ভার্যা ধান্যমালিনীর গর্ভজাত অতিকায় তাঁহাদের অন্যতম। সহস্র অশ্বের বাহিত রথে আরোহণ করিয়া মহাবলশালী অতিকায় রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত। অতিকায়ের আস্ফালন-বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন।

কর্মণা সূচয়াত্মানং ন বিকত্থিতুমর্হসি।
পৌরুষেণ তু যো যুক্তঃ স তু শূর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬।৭১।৫৯

—তুমি কর্মের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ কর, শুধু আত্মশ্লাঘা করিও না। যাঁহার পৌরুষ আছে, তাঁহাকেই বীর বলা হয়।

লক্ষ্মণের সহিত অতিকায়ের ভীষণ যুদ্ধ চলিল। পরিশেষে লক্ষ্মণের চাপনির্মুক্ত ব্রাহ্ম অস্ত্রে অতিকায়ের শির ভূপাতিত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতাকে হনন করিলে পর লক্ষ্মণও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনিও মনে করিয়াছেন যে, যথার্থ সীতাই নিহত হইয়াছেন। রামও তাহাই মনে করিয়া করুণ বিলাপ করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিতেছেন—

শুভে বর্ত্মনি তিষ্ঠন্তং ত্বামার্য বিজি্‌'েন্দ্রিয়ম্।

অনর্থেভ্যো ন শক্নোতি ত্রাতুং ধর্মো নিবর্থকঃ ॥ ইত্যাদি। ৬।৮৩।১৪-৪২

—আর্য, শুভ পথে অবস্থানকারী ও জিতেন্দ্রিয় আপনাকে অনর্থ হইতে নিরর্থক ধর্ম রক্ষা করিতে পারিল না। ধর্ম আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহে। অতএব তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইতেছে। ধর্ম-নামক কোন বস্তু থাকিলে আপনার ন্যায় ধার্মিক ব্যক্তিকে এত দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। হে বীর, যাহারা নিয়ত অধর্মাচরণ করে, তাহাদিগকেই সুখী দেখিতেছি। অতএব ধর্ম ও অধর্ম, উভয়ই মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। পৌরুষ পরিত্যাগপূর্বক আপনি যেদিন রাজ্যত্যাগ করিয়াছেন, সেইদিনই ধর্মের মূলোচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অর্থই সর্বপ্রকার সুখের মূল। আপনি অর্থকে অবহেলা করিয়াই ক্রমাগত দুঃখে পতিত হইতেছেন। হে বীর, গাত্রোত্থান করুন। ইন্দ্রজিৎ আজ যে বিপুল দুঃখ দিয়াছে, কর্ম দ্বারা আমি তাহা অপনোদন করিব।

কিমাত্মানং মহাত্মানমাত্মানং নাববুধ্যসে? ৬।৮৩।৪৩

—আপনি মহাত্মা হইয়াও কেন আপনার পরমাত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইতেছেন?

এই উক্তিতেও দেখিতেছি—লক্ষ্মণ একমাত্র পৌরুষেই আস্থাবান্ এবং তিনি রামের অবতারত্বের কথাও জানেন।

বিভীষণের যুক্তিপূর্ণ বচনে সকলের ভ্রম অপগত হইয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মায়াসীতাকে হত্যা করিয়া ইন্দ্রজিৎ সকলকে শোকাকুল করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত নিকুম্ভিলায় (ভদ্রকালীর মন্দিরে) যাইতেছেন। বিভীষণের পরামর্শে রাম দুর্ধর্ষ সৈন্যসামন্ত সহ লক্ষ্মণকে বিভীষণের সহিত ইন্দ্রজিৎবধের নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন।

বিভীষণ রথস্থিত ইন্দ্রজিৎকে দেখাইয়া দিলে পর লক্ষ্মণ হনুমানের পিঠে চড়িয়া ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ করিলেন। উভয়ের বাগ্‌যুদ্ধের পর শস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। বিভীষণের উৎসাহদানে লক্ষ্মণের তেজ বর্দ্ধিত হইতেছিল। ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে। সূর্য অস্ত গিয়াছেন। রণক্ষেত্রে রক্তনদী প্রবাহিত হইতেছে। লক্ষ্মণের বাণে ইন্দ্রজিতের সারথি নিহত হইয়াছে, তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। বানরগণ ইন্দ্রজিতের রথ ও বাহনগুলিকে বিনাশ করিল। ইন্দ্রজিৎ ভূমিতে দাঁড়াইয়াই লক্ষ্মণকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিতেছেন। অকস্মাৎ তিনি সকলের অগোচরে পুরীতে যাইয়া পুনরায় রথ ও সারথি লইয়া অতি শীঘ্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এবার উভয় বীরই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন। তিন দিন ও তিন রাত্রি যুদ্ধ চলিতেছে।[৮] দেবগণ ও ঋষিগণ লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ধনুতে ঐন্দ্রাস্ত্র যোজনা করিয়া অস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

ধর্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি

পৌরুষে চাপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদৈনং জহি রাবণিম্ ॥ ৬।৯০।৬৯

—দাশরথি রাম যদি ধর্মাত্মা সত্যনিষ্ঠ ও পৌরুষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তবে তুমি এই রাবণপুত্রকে বিনাশ কর।

এই বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্রকে আকর্ণ আকর্ষণপূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রজিতেব শিব দেহচ্যুত হইল। বানবগণ জযোল্লাসে আকাশ-বাতাস কাঁপাইযা তুলিলেন। অন্তবীক্ষে দেব দানব গন্ধর্ব মহর্ষি ও অপ্সবোগণ জযধ্বনি কবিতে লাগিলেন।[৮]

লঙ্কাব বণক্ষেত্রে ইন্দ্রজিতেব নিধনই লক্ষ্মণেব সর্বাপেক্ষা প্রধান কীর্তি। ইন্দ্রজিতেব বাণে লক্ষ্মণেব সমস্ত শবীব ক্ষত-বিক্ষত হইযাছিল। বিভীষণ এবং বানবগণেবও সেই অবস্থা। বামেব আদেশে বানববৈদ্য সুষেণ এরূপ একটি নস্য প্রযোগ কবিলেন, যাহাব আঘ্রাণমাত্র সকলই বিশল্য ও বেদনাহীন হইযাছেন। সেই পবমৌষধেব গুণে সকলেব দেহেব ব্রণও শুষ্ক হইযা গেল।[৯]

এবাব বাবণ বণক্ষেত্রে উপস্থিত হইযাছেন। বাবণেব শূলেব আঘাত হইতে বিভীষণকে মুক্ত কবায বাবণেব সমস্ত ক্রোধ লক্ষ্মণেব উপব পডিযাছে তিনি লক্ষ্মণকে লক্ষ্য কবিযা তাঁহাব শক্তিশেল নিক্ষেপ কবিলেন। বাসুকিব জিহ্বাব ন্যায দীপ্যমানা সেই ভযঙ্কবী শক্তি লক্ষ্মণেব বক্ষঃস্থলে পতিত হইলে লক্ষ্মণ ভূতলে লুটাইযা পডিলেন।

ভ্রাতৃশোকে বাম বিলাপ কবিতে থাকিলে সুষেণ লক্ষ্মণকে পবীক্ষা কবিযা বামকে কহিলেন যে, লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। যেহেতু তাঁহাব মুখমণ্ডল অবিকৃত ও প্রসন্ন বহিযাছে এবং ভিতবে শ্বাসক্রিযা চলিতেছে। বামকে প্রবোধ দিযাই সুষেণ হনুমানেব দ্বাবা মহোদয-পর্বত হইতে বিশল্যকবণী, সাবর্ণ্যকবণী, সঞ্জীবককবণী ও সন্ধানী—এই চাবিটি মহৌষধি আনাইযা লক্ষ্মণেব চিকিৎসা কবিযাছেন। সেই ঔষধিচূর্ণেব নস্য প্রযোগ কবিবামাত্র লক্ষ্মণ উঠিযা বসিলেন এবং বাবণবধেব নিমিত্ত অগ্রজকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।[১০]

বাবণবধেব পব বাম সর্বসমক্ষে সীতাব প্রতি কঠোব ব্যবহাব কবায লক্ষ্মণও অতিশয ব্যথিত হইযাছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে চিতা প্রস্তুত কবিবাব কথা—

উবাচ লক্ষ্মণং সীতা দীনং ধ্যানপবাযণম্। ৬।১১৬।১৭

—সীতা দীনভাবে চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণকেই বলিযাছেন।

বীর্যবান্ লক্ষ্মণ আকাব-ইঙ্গিতে বামেব মনোভাব বুঝিতে পাবিযা চিতা প্রস্তুত কবিযাছেন। এই স্থলেও লক্ষ্মণেব ধৈর্য ও আনুগত্য লক্ষ্য কবিবাব মত।

সীতাব অগ্নিপবীক্ষাব পব সেইস্থলে দশবথও আবির্ভূত হইযাছিলেন। প্রণত লক্ষ্মণকে আশীর্বাদপূর্বক পিতা বলিযাছেন—

বামং শুশ্রূষতা ভক্ত্যা বৈদেহ্যা সহ সীতযা।
কৃতা মম মহাপ্রীতিঃ প্রাপ্তং ধর্মফলঞ্চ তে ॥ ৬।১১৯।২৮

—বৎস, তুমি ভক্তিব সহিত বিদেহবাজনন্দিনী সীতাব সহিত বামেব সেবা কবিযা আমাকে অত্যন্ত তুষ্ট কবিযাছ এবং ধর্মফল প্রাপ্ত হইযাছ।

বামেব অযোধ্যাপ্রবেশেব সময লক্ষ্মণ তাঁহাব মাথাব উপব চামব সঞ্চালন কবিতেছিলেন।[১১]

বাম অযোধ্যাব সিংহাসনে আবোহণ কবিযা লক্ষ্মণকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবিতে চাহিলে লক্ষ্মণ সেই অনুবোধ স্বীকাব কবেন নাই। এখানেও লক্ষ্মণেব শুভ বুদ্ধিব পবিচয পাইতেছি। যেহেতু ভবত তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সেইহেতু এই সম্মান যে ভবতেবই প্রাপ্য, লক্ষ্মণ তাহা ভুলিযা যান নাই।[১২]

লোকাপবাদ শুনিযা বাম সীতাকে পবিত্যাগ কবিবাব সঙ্কল্প কবিযাছেন। তিনি লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন যে, লক্ষ্মণ যেন সুমন্ত্র-চালিত বথে সীতাকে আবোহণ কবাইযা বাজ্যেব সীমাব বাহিবে গঙ্গাব পবপাবে বাল্মীকিব আশ্রম-সমীপে পবিত্যাগ কবিযা শীঘ্র ফিবিযা আসেন।

পবদিন প্রাতঃকালে ব্যথিত লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে সীতাকে লইয়া যাত্রা করিযাছেন। সেই বাত্রিতে তাঁহাবা গোমতীতীবে এক আশ্রমে বাস কবিলেন। পবদিন মধ্যাহ্নকালে ভাগীবথীকে—

নিবীক্ষ্য লক্ষ্মণো দীনঃ প্ররুবোদ মহাস্বনঃ। ৭।৪৬।২৪

—দর্শন কবিযাই লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বোদন কবিতে লাগিলেন।

সীতা কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না। তিনি মনে কবিলেন যে, দুই দিন অগ্রজকে দেখিতে না পাইযা লক্ষ্মণেব চিত্ত ব্যাকুল হইযা উঠিযাছে। সীতা লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিতেছেন।

নৌকায গঙ্গা পাব হইযা লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে জোডহাতে সীতাকে কহিতেছেন—

হৃদ্‌গতং মে মহচ্ছল্যং যস্মাদার্যেণ ধীমতা।
অস্মিন্নিমিত্তে বৈদেহি লোকস্য বচনীকৃতঃ॥ ইত্যাদি। ৭।৪৭।৪-৬

—বৈদেহি, আর্য বাম বুদ্ধিমান্‌ হইযাও আমাকে লোকনিন্দিত এই ক্রুব কার্যে নিযোগ কবিযা লোকসমাজে নিন্দাভাজন কবিলেন। এইজন্য আমাব হৃদযে দাকণ শল্য বিদ্ধ হইতেছে। আজ আমাব মৃত্যু হইলেই ভাল হইত। হে শোভনে, আমাকে ক্ষমা ককন।

এই পর্যন্ত বলিযাই লক্ষ্মণ ভূমিতে পডিযা গেলেন। সীতা বিস্মিত হইযা লক্ষ্মণেব এইৰূপ তীব্র দুঃখেব কাবণ জানিতে চাহিলে লক্ষ্মণ বাষ্পকদ্ধকণ্ঠে অধোমুখে সবিনযে সীতাকে বামেব আদেশ শোনাইযাছেন।

সীতা ককণ বিলাপ কবিতে কবিতে আপনাব সুস্পষ্ট গর্ভলক্ষণ দেখিযা যাইবাব কথা লক্ষ্মণকে বলিযাছেন। সীতাব বাক্য শুনিযা লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইযা সীতাকে প্রণাম কবিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিতে পাবিলেন না। তাবপব কাঁদিত কাঁদিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ কবিযা মুহূর্তকাল চিন্তা কবিযা কহিতেছেন—'শোভনে, আপনি আমাকে কি বলিতেছেন?

দৃষ্টপূর্বং ন তে ৰূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে।
কথমত্র হি পশ্যামি বামেণ বহিতাং বনে॥ ৭।৪৮।২১

—হে নিষ্পাপে পতিব্রতে, আমি পূর্বে কখনও আপনাব ৰূপ দেখি নাই, শুধু চবণযুগল দর্শন কবিযাছি। বিশেষতঃ বামেব অনুপস্থিতিতে বনমধ্যে একাকিনী আপনাকে আমি কিৰূপে দর্শন কাবব?'

উচ্চৈঃস্ববে কাঁদিতে কাঁদিতে পুনবায সীতাব চবণে প্রণাম কবিযা লক্ষ্মণ নৌকাযোগে গঙ্গাব উত্তব তীবে অবতবণ কবিলেন। অপব তীবে অনাথা সীতাব প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিযা কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণ বথে আবোহণ কবিযাছেন। পথে সুমন্ত্রকে সীতাব দুঃখেব নানা কথা বলিযা পবে লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

কো নু ধর্মাশ্রযঃ সূত কর্মণ্যস্মিন্‌ যশোহবে।
মৈথিলীং সমনুপ্রাপ্তঃ পৌবৈর্হীনার্থবাদিভিঃ॥ ৭।৫০।৮

—হে সূত, অন্যাযবাদী পৌবগণেব কথায এই অযশস্কব সীতা-পবিত্যাগৰূপ কার্য কবিযা বাঘব কোন্‌ ধর্ম বক্ষা কবিলেন?

স্পষ্টবাদী লক্ষ্মণেব এই কথাটিকে বামচবিতেব বাল্মীকিকৃত সমালোচনা বলিযাও আমবা সম্ভবতঃ গ্রহণ কবিতে পাবি।

পথিমধ্যে বাম সম্পর্কে দুর্বাসামুনিব ভবিষ্যদুক্তিব বিষয লক্ষ্মণ সুমন্ত্রেব মুখে শুনিতে পাইযাছেন। বাম যে একসমযে তাঁহাকেও ত্যাগ কবিবেন—এই কথাও শুনিযাছেন।[১৮]

অবশ্য-ভবিতব্যেব বিষয শুনিযা লক্ষ্মণেব দুঃখেব কিঞ্চিৎ লাঘব হইযাছে। কেশিনীতীবে সেই বাত্রি যাপন কবিযা পবদিন মধ্যাহ্নে সুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায ফিবিযা

আসেন। দীনচিত্তে অগ্রজের সহিত দেখা করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। রামের দীনতা ও অশ্রুপূর্ণ নেত্রযুগল দেখিয়া ব্যথিত লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন—

মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র কালস্য গতিরীদৃশী।
তদ্বিধা ন হি শোচন্তি বুদ্ধিমন্তো মনস্বিনঃ॥
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্॥
তস্মাৎ পুত্রেষু দারেষু মিত্রেষু চ ধনেষু চ।
নাতিপ্রসঙ্গঃ কর্তব্যো বিপ্রয়োগো হি তৈর্ধ্রুবম্॥ ৭।৫২।১০-১২

—পুরুষশ্রেষ্ঠ, কালের গতিই এইরূপ। অতএব শোক করিবেন না। আপনার ন্যায় জ্ঞানী মনস্বিগণ শোক করেন না। সংসারের সকল ঐশ্বর্যই কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। উত্থান হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সংযোগ অবশ্যই বিয়োগে পরিণত হয়। মরণেই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সেইহেতু স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও ধনে অত্যাসক্তি উচিত নহে। কারণ, অবশ্যই ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে।

এই মহাপুরুষসুলভ উক্তিগুলি লক্ষ্মণের মুখে শোনা যাইতেছে। (রামের মুখেও এক সময়ে দ্বিতীয় শ্লোকটি শোনা গিয়াছে। ২।১০৫।১৬) লক্ষ্মণ অগ্রজকে সতর্ক করিয়া আরও বলিতেছেন—

যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা অপবাদভয়ান্নৃপ।
সোঽপবাদঃ পুরে রাজন্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৭।৫২।১৫

—রাজন্, যে অপবাদের ভয়ে ভীত হইয়া আপনি মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন সর্বদা তাঁহার জন্য শোক করিলে প্রকারান্তরে সেই অপবাদই নগর মধ্যে পুনরায় ঘোষিত হইবে। (অর্থাৎ লোকে বলিবে যে, মহারাজ কলঙ্কিনী পত্নীর প্রতি অতিশয় আসক্তই রহিয়াছেন।)

লক্ষ্মণের সারগর্ভ বচনে রাম শান্তিলাভ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল পরে অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া রাম দেশে দেশে যজ্ঞিয় অশ্ব প্রেরণ করেন। পুরোহিতগণের সহিত লক্ষ্মণকে অশ্বানুসরণে নিযুক্ত করা হইয়াছে।[১৪]

রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। পতিব্রতা সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন। এবার অন্ত্যলীলার সময়। ভরতের পুত্রদ্বয়কে দুইটি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন যে, তিনি লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে দুইটি অনুরূপ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। এই কুমারদ্বয় পরম ধার্মিক ও বিক্রমশালী। রামের কথা শুনিয়া ভরত বলিলেন, কারূপথদেশ পরম রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর। সেইস্থানেই অঙ্গদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক এবং চন্দ্রকান্ত-নামে নূতন নগর নির্মাণ করাইয়া চন্দ্রকেতুকে সেখানে পাঠানো হউক। রাম তাহাই করিলেন। তিনি কারূপথদেশে অঙ্গদীয়া-নাম্নী নূতন পুরী এবং মল্লভূমিতে চন্দ্রকান্ত-নামে সুরম্য নগর নির্মাণ করাইলেন। কুমারদ্বয়ের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া রাম অঙ্গদকে পশ্চিম দেশে ও চন্দ্রকেতুকে উত্তর দেশে প্রেরণ করিলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠপুত্র অঙ্গদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অঙ্গদীয়ায় এবং ভরত চন্দ্রকেতুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চন্দ্রকান্তনগরে গিয়াছেন। এক বৎসর পরে ভরত ও লক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন।

রামের চরণসেবা ও তাঁহার রাজকার্যে সাহায্য করাই এখন লক্ষ্মণের একমাত্র কর্ম। এইভাবে কয়েক বৎসর অতীত হইল। একদা তাপসরূপী কাল রামের দর্শনপ্রার্থী হইয়া

বাজদ্বাবে উপস্থিত হইযাছেন। বামকে তিনি প্রতিজ্ঞা কবাইযাছেন যে, বামেব সহিত তাঁহাব কথাবার্তাব সময কোন তৃতীয ব্যক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইলে বাম তাহাকে হত্যা কবিবেন।

বাম এই প্রতিজ্ঞাব কথা শোনাইযা লক্ষ্মণকে দ্বাব বক্ষা কবিতে আদেশ দিযাছেন। লক্ষ্মণ দ্বাবদেশে পাহাবা দিতেছেন। ক্রোধন-স্বভাব দুর্বাসামুনি তখন বামেব দর্শনপ্রার্থী হইযা দ্বাবদেশে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ ক্ষণকাল অপেক্ষা কবিবাব নিমিত্ত সবিনযে প্রার্থনা কবিলেও দুর্বাসা তাহা মানিলেন না। তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন যে, সেই মুহূর্তেই তাঁহাব আগমনবার্তা বামকে না জানাইলে তিনি শাপ দিযা বঘুবংশেব সহিত সমগ্র অযোধ্যাকে ধ্বংস কবিবেন। লক্ষ্মণ স্থিব কবিলেন—

একস্য মবণং মেহস্তু মা ভূৎ সর্ববিনাশনম্।
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য বাঘবায ন্যবেদযৎ ॥ ৭।১০৫।৯

—সকল-কিছু বিনষ্ট হওযা অপেক্ষা আমাব একেবই মবণ শ্রেযঃ। এইবূপ স্থিব কবিযা বামেব সমীপে উপস্থিত হইযা তিনি মুনিব আগমনবার্তা নিবেদন কবিযাছেন।

সেই তাপসবূপী কাল ও দুর্বাসা উভযই আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধিব পব বিদায লইয়া প্রস্থান কবিযাছেন। বাম দীনমনে অধোমুখে বসিযা আছেন। লক্ষ্মণ বাহুগ্রস্ত চন্দ্রসদৃশ বামেব পাদমূলে উপস্থিত হইযা সানন্দে নিবেদন কবিতেছেন—

ন সন্তাপং মহাবাহো মদর্থং কর্তুমর্হসি।
পূর্বনির্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিবীদৃশী ॥
জহি মাং সৌম্য বিস্রব্ধং প্রতিজ্ঞাং পবিপালয।
হীনপ্রতিজ্ঞাঃ কাকুৎস্থ প্রযান্তি নবকং নবাঃ ॥ ৭।১০৬।২,৩

—হে মহাবাহো, আমাব জন্য আপনাব সন্তপ্ত হওযা উচিত নহে। পূর্বজন্মে কৃত কর্মবন্ধনবূপ কালেব গতিই এইবূপ। হে সৌম্য কাকুৎস্থ, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ কবিযা আপনাব প্রতিজ্ঞা পালন করুন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গকাবী মানবগণ নবকে গমন কবে।

সন্তপ্ত বাম মন্ত্রী ও পুবোহিতগণেব সহিত কর্তব্য বিষযে পবামর্শ কবিতে বসিলেন। পবামর্শে স্থির হইল যে, লক্ষ্মণকে পবিত্যাগ কবিযা প্রতিজ্ঞাপালনবূপ ধর্ম বক্ষা কবিতে হইবে।

বাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন কবিযা বলিলেন—'হে সুমিত্রানন্দন, ধর্মেব বিপর্যয কবা উচিত নহে। অতএব আমি তোমাকে পবিত্যাগ কবিতেছি। সাধুগণেব পক্ষে ত্যাগ এবং বধ—উভযই সমান।'

বামেণ ভাষিতে বাক্যে বাষ্পব্যাকুলিতেন্দ্রিযঃ।
লক্ষ্মণস্ত্ববিতং প্রাযাৎ স্বগৃহং ন বিবেশ হ ॥
স গত্বা সবযূতীবমুপস্পৃশ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
নিগৃহ্য সর্বস্রোতাংসি নিঃশ্বাসং ন মুমোচ হ ॥ ৭।১০৬।১৪,১৫

—বাম এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ আপন গৃহে প্রবেশ না কবিযাই অশ্রুপূর্ণ-লোচনে সত্বব প্রস্থান কবিলেন। তিনি সবযূতীবে যাইযা আচমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রিযেব দ্বাবসমূহ নিবোধ কবিযা দেহত্যাগ কবিলেন।

দেবতা, মহর্ষি ও অপ্সবোগণ তাঁহাব উপব পুষ্পবর্ষণ কবিতেছিলেন। বিষ্ণুব চতুর্থ ভাগ লক্ষ্মণ আপন বৈষ্ণব তেজে বিলীন হইযাছেন।

এই মহাপ্রস্থানেব সমযও লক্ষ্মণ উর্মিলাব সহিত দেখা না কবিবাব কাবণ বুঝিতে পাবি

না। ইহাতে মহর্ষি ঊর্মিলাব প্রতি এবং লক্ষ্মণেব প্রতিও অবিচাব কবিযাছেন বলিযাই সংসাবী মানুষ মনে কবিবে। এই মহীযসী সতী বমণীব নীবব আত্মত্যাগও আমাদিগকে বিস্মিত কবে।

লক্ষ্মণ ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু, সংযমী ও মিতভাষী মহাপুরুষ। তিনি কখনও মনেব ভাব গোপন বাখিতেন না। যাহা বলিবাব, তাহা স্পষ্ট ভাষাযই ব্যক্ত কবিতেন। ইহাতে অনেক সময অনেক বাঢ কথাও তাঁহাব মুখে শোনা গিযাছে, কিন্তু সেইগুলি অস্বাভাবিক নহে। তিনি কোনরূপ অন্যায সহ্য কবিতে পাবিতেন না। পৌরুষেব অবতাব এই ভ্রাতৃভক্ত বীবপুরুষ ন্যায এবং অন্যাযেব তুলাদণ্ডে ধর্মাধর্ম নির্ণয কবিতেন। তাঁহাব হৃদযেব কোমলতাও লক্ষ্য কবিবাব মত। বামেব দুঃখমোচনে এবং অন্যাযেব প্রতিশোধে বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাব নেত্রদ্বয আর্দ্র হইযা উঠিত। বামেব সর্বপ্রকাব আদেশই তিনি নির্বিচাবে পালন কবিতেন। বামেব নিমিত্ত তাঁহাব আত্মত্যাগ তুলনাবহিত। প্রখব ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও হৃদযেব স্নেহকোমলতায তিনি বামেব নিকট আপন ব্যক্তিত্বেব প্রভাব প্রদর্শন কবেন নাই। যে-কোন বিপদে তিনি বিহ্বল হইতেন না। তাঁহাব চবিত্রেব এই দৃপ্ত পৌরুষ বহুবাব হতোদ্যম বামকে ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ কবিযাছে।

লক্ষ্মণকে বাদ দিলে বামেব চবিত্র নিশ্চযই ফুটিত না। কোন পবিবাবে ভ্রাতায ভ্রাতায বিশেষ প্রীতি দেখিলে চিবদিনই ভাবতবাসী এই ভ্রাতৃভক্ত বীবপুরুষকে স্মবণ কবিযা থাকেন।

১। ৩।৩৪।১৪
২। ১।২৬।১৮
৩। ২।১৯।৩০
৪। ২।৯৬ তম সর্গ
৫। ৩।১৮।২১
৬। ৩।৪৫।৪০
৭। ৩।৬৯।১১-১৮
৮। ৬।৯১।১৬
৯। ৬।৯১।২৪-২৮
১০। ৬।১০১ তম সর্গ
১১। ৬।১২৮।২৮
১২। ৬।১২৮।৯৩
১৩। ৭।৫০।১২
১৪। ৭।৯২।২

শত্রুঘ্ন

শত্রুঘ্ন হইতেছেন—মহারাজ দশরথের কনিষ্ঠ পুত্র এবং লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর। লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যমজ সহোদর। একই দিনে একই লগ্নে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছে।

শত্রুঘ্নের আকৃতির কোন চিত্র রামায়ণে অঙ্কিত হয় নাই। তাঁহার জীবনও ঘটনাবহুল নহে। শত্রুঘ্ন বিষ্ণুর চতুর্থাংশসম্ভূত।

দশরথের সকল পুত্রই রূপেগুণে অতুলনীয় এবং প্রভাবশালী।[১]

সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ।
সর্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ ॥ ১।১৮।২৫

—দশরথের পুত্রগণ সকলেই বেদবিৎ, মহাবীর, সর্বলোকের হিতকারী ও নানা গুণের আধার।

লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত এবং প্রাণাধিক প্রিয়, সেইরূপ—

ভরতস্যাপি শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ।
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীৎ তথা প্রিয়ঃ ॥ ১।১৮।৩২

—লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং ভরতও শত্রুঘ্নের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ছিলেন।

এই ভ্রাতৃপ্রণয় অহেতুক এবং সহজাত। শত্রুঘ্ন ছায়ার ন্যায় ভরতের অনুসরণ করেন।

হরধনু ভঙ্গ করায় রাম জনকনন্দিনী সীতাকে পত্নীরূপে লাভ করিবেন—এই সংবাদ অযোধ্যায় পৌঁছিয়াছে। রাজর্ষি জনকের আহ্বানে মহারাজ দশরথ ভরত, শত্রুঘ্ন ও পাত্রমিত্র সহ মিথিলায় গিয়াছেন। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ জনকানুজ কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রুতকীর্তির সহিত শত্রুঘ্নের বিবাহের প্রস্তাব করিলে রাজর্ষি আপনবংশকে ধন্য বলিয়া বোধ করিয়াছেন। যথাসময়ে শ্রুতকীর্তির সহিত শত্রুঘ্নের পরিণয় সুসম্পন্ন হইল।

সকলেই অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন পর ভরত তাঁহার মাতুলালয়ে যাইতেছেন, শত্রুঘ্নও ভরতের সঙ্গী হইয়াছেন। সেইখানে তাঁহারা বার বৎসর বাস করিয়াছেন।

দশরথের পরলোকগমনের পর শত্রুঘ্নও ভরতের সহিত অযোধ্যায় আসিয়া সকল দুর্ঘটনা জানিতে পারিলেন। পিতার অস্থিসঞ্চয়কালে শ্মশানভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া শত্রুঘ্ন করুণ বিলাপ করেন।

মন্থরা ও কৈকেয়ীর প্রতি তাঁহার ক্রোধ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। শোকসন্তপ্ত ভরত রামের নিকট যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহাকে বলিতেছেন—

গতির্যঃ সর্বভূতানাং দুঃখে কিং পুনরাত্মনঃ।
স রামঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ স্ত্রিয়া প্রব্রাজিতো বনম্ ॥ ইত্যাদি। ২।৭৮।২-৪

—যিনি দুঃখের সময় সকল প্রাণীর আশ্রয়স্থল, সেই রাম যে এখন আপনার আশ্রয় হইতেন,

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এরূপ শক্তিশালী রাম স্ত্রীলোক কর্তৃক বনে নির্বাসিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ তো বলবান্ বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত, তবে কেন তিনি পিতাকে নিগৃহীত করিয়া রামকে মুক্ত করেন নাই? রামের নির্বাসনের পূর্বেই রাজা স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নীতিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া তখনই তাঁহাকে নিগৃহীত করা লক্ষ্মণের পক্ষে উচিত ছিল।

শত্রুঘ্ন যখন গৃহে বসিয়া ভরতকে এইরূপ বলিতেছেন, তখনই বহুবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া মন্থরা সেই গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। মেখলাদি অলঙ্কারে তাহাকে রজ্জুবদ্ধা বানরীর মত দেখাইতেছিল। দৌবারিক সেই পাপীয়সীকে নির্দয়ভাবে টানিতে টানিতে শত্রুঘ্নের নিকটে যাইয়া বলিল--'যাহার জন্য রাম বনবাসী হইয়াছেন ও মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপিষ্ঠা মন্থরা। আপনি ইহার বিষয়ে যাহা ইচ্ছা হয় করুন।'

শত্রুঘ্ন তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করিয়া অন্তঃপুরচারিগণকে কহিতেছেন যে, সমস্ত অনর্থ ও দুঃখের মূল এই মন্থরা এবার নিষ্ঠুর কর্মের ফল ভোগ করিবে।

এবমুক্ত্বা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃতা।
গৃহীতা বলবৎ কুব্জা সা তদ্গৃহমনাদয়ৎ ॥ ২।৭৮।১২

—এইরূপ বলিয়াই শত্রুঘ্ন সখীগণপরিবেষ্টিতা কুব্জাকে বলপূর্বক ধরিয়া ফেলিলেন। তখন কুব্জার চীৎকারে সেই গৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

কুব্জার সখীগণ প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া কৌশল্যার গৃহের দিকে ছুটিয়াছে। শত্রুঘ্ন ভূলুণ্ঠিতা কুব্জাকে টানিতেছেন, আর কুব্জা প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে। তাহার অলঙ্কারগুলি দেহচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। কুব্জাকে সবলে টানিতে টানিতে শত্রুঘ্ন অতি কঠোর ভাষায় কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। ভরত যদি শত্রুঘ্নকে নিরস্ত না করিতেন, তবে সেইদিনই কুব্জাকে যমালয় দর্শন করিতে হইত। শত্রুঘ্নের আকর্ষণে কুব্জা প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে।

ভরতের প্রতি শত্রুঘ্নের উক্তি ও কুব্জার শাস্তিতে বোঝা যাইতেছে—শত্রুঘ্নের চরিত্রও অনেকাংশে তাঁহার সহোদর লক্ষ্মণের ন্যায়। তিনিও অন্যায় সহ্য করিতে পারেন না।

শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদরাজ গুহের মুখে রামের দুঃখের কথা শুনিয়া ভরত মূর্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

তদবস্থং তু ভরতং শত্রুঘ্নোঽনন্তরস্থিতঃ।
পরিষ্বজ্য রুরোদোচ্চৈর্বিসংজ্ঞঃ শোককর্শিতঃ ॥ ২।৮৭।৫

—ভরতকে এইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া পার্শ্ববর্তী শত্রুঘ্ন শোকবিহ্বল ও অচেতনপ্রায় হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ভরত যে শত্রুঘ্নকে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহা ভরতের একটি কথা হইতে জানা যাইতেছে। ভরত প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, রাম যদি তাহার কাতর প্রার্থনায় অযোধ্যায় ফিরিয়া যান, তবে তিনি পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত রামের প্রতিনিধিরূপে চৌদ্দবৎসর বনে বাস করিবেন ও শত্রুঘ্ন তাঁহার সহচর হইবেন।[২]

অকৃত্রিম সৌভ্রাত্র ও বিশ্বাস না থাকিলে ভরত এরূপ বলিতে পারিতেন না।

ভরতের সহিত চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়া রামকে দেখিয়া শত্রুঘ্ন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণে পতিত হইয়াছেন।[৩]

চিত্রকূটেই রাম ভরতকে বলিয়াছেন—'ভরত, রাজচ্ছত্র তোমার মস্তকে ছায়া বিধান করুক। অতুলমতি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় হউন।'[৪]

বামও যাঁহাকে 'অতুলমতি' বলিতেছেন, নিশ্চযই তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান্ পুরুষ। ভবতেব সঙ্গে জটাচীবধাবী হইযা শত্রুঘ্নও চৌদ্দবৎসব নন্দিগ্রামে যাপন কবিযাছেন। বামেব অযোধ্যা-প্রবেশেব সময—

শত্রুঘ্নশ্ছত্রমাদদে। ৬।১২৮।২৮

--শত্রুঘ্ন বামেব শিবে বাজচ্ছত্র ধাবণ কবিযাছিলেন।

সীতাব নির্বাসনেব কিছু দিন পব লবণবাক্ষসেব ভযে ভীত হইযা যমুনাতীববাসী তাপসগণ বামেব নিকট উপস্থিত হইযা তাঁহাদেব দুঃখেব কথা জানাইলেন ও প্রতীকাব প্রার্থনা কবিলেন। বাবণেব মতামহেব জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাল্যবান্। মাল্যবানেব কন্যা অমলা হইতেছেন বাবণেব মাসী। অনলাব কন্যাব নাম কুম্ভীনসী।

মধু-নামক পবাক্রান্ত এক বাক্ষস সেই কুম্ভীনসীকে হবণ কবেন। কুম্ভীনসীব পুত্রেব নাম লবণ। সম্পর্কে লবণ হইতেছেন—বাবণেব ভাগিনেয। লবণ অতি ভযানক বাক্ষস। তিনি তাঁহাব পিতাব নিকট হইতে রুদ্রপ্রদত্ত একটি শূল লাভ কবিযাছেন। শূলহস্ত লবণকে বধ কবিবাব সাধ্য কাহাবও নাই। এই শূলেব প্রভাবে লবণ তাপসদেব প্রতি ভীষণ অত্যাচাব কবিতেছেন। বাম কর্তৃক বাবণেব নিধনবার্তা শুনিযা তাপসগণ বিশেষ আশান্বিত হইযা বামেব শবণাপন্ন হইযাছেন।"

বাম তাঁহাদিগকে অভয দিযা ভবত ও শত্রুঘ্নকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, কে লবণকে বধ কবিবেন। প্রথমতঃ ভবত লবণবধেব অভিপ্রায ব্যক্ত কবিলে শত্রুঘ্ন বামকে প্রণামপূর্বক বলিলেন—'বাজন, মহাবাহু মধ্যম ভ্রাতা আপনাব অযোধ্যা-প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত দীর্ঘকাল সন্তপ্তহৃদযে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য কবিযাছেন। মাদৃশ আজ্ঞাকাবী থাকিতে আবাব তিনি কেন ক্লেশ ভোগ কবিতে যাইবেন?' বাম শত্রুঘ্নকে কহিলেন—

এবং ভবতু কাকুৎস্থ ক্রিযতাং মম শাসনম্।
বাজ্যে ত্বামভিষেক্ষ্যামি মধোস্তু নগবে শুভে ॥
নিবেশয মহাবাহো ভবতং যদ্যবেক্ষসে।
শূবস্ত্বং কৃতবিদ্যশ্চ সমর্থশ্চ নিবেশনে ॥ ইত্যাদি। ৭।৬২।১৬,১৭-২১

--হে কাকুৎস্থ, তাহাই হউক। আমাব আদেশ পালন কব। তোমাকে মধুব সুন্দব নগবে (মধুবা বা মথুবায) অভিষিক্ত কবিব। হে মহাবাহো, তুমি মনে কবিলে ভবতকে কোনও বাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিতে পাব। তুমি বীব, বিদ্বান ও বাজ্যস্থাপনে সমর্থ। তুমি যমুনাতীবে নূতন নগব ও বহু জনপদ স্থাপন কব। হে বীব, যে নবপতি কোন বাজবংশব উচ্ছেদ কবিযা সেখানে পুনবায নূতন বাজা নিযোগ না কবেন, তিনি নবকে গমন করেন। অতএব তুমি পাপিষ্ঠ লবণকে নিধন কবিযা ধর্মানুসাবে তাহাব বাজ্য শাসন কবিবে। তুমি আমাব এই আদেশ অমান্য কবিবে না। তোমাকে অভিষিক্ত কবিতেছি।

বামেব কথায জানা যাইতেছে, শত্রুঘ্ন বিশেষ বীব ও বিদ্বান ছিলেন। বামেব এই আদেশে শত্রুঘ্ন অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি বামকে কহিতেছেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠেব বাজ্যাভিষেককে তিনি অধর্ম বলিযা মনে কবেন, কিন্তু বামেব আদেশ অবশ্যই পালন কবিতে হইবে বলিযা তিনি অস্বস্তি বোধ কবিতেছেন। তিনি আবও বলিতেছেন—

ব্যাহৃতং দুর্বচো ঘোবং হন্তাস্মি লবণং মৃধে।
তস্যৈবং মে দুরুক্তস্য দুর্গতিঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৭।৬৩।৫
সোঽহং দ্বিতীযং কাকুৎস্থ ন বক্ষ্যামীতি চোত্তবম্।
মা দ্বিতীযেন দণ্ডো বৈ নিপতেন্ময়ি মানদ ॥ ইত্যাদি। ৭।৬৩।৭,৮

—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমি যুদ্ধে লবণকে বধ করিব—এই অতি অন্যায় কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। সেই অন্যায় বাক্যের জন্যই আমাকে এই শাস্তি (অভিষেক) পাইতে হইতেছে। এখন আপনার আদেশের প্রতিকূলে আর কোন কথা বলিব না, বলিলে পুনরায় আমার উপর দ্বিতীয় দণ্ড নিপতিত হইবে। এই রাজ্যাভিষেক স্বীকারে আমার যে অধর্ম হইবে, আপনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন।

মহাসমারোহে যথাবিধি শত্রুঘ্নের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। রাম তাঁহাকে দিব্যাস্ত্রে ভূষিত করিয়া মধুরায় পাঠাইতেছেন। তিনি সস্নেহে শত্রুঘ্নকে বলিতেছেন—'বৎস, যে-সময়ে লবণের হাতে শূল থাকিবে না ও সে নগরের বাহিরে থাকিবে, তুমি সেই সময় সশস্ত্র হইয়া পুরদ্বারে তাহার প্রতীক্ষা করিবে। নগরে প্রবেশের পূর্বেই যদি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে পার, তবেই তাহাকে বধ করিতে পারিবে। এখন গ্রীষ্মকাল, বর্ষার প্রারম্ভে তুমি লবণকে বধ করিবে। সৈন্যসামন্তগণ এখনই যাত্রা করুক, তুমি পরে যাইবে।'

রাম চারি হাজার অশ্ব, দুই হাজার রথ, এক শত হাতী, অনেক ব্যবসায়ী বণিক্ ও নট-নর্তকীগণকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা গঙ্গাতীরে অবস্থান করিবে।

এক মাস পরে গুরুজনকে প্রণাম করিয়া এবং রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া শত্রুঘ্ন একাকী মধুবনে যাত্রা করিয়াছেন।[৬]

যাত্রার তৃতীয় দিবসে তিনি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। মহর্ষির আতিথ্যে কৃতার্থ হইয়া শত্রুঘ্ন রাত্রিতে একটি পর্ণশালায় শয়ন করিয়া আছেন। তখন শ্রাবণ মাস। সেই রাত্রিতেই মহর্ষির আশ্রমে সীতার কোলে যমজ পুত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই শুভ সংবাদ আশ্রমে ঘোষিত হইতে লাগিল।

অর্ধরাত্রে তু শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম।
পর্ণশালাং ততো গত্বা মাতর্দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ইত্যাদি। ৭।৬৬।১২,১৩

—(কুটীরে শয়ান) শত্রুঘ্ন অর্ধরাত্র সময়ে এই প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইলেন তিনি সীতার পর্ণশালায় যাইয়া সীতাকে বলিলেন—'মা, সৌভাগ্যবশতঃ আজ আপনি পুত্রবতী হইয়াছেন।' আনন্দিত শত্রুঘ্নের সেই শুভ রজনী যেন অতি শীঘ্র অতিক্রান্ত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে মহর্ষির নিকট হইতে বিদায় লইয়া শত্রুঘ্ন পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। সাত দিন পরে তিনি যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া ঋষিগণের আশ্রমে সেই রাত্রি বাস করিলেন। পরদিন ঋষিগণ শত্রুঘ্নের নিকট লবণের শক্তিসামর্থ্যের কথা বলিয়া পরে বলিলেন যে, পরদিন সকাল বেলা শত্রুঘ্ন শূলবিরহিত লবণকে বধ করিতে পারিবেন।

পরদিন সকালবেলা শত্রুঘ্ন জানিতে পারিলেন যে, রাক্ষস লবণ আহার্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নগরের বাহিরে গিয়াছে।

এতস্মিন্নন্তরে বীর উত্তীর্য্য যমুনাং নদীম্।
তীর্ত্বা মধুপুরদ্বারি ধনুষ্পাণিরতিষ্ঠত ॥ ৭।৬৮।৩

—এই অবসরে বীর শত্রুঘ্ন যমুনানদী পার হইয়া ধনুর্বাণ লইয়া মধুপুরের দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নকালে ক্রূরকর্মা রাক্ষস লবণ অনেক নিহত প্রাণীর ভার বহন করিয়া লইয়া আসিতেছিলেন। শত্রুঘ্নকে দেখিয়াই তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। উভয়ের বাগ্‌যুদ্ধ চরমে উঠিয়াছে। রাক্ষস শত্রুঘ্নকে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহার শূল আনিবার নিমিত্ত যাইতে চাহিলে শত্রুঘ্ন তাহার পথ ছাড়িতে সম্মত হন নাই। ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। অনেকক্ষণ পরে শত্রুঘ্ন দিব্য বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন।

শত্রুঘ্নশবনির্ভিন্নো লবণঃ স নিশাচবঃ।
পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৭।৬৯।৩৭

—নিশাচব লবণ শত্রুঘ্নেব শবে বিদীর্ণ হইয়া বজ্রাহত পর্বতেব ন্যায সহসা ভূতলে পতিত হইল।

দেবতা, ঋষি ও অপ্সবোগণ 'ধন্য, ধন্য' কবিতে লাগিলেন। দেবতাগণ শত্রুঘ্নকে বব দিতে চাহিলে তিনি প্রার্থনা কবিলেন—

ইযং মধুপুবী বম্যা মধুবা দেবনির্মিতা।
নিবেশং প্রাপ্নুযাচ্ছীঘ্রমেয মেহস্তু ববঃ পবঃ ॥ ৭।৭০।৫

—এই দেবনির্মিত বমণীয মধুপুবী (মথুবা) মনোহব বাজধানীৰূপে জনবহুল বাসভূমি হইবে—ইহাই আমাব পক্ষে শ্রেষ্ঠ বব।

'তথাস্তু' বলিযা দেবতাগণ অন্তর্হিত হইলেন। শত্রুঘ্নও অযোধ্যা হইতে আনীত সেই গঙ্গাতীবস্থিত সৈন্যগণকে মধুবায আনযন কবিলেন। সেই শ্রাবণ মাসেই নগব-নির্মাণ আবম্ভ হইল। বাব বৎসবেব মধ্যে যমুনাতীবশোভিতা অর্ধচন্দ্রসদৃশী মধুবা নগবী একটি দিব্য পুবীতে পবিণত হইল। শত্রুঘ্নেব হৃদয আনন্দে ভবপুব।

বাব বৎসব পবে এবাব বামেব চবণ-দর্শনেব নিমিত্ত শত্রুঘ্ন উৎকণ্ঠিত হইযাছেন। শুধু কযেকজন সৈন্য ও অনুচবকে সঙ্গে লইযা শত্রুঘ্ন অযোধ্যায যাত্রা কবিযাছেন। পথিমধ্যে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলে পব মহর্ষি তাঁহাকে যথাবিধি সৎকাব কবিযা লবণ-বধেব জন্য প্রশংসা কবেন। সেই আশ্রমে বামচবিত-গীতি শ্রবণ কবিযা শত্রুঘ্ন আনন্দে ও বিস্মযে অভিভূত হইযাছেন।

অযোধ্যায আসিযা শত্রুঘ্ন বামকে প্রণামপূর্বক জোডহাতে কহিতেছেন—

দ্বাদশৈতানি বর্ষাণি ত্বাং বিনা বঘুনন্দন।
নোৎসহেযমহং বস্তুং ত্বযা বিবহিতো নৃপ ॥ ইত্যাদি।৭।৭২।১১, ১২

—হে মহাবাজ বঘুনন্দন, আপনাব বিবহে অতি কষ্টে বাব বৎসব অতিবাহিত কবিযাছি। আব আপনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা বাস কবিতে ইচ্ছা কবি না। ছোট শিশু যেৰূপ জননী হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা দীর্ঘকাল থাকিতে পাবে না, আমিও সেইৰূপ আপনাকে ছাডিযা চিবকাল থাকিতে পাবিব না। হে অমিতবিক্রম, আমাব প্রতি প্রসন্ন হউন।

বাম শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন কবিযা বলিলেন যে, প্রজাপালনই ক্ষত্রিযেব ধর্ম। প্রবাসে থাকিযাও ক্ষত্রিয দুঃখিত হন না। শত্রুঘ্নেব যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই তিনি অযোধ্যায আসিযা দুই-চাবি দিন থাকিযা যাইতে পাবিবেন। এবাব শত্রুঘ্ন সাত দিন অযোধ্যায বাস কবিযা যেন তাঁহাব বাজধানী মধুবায ফিবিযা যান।

সাত দিন পবে সকল গুৰুজনকে প্রণাম কবিযা শত্রুঘ্ন মধুবায যাত্রা কবিযাছেন।

বামেব অশ্বমেধ-যজ্ঞে শত্রুঘ্ন উপস্থিত হইযাছেন। ভবতেব সহচবৰূপে তিনিও অভ্যাগত বাজন্যবৃন্দেব পবিচর্যায নিযুক্ত হইযাছিলেন।[১]

মহাপ্রস্থানেব সঙ্কল্প কবিযা বাম এই সংবাদ শত্রুঘ্নকে জানাইবাব নিমিত্ত দূত পাঠাইযাছেন। শীঘ্রগামী দূতগণ পথে কোথাও বিশ্রাম না কবিযা মাত্র তিন দিনে মধুবায উপস্থিত হইযাছে। দূতমুখে এই সংবাদ শুনিযাই—

প্রকৃতীস্তু সমানীয কাঞ্চনঞ্চ পুবোধসম্।
তেষাং সর্বং যথাবৃত্তমব্রবীদ্ বঘুনন্দনঃ ॥ ইত্যাদি ৭।১০৮।৮, ৯

—বঘুনন্দন শত্রুঘ্ন প্রজাবর্গ ও কাঞ্চন-নামক পুবোহিতকে আহ্বান কবিযা তাঁহাদিগকে সকল

বৃত্তান্ত বলিলেন এবং ভ্রাতৃগণেব সহিত নিজেব ভাবী দেহত্যাগেব সঙ্কল্পও প্রকাশ কবিলেন।

তাবপব শত্রুঘ্ন তাঁহাব দুই পুত্রেব অভিষেক সম্পন্ন কবিযা তাঁহাদিগকে দুই দেশে প্রতিষ্ঠিত কবিলেন।

সুবাহুর্মধুবাং লেভে শত্রুঘাতী চ বৈদিশম্।
দ্বিধা কৃত্বা তু তাং সেনাং মাধুবীং পুত্রযোর্দ্বযোঃ।
ধনঞ্চ যুক্তং কৃত্বা বৈ স্থাপযামাস পার্থিবঃ॥ ৭।১০৮।১০

—পুত্রদ্বযেব মধ্যে সুবাহু মধুবা এবং শত্রুঘাতী বিদিশাব সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। তাবপব নৃপতি শত্রুঘ্ন মধুবা-বাজ্যেব সৈন্যগণকে দুই ভাগে বিভক্ত কবিযা দুই পুত্রকে দিযাছেন। বিভাগযোগ্য ধনসম্পত্তিও ভাগ কবিযা তিনি পুত্রদ্বযকে প্রদান কবেন।

অবিলম্বে এইসকল ব্যবস্থা কবিযা শত্রুঘ্ন শুধু একখানি বথ লইযা অযোধ্যায যাত্রা কবিলেন। সেখানে উপস্থিত হইযা প্রস্থানোদ্যত বামেব চবণে প্রণামপূর্বক শত্রুঘ্ন কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছেন—

কৃত্বাভিষেকং সুতযোর্দ্বযো বাঘবনন্দন।
তবানুগমনে বাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চযম্॥ ইত্যাদি। ৭।১০৮।১৪, ১৫

—হে বঘুনন্দন, আমি পুত্রদ্বযকে বাজ্যে অভিষিক্ত কবিযা আসিযাছি। বাজন, আমিও আপনাব অনুগমন কবিব বলিযা স্থিব কবিযাছি। হে বীব, আজ আমাব ইচ্ছাব প্রতিকূল কোনৰূপ আদেশ কবিবেন না। আমাব ন্যায সেবকেব দ্বাবা আপনাব আদেশ যেন লঙ্ঘিত না হয।

বাম অনুজেব এই বীবোচিত সঙ্কল্পে সম্মতি দিযাছেন। বামেব সহিত মহাপ্রযাণ কবিযা শত্রুঘ্ন আপন বৈষ্ণব তেজে বিলীন হইলেন।

শত্রুঘ্নেব পত্নী শ্রুতকীর্তিব সম্বন্ধে অথবা শত্রুঘ্নেব দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায না। মথুবা যাত্রাব পব হইতে ভবতেব সাহচর্যও তিনি বেশী পান নাই। শুধু বামেব আদেশ পালনেব তৃপ্তিতে তিনি এই দুঃখও নীববে সহ্য কবিযাছেন। সীতাব পুত্রলাভেব কথা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। ইহাতে তাঁহাব অসামান্য সংযম প্রকাশ পাইতেছে। বাল্মীকিব আশ্রমে সূতিকাগাবে তিনি সীতাকে দর্শন কবিযাছেন—বাম এই সংবাদে হযতো বিবক্তি বোধ কবিবেন, এইৰূপ ভাবিযাই সম্ভবতঃ তিনি এই ঘটনা গোপন বাখিযাছেন। শত্রুঘ্ন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, মিতভাষী, গুরুভক্ত ও বীবপুরুষ ছিলেন। ভবতেব ছাযাৰূপে থাকাব ফলেই যেন তাঁহাব চবিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রৰূপে প্রকাশ পায নাই। কিন্তু আমাদেব মনে হইতেছে—শত্রুঘ্নেব বীবত্ব ও ত্যাগশীলতা তাঁহাব অগ্রজ সহোদবেব অপেক্ষা কম নহে এবং তাঁহাব পত্নী শ্রুতকীর্তিব নীবব আত্মত্যাগও অনন্যসাধাবণ।

১। ১।১৮।১৬
২। ২।৮৮।২৮
৩। ২।৯৯।৪৭
৪। ২।১০৭।১৯
৫। ৭।২৫শ সর্গ
৭।৬১তম সর্গ
৬। ৭।৬৪।১৮
৭। ৭।৯১।২৭, ৭।৯২।৫

সুমন্ত্র

মহারাজ দশরথের যে আটজন অমাত্য ছিলেন, সুমন্ত্র তাঁহাদের অন্যতম।

সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোঽর্থবিৎ। ১।৭।৩

—অষ্টম অমাত্য সুমন্ত্র অর্থশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন।

সুমন্ত্রকে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।[১] সুমন্ত্র ছিলেন সূতজাতীয়, মহারাজের রথচালক। পুরাণশাস্ত্রেও তিনি বিশেষ বিদ্বান্ ছিলেন।[২]

অঙ্গরাজ রোমপাদের যজ্ঞকথা প্রভৃতি এবং দশরথের পুত্রলাভের উপায়ের বিষয়ও তিনিই পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতে মহারাজকে শোনাইয়াছেন। রামায়ণে সুমন্ত্র অতি গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত। সুমন্ত্রের নামের সহিত মহর্ষি কতকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন—

ততো নিত্যানুগস্তেষাং বিদিতাত্মা মহামতিঃ।
মৃদুর্দান্তশ্চ কান্তশ্চ রামে চ দৃঢভক্তিমান্ ॥ ২।১০৩।২২

ইক্ষ্বাকুবংশের নিত্য অনুগত সুপরিচিত মহামতি কোমলপ্রকৃতি জিতেন্দ্রিয় সুদর্শন ও রামের প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান্।

সুমন্ত্র অধিকাংশ সময়ই মহারাজ দশরথের সমীপে অবস্থান করিতেন। অন্তঃপুরেও তাঁহার গতিবিধি ছিল। তিনি সকলেরই পরম বিশ্বস্ত ও হিতকারী। রাজমহিষীগণও তাঁহার সহিত নিঃশঙ্ক ব্যবহার করিতেন।[৩]

দশরথের সর্বপ্রকার গুরুতর কর্তব্যে সুমন্ত্রই প্রধান সহায়। অযোধ্যার রাজপরিবারে গুরু বশিষ্ঠ ও অমাত্য সুমন্ত্রের স্থান যেন দশরথ অপেক্ষা খুব ন্যূন নহে। সুমন্ত্র মহারাজের অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তি। সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন।[৪]

রাম সুমন্ত্রকে পিতৃবৎ সম্মান করিতেন। সুমন্ত্র যে বিশেষ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহা রাম ভালরূপেই জানিতেন। দশরথ একদা সুমন্ত্রকে রামের নিকট পাঠাইলে পর রাম সীতাকে বলিতেছেন—

সুমন্ত্রং প্রাহিণোদ্দূতমর্থকামকরং মম।
যাদৃশী পরিষত্তত্র তাদৃশো দূত আগতঃ ॥ ২।১৬।১৮

—মহারাজ কার্যসম্পাদক সুমন্ত্রকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন। সেখানে যেরূপ ব্যক্তিগণ সকলে সমবেত হইয়াছেন, ঠিক সেইভাবে উপযুক্ত দূতই আসিয়াছেন।

অরণ্যযাত্রার নিমিত্ত কৈকেয়ী রামকে ত্বরা দিতেছেন, শোকাকুল দশরথ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। রাম পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে দশরথ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াই মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। উপস্থিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন।

রুদন্ সুমন্ত্রোঽপি জগাম মূর্ছাম্। ২।৩৪।৬১

—কাঁদিতে কাঁদিতে সুমন্ত্রও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ততো নির্ধূয় সহসা শিরো নিঃশ্বস্য চাসকৃৎ।

পাণিং পাণৌ বিনিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ ॥
লোচনে কোপসংবক্তে বর্ণং পূর্বোচিতং জহৎ।
কোপাভিভূতঃ সহসা সন্তাপমশুভং গতঃ ॥ ইত্যাদি। ২।৩৫।১, ২-৩৬

—অনন্তব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইযা সুমন্ত্র অতি ক্রোধে পুনঃপুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবিতে লাগিলেন। তিনি অস্থিব হইযা আপন মস্তক কম্পন ও হস্তেব দ্বাবা হস্ত পীডনপূর্বক দাঁত কট্মট্ কবিতেছিলেন। তাঁহাব নেত্রদ্বয স্বাভাবিক ৰূপ ত্যাগ কবিযা বক্তবর্ণ ধাবণ কবিল। তিনি অতিশয তীব্র সন্তাপ ভোগ কবিতেছিলেন। মহাবাজ দশবথেব অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব কবিযা সুমন্ত্র তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে কৈকেযীব মর্মস্থল বিদ্ধ কবিতে কবিতে বলিতেছেন—'দেবি, মহাবাজ দশবথ তোমাব স্বামী। তুমি তাঁহাকেও পবিত্যাগ কবিতেছ। তোমাব অকবণীয কিছুই নাই। আমি তোমাকে পতিঘাতিনী এবং শেষ পর্যন্ত বংশনাশিনী বলিযা মনে কবি।

তুমি ইন্দ্রতুল্য অপবাজেয, সমুদ্রসদৃশ গম্ভীব ও পর্বতেব ন্যায স্থিব মহাবাজকে দুবাচাবেব দ্বাবা সন্তপ্ত কবিতেছ। নবপতিব অবর্তমানে তাঁহাব পুত্রগণ জ্যেষ্ঠক্রমে বাজ্যাধিকাবী হইযা থাকেন—ইহাই ইক্ষ্বাকুবংশে কুলপ্রথা। মহাবাজ জীবিত থাকিতেই তুমি এই প্রথা লোপ কবিতে প্রবৃত্ত হইযাছ। তোমাব পুত্র ভবত বাজা হউন। কিন্তু আমবা বামেব সঙ্গেই গমন কবিব। তোমাব অধর্মেব বাজ্যে কোন ব্রাহ্মণ বাস কবিবেন? তোমাব এই নীচকার্যে পৃথিবী সহসা বিদীর্ণ হইতেছে না দেখিযা আমি বিস্ময বোধ কবিতেছি। ব্রহ্মর্ষিগণেব অগ্নিতুল্য ধিক্কাব-বাক্যৰূপ দণ্ডে তুমি নিহত হইতেছ না—ইহাতেও বিস্মিত হইতেছি।

কুঠাবেব দ্বাবা আম্রবৃক্ষ ছেদন কবিযা দুগ্ধসিঞ্চনে নিম্ববৃক্ষেব পবিচর্যা কবিলেও নিম্বেব ফল মধুব হয না। তুমি তোমাব মাতাব স্বভাব লাভ কবিযাছ বলিযাই মনে কবি। নিম্ব-ফল হইতে কিৰূপে মধু ক্ষবিত হইবে?

তোমাব মাতাব দুবভিসন্ধিব কথা আমাব জানা আছে। কোন এক তপস্বী ব্রাহ্মণ তোমাব পিতাকে একটি বব দিযাছিলেন। সেই ববেব প্রভাবে কেকযবাজ সকল প্রাণীব ভাষা বুঝিতে পাবিতেন। একদিন তিনি একটি পাখীব কথা শুনিযা হাসিতে থাকিলে তোমাব জননী মহাবাজেব হাস্যেব কাবণ জানিতে চাহিলেন। মহাবাজ বলিলেন যে, হাস্যেব কাবণ বলিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাব মৃত্যু হইবে। তোমাব জননী তাহাতেও নিবস্ত হইলেন না, কাবণ জানিবাব নিমিত্ত স্বামীকে পীডাপীডি কবিতে লাগিলেন। তোমাব পিতা ববদাতা ব্রাহ্মণেব নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে সকল ঘটনা জানাইলেন। তিনি মহাবাজকে উপদেশ দিলেন যে, পত্নী যদি অভিমানে প্রাণত্যাগ কবেন, তথাপি মহাবাজ যেন সেই পক্ষিকথিত গূঢ বহস্য প্রকাশ না কবেন। ব্রাহ্মণেব উপেদেশে মহাবাজেব গ্লানি দূব হইল। অগত্যা তিনি তোমাব জননীকে পবিত্যাগ কবিযাছিলেন।

তুমি তোমাব মাতাব ন্যায পাপিষ্ঠা। তুমি দুর্জনগণেব আচবিত বীতি অবলম্বন কবিযা স্বামীকে সন্তপ্ত কবিতেছ। পুত্রগণ পিতাব ও কন্যাগণ মাতাব স্বভাব প্রাপ্ত হয—এই লোকপ্রবাদ সত্য বলিযা মনে হইতেছে।

আমাব অনুবোধ—তুমি মাতাব মত হইবে না, পাপবুদ্ধি ব্যক্তিগণেব প্রবোচনায সর্বনাশ কবিও না। তুমি এই দুবাগ্রহ পবিত্যাগ কবিযা স্বামীকে বক্ষা কব, আমাদেবও আশ্রয হও। দেবি, নিষ্পাপ দশবথ হইতে শুধু দুইটি বব কেন, তুমি বহু বাঞ্ছিত বস্তু পাইবে। বাম তোমাদেব জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহাবই অভিষেক হওযা উচিত। বিশেষতঃ বাম সর্বগুণসম্পন্ন, তুমি তাঁহাকে অভিষিক্ত কব। তিনি অবণ্যে গমন কবিলে সংসাবে তুমি অতিশয কলঙ্কিতা হইবে। অযোধ্যাব বাজাসনে বাম ভিন্ন অন্য কেহ বসিলে তোমাব পক্ষে শুভ হইবে না।

বাম অভিষিক্ত হইলে মহাবাজ কুলপ্রথা স্মবণ কবিযা বানপ্রস্থ অবলম্বন কবিবেন এবং ভবত যুববাজ হইবেন।'

দশবথেব বিশেষ অন্তবঙ্গ এবং বাজপবিবাবেব একান্ত সুহৃদ্ ব্যতীত অপব কোন ব্যক্তি সকলেব বিশেষতঃ মহাবাজেব সাক্ষাতে বাজমহিষীকে এইভাবে বলিতে পাবিতেন না। এই উক্তি হইতেও বোঝা যাইতেছে—সুমন্ত্র বাজপবিবাব হইতে অভিন্ন এবং বিশেষ সম্মানিত পুরুষ।

দশবথেব নির্দেশে শোকার্ত সুমন্ত্র বথ চালনা কবিযা বামকে অবণ্যে লইযা গিযাছেন। তাঁহাবা প্রথম বাত্রি তমসাতীবে এবং দ্বিতীয বাত্রি শৃঙ্গবেবপুবে যাপন কবিযাছেন। তৃতীয দিন প্রাতঃকালে গঙ্গা পাব হইবাব সময বাম সুমন্ত্রকে অযোধ্যায ফিবিযা যাইতে বলিলে সুমন্ত্র উচ্চৈঃস্ববে কাঁদিতে লাগিলেন। বাম মধুব স্ববে তাঁহাকে কহিতেছেন—

ইক্ষ্বাকূণাং ত্বযা তুল্যং সুহৃদং নোপলক্ষযে।
যথা দশবথো বাজা মাং ন শোচেত্তথা কুরু॥ ২।৫২।২২

—তোমাব তুল্য ইক্ষ্বাকুবংশীযদেব সুহৃদ্ আব কাহাকেও দেখিতেছি না। বাজা দশবথ যাহাতে আমাব জন্য শোক না কবেন, তাহা কবিবে।

কাহাকে কি বলিতে হইবে—তাহাও সুমন্ত্রকে বলিযা দিযা বাম তাঁহাকে বিদায দিতেছেন। বিদায গ্রহণেব সময সুমন্ত্র অশ্রুপূর্ণলোচনে বামকে বলিতেছেন—

যদহং নোপচাবেণ ব্রূযাং স্নেহাদবিক্লবম্।
ভক্তিমানিতি তত্তাবদ্ বাক্যং ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥ ইত্যাদি ২।৫২।৩৮-৫৮

—আমি স্নেহবশতঃ প্রভু-ভৃত্যভাবেব বীতি পবিত্যাগ-পূর্বক আপনাকে যাহা বলিতেছি, তাহাতে আমাকে আপনাব প্রতি ভক্তিমান্ জানিযা ক্ষমা কবিবেন। তাত, আপনাব বিযোগে অযোধ্যানগবী পুত্রশোকাতুবা জননীব অবস্থা প্রাপ্ত হইযাছে। আমি সেই শোকাকুল অযোধ্যায শূন্যবথে কিরূপে প্রবেশ কবিব? আমি আপনাকে ছাড়িযা কিছুতেই অযোধ্যায যাইতে পাবিব না। কৌশল্যা-দেবীকে আমি কি বলিব? আমাকে আপনাব অনুগমনে আদেশ দিন। আমাব এই প্রার্থনা পূর্ণ না কবিলে আমি বথ সহ অগ্নিতে প্রবেশ কবিব। আমাব প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি আপনাব সহচব হইতে ইচ্ছা কবি। বনবাসেব সময অতীত হইলে এই বথে কবিযাই আপনাকে লইযা অযোধ্যায প্রবেশ কবিব। হে ভৃত্যবৎসল, আপনি আমাব প্রভুপুত্র। আমি আপনাব ভক্ত ও ভৃত্য। আমাকে পবিত্যাগ কবিবেন না।

বাম নানা যুক্তি দেখাইযা পুনঃপুনঃ সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা দিযাছেন। অগত্যা সুমন্ত্র নিবস্ত হইতে বাধ্য হইলেন।

গতন্তু গঙ্গাপবপাবমাশু
বামং সুমন্ত্রঃ সততং নিবীক্ষ্য।
অধ্বপ্রকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তদৃষ্টি—
র্মুমোচ বাষ্পং ব্যথিতন্তপস্বী॥ ২।৫২।১০০

—বাম গঙ্গাব পবপাবে দ্রুত গমন কবিতে থাকিলেও সুমন্ত্র একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। পথেব দূবত্বেব জন্য যখন আব বামকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নিরুপায হইযা ব্যথিতচিত্তে অশ্রু বিসর্জন কবিতে লাগিলেন।

গুহেব সহিত সুমন্ত্রও শৃঙ্গবেবপুবে গিযাছেন এবং সেইখানেই অবস্থান কবিতেছেন। বামেব অবণ্যযাত্রাব তৃতীয দিন, চতুর্থ দিন ও পঞ্চম দিনেব অপবাহ্ণ পর্যন্ত তিনি গুহেব কাছেই ছিলেন। সুমন্ত্রেব আশা ছিল—হয তো বাম তাঁহাকে পুনবায আহ্বান কবিবেন।'

গুহ তাঁহাব প্রেবিত লোকেব মুখে বামেব ভবদ্বাজাশ্রমে গমন, সেখানে আতিথ্যসৎকাব-লাভ ও চিত্রকূটে গমন প্রভৃতি সকল সংবাদ জানিযাছেন। তাহাতে সুমন্ত্র বুঝিলেন যে, তাঁহাব আশা পূর্ণ হইবাব নহে। বামেব বনগমনেব পঞ্চম দিনে অপবাহ্ণ সময়ে—

অনুজ্ঞাতঃ সুমন্ত্রোহথ যোজযিত্বা হযোত্তমান্।
অযোধ্যামেব নগবীং প্রযযৌ গাঢদুর্মনাঃ ॥ ইত্যাদি। ২।৫৭।৩-৫

—সুমন্ত্র অতিশয ব্যথিতচিত্তে গুহেব নিকট হইতে বিদায লইযা উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে বথে যোজনা কবিযা অযোধ্যানগবীব অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। পথে সুগন্ধ বন, নদী, গ্রাম ও নগবসমূহ দেখিতে দেখিতে তিনি দ্রুতগতিতে চলিতেছিলেন। পবদিন সন্ধ্যাকালে সুমন্ত্র নিস্তব্ধ নিবানন্দ অযোধ্যায প্রবেশ কবেন। শোকসন্তপ্ত অযোধ্যাবাসী পুরুষ ও মহিলাদেব অবস্থা দেখিযা সুমন্ত্র সমধিক ব্যথিত হইযাছেন।

স বাজমার্গমধ্যেন সুমন্ত্রঃ পিহিতাননঃ।
যত্র বাজা দশবথস্তদেবোপযযৌ গৃহম্ ॥ ২।৫৭।১৬

—বাজপথে সুমন্ত্র মুখ ঢাকিযা বাজা দশবথেব ভবনেব দিকে অগ্রসব হইলেন। তিনি—

প্রদীপ্ত ইব শোকেন বিবেশ সহসা গৃহম্। ২।৫৭।২৩

—যেন শোকে দহ্যমান হইযা সহসা দশবথেব ভবনে প্রবেশ কবিলেন।

সুমন্ত্র দশবথকে অভিবাদনপূর্বক বাম, লক্ষ্মণ ও সীতাব কথিত বাক্যগুলি যথাযথরূপে মহাবাজেব নিকট নিবেদন কবিযাছেন। তখন সুমন্ত্রেব দেহ ধূলিধূসবিত, নযনযুগল অশ্রুপূর্ণ এবং মুখমণ্ডল দীনভাবাপন্ন।[৫]

মহাবাজ বামেব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন কবিতেছিলেন, আব—

উবাচ বাচা বাজানং স বাষ্পপবিবদ্ধযা। ২।৫৮।১৩

—সুমন্ত্র বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মহাবাজকে বলিতেছিলেন।

বামেব করুণ উক্তিগুলিব পুনবাবৃত্তিব সময সুমন্ত্র একান্তই অভিভূত হইযা পডেন। কৌশল্যা এবং সুমিত্রা তখন মহাবাজেব সমীপে উপস্থিত ছিলেন। কৌশল্যাব বিলাপ শুনিযা—

বাষ্পবেগোপহতযা স বাচা সজ্জমানযা।
ইদমাশ্বাসযন্ দেবীং সূতঃ প্রাঞ্জলিবব্রবীৎ ॥ ইত্যাদি। ২।৬৯।৪-৭

—সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বামবিষযক কথায আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন—দেবি, আপনি শোক, মোহ ও দুঃখজনিত অস্বস্তি ত্যাগ করুন। বাম হৃষ্টচিত্তে অবণ্যে বাস কবিতেছেন। জিতেন্দ্রিয ধার্মিক লক্ষ্মণেব সেবা ও সীতাব মধুব ব্যবহাবে বামেব সকল সন্তাপই দূব হইবে।

ইদং হি চবিতং লোকে প্রতিষ্ঠাস্যতি শাশ্বতম্। ২।৬০।২১

—বামেব এই আচবণেব কথা চিবকাল জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিবে।

দশবথেব শ্মশানভূমিতে পডিযা ভবত ও শত্রুঘ্ন সুকরুণ বিলাপ কবিতে থাকিলে সর্বজ্ঞ বশিষ্ঠ ভবতকে উঠাইযা নানাবিধ সমযোচিত উপদেশ দিতেছেন।

সুমন্ত্রশ্চাপি শত্রুঘ্নমুত্থাপ্যাভিপ্রসাদ্য চ।
শ্রাবযামাস তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বভূতভবাভবৌ ॥ ২।৭৭।২৪

—আব তত্ত্বজ্ঞানী সুমন্ত্র শত্রুঘ্নকে উঠাইযা সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক সকল প্রাণীব উৎপত্তি ও বিনাশেব তত্ত্ব শোনাইতে লাগিলেন।

সুমন্ত্র ভবতেব সহিত চিত্রকূটে গিযাছিলেন। ভবতেব ন্যায তিনিও বামকে দেখিবাব

নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।'

দশবথেব উদ্দেশে পিণ্ডদানেব সময়ও সুমন্ত্র বামাদিব সঙ্গী হইয়াছেন।

সুমন্ত্রস্তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্ধমাশ্বাস্য বাঘবম্।
অবতাবযদালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং শিবাম্॥ ২।১০৩।২৩

—(মহামতি কোমলপ্রকৃতি) সুমন্ত্র বাজকুমাবগণেব সহিত বামকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাদেব হস্ত ধাবণপূর্বক পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীনদীতে অব· 'ণ কবাইলেন।

চিত্রকূট হইতে প্রত্যাবর্তনেব পব দীর্ঘকাল সুমন্ত্রেব কোন কথাবার্তা শোনা যায় না। সম্ভবতঃ তিনিও গৈবিক বস্ত্র ধাবণ কবিয়া সন্ন্যাসিবেশী ভবতেব মন্ত্রিত্ব কবিযাছেন। বামেব বাজ্যাভিষেকেব পব তিনি বামেবও মন্ত্রিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

বাম সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত বথেই সীতাকে নির্বাসন দিযাছিলেন। সীতাকে নির্বাসন দিযা ফিবিবাব পথে দুঃখসন্তপ্ত লক্ষ্মণ বাম ও সীতাব দুঃখেব কথা বলিতে থাকিলে সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিযা কহিযাছেন—'হে সৌমিত্রে, তুমি মৈথিলীব জন্য সন্তাপ কবিও না। পুবাকালে ব্রাহ্মণগণ তোমাব পিতাব সমীপে বামেব জীবনেব ঘটনাবলী বলিযাছিলেন। এই পত্নীনির্বাসন তাঁহাব বিধিলিপি। মহাবাহু বাম কখনও সুখ ভোগ কবিতে পাবিবেন না। তিনি প্রবল কালেব বশীভূত হইয়া তোমাদেব সকলকেই অবিলম্বে পবিত্যাগ কবিবেন। মহাবাজ দশবথ তোমাদেব জীবনেব ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জানিবাব অভিপ্রাযে মহামুনি দুর্বাসাকে জিজ্ঞাসা কবিলে পব দুর্বাসা মহাবাজকে যাহা বলিযাছিলেন—তাহা ভবত, শত্রুঘ্ন বা তোমাকে জানাইতে মহাবাজ নিষেধ কবিযাছেন। শুধু বশিষ্ঠ ও আমি এই বৃত্তান্ত অবগত আছি। আমবাও তখন দুর্বাসাব সমীপে উপস্থিত ছিলাম।'[৮]

সুমন্ত্র মহাবাজ দশবথেব কিরূপ অন্তবঙ্গ ছিলেন, তাহা এইসকল ঘটনা হইতে বুঝিতে পাবা যায।

সম্ভবতঃ বামেব সহিত সুমন্ত্রও মহাপ্রস্থান কবিযাছিলেন। তিনি দশবথেব সমবযস্ক। অতএব তখন তাঁহাব বযস একশত ত্রিশ বৎসবেব কম নহে। বামাযণেব সুমন্ত্র ও মহাভাবতেব সঞ্জযেব মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য কবা যায।

---

১ ১।৮।৪
২ ১।৯।১
৩ ২।৩৩।২৮-৩০, ২।৩৪।১১, ২।১৪।৩২
৪ ১।৬৯।১, ২।১৬।৪, ৭
৫ ২।৫৯।৩
৬ ২।৫৮।৪
৭ ২।৯৯।৩, ৪১
৮ ৭।৫০শ সর্গ

বানর-সভ্যতা

বানবগণেব জীবনী সংকলনেব পূর্বে তৎকালীন বানবসভ্যতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কবা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বানবগোষ্ঠী সাধাবণতঃ পর্বতে ও পর্বতগুহায বাস কবিতেন। হিমালয, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দব ও দাক্ষিণাত্যেব পর্বতসমূহ ছিল বানবগণেব বাসভূমি।[১]

মধু ও ফলমূলই তাঁহাদেব প্রধান খাদ্য ছিল। ধান্যেব কথাও পাওযা যায, কিন্তু মাছ-মাংসভোজনেব কোন দৃশ্য দেখা যায না। স্থাপত্য-বিদ্যা ও সৌন্দর্যবোধে বানবগণ বিশেষ উন্নত ছিলেন।

কিষ্কিন্ধাব (মহীশূবেব উত্তবে বেলাবি জেলায) গিবিগুহা বালীব বাজধানী। সেই গুহা ছিল বত্নময ও পুষ্পিত কাননে সুসজ্জিত। গুহাটি চন্দন, অগুরু ও পদ্মগন্ধে সুবাসিত। বাজধানীব পথগুলি মৈবেয-নামক মদ্যেব এবং বিশেষ একপ্রকাব মধুব গন্ধে আমোদিত। বাজধানীটি প্রকাণ্ড প্রাসাদসমূহে পবিপূর্ণ। শীতল ছাযাযুক্ত, দিব্যমাল্যশোভিত, তপ্তকাঞ্চননির্মিত তোবণ-সমন্বিত বমণীয বাজপ্রাসাদটিব দৃশ্য অতি মনোহব। যান ও আসনে সমাবৃত সাতটি কক্ষ (মহল) অতিক্রম কবিলে অন্তঃপুব দৃষ্টিগোচব হইযা থাকে। অন্তঃপুবে সুবর্ণ ও বজতনির্মিত মহামূল্য পালঙ্ক ও আসনসমূহ বহিযাছে। বমণীগণ উত্তম মাল্যাভবণে ও বহুমূল্য অলঙ্কাবসমূহে সুশোভিতা।[২]

সমগ্র কিষ্কিন্ধানগবীটি হৃষ্টপুষ্ট জনগণে পবিপূর্ণ ও ধ্বজপতাকাদিব দ্বাবা সুসজ্জিত।[৩]

ব্যাকবণ, বেদ-বেদান্ত, বাজধর্ম, কামশাস্ত্র, অর্থনীতি, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে বানবগণ সুপণ্ডিত। বালী, সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান্, হনুমান্, সুষেণ, নীল প্রমুখ বানবগণেব পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা বামাযণে বর্ণিত হইযাছে।

যুদ্ধবিদ্যাযও তাঁহাবা উন্নতই ছিলেন। বানবগণ গাছ-পাথব প্রভৃতিব দ্বাবা যুদ্ধ কবিতেন, ধনুর্বাণ প্রভৃতিব ব্যবহাব জানিতেন না। সম্ভবতঃ মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধেই তাঁহাদেব সমধিক কৃতিত্ব ছিল।

সংস্কৃত ভাষায সুপণ্ডিত হইলেও বানবগোষ্ঠীব পৃথক্ একটি ভাষাও ছিল। তাঁহাবা নিজেদেব মধ্যে সেই ভাষাযই কথা বলিতেন। একস্থানে দেখা যায যে, দধিমুখ-নামক বানব যখন সুগ্রীবেব সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন সমীপস্থ লক্ষ্মণ দধিমুখেব ভাষা বুঝিতে পাবেন নাই।[৪]

বানবগণেব গাত্রবর্ণ নানাপ্রকাব। কেহ নীল, কেহ কৃষ্ণ, কেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কেহ সিংহকেশববর্ণ, কেহ বা লালবর্ণ।[৫]

ইঁহাদেব গোষ্ঠীতে ঋক্ষগণও (ভল্লুক) আছেন। সম্ভবতঃ তাঁহাবা অধিকতব বোমশ বলিযাই ঋক্ষ-নামে অভিহিত হইতেন।

বানবগণ সকলেই বলবান্, কাহাকেও দুর্বল দেখা যায না। তাঁহাদেব মধ্যে কেহ কেহ

ইচ্ছামত আকৃতিব পবিবর্তন কাবিতে প্যাবিতেন। তাঁহাদেব পাবিধানে বস্ত্র দেখিতে পাই। জুতাব ব্যবহাবও ছিল।[৬]

অভিষেকাদি শাস্ত্রীয কৃত্য সম্পন্ন কবিযা বানবপতি সুগ্রীব সিংহাসনে আবোহণ কবিযাছেন। বেদমন্ত্রেব দ্বাবা আহুতি প্রভৃতি ক্রিযাও প্রচলিত ছিল।

ব্রাহ্মণভোজন ও দানদক্ষিণাব কথাও পাওযা যায। সুগ্রীবেব বাজ্যাভিষেকেব বর্ণনা বামেব বাজ্যাভিষেকেবই অনুরূপ। ছত্র, চামব প্রভৃতিব কথাও বহিযাছে।[৭]

বানবগণেব লাঙ্গুলেব যে বর্ণনা দেখা যায—তাহা তাঁহাদেব পোশাকবিশেষ, দেহেব অবযব নহে। বলা হইযাছে—

কপীনাং কিল লাঙ্গুলমিষ্টং ভবতি ভূষণম্। ৫।৫৩।৩

—লাঙ্গুল 'আবিদ্ধ' এইরূপ কথাও পাওযা যায।[৮] আবিদ্ধ শব্দেব অর্থ সংযোজিতও হইতে পাবে, আবাব আস্ফালিতও হইতে পাবে। সংযোজিত অর্থ গ্রহণ কবিলে ইহাকে কৃত্রিম পোশাক বলা চলে।

অন্যত্র দেখা যায—বাবণ হনুমানেব সম্বন্ধে বলিতেছেন—'ইহাব লাঙ্গুল দগ্ধ হইলে সুহৃদ্‌বর্গ ইহাব 'অঙ্গবৈরূপ্য' দেখিতে পাইবে'।[৯]

একটি বর্ণনা হইতে জানা যাইবে যে, বানবেব যথার্থ লাঙ্গুল ছিল না। বামেব প্রত্যাবর্তনেব সংবাদ লইযা হনুমান্ নন্দিগ্রামে ভবতেব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন। হনুমানেব মুখে প্রিয সংবাদ শুনিযা আনন্দে উৎফুল্ল ভবত হনুমান্‌কে বহুবিধ উপঢৌকন দিলেন। তাহাব মধ্যে উত্তম আচাববতী অপরূপ সুন্দবী ষোলটি কন্যাও হনুমান্‌কে ভার্যারূপে উপহাব দেওযা হইযাছে।[১০]

হনুমান্ মানুষ না হইলে ভবত এই উপহাব দিতেন না, কন্যাগণও সম্মত হইতেন না এবং হনুমান্‌ও গ্রহণ কবিতেন না। অতএব বানবগণেব লেজ তাঁহাদেব গোষ্ঠীব পোশাকরূপেই সংযোজিত হইত, তাহা দেহাবযব নহে।

তাঁহাবা যদি যথার্থই বানব হইতেন, তবে ভ্রাতৃভার্যা-সম্ভোগেব জন্য বাম বালীকে অপবাধী বলিতে পাবিতেন না। পশুদেব আবাব এইসকল বিষযে নৈতিক বিচাব কোথায? মতঙ্গ-মুনিই বা বালীকে অভিশাপ দিবেন কেন?

বালীব শবদেহকে দিব্য ভদ্রাসনযুক্ত শিবিকায স্থাপন কবিযা শ্মশানে লইযা যাওযা হইযাছে। গিবিনদীব পুলিনে চিতা সজ্জিত কবিযা অঙ্গদ ঘৃত মাল্য ও বস্ত্রাদি দ্বাবা শবদেহকে সুসজ্জিত কবিযা চিতায আবোহণ কবাইলেন। বিধিপূর্বক অগ্নিদান কবিযা অঙ্গদ চিতা পবিক্রমণ কবিযাছেন। যথাবিধি দাহ সমাপনান্তে অঙ্গদাদি বানবগণ নদীজলে প্রেততর্পণ সম্পন্ন কবেন।[১]

অভিজাত মনুষ্যসমাজ ব্যতীত এইপ্রকাব অন্ত্যেষ্টিক্রিযাব প্রচলন নাই। ইহাও বানবগোষ্ঠীব সভ্যতাব অন্যতম নিদর্শন।

সভ্যতাব এইসকল নিদর্শনেব বর্ণনা কবিযাও বাল্মীকি ঋক্ষ, গোলাঙ্গুল, কপি, হবি প্রভৃতি শব্দে বানবগোষ্ঠীকে বিশেষিত কবিযাছেন এবং তাঁহাদেব গতিবিধি প্রভৃতিবও অনেক অস্বাভাবিক বর্ণনা কবিযা আমাদেব কৌতুক উদ্দীপন কবিযাছেন। সম্ভবতঃ সেই গোষ্ঠীব অনেক আচাব এবং আকৃতি-প্রকৃতি সর্বাংশে তৎকালীন সুসভ্য মনুষ্যসমাজেব অনুরূপ ছিল না। এইজন্যই বামাযণ-মহাকাব্যে তাঁহাদেব বর্ণনায হাস্য ও অদ্ভুতবসেব এরূপ প্রাধান্য। মহাকাব্যকে সর্বসাধাবণেব চিত্তাকর্ষক কবিবাব উপাযরূপেও সেইসকল বর্ণনা অসম্ভব নহে।

ভগবান্ বিষ্ণু মহাবাজ দশবথেব পুত্রত্ব স্বীকাব কবাব পব ব্রহ্মা দেবতাগণকে

বলিলেন—'বিষ্ণু আমাদেব সকলেবই হিতকাবী সত্যসংকল্প মহাবীব। তোমবা তাঁহাব সাহায্যেব নিমিত্ত মহাবলশালী সহায়কগণেব পিতৃত্ব স্বীকাব কবিবে। সহায়কেবা যেন মাযাবী, বীব, বায়ুসম বেগবান্, নীতিবিৎ, উপাযজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও দিব্যদেহবিশিষ্ট হয। বানবৰূপ ধাবণপূর্বক সম্প্রতি তোমবা অপ্সবা, গন্ধর্বী, পন্নগী, ভল্লূকী, বিদ্যাধবী, কিন্নবী ও বানবীতে স্বতুল্য পবাক্রমশালী পুত্রসমূহ উৎপাদন কবিবে।'[১২]

ব্রহ্মাব নির্দেশে দেবগণ বানবকুলেব সৃষ্টি কবেন। এই বর্ণনা হইতে জানা যায যে, বামাযণেব বানবগণ দেবযোনি ছিলেন।

১। ৪।৩৭।২
২। ৪।৩৩।৪-২৪
৩। ৪।২৬।৪১
৪। ৫।৬৩।১৪
৫। ৪।৩৭শ সর্গ
৬। ৪।২৬।২৭
৭। ৪।২৬শ সর্গ
৮। ৫।১।৩৪, ৬১ , ৪।৬৭।৪
৯। ৫।৫৩।৪
১০। ৬।১২৫।৪৪, ৪৫
১১। ৪।২৫শ সর্গ
১২। ১।১৭।১-৮

বালি(বালী)

বালী ও সুগ্রীবেব অপ্রাকৃত জন্মবিববণ উত্তবকাণ্ডেব একটি প্রক্ষিপ্ত সর্গে "বিলক্ষিত হয। এই যিববণটি দেবর্ষি নাবদ মহর্ষি অগস্ত্যকে বলিযাছিলেন। ব্রহ্মাব ভূপতিত অশ্রুবিন্দু হইতে এক দিব্যদেহ বানবেব উৎপত্তি হইল। তাঁহাব নাম ঋক্ষবজা। একদা উত্তবমেকতে পিপাসার্ত ঋক্ষবজা একটি নির্মল সবোবব দেখিতে পাইযা জলপানেব উদ্দেশ্যে তাহাতে অবতবণ কবিযাছেন। জলমধ্যে আপনাব ছাযাকেই তিনি ভ্রান্তিবশতঃ প্রতিপক্ষ অপব বানব মনে কবিযা তাঁহাকে ধবিবাব উদ্দেশ্যে জলে ঝাঁপ দিযাছেন। পবে নিজেব ভ্রান্তি বুঝিতে পাবিযা সবোববেব তীবে উঠিযাই দেখিলেন যে, তাঁহাব দেহ নাবীদেহে পবিবর্তিত হইযাছে। অপৰূপ সৌন্দর্যে ঋক্ষবজা পুকষমাত্রেবই মনোহাবিণী হইযা উঠিযাছেন। সেইসময দেববাজ ইন্দ্র ও সূর্যদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিচলিত হইযা পডেন। সেই বমণীকে স্পর্শ কবিবাব পূর্বেই বমণীব মস্তকে ইন্দ্রেব তেজ পতিত হইল।

বালেষু পতিতং বীজং বালী নাম বভূব সঃ। ৭।৩৭শ সর্গেব পব।

—বালে (কেশে) পতিত ইন্দ্রেব বীজ হইতে উৎপন্ন হওযায শিশুটিব নাম হইল—'বালী'।

গ্রীবাযাং পতিতং বীজং সুগ্রীবঃ সমজাযত।

—গ্রীবাদেশে নিক্ষিপ্ত বীজ হইতে সূর্যপুত্রেব জন্ম হওযায শিশুটিব নাম হইল 'সুগ্রীব'।

পবদিন প্রাতঃকালেই ঋক্ষবজা পুনবায পুকষত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মাব নির্দেশে পুত্রদ্বযকে লইযা তিনি কিষ্কিন্ধায চলিযা গেলেন এবং সেখানেই বাজ্যপ্রতিষ্ঠা কবিলেন। অঙ্গদ কহিতেছেন—

বভূবর্ক্ষবজা নাম বানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
মমার্যঃ · · · · · ॥ ৪।৫৭।৫

—ঋক্ষবজা নামে এক প্রতাপবান্ বানববাজ ছিলেন। তিনিই আমাব পিতামহ।

বানবেন্দ্রং মহেন্দ্রাভমিন্দ্রো বালিনমাত্মজম্। ১।১৭।১০

—দেববাজ ইন্দ্র স্বতুল্য বানবশ্রেষ্ঠ বালীব জন্ম দিযাছেন।

বালীব আকৃতিব বর্ণনাও বামাযণে পাওযা যায।

তত্র হেমগিবিপ্রখ্যং তকণার্কনিভাননম্ ॥ ৭।৩৪।১২
বালী স কনকপ্রভঃ। ৪।১৫।৩
শক্রদত্তা ববা মালা কাঞ্চনী বত্নভূষিতা। ৪।১৭।৫
বালিনং হেমমালিনম্।
ব্যূঢোবস্কং মহাবাহুং দীপ্তাস্যং হবিলোচনম্ ॥ ৪।১৭।১১
বালী দংষ্ট্রাকবালবান্। ৪।২২।৩০

—বালীব দেহেব বর্ণ সোনাব মত এবং দেহ অতি বিশাল। তাঁহাব মুখ প্রাতঃকালীন সূর্যেব" ন্যায অকণবর্ণ ও দীপ্তিমান্ এবং নেত্র দুইটি পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহাব বাহু দীর্ঘ এবং বক্ষঃস্থল অতি

বিস্তৃত। তাঁহাব কণ্ঠে ইন্দ্রপ্রদত্ত বত্নভূষিত সুবর্ণমালা বিবাজিত। বালীব দাঁতগুলি অতি তীক্ষ্ণ ও ভীষণ।

বানববৈদ্য সুষেণেব কন্যা তাবা হইতেছেন বালীব পত্নী এবং অঙ্গদই তাঁহাদেব একমাত্র সন্তান। বালীব আবও অনেক ভার্যা ছিলেন।[১] বানবগোষ্ঠীতে বালীই ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট। তাঁহাব বাজধানী কিষ্কিন্ধাব গিবিগুহায অবস্থিত। তাঁহাদেব সমাজে আব কেহই তাঁহাব সমকক্ষ নহেন। বালীব অসাধাবণ বীবত্বেব কথা সুগ্রীবেব মুখে শোনা যায। সুগ্রীব বামকে কহিতেছেন—

সমুদ্রাৎ পশ্চিমাৎ পূর্বং দক্ষিণাদপি চোত্তবম্।
ক্রামত্যনুদিতে সূর্যে বালী ব্যপগতক্লমঃ ॥ ইত্যাদি। ৪।১১।৪-৬৮

—বালী অতিশয বলবান্, কোন কার্যেই তাঁহাব পবিশ্রম বোধ হয না। সূর্য উদিত হইতে না হইতেই প্রত্যহ তিনি অক্লেশে পশ্চিমসাগব হইতে পূর্বসাগব ও দক্ষিণসাগব হইতে উত্তবসাগব পর্যন্ত ভ্রমণ কবেন। তিনি পর্বতশিখবে আবোহণপূর্বক প্রকাণ্ড শিখবসমূহ উৎপাটন কবিযা ঊর্ধ্বে নিক্ষেপণেব পব পুনবায আপনাব হস্তে গ্রহণ কবিতে পাবেন। নিজেব শক্তি প্রচাবেব নিমিত্ত তিনি বনমধ্যে সুদৃঢ ও বৃহৎ নানাজাতীয বৃক্ষসকল বলপূর্বক ভগ্ন কবিযা থাকেন।

দুন্দুভিনামক এক মহিষাকৃতি অতিকায অসুব সহস্র মত্ত হস্তীব বল ধাবণ কবিত। বলদর্পে দর্পিত সেই অসুব পৃথিবীতে অনেককেই যুদ্ধে আহ্বান কবিযাছে, কিন্তু কেহই তাহাব সহিত যুদ্ধ কবিতে সাহস কবেন নাই। পবিশেষে সে কিষ্কিন্ধানগবীব দ্বাব অববোধ কবিযা ভীষণ গর্জন কবিতেছিল। মদ্যপানে উত্তেজিত বালী দুন্দুভিব শৃঙ্গদ্বযে ধবিযা তাহাকে আঘাত কবিতে লাগিলেন। উভযেব মধ্যে ভীষণ মল্লযুদ্ধ চলিতেছিল। বালী দুন্দুভিকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন কবিযা ভূমিতলে নিক্ষেপ কবিতে কবিতে হত্যা কবিযাছেন। তাবপব দুন্দুভিব দেহকে তিনি একযোজন দূবে ঋষ্যমূক-পর্বতে নিক্ষেপ কবেন। অতিশয বেগে নিক্ষিপ্ত দুন্দুভিব মুখ হইতে নির্গত বক্তবিন্দু বাযুসঞ্চালিত হইযা মতঙ্গমুনিব আশ্রমে পতিত হয। দুন্দুভিব দেহও সেই আশ্রমেই পতিত হইযাছিল। মুনি নিজেব আশ্রমকে এইভাবে দূষিত হইতে দেখিযা অভিসম্পাত দিলেন, যে-ব্যক্তি তাঁহাব আশ্রমকে দূষিত কবিযাছে, সে কখনও আব সেই প্রদেশে প্রবেশ কবিতে পাবিবে না। প্রবেশ কবিলেই তাহাব মৃত্যু হইবে।

বালী বানবদেব মুখে এই সংবাদ শুনিযা ঋষ্যমূক-পর্বতে মুনিব আশ্রমে যাইযা কৃতাঞ্জলিপুটে শাপমোচনেব প্রার্থনা কবিলেও মুনি তাহা অগ্রাহ্য কবিযাছেন। সেই সময হইতে শাপভীত বালী আব ঋষ্যমূক-পর্বতে প্রবেশ কবেন না।

সাতটি সুবৃহৎ শালবৃক্ষ দেখাইযা সুগ্রীব বামকে বলিযাছেন যে, বালী ঝাঁকাব দিযা এই সাতটি বৃক্ষকেই একসঙ্গে নিষ্পত্র কবিতে পাবেন।

বলদর্পে দর্পিত বাবণ একদা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল জয কবিতে চাহিযাছিলেন। অনেককেই তিনি যুদ্ধে পবাজিত কবিযাছেন। বালীব শক্তিমত্তাব কথা শুনিযা বাবণ কিষ্কিন্ধায উপস্থিত হইযাছিলেন। বালীব অমাত্যগণ হইতে বাবণ শুনিতে পাইলেন যে, বালী তখন দক্ষিণসাগবে গিযাছেন, মুহূর্তকাল মধ্যেই ফিবিযা আসিবেন। বাবণ প্রতীক্ষা না কবিযাই পুষ্পকাবোহণে দক্ষিণসাগবে গমন কবিলেন। পশ্চাৎ দিক্ হইতে বালীকে ধবিবাব উদ্দেশ্যে বাবণ নিঃশব্দপদে বালীব দিকে অগ্রসব হইতে থাকিলেও বালীব দৃষ্টিকে এড়াইতে পাবেন নাই। বালী বাবণেব দুষ্ট অভিপ্রায বুঝিতে পাবিযাও উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি নিশ্চিন্তমনে বেদমন্ত্র জপ কবিতেছেন। মৃদু পদধ্বনি শুনিযা তিনি যখন বুঝিতে পাবিলেন

যে, বাবণকে এবাব হাত দিযা ধবা যাইবে, তখন মুখ না ফিবাইযাই বাবণকে ধবিযা কক্ষে (বগলে) স্থাপনপূর্বক আকাশমার্গে উল্লম্ফন কবিলেন। পবে বাবণকে সেইভাবে বাখিযাই অপব তিনটি সাগবে স্নানাহ্নিক সমাপ্ত কবিযা বালী কিষ্কিন্ধায ফিবিযা আসিযাছেন। বাবণকে মুক্তি দিযা বাববাব উপহাসপূর্বক বালী জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিলেন যে, বাবণ কোথা হইতে আসিয়াছেন।

লজ্জিত বাবণ বালীব স্তবস্তুতি কবিযা তাঁহাব সখ্য কামনা কবেন। অগ্নিসমীপে বালী ও বাবণেব সখ্য স্থাপিত হইল।[২] বালী মহাবলবান্ গোলভ-গন্ধর্বেব সহিত দীর্ঘকাল দিবারাত্রি যুদ্ধ কবিযাছেন।

ততঃ ষোড়শমে বর্ষে গোলভো বিনিপাতিতঃ। ৪।২২।৩০

—তাবপব ষোড়শ বর্ষে গোলভ নিহত হইযাছেন।

কিষ্কিন্ধাধিপতি বালী তাঁহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবকে বিশেষ স্নেহ কবিতেন। সুগ্রীবও তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি কবিতেন। পবে উভযেব মধ্যে প্রবল শত্রুতা ঘটিযাছিল। শত্রুতাব কাবণটি বর্ণিত হইতেছে—দুন্দুভিনামক অসুবেব জ্যেষ্ঠ পুত্র মাযাবিনামক (অন্যত্র দেখা যায যে, মাযাবী ও দুন্দুভি মযদানবেব পুত্র, মন্দোদবীব ভ্রাতা—৭।১২।১৩) অসুবেব সহিত বালীব নাবীনিমিত্তক শত্রুতাব সৃষ্টি হয। একদা নিস্তব্ধ বাত্রিকালে মাযাবী কিষ্কিন্ধাদ্বাবে উপস্থিত হইযা গর্জন কবিতে থাকে ও বালীকে যুদ্ধেব আহ্বান জানায। বালী কাহাবও নিষেধ না শুনিযা তখনই ক্রোধভবে নির্গত হইলেন। সুগ্রীবও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব অনুসবণ কবিযাছেন। মাযাবী দূব হইতে বালী ও সুগ্রীবকে দেখিযাই ভযে পলাযন কবিতে লাগিল। চন্দ্রালোকে পথ আলোকিত ছিল। বালী ও সুগ্রীব অসুবেব পশ্চাৎ ধাবিত হইযাছেন। অসুব তৃণাবৃত বৃহৎ এক দুর্গম গর্তে প্রবেশ কবে। তখন বালী সুগ্রীবকে বলিলেন যে, তিনি সেই গর্তমধ্যে প্রবেশ কবিযা মাযাবীকে বধ কবিবেন। যতকাল পর্যন্ত তিনি ফিবিযা না আসেন, ততকাল পর্যন্ত সুগ্রীব যেন সতর্ক হইযা গর্তেব দ্বাবে অবস্থান কবেন। সুগ্রীবও গর্তমধ্যে ভ্রাতাব অনুগমন কবিতে চাহিলে বালী চবণেব দিব্য দিযা সুগ্রীবকে নিবস্ত কবেন ও স্বযং গর্তে প্রবেশ কবেন।

এক বৎসব অতিক্রান্ত হইল। সুগ্রীব ভ্রাতাব অনিষ্ট আশঙ্কা কবিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল পবে সেই গর্ত হইতে ফেনযুক্ত বক্ত উত্থিত হইতেছিল এবং অসুবগণেব গর্জনধ্বনি শোনা যাইতেছিল। পবন্তু বালী গর্জন কবিতে থাকিলেও সেই ধ্বনি সুগ্রীবেব কর্ণগোচব হয নাই। ভ্রাতা নিহত হইযাছেন মনে কবিযা শোকাকুল সুগ্রীব প্রকাণ্ড এক প্রস্তবখণ্ডেব দ্বাবা গর্তেব দ্বাব রুদ্ধ কবিযা কিষ্কিন্ধায ফিবিযা আসিলেন।

সুগ্রীব সেইসকল বৃত্তান্ত গোপন কবিলেও মন্ত্রিগণেব কিছুই অগোচব বহিল না। সকলে পবামর্শ কবিযা সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধাব সিংহাসনে বসাইলেন। কিছুদিন পব বালী অসুবকে বধ কবিযা কিষ্কিন্ধায ফিবিযা আসিযাছেন। সুগ্রীবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিযাই বালী ক্রোধে বক্তচক্ষু হইযা সুগ্রীবেব মন্ত্রীদিগকে বন্দী কবিযাছেন। সুগ্রীব যথোচিত সম্মানপূর্বক বালীকে সমস্ত ঘটনা বলিযা বাজ্য ফিবাইযা দিতে চাহিলেও বালী ভ্রাতাকে ধিক্কাব দিযা অনুগত মন্ত্রিগণ ও প্রজাবর্গকে আহ্বান কবিযা সুগ্রীবেব আচবণেব কথা সকলকে শোনাইলেন। গর্তদ্বাবে প্রস্তবখণ্ড-স্থাপনকেই বালী সুগ্রীবেব দুরভিসন্ধি মনে কবিযা সমধিক কুপিত হইযাছেন। তাঁহাব কোপেব আবও একটি বিশেষ কাবণ ছিল। সুগ্রীব বাজা হইযাই বালিপত্নী তাবাকেও ভার্যারূপে গ্রহণ কবিযাছিলেন। কিন্তু বালী নিজমুখে কাহাবও নিকট এই কথাটি প্রকাশ কবেন নাই।

মন্ত্রী ও প্রজাবর্গের নিকট সুগ্রীবের কৃত সকল ঘটনা বলিয়াই বালী সুগ্রীবকে একবস্ত্রে নির্বাসিত করিলেন। এই বর্ণনাটি রামের নিকট সুগ্রীবের কথিত।[৩]

অতঃপর বালী পুনরায় সিংহাসনে বসিয়া পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতিহিংসার তাড়নায় কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী রুমাকেও অঙ্কশায়িনী করিয়াছেন।[৪]

সুগ্রীবের সহিত রামের সখ্য স্থাপিত হওয়ার পর রাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যাপহারী বালীকে তিনি অবশ্যই বধ করিবেন।

রামের ভরসাতেই সুগ্রীব কিষ্কিন্ধার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান্ সুগ্রীবের সঙ্গে কিষ্কিন্ধায় যাইয়া বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া আছেন। সুগ্রীবের গর্জন শুনিয়া ক্রুদ্ধ বালী অস্তাচল হইতে সূর্যের বহির্গমনের ন্যায় অতি দ্রুত নগরী হইতে নির্গত হইলেন। দুই ভ্রাতাই ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ মল্লযুদ্ধ করিতেছিলেন। উভয়ের চেহারা একই রকমের বলিয়া রাম বালীর উপর বাণক্ষেপ করেন নাই।

সুগ্রীব সাহায্যকারী রামকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি ক্লান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া রুধিরাক্ত দেহে ঋষ্যমূকে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মতঙ্গমুনির শাপে ভীত বালী আর সুগ্রীবের অনুসরণ করেন নাই। সুগ্রীব রামের আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করিলে রাম বালী ও সুগ্রীবের আকৃতি ও স্বরের সাদৃশ্যে বিভ্রান্ত হইয়াই যে বালীর উপর বাণ নিক্ষেপ করেন নাই—এই কথা বলিয়া সুগ্রীবকে সান্ত্বনা দিয়াছেন।

অভিজ্ঞান-স্বরূপ প্রস্ফুটিত গজপুষ্পী-লতার মালা সুগ্রীবের কণ্ঠে পরাইয়া পুনরায় রাম সুগ্রীবকে লইয়া কিষ্কিন্ধায় গিয়াছেন। লক্ষ্মণ, হনুমান্, নল, নীল এবং তার তাঁহাদের অনুগমন করেন। কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া সকলই বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া আছেন, আর সুগ্রীব ভীষণ গর্জনে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। বালী অন্তঃপুরে থাকিয়া ভ্রাতার গর্জন শুনিতে পাইলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জন লক্ষ্য করিয়া গমনোদ্যত হইলে তারা তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক থামাইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন যে, সুগ্রীব নিশ্চয়ই বিশেষ কোন ভরসায় পুনরায় যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। রামের সহিত সুগ্রীবের সখ্যস্থাপনের কথাও তারা বালীকে জানাইয়াছেন, কিন্তু তারার কোন হিতকথাই বালীকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তিনি তারাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতেছেন—'অয়ি ভীরু, যাঁহারা কখনও পরাভূত হন নাই এবং যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, সেইরূপ বীরগণের পক্ষে শত্রুর উৎপীড়ন সহ্য করা মৃত্যু হইতেও অধিক ক্লেশদায়ক। অতএব আমি এই যুদ্ধাভিলাষী হীনগ্রীব সুগ্রীবের ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিব না।

ন চ কার্যো বিষাদস্তে রাঘবং প্রতি মৎকৃতে।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি ॥ ৪।১৬।৫

—তুমি রঘুনন্দন রাম হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিয়া আমার জন্য বিষণ্ণ হইবে না। রাম ধার্মিক ব্যক্তি ও কর্তব্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানী। তিনি কিরূপে পাপ আচরণ করিবেন ?'

বালী তারাকে আরও বলিতেছেন—

প্রতিযোৎস্যাম্যহং গত্বা সুগ্রীবং জহি সম্ভ্রমম্।
দর্পং চাস্য বিনেষ্যামি ন চ প্রাণৈর্বিযোক্ষ্যতে ॥ ইত্যাদি। ৪।১৬।৭-১০

—আমি সেখানে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব, কিন্তু তাহার প্রাণ নাশ করিব না। তুমি এই ভয়ব্যাকুলতা পরিত্যাগ কর। সুগ্রীব আমার মুষ্টিপ্রহারে পীড়িত হইয়া প্রস্থান করিবে। তোমাকে আমার প্রাণের দিব্য দিতেছি, তুমি পরিজনগণের সহিত নিবৃত্ত হও।'

বালী যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া দৃঢরূপে বস্ত্র পরিধানপূর্বক মুষ্টি উত্তোলন করিয়া সুগ্রীবের প্রতি ধাবিত হইয়াছেন। সুগ্রীবও বালীকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে অগ্রসর হইলেন। মুষ্টিপ্রহার ও বক্ষপ্রহারে দুই ভ্রাতায় ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছিল। বালীর প্রচণ্ড প্রহারে পীড়িত ও হীনবল সুগ্রীব পুনঃপুনঃ দশ দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীবের দুর্গতি দেখিয়া রাম প্রজ্বলিত বজ্রসম একটি বাণ বালীর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন। সেই বাণে—

বিচেতনো বাসবসূনুরাহবে
প্রভ্রংশিতেন্দ্রধ্বজবৎ ক্ষিতিং গতঃ ॥ ৪।১৬।৩৯

—সংজ্ঞাহীন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রপুত্র বালী আকাশ হইতে ভূপতিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

ইন্দ্রদত্ত মাল্যের প্রভাবে বালীর তেজ, শোভা, পরাক্রম ও প্রাণ দেহকে ত্যাগ করে নাই। তিনি রামকে নিকটে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—'তুমি নৃপতি দশরথের সুবিখ্যাত পুত্র এবং সুদর্শন পুরুষ। অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকা অবস্থায় আমাকে বধ করিয়া তুমি কি খ্যাতি লাভ করিলে? সকলের মুখেই তোমার অসংখ্য গুণের কথা শুনিয়াছি। তুমি পবিত্র রাজবংশের সন্তান। আমি মনে করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তুমি সাধুস্বভাব বীরপুরুষ। এইজন্যই তারার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি পূর্বে তোমাকে পাপাচারী, ধর্মধ্বজী এবং তৃণাবৃত কূপসদৃশ বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই, তোমার রাজ্যে কোন পাপাচরণও করি নাই। তুমি বিনা অপরাধে আমার প্রাণসংহার করিয়াছ। তোমার এই ক্রূর আচরণের কারণ বুঝিতে পারি না। এই গর্হিত কার্য করিয়া তুমি সাধুদিগের নিকট কি বলিবে? তুমি যদি সাক্ষাৎ-সমরে আমার সহিত প্রবৃত্ত হইতে, তবে তোমার বীরত্ব বুঝিতে পারিতাম এবং তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম। তুমি যে উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছ, আমিও তোমার সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিতাম। আমি রাবণকে বন্দী করিয়া তোমার হাতে সমর্পণ করিতে পারিতাম। তুমি আমার কথাগুলির কি সঙ্গত উত্তর দিবে?'

এইপর্যন্ত বলিয়াই ব্যথিত শুষ্কবদন বালী রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাম বালীকে তেমন সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বালীর ভ্রাতৃবধূ-সম্ভোগের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড দানের ঔচিত্য সমর্থন করেন।

আসন্নমৃত্যু বালী রামকে আর ভর্ৎসনা করা উচিত মনে করেন নাই। অঙ্গদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই অতি বিচক্ষণতার সহিত তিনি রামকে বলিলেন—'রাজন, আমার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র পুত্র অঙ্গদকে তুমি রক্ষা করিবে। ভরত ও লক্ষ্মণের ন্যায় সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রতি সস্নেহ আচরণ করিবে। সুগ্রীব যাহাতে তারাকে কোনরূপ অপমান না করেন, সেই বিষয়ে তুমি লক্ষ্য রাখিবে। তারা আমাকে নিবারণ করিলেও আমি তোমার হাতে নিহত হইবার উদ্দেশ্যেই সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।'

রাম মৃদুবচনে বালীকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার এই অন্তিম প্রার্থনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বালীর প্রাণবায়ু ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। অনুজ সুগ্রীবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তিনি সস্নেহে কহিলেন—

সুগ্রীব দোষেণ ন মাং গন্তুমর্হসি কিল্বিষাৎ।
কৃষ্যমাণং ভবিষ্যেণ বুদ্ধিমোহেন মাং বলাৎ ॥ ইত্যাদি। ৪।২২।৩-১৬

—সুগ্রীব, পূর্বকৃত দুষ্কৃতি ও বুদ্ধিমোহ আমাকে বলপূর্বক আকর্ষণ কবিয়াছে। সেইহেতু আমাব প্রতি আব বিদ্বেষ পোষণ কবিবে না। বৎস, একই সঙ্গে ভ্রাতৃসৌহার্দ ও বাজ্যভোগ আমাব অদৃষ্টে ছিল না। এইজন্যই যুগপৎ এই দুইটি সুখ ভোগ কবিতে পাবি নাই।

আজই তুমি এই বাজ্য গ্রহণ কব, আমি চলিলাম। বৎস, সুখে লালিত বুদ্ধিমান্ বালক অঙ্গদ অশ্রুপূর্ণমুখে ভূমিতলে লুণ্ঠিত, তুমি তাহাকে অবলোকন কব। আমাব এই প্রাণাধিক পুত্রটি যেন সর্ববিষযে তোমাব নিকট হইতে পিতৃস্নেহ লাভ কবে। তাবা অতিশয বুদ্ধিমতী নাবী। তাহাব পবামর্শকে উপেক্ষা কবিবে না। তুমি সযত্নে বামেব কার্য সম্পাদন কবিবে। অন্যথা বাম ক্রুদ্ধ হইলে তোমাবও জীবন থাকিবে না। বৎস, আমাব কণ্ঠস্থিত কাঞ্চনমযী মালাটি তোমাব কণ্ঠে দিতেছি। ইন্দ্রেব প্রসাদে ইহাতে বিজযলক্ষ্মী বিবাজ কবেন। শবস্পৃষ্ট হইলে বিজযলক্ষ্মী এই মাল্যকে পবিত্যাগ কবিবেন।

তাং মালাং কাঞ্চনীং দত্ত্বা দৃষ্ট্বা চৈবাত্মজং স্থিতম্।
সংসিদ্ধঃ প্রেত্যভাবায স্নেহাদঙ্গদমব্রবীৎ ॥ ইত্যাদি। ৪।২২।১৯-২৩

—সুগ্রীবকে সুবর্ণমালা দানেব পব বালী বুঝিতে পাবিলেন যে, তাঁহাব অন্তিমকাল উপস্থিত হইযাছে। তখন সম্মুখে অবস্থিত পুত্র অঙ্গদকে সম্বোধন কবিযা তিনি বলিতেছেন—বৎস, দেশ কাল বিবেচনাপূর্বক স্থিবচিত্তে কর্তব্যা-কর্তব্য বিচাব কবিযা কাজে প্রবৃত্ত হইবে। সুখদুঃখ ও প্রিযাপ্রিয যাহাই উপস্থিত হয না কেন, ধীবভাবে সহ্য কবিবে। সর্বদা ক্ষমাশীল হইযা সুগ্রীবেব অধীন থাকিবে। হে মহাবাহো, আমাব নিকট হইতে যতটুকু স্নেহ ও ক্ষমা লাভ কবিযাছ, আব কোথাও ততটুকু লাভেব আশা কবিবে না। সুগ্রীবেব শত্রুব সহিত মিত্রতা কবিবে না। জিতেন্দ্রিয হইযা সুগ্রীবেব কার্যে সহাযতা কবিবে। কাহাবও সহিত অতি প্রণয বা অপ্রণয কবিবে ন, উভযই দোষাবহ। এইহেতু মধ্যপন্থা অবলম্বন কবিবে।

ইত্যুক্ত্বাথ বিবৃত্তাক্ষঃ শবসংপীডিতো ভৃশম্।
বিবৃতৈর্দশনৈর্ভীমৈর্বভূবোৎক্রান্তজীবিতঃ ॥ ৪।২২।২৪

—এই পর্যন্ত বলিবাব পব শবাঘাতে নিদাকণ পীডিত বালীব চক্ষু দুইটি ঘুবিতে লাগিল, তাঁহাব তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি বাহিব হইযা পডিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাব প্রাণবাযু বহির্গত হইল।

বানবপতিব পবলোকগমনে বানবগণ উচ্চৈঃস্ববে কাঁদিতে লাগিলেন। তাবা, সুগ্রীব ও অঙ্গদ বিশেষ বিচলিত হইযা পডিযাছেন। বাম তাঁহাদিগকে সমযোচিত প্রবোধ দিযা কথঞ্চিৎ শান্ত কবেন। বাজোচিত আডম্ববে শাস্ত্রীয বিধান অনুসাবে বালীব অন্ত্যেষ্টিক্রিযা সম্পন্ন হইল।

সুগ্রীবেব মুখে বাম যাহা শুনিযাছিলেন, তাহাতে বালীব প্রতি তাঁহাব প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষই স্বাভাবিক। পবন্তু সুগ্রীবও যে পূর্বে তাবাকে ভার্যাৰূপে গ্রহণ কবিযাছেন—এই কথাটি তখন সুগ্রীব বামকে বলেন নাই।

সুগ্রীবেব এই আচবণেই বালী সুগ্রীবকে ক্ষমা কবিতে পাবেন নাই। পবে তিনিও নির্বাসিত সুগ্রীবেব পত্নী কমাকে গ্রহণ কবিযা প্রতিহিংসা মিটাইযাছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতাব পৈশাচিক আচবণে মনে মনে অতিশয ব্যথিত হইলেও বালী বামেব নিকট সুগ্রীবেব কোন আচবণেব কথা প্রকাশ কবেন নাই। ইহা বালীব বিশেষ আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদা বিষযে সচেতনতাব লক্ষণ। যে ভ্রাতা একবাব মাতৃতুল্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব পত্নীকে শয্যাসঙ্গিনী কবিযাছেন, সেই ভ্রাতাকে গৃহে স্থান দেওযা সম্ভবপব নহে। এইজন্য সুগ্রীবেব প্রতি স্নেহশীল হইযাও বালী তাঁহাকে একবস্ত্রে নির্বাসিত কবিযাছেন। যুদ্ধেও সুগ্রীবকে বধ

কবিবাব ইচ্ছা বালীব ছিল না। ইহাতেও তাঁহাব মহানুভবতা প্রকাশ পাইযাছে। বালীব ভর্ৎসনায বাম বিশেষ সঙ্গত উত্তব দিতে পাবেন নাই। বালীব যে অপবাধটিব উপব বাম সমধিক গুরুত্ব দিযাছেন, বালী সেই অপবাধেব সমর্থনে সুগ্রীবেব আচবণেব কথাও বামকে শোনাইতে পাবিতেন। কিন্তু ঘৃণায ও লজ্জায এই কেলেঙ্কাবী প্রকাশ কবা তিনি উচিত মনে কবেন নাই।

আসন্নমৃত্যু বালী শুধু বামকে সন্তুষ্ট কবিবাব নিমিত্ত ইহাও বলিযাছেন যে, বামেব হাতে মৃত্যু হয—ইহা তাঁহাব কাম্যই ছিল। এই উক্তিতে বালীব দূবদর্শিতাব পবিচয পাওযা যায। মৃত্যু যখন অবধাবিত, তখন অঙ্গদেব ভবিষ্যৎ কল্যাণেব নিমিত্ত বামেব স্তবস্তুতি কবাই তিনি সঙ্গত মন কবিযাছেন। (এই উক্তিব দ্বাবা মহর্ষি বাল্মীকিও সম্ভবতঃ বামেব দোষকে লঘু কবিতে চেষ্টা কবিযাছেন।) অঙ্গদেব অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল ও ভূলুণ্ঠিত দেহ দেখিযা বালীব পিতৃহৃদয কাঁদিযা উঠিল। তিনি বাম ও সুগ্রীবেব সহিত মৈত্রী স্থাপন কবিলেন। স্বহস্তে নিজেব কণ্ঠ হইতে মালা খুলিযা ভ্রাতাকে দান কবিলেন। তাবাব সম্পর্কে বালীব বিশেষ কোন চিন্তা হয নাই। তাবা ও সুগ্রীবেব চবিত্র তিনি জানিতেন। সুতবাং তাবা যে কোন্ পথ অবলম্বন কবিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে পাবিযাছেন। এইজন্য তাবাব বিলাপ শুনিযাও তাবাকে তিনি কিছুই বলেন নাই। পূর্বে সুগ্রীবোপভুক্তা তাবাকে পুনর্গ্রহণেব সমযও বালীব উদাব হৃদযেব পবিচয পাওযা যায। তিনি হযতো ভাবিযা থাকিবেন যে, বাজা সুগ্রীবেব অভিলাষেব বিরুদ্ধে দৃঢতা অবলম্বনেব শক্তি এই নাবীব নাই এবং আত্মহত্যা কবিযা পিশাচেব হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভেব মত মনেব জোবও নাই। এই কাবণেও তাবাকে ক্ষমা কবা তাঁহাব পক্ষে সম্ভবপব।

পুত্রেব নিমিত্তই বালী বিশেষ চিন্তিত। পুত্রকে সম্বোধন কবিযা অন্তিমকালে তিনি যে উপদেশ দিযাছেন, তাহাও স্মবণীয। তিনি বুঝিতেছিলেন যে, অঙ্গদ সুগ্রীবকে কিছুতেই ক্ষমা কবিতে পাবিবেন না। অদ্ভুত বীবত্ব, তেজস্বিতা ও উদাবতায বালীব চবিত্র অতি মহৎ। একমাত্র কমা-সম্পর্কিত ব্যাপাবে তাঁহাব অসামান্য চবিত্রে কলঙ্কেব ছাযা পডিযাছে। সম্ভবতঃ ইহা কামান্ধতা নহে, তথাপি প্রতিহিংসা মিটাইবাব তাডনায এই ঘৃণ্য উপাযটি অবলম্বন না কবিলে বালী চিবদিন শ্রদ্ধাব আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন।

১। ৪।২৫।৩৫, ৪৫
২। ৭।৩৪শ সর্গ
৩। ৪।৯ম ও ১০ম সর্গ
৪। ৪।১০।২৭, ৩৩
৫। ৪।১৭শ সর্গ

সুগ্রীব

সুগ্রীব হইতেছেন—বালীব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উভযই প্রায সমবযস্ক। ('বালী' প্রবন্ধে সুগ্রীবেব জন্মবিববণ বর্ণিত হইযাছে।)

সুগ্রীবেব চেহাবাব বর্ণনা হইতে জানা যায—

সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ। ৪।১৪।১৯
দীপ্যমানমিবানলম্। ৪।১৬।১৫
ববহেমবর্ণঃ। ৪।৩৩।৬৬

—তাঁহাব দেহেব বর্ণ কাঁচা সোনাব মত এবং তেজস্বিতায তাঁহাকে প্রদীপ্ত অগ্নিব ন্যায দেখাইত।

সুগ্রীবেব অনেক ভার্যা ছিলেন।[১] তাঁহাদেব মধ্যে প্রধান ভার্যাব নাম রুমা। রুমাও সুষেণেবই দুহিতা।[২]

সুগ্রীবেব কোন সন্তানসন্ততি নাই।[৩] বালীব পত্নী তাবাব প্রতি তাঁহাব অত্যধিক আসক্তি ছিল, কিন্তু বালীব ভযেই সম্ভবতঃ তিনি তাঁহাব অভিলাষ পূর্ণ কবিতে পাবিতেন না। অঙ্গদেব প্রতি হনুমানেব একটি উক্তিতে যেন এইরূপ আভাস পাওযা যায—

প্রিযকামশ্চ তে মাতুস্তদর্থং চাস্য জীবিতম্। ৪।৫৪।২২

—সুগ্রীব তোমাব মাতাব প্রিযকার্য সম্পন্ন কবিতে অভিলাষী এবং তোমাব মাতাকে প্রসন্ন কবিবাব নিমিত্তই তিনি জীবন ধাবণ কবিতেছেন।

বালীব সহিত তাঁহাব শত্রুতাব কাবণ তিনি বামেব নিকট ব্যক্ত কবিবাব সময তাবা-সম্পর্কিত ঘটনাটি গোপন বাখিযাছেন। বালীব মৃত্যুব পব তিনি বামকে বলিযাছেন—'ভ্রাতা বালী নিহত হইযাছেন মনে কবিযা যাহাতে মহিষ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না পাবে, সেই উদ্দেশ্যে আমি গুহাটিব দ্বাবে প্রকাণ্ড একটি শিলা স্থাপন কবিযা গৃহে ফিবিযা আসিলাম। অতঃপব—

বাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তাবাঞ্চ রুমযা সহ।
মিত্রৈশ্চ সহিতস্তত্র বসামি বিগতজ্বরঃ ॥ ৪।৪৬।১৯

—সুমহৎ বাজ্য ও রুমাব সহিত তাবাকে লাভ কবিযা মিত্রগণেব সহিত সেখানে নিশ্চিন্ত মনে বাস কবিতে লাগিলাম।'

সুগ্রীবেব বিদ্যাবুদ্ধি কম ছিল না। বিদ্বান্ বলিযা তাঁহাব খ্যাতিও ছিল।[৪]

কবন্ধ বাম ও লক্ষ্মণেব নিকট সুগ্রীবেব প্রসঙ্গে বলিযাছেন—

বানবেন্দ্রো মহাবীর্যস্তেজোবানমিতপ্রভঃ।
সত্যসন্ধো বিনীতশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ মহান্ ॥
দক্ষঃ প্রগল্‌ভো দ্যুতিমান্ মহাবলপবাক্রমঃ। ইত্যাদি। ৩।৭২।১৩-১৫

—বানবশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তেজস্বী, মহাবীব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীতস্বভাব, ধীব, বুদ্ধিমান্, মহান্,

কার্যদক্ষ, প্রত্যুৎপন্নমতি, পবাক্রমশালী ও কান্তিযুক্ত। (তিনি সীতাব অন্বেষণে বামকে নিশ্চযই সাহায্য কবিবেন।)

বালীব অনুপস্থিতিতে সুগ্রীব যখন সিংহাসনে আবোহণ কবেন, তখন হনুমান্‌, নল, নীল ও তাব—এই চাবিজন ছিলেন তাঁহাব সচিব ও সকল কার্যে সহায।[৫] ইঁহাদেব মধ্যে নীল তাঁহাব প্রধান সেনাপতিও ছিলেন।[৬]

বালী সুগ্রীবকে নির্বাসন-দণ্ড দিবাব পূর্বে এই সচিবগণকে বন্দী কবিযাছিলেন।[৭] পবে মুক্তি দিযাছেন।

নির্বাসিত সুগ্রীব বালীব ভযে সাগব ও অবণ্য-পবিবৃত সমগ্র ভূমণ্ডল ভ্রমণপূর্বক নিবাপদ আশ্রযেব সন্ধান কবেন।[৮]

পবিশেষে প্রধান সচিব বুদ্ধিমান্ হনুমানেব পবামর্শে কিষ্কিন্ধাব অনতিদূবে ঋষ্যমূক-পর্বতে মতঙ্গমুনিব আশ্রমে আশ্রয গ্রহণ কবিযাছেন। সেই আশ্রমে বালীব প্রবেশ কবিবাব উপায ছিল না।[৯]

হনুমান্ প্রমুখ চাবিজন সচিবেব সহিত সুগ্রীব যখন ঋষ্যমূকে অবস্থান কবিতেছিলেন, তখনই বাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ কবেন। ('বাম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

সীতাব নিক্ষিপ্ত আভবণাদি দেখিযা বাম ব্যাকুল হইযা পডিলে সুগ্রীব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। সুগ্রীবেব কণ্ঠও তখন বাষ্পরুদ্ধ। সান্ত্বনাচ্ছলে তিনি বামকে যে-সকল কথা বলিযাছেন, তাহাতে তাঁহাব গভীব পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতাব পবিচয পাওযা যায। ধৃতি ও পৌরুষেব কার্যসাধকতা এবং শোক ও অধীবতাব কার্যনাশকতা বিষযে তিনি সবিনযে বামকে অনেক কিছু বলিযাছেন।

সুগ্রীবেব সান্ত্বনা-বচনে প্রকৃতিস্থ হইযা বাম তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতেছেন—

কর্তব্যং যদ্ বযস্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
অনুরূপঞ্চ যুক্তঞ্চ কৃতং সুগ্রীব তত্ত্বযা॥

দুর্লভো হীদৃশো বন্ধুবস্মিন্ কালে বিশেষতঃ॥ ৪।৭।১৭, ১৮

—হে সুগ্রীব, বযস্যেব শোকেব উপশমেব নিমিত্ত হিতৈষী স্নেহশীল বযস্যেব যাহা কবা উচিত, তুমি তাহাই কবিযাছ। এইরূপ বিপৎকালে তোমাব ন্যায বন্ধু একান্তই দুর্লভ।

সুগ্রীবেব মুখে শোনা যায যে, বালী তাঁহাব সুহৃদ্বর্গকে কাবাগাবে বন্দী কবিযা বাখিযাছিলেন এবং তাঁহাকে হত্যা কবিবাব উদ্দেশ্যে অনেকবাব অনেক বানবকে ঋষ্যমূকে পাঠাইযাছিলেন। তিনি সেই বানবগণকে নিধন কবিযাছেন। এইহেতু বাম-লক্ষ্মণকেও বালীব প্রেবিত আশঙ্কা কবিযাই প্রথমতঃ তিনি ভয পাইযাছেন।

হনুমান্ প্রমুখ চাবিজন বীবেব বুদ্ধি ও বিক্রমেব বলেই তিনি জীবন বক্ষা কবিতে পাবিতেছেন।[১১]

যদিও বালীকে বধ কবিবাব নিমিত্তই সুগ্রীব বামেব সহিত মিত্রতা স্থাপন কবেন, তথাপি বামেব বাণে ভূপাতিত আসন্নমৃত্যু অগ্রজেব করুণ বাক্য শুনিযা সুগ্রীব—

হর্ষং ত্যক্ত্বা পুনর্দীনো গ্রহগ্রস্ত ইবোডুবাট্। ইত্যাদি। ৪।২২।১৭, ১৮

—হর্ষ ত্যাগ কবিযা বাহুগ্রস্ত শশধবেব ন্যায দীনদশা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাব শত্রুভাব শান্ত হইল। বালীব প্রতি যথোচিত ভক্তি প্রদর্শন-পূর্বক সুগ্রীব বালীব সুবর্ণমাল্য গ্রহণ কবিলেন।

বালীব প্রাণবাযু বহির্গত হইলে পব সুগ্রীব ভ্রাতৃবধেব জন্য নিবতিশয ব্যথিত হইযা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকেন। তিনি বামকে সবিনযে বলিলেন যে, বাজ্যভোগে তাঁহাব

আব স্পৃহা নাই। পূর্বে তিনি বামেব নিকট বলিযাছেন যে, বালী তাঁহাকে হত্যা কবিবাব চেষ্টাও অনেক কবিযাছেন, কিন্তু এবাব কহিতেছেন—'বালী আপন মহত্ত্ব বক্ষা কবিযাছেন, আমাকে বিনাশ কবিবাব ইচ্ছা বালীব হয নাই। কিন্তু—

মযা ক্রোধশ্চ কামশ্চ কপিত্বঞ্চ প্রদর্শিতম্। ৪।২৪।১২

—আমি ক্রোধ, কাম ও বানবত্ব (চঞ্চলতা) প্রকাশ কবিলাম।'

সুগ্রীব করুণ বিলাপ কবিতে কবিতে বামকে কহিতেছেন যে, তাঁহাব ন্যায পাপী আব ইহজগতে নাই। তিনি ভ্রাতৃহন্তা মহাপাপী। মৃত্যুই তাঁহাব একমাত্র প্রাযশ্চিত্ত। সুগ্রীব বামেব নিকট অগ্নি-প্রবেশেব অনুমতি চাহিতেছেন।

পূর্বে বামেব নিকট বালীব সহিত আপনাব শত্রুতাব কাবণ বর্ণনাকালে সুগ্রীব তাবাব সহিত ব্যভিচাবেব কথা গোপন কবিযাছেন, বালী তাঁহাকে হত্যা কবিতে চেষ্টা কবিযাছেন এই মিথ্যা কথাও বলিযাছেন। কিন্তু বালীব মৃত্যুব পবেই তিনি সত্য প্রকাশ কবিতেছেন, দেখিতে পাই। স্বার্থসাধনেব নিমিত্ত বামেব সহানুভূতি আকর্ষণ কবাই পূর্বে তাঁহাব উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওযাব পবেই সুগ্রীবেব সুব বদ্‌লাইযাছে। সুতবাং তাঁহাব এইসকল বিলাপ অভিনয কি না—বলা শক্ত। যথার্থ অনুতপ্ত হইলেও সুগ্রীবেব এই অনুতাপ নিতান্তই সামযিক। পবে দেখা যাইবে যে, পুনবায তিনি তাবাকে অঙ্কশাযিনী কবিযা মত্ত হইযা উঠিযাছেন।

সুগ্রীবেব বিলাপ শুনিযা বাম তাঁহাকে নানা কথায সান্ত্বনা দিযাছেন। বালীব অন্ত্যেষ্টিক্রিযাব পব বাম সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধাব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কবেন। তখন বর্ষাকাল, শ্রাবণ মাস। চাবি মাস পবে শবৎকালে সীতাব অনুসন্ধান কবিতে হইবে—সুগ্রীবকে এই কথা বলিযা বাম প্রস্রবণ-গিবিতে আশ্রয গ্রহণ কবিযাছেন। সুগ্রীবও—

প্রবিবেশ পুবীং বম্যাং কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্। ৪।২৬।১৯

—বালিপালিতা মনোহব কিষ্কিন্ধাপুবীতে প্রবেশ কবিলেন।

প্রণত প্রজাবর্গকে সম্ভাষণপূর্বক বানবাধিপতি সুগ্রীব ভ্রাতাব অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিযাছেন। সেইখানে শাস্ত্রীয বিধান অনুসাবে সুহৃদ্‌বর্গ সুগ্রীবেব অভিষেক সম্পন্ন কবেন। গয, গবাক্ষ, গবয, শবভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ এই অভিষেকেব ব্যাপাবে বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহাবাই সুগন্ধ সলিলেব দ্বাবা সুগ্রীবকে অভিষিক্ত কবিযাছেন।

বামেব আদেশে সুগ্রীব অঙ্গদকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবেন। বামকে অভিষেকেব সকল বিষয জানাইযা সুগ্রীব—

কমাঞ্চ ভার্যামুপলভ্য বীর্যবান্
অবাপ বাজ্যং ত্রিদশাধিপো যথা॥ ৪।২৬।৪২

—ভার্যা কমাকে লাভ কবিযা ত্রিদিবাধিপ ইন্দ্রেব ন্যায বাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

সপ্তকক্ষ (সাতমহল) বমণীয প্রাসাদ নানাবিধ মনোহব বহুমূল্য দ্রব্যে পবিশোভিত। তাহাবই শেষপ্রান্তে সুগ্রীবেব অন্তঃপুব অবস্থিত। বাজ্য লাভ কবিযাই সুগ্রীব অন্তঃপুবে বিলাসব্যসনে মগ্ন হইযাছেন। ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ চিন্তাই কবেন না। সমস্ত বাজ্যভাব মন্ত্রিগণেব উপব ন্যস্ত।

স্বাঞ্চ পত্নীমভিপ্রেতাং তাবাঞ্চাপি সমীপ্সিতাম্।
বিহবন্তমহোবাত্রং কৃতার্থং বিগতজ্বম॥ ইত্যাদি। ৪।২৯।৪-১০

—অভিলষিতা আপন-পত্নী কমা ও সবিশেষ ঈপ্সিতা তাবাব সহিত নিশ্চিন্তমনে বিহবণশীল সুগ্রীবকে মতিমান্ হনুমান্ বলিলেন যে, বর্ষা অপগত হইযাছে। এখন সীতাব অন্বেষণেব

চেষ্টা কবা উচিত।

হনুমানেব কথায কামোন্মত্ত সুগ্রীবেব যেন চৈতন্যোদয হইল। তিনি দিগ্‌দিগন্ত হইতে সেন্যসংগ্রহেব নিমিত্ত নীলকে আদেশ কবেন। পনব দিনেব মধ্যে যাহাবা আসিবে না, তাহাদেব প্রাণদণ্ড হইবে—এই আদেশও সুগ্রীব প্রচাব কবিযাছেন।

বাজাজ্ঞা প্রচাব কবিযাই পুনবায সুগ্রীব অন্তঃপুবে কাল কাটাইতেছেন। বাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইযা লক্ষ্মণকে সুগ্রীবেব নিকট পাঠাইলে পব দ্বাবপাল প্রধান প্রধান বানবগণ ভীত হইযা কুপিত লক্ষ্মণেব আগমনবার্তা সুগ্রীবকে জানাইযাছেন। কিন্তু—

তাবযা সহিতঃ কামী সক্তঃ কপিবৃষস্তদা।
ন তেষাং কপিসিংহানাং শুশ্রাব বচনং তদা॥ ৪।৩১।২২

—কামমত্ত কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তাবাব সহিত বিহাবাসক্ত থাকায সেই বানবগণেব কথা শুনিতে পান নাই।

এবাব লক্ষ্মণ তাঁহাব আগমনবার্তা সুগ্রীবকে জানাইবাব নিমিত্ত অঙ্গদকে পাঠাইযাছেন। অঙ্গদ পিতৃব্যেব অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিযাও দেখিতে পাইযাছেন তাঁহাব পিতৃব্য যেন প্রকৃতিস্থ নহেন।

স নিদ্রাক্লান্তসংবীতো বানবো ন বিবুদ্ধবান্।
বভূব মদমত্তশ্চ মদনেন চ মোহিতঃ॥ ৪।৩১।৩৮

—ক্লান্ত সুগ্রীব যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। তিনি মদমত্ত ও কামমোহিত থাকায অঙ্গদেব কথা বুঝিতে পাবিলেন না।

এদিকে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখিযা বানবগণ ভযে কিল-কিল শব্দ কবিতে লাগিল। তাহাদেব ভীষণ শব্দে মদবিহ্বল সুগ্রীবেব তন্দ্রা অপগত হইযাছে। সুগ্রীবেব ধর্ম ও অর্থ বিষযেব মন্ত্রী প্লক্ষ ও প্রভাব তখন সুগ্রীবকে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণেব আগমনবার্তা জানাইলেন। হনুমান্ সুগ্রীবকে কহিলেন যে, শবৎকাল উপস্থিত হইযাছে, তথাপি সুগ্রীব সীতাব অন্বেষণ বিষযে নিশ্চেষ্ট আছেন মনে কবিযাই সম্ভবতঃ বাম ক্রুদ্ধ হইযা লক্ষ্মণকে পাঠাইযাছেন। লক্ষ্মণেব ধনু-আস্ফালনেব শব্দ শুনিযা—

বুবুধে লক্ষ্মণং প্রাপ্তং মুখং চাস্য ব্যশুষ্যত। ৪।৩৩।৩০

—ভযে সুগ্রীবেব মুখ শুকাইযা গেল।

লক্ষ্মণকে প্রিয বাক্যে প্রসন্ন কবিবাব নিমিত্ত সুগ্রীব তাবাকে পাঠাইযাছেন। তাবা নানাবিধ মিষ্ট কথায লক্ষ্মণকে শান্ত কবিবাব চেষ্টা কবিযা তাঁহাকে লইযা অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিযাছেন। লক্ষ্মণ বহুমূল্য স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট প্রমদাপবিবেষ্টিত ৰূপবান্ সুগ্রীবকে দেখিযাই ক্রোধে বক্তচক্ষু হইযা উঠিলেন। নির্লজ্জ সুগ্রীব তখনও রুমাকে গাঢৰূপে আলিঙ্গন কবিযা লক্ষ্মণেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিতেছিলেন।[১৫]

লক্ষ্মণেব কঠোব ভর্ৎসনায সুগ্রীবেব চৈতন্যোদয হইযাছে। তিনি সীতান্বেষণেব আশ্বাস দিযা কহিতেছেন—

যদি কিঞ্চিদতিক্রান্তং বিশ্বাসাৎ প্রণযেন বা।
প্রেষ্যস্য ক্ষমিতব্যং মে ন কশ্চিন্নাপবাধ্যতি॥ ৪।৩৬।১১

—বিশ্বাস বা প্রণযবশতঃ এই দাসেব যদি কিছু অপবাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা ক্ষমা কবিবেন। সকল সেবকই প্রভুব নিকট অপবাধ কবিযা থাকে।

সুগ্রীবেব সবিনয বচনে লক্ষ্মণ প্রসন্ন হইযাছেন। সুগ্রীব তখনই সমীপস্থ হনুমান্‌কে বানব-সংগ্রহেব নির্দেশ দিযা কহিলেন—দশ দিনেব ভিতবে যাহাবা না আসিবে,

বাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনকাবী সেইসকল বানবেব প্রাণদণ্ড হইবে।[১৪]

বানববাহিত শিবিকায আবোহণ কবিযা লক্ষ্মণ-সহ সুগ্রীব প্রস্রবণগিবিতে বামেব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন। বামেব চবণে প্রণাম কবিযা সুগ্রীব জোডহাতে কহিতেছেন—'দেব, আপনাব অনুগ্রহেই আমি শ্রী, কীর্তি ও কপিবাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইযাছি। আমাব অনুচব বানব, গোলাঙ্গুল ও ঋক্ষগণ আপন আপন বিক্রমশালী সৈন্যসমূহ লইযা শীঘ্রই আপনাব সমীপে উপস্থিত হইবে। তাহাবা অবশ্যই বাবণকে বধ কবিযা সীতাব উদ্ধাবসাধন কবিবে।'

কযেকদিনেব মধ্যেই সকল দেশেব বানবগণ প্রস্রবণগিবিতে সম্মিলিত হইলে সুগ্রীব তাঁহাদিগকে চাবি দলে বিভক্ত কবিযা চাবিদিকে সীতাব অন্বেষণে পাঠাইবাব সময কহিতেছেন—

ঊর্ধ্বং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।
সিদ্ধার্থাঃ সন্নিবর্তধ্বমধিগম্য চ মৈথিলীম্॥ ৪।৪০।৭০

—এক মাসেব মধ্যে মৈথিলীব বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকার্য হইযা তোমবা ফিবিযা আসিবে। যে এক মাসেব মধ্যে ফিবিযা না আসিবে, তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কবিব।

বানবগণকে পাঠাইবাব সময সুগ্রীব তাঁহাদেব নিকট সমগ্র ভাবতেব ভৌগোলিক বর্ণনা কবিযাছেন। বালীব ভযে তিনি যে দেশভ্রমণ কবিযাছিলেন—ইহা পূর্বেই উক্ত হইযাছে।

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধায ফিবিযা যান নাই, বামেব সহিত প্রস্রবণেই অবস্থান কবিতেছেন। এক মাস অনুসন্ধান কবিযা পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তব দিকে প্রেবিত মহাবীব বানবগণ ভগ্নহৃদযে ফিবিযা আসিযাছেন। সকলেই আশা কবিতেছেন যে, দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থিত হনুমানেব দ্বাবাই কার্য সিদ্ধ হইবে।

সীতাকে সন্দর্শন কবিযা দুই মাস কাল পবে হনুমান্ ফিবিযা আসিযাছেন। মহেন্দ্রপর্বত হইতে কিষ্কিন্ধাব পথে সুগ্রীবেব মধুবন অবস্থিত। সুগ্রীবেব মাতুল দধিমুখ সেই বনেব বক্ষক। অঙ্গদেব অনুমোদনক্রমে দক্ষিণ দিকে প্রস্থিত হৃষ্ট বানবগণ সেই মনোহব বনটিকে লণ্ডভণ্ড কবিযা মধু পান কবিতে লাগিলেন। অপবিমিত মধু (সম্ভবতঃ মিষ্ট মদ্যবিশেষ) পানেব ফলে প্রমত্ত বানবগণ দধিমুখেব নিষেধকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য কবিলেন না, পবন্তু তাঁহাকে প্রহাব কবিযা বিক্রম প্রদর্শন কবিতে লাগিলেন। নিরুপায দধিমুখ প্রস্রবণগিবিতে যাইযা সুগ্রীবকে এইসকল বৃত্তান্ত জানাইলে পব সুগ্রীব তাঁহাব পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মণকে বলিযাছেন—

নৈষামকৃতকার্যাণামীদৃশঃ স্যাদ্ ব্যতিক্রমঃ। ৫।৬৩।১৭

—আমাদেব নিযোগে অকৃতকার্য হইলে ইহাদেব এইপ্রকাব ব্যতিক্রম হইত না। অতএব নিশ্চযই ইহাবা কার্য সিদ্ধ কবিযাছে।

এই অনুমানে সুগ্রীবেব ভুল হয নাই। হনুমানেব উপব বিশেষ আস্থা ছিল বলিযাই তিনি এই অনুমান কবিযাছেন। হনুমানেব মুখে সীতাব বৃত্তান্ত শুনিযা বাম আশান্বিত হইলেও সাগব পাব হইতে হইবে মনে কবিযাই হতাশ হইযা পডেন। সুগ্রীব শোকার্ত বামেব মনে উৎসাহেব সঞ্চাব কবিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—'হে বীব, আপনি কেন প্রাকৃত জনেব ন্যায হতাশ হইতেছেন ? আমবা অবশ্যই সমুদ্র পাব হইযা লঙ্কা আক্রমণ কবিব এবং বাবণকে বধ কবিযা সীতাকে উদ্ধাব কবিব।

সেতুবত্র যথা বধ্যেদ্ যথা পশ্যেম তাং পুবীম্।
তস্য বাক্ষসবাজস্য তথা ত্বং কুরু বাঘব॥ ইত্যাদি। ৬।২।৯-১২

—হে বাঘব, আপনি সেইরূপ উপায স্থিব করুন, যাহাতে সমুদ্রে সেতু বন্ধন কবিযা বাক্ষসবাজেব পুবী লঙ্কা দেখা সম্ভবপব হয। আমবা লঙ্কাপুবী দেখিতে পাইলেই জানিবেন,

'বাবণ অবশ্যই নিহত হইয়াছে।

হে মহাবাহো, আপনি কার্যনাশিনী এই বুদ্ধিবিকলতা ত্যাগ করুন।

পুরুষস্য হি লোকেঽস্মিন্ শোকঃ শৌর্যাপকর্ষণঃ। ৬।২।১৪

—কাবণ, জগতে দেখা যায় যে, শোক পুরুষেব শৌর্যাদি গুণকে নাশ কবিয়া থাকে।'

সুগ্রীবেব মুখেই প্রথমতঃ সুমুদ্রে সেতুবন্ধনেব পবামর্শ শোনা যায়। বিভীষণ বামেব শবণাপন্ন হইলে সুগ্রীব তাঁহাকে বাবণেব গুপ্তচ' মনে কবিয়া বামকে সতর্ক হইতে বলিযাছেন। তিনি বামকে আবও বলিযাছেন—

নিহন্যাদন্তবং লব্ধ্বা উলূকো বাযসানিব। ৬।১৭।১৯

—পেচক যেমন কাকসমূহকে হত্যা কবে, সেইরূপ বাবণেব প্রেবিত এই লোকটিও অবসব প্রাপ্ত হইযা আমাদিগকে বিনাশ কবিবে।

বিভীষণকে বন্দী কবিযা বাখিবাব কথাও সুগ্রীব বামকে বলিযাছেন। সুগ্রীবেব এই সন্দেহ পবে অমূলক সপ্রমাণ হইলেও সুগ্রীবেব পবামর্শ বাজনীতিব ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশংসনীয। বিশেষতঃ বামেব দ্বাবা জিজ্ঞাসিত না হইযাই অকৃত্রিম সৌহৃদ্যবশতঃ সুগ্রীব এই পবামর্শ দেওযাযও যথার্থই মিত্রেব কার্য কবিযাছেন।

সুগ্রীব যখন বুঝিতে পাবিলেন যে, বিভীষণকে আশ্রয দেওযাই বামেব অভিপ্রেত, তখনই তিনি প্রতিবাদ কবিযা বলিতেছেন—'এই নিশাচব দুষ্টই হউক, আব অদুষ্টই হউক, তাহা ভাবিবাব প্রযোজন নাই। যে-ব্যক্তি ঈদৃশ বিপদাপন্ন সহোদবকে পবিত্যাগ কবিতে পাবে, সে কোন্ আত্মীযকে পবিত্যাগ না কবিবে ?' এই কথা শুনিযা বাম লক্ষ্মণকে বলিযাছেন যে, শাস্ত্রাধ্যযন ও বৃদ্ধসেবন ব্যতীত কেহই এরূপ কথা বলিতে পাবেন না।'[১৫]

বস্তুতঃ সুগ্রীবেব এই সন্দেহপ্রবণতা বিচক্ষণতাব পবিচাযক। লঙ্কাপুবীকে অববোধপূর্বক বানবসৈন্যগণ যুদ্ধেব নিমিত্ত প্রস্তুত হইযাছেন। বাম কর্তৃক জাম্ববান্ ও বিভীষণেব সহিত সুগ্রীব সেনাবাহিনীব মধ্যস্থলে স্থাপিত হইলেন। যুদ্ধাবম্ভেব পূর্ববাত্রিতে বাম প্রমুখ সকলই সুবেল-পর্বতে অবস্থান কবিতেছিলেন। সুবেলেব শিখব হইতে লঙ্কাপুবী স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল। লঙ্কাব বহির্দ্বাবেব উপবিভাগে সন্ধ্যাবাগবঞ্জিত মেঘবাশিব ন্যায বাক্ষসবাজ বাবণকে দেখিতে পাইযাই ক্রোধে সুগ্রীবেব ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি এক লাফে বাবণেব সমীপে উপস্থিত হইযা নির্ভযে কহিতেছেন—

লোকনাথস্য বামস্য সখা দাসোঽস্মি বাক্ষস।

ন মযা মোক্ষ্যসেঽদ্য ত্বং পার্থিবেন্দ্রস্য তেজসা॥ ৬।৪০।১০

—'বে বাক্ষস, আমি লোকনাথ বামেব সখা ও দাস। সেই বাজেন্দ্রেব তেজে তেজস্বী আমাব হাত হইতে আজ তুই মুক্তি পাইবি না।'

এই কথা বলিযাই সুগ্রীব বাবণেব উপব ঝাঁপাইযা পডিলেন এবং তাঁহাব মুকুট আকর্ষণ কবিযা ভূতলে নিক্ষেপ কবিলেন। উভয বীবেব মধ্যে তুমুল মল্লযুদ্ধ চলিতেছিল। সুগ্রীবেব হাত হইতে মুক্তিলাভেব উপাযান্তব না দেখিযা বাবণ স্বীয বাক্ষসী মাযাব আশ্রয গ্রহণ কবিতেছেন বুঝিতে পাবিযা বানববাজ আকাশপথে বামেব সমীপে ফিবিযা আসিযাছেন।

এই দুঃসাহসেব জন্য বাম সুগ্রীবকে সস্নেহ ভর্ৎসনা কবিলে সুগ্রীব কহিতেছেন—

তব ভার্যাপহর্তাবং দৃষ্ট্বা বাঘব বাবণম্।

মর্ষযামি কথং বীব জানন্ বিক্রমমাত্মনঃ॥ ৬।৪১।৯

—হে বাঘব, আমি স্বীয বিক্রম জানিযাও আপনাব ভার্যাপহাবী বাবণকে দেখিযা কিরূপে

ক্ষমা কবিতে পাবি ?

যুদ্ধক্ষেত্রে সময় সময় বাম হতাশ হইলে সুগ্রীব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিযা তাঁহাব তেজ উদ্‌বুদ্ধ কবিযাছেন—একপ দৃশ্য বিবল নহে। সুগ্রীব নিজেও প্রচণ্ড বিক্রম প্রদর্শন কবিযাছেন। প্রধান প্রধান সকল প্রতিপক্ষেব সহিতই সুগ্রীবকে যুদ্ধ কবিতে দেখা যায।

কুম্ভকর্ণেব সহিত মল্লযুদ্ধেব সময সুগ্রীব নখেব দ্বাবা কুম্ভকর্ণেব কর্ণ ও দাঁতেব দ্বাবা তাঁহাব নাসিকা ছেদন কবেন। সুগ্রীবেব পাযেব নখে কুম্ভকর্ণেব পার্শ্বদ্বয বিদীর্ণ হইযা যায।[১৬]

কুম্ভকর্ণ ও বাবণপুত্রগণেব নিধনেব পব সুগ্রীবেব নির্দেশে বানবসেনা বাত্রিকালে উল্কাহস্তে লঙ্কাপুবী দহন কবিযাছে। সেই বাত্রিযুদ্ধে সুগ্রীবেব বজ্রসম মুষ্টিব প্রহাবে কুম্ভকর্ণতনয কুম্ভ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।[১৭]

ইন্দ্রজিতেব নিধনেব পবদিন বণভূমিতে সুগ্রীব অসংখ্য বাক্ষসসৈন্যকে যমালযে প্রেবণ কবিযা প্রখ্যাত বাক্ষসবীব বাবণামাত্য বিৰূপাক্ষেব ললাটে মুষ্টিপ্রহাব কবেন। সেই প্রহারেই বিৰূপাক্ষ ভূমিতলে লুটাইযা পডিলেন, আব উঠিলেন না।[১৮]

বাবণামাত্য মহোদবও সুগ্রীবেব খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইযাছিলেন। মহোদবেব ছিন্ন দেহ ভূপাতিত হইলে—

সূর্যাত্মজস্তত্র ববাজ লক্ষ্ম্যা
সূর্যঃ স্বতেজোভিবিবাপ্রধৃষ্যঃ ॥ ৬।৯৭।৩৭

—সূর্যনন্দন (বানবেন্দ্র সুগ্রীব) স্বীয তেজে দুবাধর্ষ সূর্যেব ন্যায শোভা পাইতে লাগিলেন।

বাবণবধেব পব বামেব অযোধ্যা-যাত্রাব সময সুগ্রীবও সপবিবাবে বামেব সহিত গিযাছিলেন। ভবত তাঁহাকে পঞ্চম ভ্রাতৃৰূপে গ্রহণ কবিযাছেন।[১৯]

যে ভবনটি মুক্তা ও বৈদূর্য দ্বাবা শোভিত অশোক-বনযুক্ত এবং সর্বপ্রকাবে মনোহব, যে ভবনে বাম বাস কবিতেন, বামেব নির্দেশে ভবত অযোধ্যাব সেই শ্রেষ্ঠ ভবনটি সুগ্রীবকে বাসেব নিমিত্ত দিযাছিলেন।[২০] অযোধ্যায পবম আনন্দে কিছুকাল বাস কবিযা—

সুগ্রীবো বানবশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা বামাভিষেচনম্।
পূজিতশ্চৈব বামেণ কিষ্কিন্ধাং প্রাবিশৎ পুবীম ॥ ৬।১২৮।৮৯

—বানবাধিপতি সুগ্রীব বামেব অভিষেক দর্শনপূর্বক বাম কর্তৃক সম্মানিত হইযা কিষ্কিন্ধায প্রত্যাবর্তন কবেন।

বামেব অশ্বমেধ-যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া সুগ্রীব পাত্রমিত্র সহ অযোধ্যায গিযাছেন।

বানবাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতাস্তদা।
বিপ্রাণাং প্রববাঃ সর্বে চক্রুশ্চ পবিবেষণন্ ॥ ৭।৯১।২৮, ৭।৯২।৬

—মহাবল বানবগণ সুগ্রীবেব সহিত সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণেব পবিবেষণকার্যে নিযুক্ত হইযাছিলেন।

সীতাব পাতাল-প্রবেশেব পব সুগ্রীবাদি বানবগণ কিষ্কিন্ধায ফিবিযা গিযাছেন।[২]

অনেক দিন পবে বামেব মহাপ্রস্থানেব সঙ্কল্পেব কথা শুনিযা সুগ্রীবাদি বানবগণ অযোধ্যায আসিযাছেন। বামেব চবণে প্রণামপূর্বক সুগ্রীব কহিতেছেন—

অভিষিচ্যাঙ্গদং বীবমাগতোহস্মি নবেশ্বব।
তবানুগমনে বাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চযম্ ॥ ৭।১০৮।২৩

—হে বাজন্, হে নবেশ্বব, আমি বীব অঙ্গদকে বাজ্যাভিষিক্ত কবিযা আসিযাছি। আপনাব অনুগমনে আমাকে কৃতনিশ্চয বলিযা জানিবেন।

বাম প্রসন্নচিত্তে সুগ্রীবকে অনুমতি দিলেন। বামেব অনুগমন কবিযা সুগ্রীব হৃষ্টান্তঃকবণে

দেহত্যাগপূর্বক বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন।[২২]

দোষে ও গুণে সুগ্রীবের চরিত্রও রামায়ণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী মাতৃসমা তারার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে। যদিও এই ব্যাপারে তারার অপরাধ কিছুমাত্র কম নহে, তথাপি সুগ্রীবের অপরাধকে লঘু বলা চলে না। বালীর নিধন ব্যাপারে তাঁহার দোষও অল্প নহে। তাঁহারই কথায় ইহাও বোঝা যায় যে, রাজ্য এবং তারার প্রতি তাঁহার লোভ ছিল। যাহাই হউক, যোগিজনোচিত দেহত্যাগের ফলে তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

---

১ ৪।৩৬।২২ ,
৪।৩৪।৪
২ ৪।৪৩।১
৩ ৪।৫৪।২২
৪ ৪।৭।২৫
৫ ৪।১৩।৪
৬ ৬।৪।১০
৭ ৪।৯।২৩
৮ ৪।১০।২৭ , ৪।৪৬শ সর্গ
৯ ৪।৪৬।২১-২৩
১০ ৩।৭২।১২
১১ ৪।৮।৩৩-৩৬
১২ ৪।২৮।৩৫
১৩ ৪।৩৩।৬৬
১৪ ৪।৩৭।১২
১৫ ৬।১৮।৮
১৬ ৬।৬৭।৮৬
১৭ ৬।৭৬।৯১
১৮ ৬।৯৬।২৯-৩২
১৯ ৬।১২৭।৪৬
২০ ৬।১২৮।৪৫
২১ ৭।৯৯।৫
২২ ৭।১০৮,২৫

অঙ্গদ

অঙ্গদ হইতেছেন বালী ও তারার একমাত্র সন্তান। তিনি বিশেষ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও মহাবীর।

মহাপ্রাজ্ঞঃ। ৪।৫৩।৭
বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্বলসমন্বিতম্।
চতুর্দশগুণং মেনে হনুমান্ বালিনঃ সুতম্॥
আপূর্যমানং শশ্বচ্চ তেজোবলপরাক্রমৈঃ।
শশিনং শুক্লপক্ষাদৌ বর্দ্ধমানমিব শ্রিয়া॥
বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশং পিতুঃ॥ ৪।৫৪।২-৪

—(হনুমান্ জানিতেন—) শ্রবণেচ্ছা, শ্রবণ করানো, শ্রুত বিষয়ের সারাংশ গ্রহণ করা, সারাংশ ধারণ করা, সমুচিত তর্ক করা, বিতর্ক করা, অর্থ ও তাৎপর্যের প্রকৃত বোধ, এবং তত্ত্বজ্ঞান—এই অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিই বালিপুত্রের রহিয়াছে। বাহুবল, মনোবল, উপায়বল এবং বন্ধুবলেও অঙ্গদ বলীয়ান্। দেশকালজ্ঞান, দৃঢ়তা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্ব বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা, তেজ, মন্ত্রগুপ্তি, অবিসংবাদিতা অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী বাক্য না বলা, শৌর্য, ভক্তি ও অপরের ভক্তিজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষ ও অচাঞ্চল্য—এই চৌদ্দটি গুণ অঙ্গদে বিরাজ করিতেছে। তিনি তেজ, বল ও পরাক্রমে সর্বদা পরিপূর্ণ। শুক্লপক্ষের আরম্ভ হইতে চন্দ্রের শ্রী যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অঙ্গদেরও শ্রী সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অঙ্গদ বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ এবং আপন পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী।

অঙ্গদের আকৃতিও অতি মনোহর। বর্ণিত হইয়াছে—

স তু সিংহবৃষস্কন্ধঃ পীনায়তভুজঃ কপিঃ। ৪।৫৩।৭
দীপ্তাগ্নিসদৃশস্তস্থাবঙ্গদঃ কনকাঙ্গদঃ। ৬।৪১।৭৫
উবাচ তারা পিঙ্গাক্ষং পুত্রমঙ্গদমঙ্গনা। ৪।২৩।২২

—সিংহ ও বৃষের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত তাঁহার স্কন্ধদেশ এবং স্থূল ও দীর্ঘ তাঁহার বাহু। সুবর্ণনির্মিত অঙ্গদে অঙ্গদের বাহুদ্বয় সুশোভিত। তাঁহার দেহের তেজ প্রদীপ্ত অগ্নিসদৃশ। (ইহাতে অনুমিত হয়—গাত্রবর্ণ সোনার মত উজ্জ্বল।) অঙ্গদের চক্ষু ছিল পিঙ্গলবর্ণ।

আসন্নমৃত্যু পিতার উপদেশ শুনিয়া অঙ্গদ চুপ করিয়াছিলেন, কোন কথা বলেন নাই, শুধু পিতার চরণে প্রণাম করিয়াছেন। মৃত্যুকালে বালীও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অঙ্গদ তাঁহার পিতৃব্য সুগ্রীবকে ক্ষমা করিতে পারিবেন না। বালীর উপদেশে যেন ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। অঙ্গদ যে যথার্থই সুগ্রীবের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, তাহা পরে জানা যাইবে।

রামের নির্দেশে সুগ্রীব অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। রাম সুগ্রীবকে বলিয়াছেন—

জ্যেষ্ঠস্য হি সুতো জ্যেষ্ঠঃ সদৃশো বিক্রমেণ চ।
অঙ্গদোঽয়মদীনাত্মা যৌববাজ্যস্য ভাজনম্ ॥ ৪।২৬।১৩

—তোমাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীব জ্যেষ্ঠপুত্র অঙ্গদ। তিনি পিতাব ন্যায বিক্রমশালী ও তাঁহাব হৃদয অতি মহৎ। তিনি যৌববাজ্যেব উপযুক্ত পাত্র।

অঙ্গদেব অভিষেকে সহৃদয বানবগণ বিশেষ আনন্দিত হইযাছেন। তাঁহাবা—

সাধু সাধ্বিবতি সুগ্রীবং মহাত্মানো হ্যপূজযন্। ৪।২৬।৩৯

—'সাধু সাধু' বলিযা সুগ্রীবেব প্রশংসা কবিতে লাগিলেন।

অঙ্গদেব জনপ্রিযতাব আবও অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওযা যায।

সীতাব অন্বেষণে সুগ্রীব যে-সকল বানবকে দক্ষিণ দিকে পাঠাইযাছিলেন, অঙ্গদ তাঁহাদেব অন্যতম। বিন্ধ্যপর্বত হইতে তাঁহাদেব সীতাব অনুসন্ধান আবম্ভ হয। লতাগুল্মেব দ্বাবা সমাচ্ছন্ন এক গভীব অবণ্যে এক ভীষণ অসুবকে দেখিতে পাইযা অঙ্গদ তাহাকে বাবণ বলিযা মনে কবিযাছিলেন। অসুবটি বানবগণকে আক্রমণ কবিলে অঙ্গদ এক চাপড়েই তাহাকে হত্যা কবেন।'

অনেক অনুসন্ধানেও সীতাব এবং বাবণেব খোঁজ না পাইযা বানবগণ হতাশ হইযা পড়িযাছেন। অঙ্গদ নানা কথায সকলেব মনে উৎসাহ সঞ্চাব কবিতেছেন। তাঁহাব যুক্তিযুক্ত ভাষণে সকলই উদ্‌বুদ্ধ হইযাছিলেন।

সীতাব অনুসন্ধান কবিতে কবিতে বানবগণ যখন সমুদ্রতীবে উপস্থিত হইলেন, তখন গণনা কবিযা দেখিলেন যে, সুগ্রীবেব নির্দিষ্ট একমাস সময অতিক্রান্ত হইযা গিযাছে। সকলই ভযে বিহ্বল হইযা পড়িলেন। যুববাজ অঙ্গদ শ্রেষ্ঠ ও বৃদ্ধ বানবগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক মধুব বাক্যে বলিতেছেন—'কপিরাজেব নির্দিষ্ট কাল অতীত হইযাছে। এখন নিশ্চযই আমবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইব। সুগ্রীবেব সমীপে যাইযা দণ্ডিত হওযা অপেক্ষা এইস্থানেই প্রাযোপবেশনে মৃত্যুকে ববণ কবা শ্রেযঃ বোধ কবি। সীতাব সন্ধান না দিতে পাবিলে ক্রোধন কপিবাজ আমাদিগকে কখনই ক্ষমা কবিবেন না। অতএব আমবা স্ত্রী পুত্র ও গৃহাদি ধনসম্পত্তিব মাযা পবিত্যাগ কবিযা মবণান্ত উপবাসেব সঙ্কল্প গ্রহণ কবিব। সুগ্রীব আমাকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবেন নাই। নবপতি বামেব দ্বাবাই আমি অভিষিক্ত হইযাছি। সুগ্রীব পূর্ব হইতেই আমাব প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, এখন আমাব এই অপবাধ দেখিযা অবশ্যই আমাকে বধ কবিবেন। অতএব আমি ফিবিযা যাইব না।

ইহৈব প্রাযমাসিষ্যে পুণ্যে সাগবরোধসি। ৪।৫৩।১৯

—এই পুণ্য সাগবতীবে প্রাযোপবেশন কবিব।'

সুগ্রীবেব ভযে ভীত বানবগণ সকলেই অঙ্গদেব বাক্য সমর্থন কবিযা প্রাযোপবেশনেব উদ্যোগ কবিতেছেন দেখিযা হনুমান্ যুক্তিযুক্ত বচনে বানবগণেব মধ্যে ভেদনীতি প্রযোগ কবিলেন। হনুমান্ অঙ্গদকেও প্রবোধ দিযা কহিলেন—'তোমাব পিতৃব্য সুগ্রীব ধার্মিক বাজা। তিনি দৃঢ়ব্রত, পবিত্র ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। অতএব কদাপি তোমাকে বিনাশ কবিবেন না। তিনি সর্বদাই তোমাব প্রীতি কামনা কবেন।'

হনুমানেব এই কথা শুনিযা অঙ্গদ আব স্থিব থাকিতে পাবেন নাই। সুগ্রীবেব উপব তাঁহাব যে বিদ্বেষ ও ঘৃণা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, সর্বসমক্ষে তাহা প্রকাশ পাইল। অঙ্গদ বলিলেন—

স্থৈর্যমাত্মমনঃশৌচমানৃশংস্যমথার্জবম্।
বিক্রমশ্চৈব ধৈর্যঞ্চ সুগ্রীবে নোপপদ্যতে ॥ ইত্যাদি। ৪।৫৫।২-১২

—আমি সুগ্রীবেব স্থিবতা, দেহ ও মনেব পবিত্রতা, অক্রূবতা, সবলতা, বিক্রম ও ধৈর্য

দেখিতে পাই না। মাযাবীব সঙ্গে আমাব পিতাব যুদ্ধকালে যে অধার্মিক মাতৃতুল্যা ভ্রাতৃভার্যাকে কুৎসিত ভাবনায গ্রহণ কবিযাছে, যে দুবাত্মা শত্রুব সহিত যুদ্ধবত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব নির্গমন-দ্বাব প্রস্তব দ্বাবা বন্ধ কবিযা দেয, তাহাকে কিৰূপে ধর্মজ্ঞ বলিযা স্বীকাব কবিব ? যে অকৃতজ্ঞ তাহাব মিত্র বামেব দ্বাবা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবিযা বামকেই ভুলিযা যায, সেই ব্যক্তি অপব কাহাব উপকাব স্মবণ কবিবে ? যে-ব্যক্তি ধর্মেব ভযে ভীত না হইযা শুধু লক্ষ্মণেব ভযেই আমাদিগকে সীতাব অন্বেষণে পাঠাইযাছে, তাহাকে কি ধার্মিক বলিব ? সেই পাপী কৃতঘ্ন চঞ্চলমতি সুগ্রীবকে কোন সাধু পুরুষই বিশ্বাস কবিতে পাবিবেন না। আমি সুগ্রীবেব শত্রুব পুত্র, সে কি আমাকে জীবিত বাখিবে ? সুগ্রীব হইতে দূবে বাস কবিবাব গোপন বাসনা পোষণ কবিতেছিলাম। আজ তাহা প্রকাশিত হইযা পডিল। আমি দুর্বল ও অনাথ (পিতৃহীন), বিশেষতঃ তাহাব আদেশ পালন কবিতে পাবি নাই। এই অবস্থায সুগ্রীবেব নিকট যাইয়া দণ্ডভোগ কবিতে চাহি না। আপনাবা সকলে আমাকে এখানে থাকিবাব আজ্ঞা দিযা আপন আপন গৃহে গমন করুন।

এইকথা বলিযা বৃদ্ধ বানবগণকে প্রণাম কবিযা কাঁদিতে কাঁদিতে অঙ্গদ ভূমিতে আস্তৃত কুশেব উপব মবণান্ত উপবাসে উপবেশন কবিযাছেন। অঙ্গদেব করুণ বাক্য শুনিযা বানবগণ কাঁদিতে লাগিলেন। সকলেই সুগ্রীবেব নিন্দা ও বালীব প্রশংসায মুখব হইযা উঠেন। অঙ্গদকে বেষ্টন কবিযা তাঁহাবাও মবণান্ত উপবাসেব সঙ্কল্প গ্রহণপূর্বক কুশোপবি উপবেশন কবিলেন।

সকলে মিলিযা বামেব বনবাস, বাক্ষসগণেব বিনাশ, সীতাহবণ, বালীব নিধন ও বামেব ক্রোধেব কথা বলিতেছিলেন। তখন গৃধ্রবাজ সম্পাতি পর্বতশিখব হইতে সেইসকল কথা শুনিতেছিলেন। সীতাকে উদ্ধাব কবিতে যাইযা জটায়ু বাবণেব হাতে নিহত হইযাছেন—অঙ্গদেব মুখে এই কথা শুনিযা জটাযুব অগ্রজ সম্পাতি পর্বতেব নীচে অবতবণ কবিবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবেন। তাঁহার পাখা দুইখানি সূর্যকিবণে দগ্ধ হইযা গিযাছিল। এইহেতু তিনি বানবদেব সাহায্য প্রার্থনা কবেন। অঙ্গদ সম্পাতিকে পর্বত হইতে নামাইযা আনেন এবং তাঁহাব নিকট বামেব ও নিজেদেব সকল বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলেন। সম্পাতিও বানবদেব নিকট আপনাব জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ কবিযাছেন।

অঙ্গদেব মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইযা দিব্যচক্ষু সম্পাতি কহিতেছেন—'তোমাদেব সহাযতা কবিযা আমি ভ্রাতৃহন্তা বাবণেব উপব প্রতিশোধ মিটাইব। আমি এইস্থানে থাকিযাই লঙ্কাস্থিত বাবণ ও সীতাকে দেখিতে পাইতেছি।'

সম্পাতিব মুখে এই কথা শুনিযাই বানবগণ আশান্বিত হইলেন। সম্পাতিব পুত্র সুপার্শ্ব বাবণাপহৃতা সীতাকে দেখিতে পাইযাছিলেন—এইকথাও বানবগণ সম্পাতি হইতে শুনিযাছেন। তাঁহাবা প্রাযোপবেশনেব সঙ্কল্প ত্যাগ কবিযা সোৎসাহে সমুদ্র পাব হইবাব পবামর্শ কবিতেছেন। সমুদ্রেব ভীষণতা ও দুর্লঙ্ঘ্যতাব বিষয ভাবিযা বানবগণ যেন বিষণ্ণ হইযা পডিযাছেন। অঙ্গদ সকলকে সম্বোধন কবিযা বলিতেছেন—

যো বিষাদং প্রসহতে বিক্রমে সমুপস্থিতে।
তেজসা তস্য হীনস্য পুরুষার্থো ন সিধ্যতি ॥ ইত্যাদি। ৪।৬৪।১০-২২

—যে-ব্যক্তি বিক্রম প্রকাশেব সময বিষাদগ্রস্ত হয, সে তেজোহীন হওযায কখনও তাহাব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয না। কোন্ বীব শতযোজন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবেন, কে এই যুথপতিগণকে মহাভয হইতে পবিত্রাণ কবিবেন, কাঁহাব অনুগ্রহে কার্য সিদ্ধ কবিযা আমবা পুত্র-কলত্রাদিব সহিত মিলিত হইতে পাবিব—তাহাই চিন্তা করুন। আপনাবা সকলেই বলবান্ পবাক্রান্ত ও

মহৎবংশে জাত। কেহই আপনাদেব গতি বোধ কবিতে পাবিবে না। অতএব আপনাদেব মধ্যে সাগবউত্তবণে যাঁহাব যতটুকু শক্তি আছে, প্রকাশ কবিযা বলুন।

প্রত্যেকেই আপন আপন ক্ষমতাব কথা প্রকাশ কবিলেন। কিন্তু কাঁহাবও দ্বাবা কার্য সিদ্ধ হওযাব সম্ভাবনা নাই। এবাব বুদ্ধিমান্ অঙ্গদ বৃদ্ধ জাম্ববানেব অনুমতি গ্রহণ কবিযা বলিলেন—

অহমেতদ্ গমিষ্যামি যোজনানাং শতং মহৎ।
নিবর্তনে তু মে শক্তিঃ স্যান্নবেতি ন নিশ্চিতম্ ॥ ৪।৬৫।১৮

—শতযোজন বিস্তীর্ণ এই মহাসমুদ্র আমি পাব হইতে পাবিব। কিন্তু প্রত্যাবর্তন কবিতে পাবিব কি না—নিশ্চয কবিযা বলিতে পাবি না।

বৃদ্ধ জাম্ববান্ অঙ্গদকে বাধা দিযা কহিলেন—'হে শত্রুনাশন সত্যবিক্রম, গমন এবং প্রত্যাবর্তনেব শক্তি আপনাব অবশ্যই বহিযাছে, কিন্তু আমবা আপনাকে যাইতে দিতে পাবি না। আপনি এই কার্য সাধনেব হেতুমাত্র হইবেন। আপনি আমাদেব গুরু ও গুরুপুত্র, আপনাকে অবলম্বন কবিযা আমবা এই কার্য সাধনে সমর্থ হইব। আমি এমন বীবকে পাঠাইব, যাঁহাব দ্বাবা নিশ্চযই কার্য সিদ্ধ হইবে।'[২]

কৃতকৃত্য হনুমান্ লঙ্কা হইতে মহেন্দ্র-পর্বতে স্বজনগোষ্ঠীব ভিতব ফিবিযা আসিযাছেন। তাঁহাব মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিযা অঙ্গদ বলিলেন—

অযুক্তং তু বিনা দেবীং দৃষ্টবদ্ভিশ্চ বানব।
সমীপং গন্তুমস্মাভিঃ বাঘবস্য মহাত্মনঃ ॥ ইত্যাদি ॥ ৫।৬০।১-১৩

—হে বানবগণ, সীতাদেবীকে না লইযা মহাত্মা বামেব সমীপে যাওযা আমাদেব উচিত হইবে না। অশ্বিপুত্রদ্বয (মৈন্দ ও দ্বিবিদ) অতিশয বিক্রমশালী। তাঁহাবা অনাযাসে লঙ্কাপুবী বিধ্বস্ত কবিতে পাবিবেন। আমিও একক সমস্ত বাক্ষসগণেব সহিত লঙ্কাকে ধ্বংস কবিতে পাবি। আপনাবা প্রত্যেকেই প্রখ্যাত বীব। আমি মনে কবি, বাবণকে সবংশে নিধন কবিযা সীতাদেবীকে লইযা সাফল্যেব সহিত হৃষ্টচিত্তে আমবা বামেব সমীপে উপস্থিত হইব।

মতিমান্ জাম্ববানেব যুক্তিপূর্ণ বচনে অঙ্গদেব এই সঙ্কল্প শিথিল হইযাছে। জাম্ববানেব উক্তিব সাববত্তা প্রত্যেকেই স্বীকাব কবিযাছেন। হৃষ্টচিত্ত বানবগণ কিষ্কিন্ধাব দিকে যাত্রা কবিলেন। পথিমধ্যে আনন্দেব আতিশয্যে অঙ্গদেব অনুমোদনক্রমে তাঁহাবা সুগ্রীবেব মধুবনকে লণ্ডভণ্ড কবিযাছেন। বনবক্ষক দধিমুখ ছিলেন সুগ্রীবেব মাতুল। তিনি বানবগণকে বাধা দিতে যাইযা অঙ্গদেব দ্বাবা প্রহৃত হইযাছেন। দধিমুখেব মুখে এইসকল ঘটনা শুনিযা সুগ্রীব লক্ষ্মণকে বলিযাছেন—হনুমান্ প্রমুখ বানবগণ অবশ্যই সীতাব সন্ধান পাইযাছেন—

জাম্ববান্ যত্র নেতা স্যাদঙ্গদশ্চ মহাবলঃ।
হনুমাংশ্চাপ্যধিষ্ঠাতা ন তত্র গতিবন্যথা ॥ ৫।৬৩।২১

—যে সৈন্যবাহিনীতে জাম্ববান্ নেতা, মহাবল অঙ্গদ নিযন্তা, হনুমান্ বুদ্ধিদাতা, সেই বাহিনীব অন্যায পথে গমন সম্ভবপব নহে।

সুগ্রীবেব এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, অঙ্গদেব বুদ্ধি ও শক্তি সম্বন্ধে তাঁহাবও উচ্চ ধাবণা ছিল।

সুগ্রীব মিষ্টবচনে দধিমুখকে শান্ত কবিযা হনুমান্ প্রমুখ বানবগণকে শীঘ্রই তাঁহাব নিকট পাঠাইবাব নিমিত্ত বিদায দিলেন। দধিমুখও ফিবিযা আসিযা সবিনযে অঙ্গদেব নিকট সুগ্রীবেব আদেশ জ্ঞাপন কবেন।

দধিমুখেব উৎফুল্ল নযন দেখিযাই অঙ্গদ বুঝিতে পাবিলেন যে, সুগ্রীব তাঁহাদেব সাফল্য অনুমান কবিযা থাকিবেন। অঙ্গদ সবিনযে সঙ্গিগণকে কহিতেছেন—'হে মহাবল যূথপতিগণ, আমাদেব সুগ্রীবেব নিকট গমন কবা উচিত। আপনাবা যদিও আমাকে নিযন্তা মনে কবেন, তথাপি আপনাদেব পবামর্শ ব্যতীত আমি একা কিছুই কবিতে পাবি না। আমি যুববাজ হইলেও আপনাদিগকে আদেশ দেওযা ধৃষ্টতা মনে কবি। আপনাদেব প্রতি প্রভুত্ব প্রকাশ কবা আমাব পক্ষে নিতান্ত অন্যায।'

বানবগণ অঙ্গদেব বিনযমধুব বচনেব উত্তবে বলিতেছেন—'যুববাজ, এরূপ বিনয আপনাবই অনুরূপ। এইপ্রকাব বিনয আপনাব ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সূচনা কবিতেছে।'[৩]

শবণাগত বিভীষণকে স্থান দেওযা উচিত কি না—এই বিষযে বাম প্রত্যেকেব মতামত জানিতে চাহিলে অঙ্গদ বলিযাছেন—

শত্রোঃ সকাশাৎ সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা তর্ক্য এব হি।
বিশ্বাসনীযঃ সহসা ন কর্তব্যো বিভীষণঃ ॥ ইত্যাদি। ৬।১৭।৩৯-৪২

—হে বাজন্, বিভীষণ শত্রুব নিকট হইতে আসিযাছেন। তাঁহাকে সন্দেহ কবাই উচিত। সহসা তাঁহাকে বিশ্বাসভাজন মনে কবা উচিত নহে। শঠেবা মনেব ভাব গোপন বাখে এবং ছিদ্র পাইলেই প্রহাব কবে। যদি তাহাতে বহু গুণ পবিলক্ষিত হয, তবে আমাদেব দলে বিভীষণকে গ্রহণ কবাই কর্তব্য মনে কবি।

বাম কর্তৃক লঙ্কাপুবীব অববোধেব সময মহাবীব অঙ্গদ দক্ষিণ দ্বাবে স্থাপিত হইযাছেন। সেই দ্বাবে তাঁহাব প্রতিপক্ষ ছিলেন বাক্ষসবীব মহাপার্শ্ব ও মহোদব।[৪]

সেনাসন্নিবেশেব পব বাম সীতাকে প্রত্যর্পণ ও ক্ষমাপ্রার্থনা অথবা যুদ্ধ কবিবাব কথা বলিবাব নিমিত্ত বাবণ সমীপে অঙ্গদকে দূতরূপে পাঠাইযাছেন। অঙ্গদ মুহূর্তমধ্যে প্রাকাব উল্লঙ্ঘনপূর্বক বাবণভবনে উপস্থিত হইযা মন্ত্রিগণপবিবৃত বাবণকে দেখিতে পাইলেন। অঙ্গদ বাবণকে সম্বোধন কবিযা বামেব কথিত কথাগুলি কহিতেছেন—

দূতোহহং কোসলেন্দ্রস্য বামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বালিপুত্রোহঙ্গদো নাম যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ॥ ইত্যাদি। ৬।৪১।৭৭-৮১

—আমি বালীব পুত্র অঙ্গদ এবং কোসলাধিপতি উত্তমকর্মা বামেব দূত। সম্ভবতঃ আমাব নাম তোমাব কর্ণগোচব হইযাছে। বঘুপতি তোমাকে বলিতেছেন—'হে নৃশংস, গৃহ হইতে বাহিব হইযা আমাব সহিত যুদ্ধ কব, প্রকৃত পৌরুষ প্রদর্শন কব। তোমাকে সবান্ধব নিধন কবিযা আমি ত্রিভুবন নিরুদ্বিগ্ন কবিব। তুমি দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ এবং বাক্ষসগণেব শত্রু, আব ঋষিগণেব কণ্টকস্বরূপ। আজ আমি সেই কণ্টক উদ্ধাব কবিব। যদি তুমি আমাব চবণে প্রণিপাতপূর্বক সৎকৃতা বৈদেহীকে প্রত্যর্পণ না কব, তবে অবশ্যই আমাব হাতে নিহত হইবে এবং বিভীষণ লঙ্কাব সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইবেন।'

অঙ্গদেব মুখে বামেব কঠোব উক্তিগুলি শুনিযাই বাবণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অঙ্গদকে ধবিযা বধ কবিবাব নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সচিবগণকে আদেশ দিতে লাগিলেন। চাবিজন ভীষণ বাক্ষস অঙ্গদকে ধবিযা ফেলিল। অঙ্গদ তাঁহাব হস্তধাবণকাবী সেই চাবিজন বীবকে লইযাই লাফ দিযা উচ্চ প্রাসাদে আবোহণ কবিযাছেন। বাক্ষসচতুষ্টয অঙ্গদেব প্রবল ঝাঁকুনিতে ভূমিতে পতিত হইল। বাবণেব সম্মুখেই প্রাসাদ-শিখব ভঙ্গ কবিযা আপনাব নাম শুনাইযা এবং উচ্চৈঃস্ববে চীৎকাব কবিযা অঙ্গদ আকাশপথে উৎপতিত হইলেন।

ব্যথযন্ বাক্ষসান্ সর্বান্ হর্ষযংশ্চাপি বানবান্
স বানবাণাং মধ্যে তু বামপার্শ্বমুপাগতঃ ॥ ৬।৪১।৯১

—বাক্ষসগণকে ব্যথিত ও বানবগণকে আনন্দিত কবিযা অঙ্গদ বানবগণেব মধ্যে অবস্থিত বামেব পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

অঙ্গদেব এইপ্রকাব শক্তি দেখিযা বাবণ ক্রুদ্ধ হইলেও বুঝিতে পাবিলেন যে, নিজেব বিনাশকাল উপস্থিত হইযাছে।

যুদ্ধেব প্রথম দিন বাত্রিকালেও যুদ্ধ চলিতেছিল। অঙ্গদ ইন্দ্রজিতেব বথেব অশ্ব ও সাবথিকে বধ কবিলে পব বিপন্ন ইন্দ্রজিৎ পলাযন কবেন। অমিতবিক্রম ইন্দ্রজিৎকে পবাজিত কবায সকলেই বিস্ময়ে অঙ্গদেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিযা 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন।[৫]

মহাবীব বাক্ষস বজ্রদংষ্ট্র অঙ্গদেব অসিব আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইযাছেন এবং বজ্রদংষ্ট্রেব সাহায্যকাবী যোদ্ধৃবর্গেব মধ্যেও অনেকেই অঙ্গদেব হাতে প্রাণ হাবাইযাছেন।[৬]

বণভূমিতে সমাগত কুম্ভকর্ণেব ভীষণ আকৃতি দেখিযাই ভযে বানব'-সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলাযন কবিতেছিলেন। তখন অঙ্গদ নীল নল প্রমুখ প্রধান বানবগণকে কহিলেন—'হে বীবগণ, ভযে বিহ্বল হইযা তোমবাও নিজেদেব শক্তি ও বংশমর্যাদা বিস্মৃত হইযা কোথায পলাইতেছ ? এইভাবে প্রাণবক্ষাব কি প্রযোজন ? এই বিশালদেহ বাক্ষসেব নিশ্চযই যুদ্ধ কবিবাব ক্ষমতা নাই। ইহা একটি বিভীষিকা'-মাত্র।'[৭]

অঙ্গদেব উৎসাহবাক্যে বানবগণ মিলিত হইযা কুম্ভকর্ণকে প্রহাব কবিতে লাগিলেন।

বাবণপুত্র নবান্তকেব বুকে মুষ্টিপ্রহাব কবিযা অঙ্গদ তাঁহাকে সংহাব কবিযাছেন।[৮]

অন্য এক বাত্রিযুদ্ধে অঙ্গদ গিবিশিখব নিক্ষেপ কবিযা বাক্ষসবীব কম্পনকে ও মুষ্টিব আঘাতে বাক্ষসবীব প্রজঙ্ঘকে বধ কবেন।[৯]

মহাবল মৈন্দ ও দ্বিবিদ ছিলেন অঙ্গদেব মাতুল। কুম্ভেব সহিত যুদ্ধকালে মাতুলদ্বযকে বিপন্ন দেখিযা অঙ্গদ তাঁহাদেব সাহায্যার্থ ছুটিযা আসেন। কুম্ভেব অসামান্য বীবত্বে অঙ্গদও যেন অবসন্ন হইযা পডিযাছিলেন। পবে সুগ্রীবেব হাতে কুম্ভ নিহত হইযাছেন।[১০]

বাবণেব অমাত্য মহাপার্শ্বেব সহিত যুদ্ধে অঙ্গদ মহাপার্শ্বেব বুকে বজ্রসম মুষ্টিপ্রহাব কবেন।

তেন তস্য নিপাতেন বাক্ষসস্য মহামৃধে।
পফাল হৃদযং চাস্য স পপাত হতো ভুবি ॥ ৬।৯৮।২২

—সেই মুষ্টিপ্রহাবেই মহাযুদ্ধে বাক্ষস মহাপার্শ্বেব বক্ষোদেশ বিদীর্ণ হইল এবং তিনি গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে এইগুলিই অঙ্গদেব বীবত্বেব উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। আবও অনেক বাক্ষসসৈন্য তাঁহাব হাতে প্রাণ হাবাইযাছেন।

সীতা-সহ বামেব অযোধ্যা-যাত্রাকালে অঙ্গদও বামেব সহিত অযোধ্যায গিযাছিলেন। সেখানে তিনি বামেব দ্বাবা বিশেষভাবে সম্মানিত হইযাছেন। বামেব বাজ্যাভিষেকেব কিছুকাল পব বানবগণ বিদায গ্রহণ কবিবেন, তখন রাম অঙ্গদকে ক্রোডে লইযা আপন শবীব হইতে মহামূল্য ভূষণসমূহ উন্মোচন কবিযা অঙ্গদেব অঙ্গে স্বহস্তে পবাইযা দিযাছেন। বাম সুগ্রীবকে ইহাও বলিযাছেন যে, অঙ্গদ সুগ্রীবেব সুপুত্র।[১১]

বামেব অশ্বমেধ-যজ্ঞেও সম্ভবতঃ অঙ্গদ উপস্থিত হইযাছিলেন। মহাবল বানবগণ সুগ্রীবেব সহিত উপস্থিত হইযা ব্রাহ্মণগণেব পবিবেষণ-কার্যে নিযুক্ত হন।[১২]

বামেব মহাপ্রযাণেব সঙ্কল্পেব কথা শুনিযা সুগ্রীবও বামেব অনুগমনেব সঙ্কল্প কবিযাছেন। বামেব চবণে প্রণামপূর্বক সুগ্রীব বলিযাছেন—

অভিষিচ্যাঙ্গদং বীবমাগতোহস্মি নবেশ্বব। ৭।১০৮।২৩
—হে নবেশ্বব, (আপনাব অনুগমনেব উদ্দেশ্যে) অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধাবাজ্যে অভিষিক্ত কবিযা আমি এখানে আসিযাছি।

ইহা হইতে জানা যায, সুগ্রীবেব পব অঙ্গদ বানবগণেব অধিপতি হইযাছিলেন। অতঃপব তাঁহাব সম্বন্ধে আব কোন বর্ণনা পাওযা যায না।

অঙ্গদেব জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা না থাকিলেও রূপ গুণ ও শক্তিসামর্থ্যে তিনি পিতাব উপযুক্ত পুত্রই ছিলেন।

---

১ ৪।৪৮।২১
২ ৪।৬৫।২০-৩৪
৩ ৫।৬৪।১৩-২০
৪ ৬।৩৭।২৭
৫ ৬।৪৪।২৯-৩২
৬ ৬।৫৪।৩৪
৭ ৬।৬৬।৪-৬
৮ ৬।৬৯।৯৪
৯ ৬।৭৬।৩, ২৭
১০ ৬।৭৬।৪৭-৫৮
১১ ৭।৩৯।১৬-১৯
১২ ৭।৯১।২৮

জাম্ববান্

কিষ্কিন্ধায় যে-সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে, তন্মধ্যে জাম্ববান্ একজন বিশেষ সম্মানিত পুরুষ। জাম্ববান্ ঋক্ষগোষ্ঠীর অধিপতি ছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

পূর্বমেব ময়া সৃষ্টো জাম্ববানৃক্ষপুঙ্গবঃ।
জৃম্ভমাণস্য সহসা মম বক্ত্রাদজায়ত ॥
১।১৭।৭, ৪।৪১।২, ৬।৫০।১১

—আমি পূর্বেই জাম্ববান্-নামক ঋক্ষ-(ভল্লুক) প্রধানকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমার জৃম্ভণকালে (হাই তুলিবার সময়) হঠাৎ সে মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অন্যত্র দেখা যায়, জাম্ববানের পিতার নাম ছিল—গদ্‌গদ।

গদ্‌গদস্যাথ পুত্রোঽত্র জাম্ববানিতি বিশ্রুতঃ।
গদ্‌গদস্যাথ পুত্রোঽন্যঃ ॥ ৬।৩০।২০

—গদ্‌গদের পুত্র লোকবিখ্যাত জাম্ববান্ এবং সেই গদ্‌গদের অপর (ক্ষেত্রজ) পুত্র ধূম্র সেখানে অবস্থান করিতেছেন।

তিলক-টীকাকার বলিতেছেন—জাম্ববান্ ঋক্ষ গদ্‌গদের ক্ষেত্রজ পুত্র। ব্রহ্মার জৃম্ভণকালে উদ্‌গত ভগবচ্ছক্তি গদ্‌গদের পত্নীগর্ভে আবিষ্ট হইয়া জাম্ববানের জন্ম দিয়াছে।

নর্মদা-নদীর তীরে ঋক্ষবান্-নামক পর্বত জাম্ববানের জন্মভূমি। জাম্ববানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল—ধূম্র।[১]

জাম্ববান্ জ্ঞানে গুণে এবং বীরত্বে একজন অসামান্য পুরুষ।

স এষ জাম্ববান্নাম মহাযূথপযূথপঃ।
প্রশান্তো গুরুবর্তী চ সম্প্রহারেষ্বমর্ষণঃ ॥ ইত্যাদি। ৬।২৭।১১-১৪

—(লঙ্কায় রাবণামাত্য সারণ রাবণের নিকট রামের সাহায্যার্থ সমাগত বীরগণের পরিচয় দিতেছেন।) মহারাজ, যাঁহাকে রণভূমিতে পরাভূত করা যায় না, ইনিই সেই মহাযূথপতিগণেরও যূথপতি শান্তমূর্তি গুরুবশবর্তী জাম্ববান্। ধীমান্ জাম্ববান্ সুরাসুরের যুদ্ধে শচীপতির সাহায্য করিয়া অনেক বর লাভ করিয়াছেন। নির্ভয় ক্রূরস্বভাব অমিতবল অসংখ্য সৈন্য ইঁহার অধীন। জাম্ববানের গাত্রবর্ণ নীল কাজলের মত।

—ঋক্ষরাজস্তেজস্বী নীলাঞ্জনচয়োপমঃ। ৬।৯৮।৮

এই ঋক্ষরাজ মহাতেজা জাম্ববান্ দশ কোটি সৈন্য লইয়া রামের সাহায্যার্থ সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।[২]

লঙ্কায় মহাযুদ্ধের সময় জাম্ববানের অনেক বয়স হইয়াছে। তিনি তখন বৃদ্ধতম। সকলেই এই গম্ভীরপ্রকৃতি মিতভাষী ব্যক্তিটিকে মান্য করিয়া চলেন।[৩]

তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও অতিশয় বুদ্ধিমান্। বিশেষ চিন্তা না করিয়া তিনি কোন কথা

বলিতেন না।[৫]
নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে জাম্ববান্ অনেক দেশভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি নিজেই একস্থানে বলিয়াছেন—

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী পরিক্রান্তা প্রদক্ষিণম্। ৪।৬৬।৩২

—আমি একুশবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণপূর্বক পরিক্রমণ করিয়াছিলাম।

সীতার অন্বেষণে সুগ্রীবের নির্দেশে যাঁহারা দক্ষিণদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, জাম্ববান্ তাঁহাদের অন্যতম।[৫]

নানাস্থানে অন্বেষণের পর সম্পাতি হইতে সীতার সন্ধান জানিয়া বানরগণ লঙ্কাগমনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। পরামর্শে স্থির হইল যে, আকাশমার্গে প্লবনের দ্বারা সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে যাইতে হইবে। কাঁহার কতটুকু শক্তি আছে—অঙ্গদ জানিতে চাহিয়াছেন। বৃদ্ধতম জাম্ববান্ বলিলেন, যুবা অবস্থায় তাঁহার অনির্বচনীয় গতিশক্তি ছিল, বর্তমান বার্দ্ধক্যেও তিনি নিঃসন্দেহে নব্বই যোজন যাইতে পারিবেন।

নৈতাবতা চ সংসিদ্ধিঃ কার্যস্যাস্য ভবিষ্যতি। ৪।৬৫।১৬

—কিন্তু ইহাতে ত উপস্থিত কার্য সিদ্ধ হইবে না।

অতঃপর অঙ্গদ আপন শক্তির কথা বলিতে থাকিলে বাক্যবিশারদ জাম্ববান্ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিতেছেন—'যুবরাজ, আপনার শক্তির কথা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি, আপনাকে প্রেরণ করা আমাদের উচিত হইবে না। আপনি আমাদের প্রভু, অতএব সর্বপ্রকারে রক্ষণীয়।

গুরুশ্চ গুরুপুত্রশ্চ ত্বং হি নঃ কপিসত্তম।
বয়ং ভবন্তমাশ্রিত্য সমর্থা হ্যর্থসাধনে ॥ ৪।৬৫।২৬

—আপনি আমাদের গুরু ও গুরুপুত্র। সুতরাং আপনাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা উপস্থিত কার্য সাধনে সমর্থ হইব।'

কাঁহারে পাঠানো হইবে—ইহা স্থির করিবার ভার অঙ্গদ জাম্ববানের উপর ন্যস্ত করিলে জাম্ববান্ বলিলেন যে, যাঁহার দ্বারা অবশ্যই কার্য সিদ্ধ হইবে, তিনি তেমন পুরুষকেই পাঠাইবেন। তারপর তিনি নানাবিধ উৎসাহবাক্যে বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে এই কার্যে উদ্‌যুক্ত করিয়াছেন।[৬]

উপযুক্ত পুরুষনির্বাচনে মহাপ্রাজ্ঞ জাম্ববানের কিছুমাত্র ভুল হয় নাই।

হনুমান্ লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মহেন্দ্র-পর্বতের শিখরদেশে সকলে হনুমানকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। হৃষ্ট জাম্ববান্ হনুমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কপিবর, তুমি কিরূপে দেবীর দর্শন লাভ করিলে? জানকী সেইস্থানে কি-প্রকারে কাল যাপন করিতেছেন? দুরাত্মা রাবণই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে? তোমার মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা স্থির করিব—

যশ্চার্থস্তত্র বক্তব্যো গতৈরস্মাভিরাত্মবান্।
রক্ষিতব্যঞ্চ যত্তত্র তদ্‌ভবান্ ব্যাকরোতু নঃ ॥ ৫।৫৮।৬

—আত্মজ্ঞ রামের সমীপে যাইয়া তাঁহার নিকট কোন্ কথা বলিতে হইবে, আর কোন্ কথাই বা গোপন রাখিতে হইবে।

তাৎপর্য এই যে, যদি কোন কলঙ্কজনক ঘটনা সীতার সম্পর্কে ঘটিয়া থাকে, তবে রামের নিকট তাহা প্রকাশ করা উচিত হইবে না। জাম্ববানের এই কথাতেও তাঁহার বিচক্ষণতার পরিচয় পাইতেছি।

হনুমানেব মুখে লঙ্কাব সকল বর্ণনা শুনিযা অঙ্গদ প্রস্তাব কবিলেন যে, বাম এবং সুগ্রীবকে কোন কিছু না জানাইযাই তাঁহাবা লঙ্কা আক্রমণ কবিযা সীতাকে উদ্ধার কবিবেন। পবে সীতাকে সঙ্গে লইযা তাঁহাবা বামেব সহিত দেখা কবিবেন।

এই প্রস্তাবটিকেও জাম্ববান্ সঙ্গত মনে কবেন নাই।

তমেবং কৃতসঙ্কল্পং জাম্ববান্ হবিসত্তমঃ।
উবাচ পবমপ্রীতো বাক্যমর্থবদর্থবিৎ ॥ ইত্যাদি ৫।৬০।১৪-২০

—কার্যকুশল হবিশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ পবম প্রীতিসহকাবে এইপ্রকাব সঙ্কল্পকাবী অঙ্গদকে অর্থপূর্ণ বাক্য বলিতে লাগিলেন—'হে মহামতে, যেহেতু আমবা দক্ষিণদিকে শুধু জানকীব অন্বেষণে আদিষ্ট হইযাছি, সেইহেতু তোমাব এই সঙ্কল্পকে সমর্থন কবিতে পাবি না। কপিবাজ সুগ্রীব অথবা ধীমান্ বাম আমাদিগকে জানকীব উদ্ধাবেব আদেশ দেন নাই। প্রথমতঃ বাবণেব সহিত যুদ্ধে জযলাভ কবা সহজসাধ্য নহে। যদিবা বাবণকে পবাভূত কবিযা জানকীকে উদ্ধাব কবিযা আনা হয়, তাহাও কুলমর্যাদাসম্পন্ন নৃপশ্রেষ্ঠ বাঘবেব প্রীতিকব হইবে না। কপিবাজ সুগ্রীব সর্বসমক্ষে সীতাব সমুদ্ধবণেব প্রতিজ্ঞা কবিযাছেন। তাঁহাব প্রতিজ্ঞাকে ব্যর্থ কবিলে তিনিও প্রীত হইবেন না। অতএব বাম ও সুগ্রীবেব আদেশ অনুসাবেই আমাদেব কর্তব্য নির্ণয কবা উচিত।'

অঙ্গদ হনুমান্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই প্রাজ্ঞসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ কবিযাছেন।

বিভীষণ বামেব শবণাপন্ন হইলে পব তাঁহাকে আশ্রয দেওযা হইবে কি না—এই বিষযে বাম পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেকেব অভিমত শুনিতে চাহিযাছেন। বিচক্ষণ জাম্ববান্ শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বাবা বিচাব কবিযা কহিতেছেন—

বদ্ধবৈবাচ্চ পাপাচ্চ বাক্ষসেন্দ্রাদ্ বিভীষণঃ।
অদেশকালে সম্প্রাপ্তঃ সর্বথা শঙ্ক্যতামযম্ ॥ ৬।১৭।৪৬

—কৃতবৈব পাপী বাক্ষসবাজেব নিকট হইতে অসময়ে এবং অস্থানে উপস্থিত হওযায এই বিভীষণকে সর্বপ্রকাবে সন্দেহ কবাই উচিত।

লঙ্কাব সমবাঙ্গণে বামেব সেনাব্যূহেব কুক্ষিদেশে জাম্ববান্‌কে স্থাপন কবা হয। সুষেণ ও বেগদর্শী তাঁহাব সঙ্গী ছিলেন।'

ইন্দ্রজিতেব ব্রহ্মাস্ত্রে বাম, লক্ষ্মণ ও বহু বানবসৈন্য মূর্ছিত হইযা ভূমিতলে পতিত আছেন। বিভীষণ ও হনুমান্ উল্কাহস্তে বণক্ষেত্রে নিপাতিত বীবগণেব অবস্থা দর্শন কবিতেছেন। তাঁহাবা উভযেই জাম্ববান্‌কে অন্বেষণ কবিতে লাগিলেন।

নির্বাণোন্মুখ অগ্নিব ন্যায বাণাচ্ছন্ন জবাগ্রস্ত বীব জাম্ববান্‌কে দেখিতে পাইযা বিভীষণ তাঁহাব সমীপে যাইযা জিজ্ঞাসা কবিলেন—'আর্য, তীক্ষ্ণ শববর্ষণে আপনাব প্রাণ বিনষ্ট হয নাই তো?'

বিভীষণেব কণ্ঠস্ববে তাঁহাকে চিনিতে পাবিযা জাম্ববান্ বলিতেছেন—'হে বীব, তীক্ষ্ণ বাণে আমাব দেহ একপ বিদ্ধ হইযাছে যে, আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না। বানবশ্রেষ্ঠ হনুমান্ জীবিত আছেন কি?'

বিভীষণ সবিনযে জাম্ববান্‌কে জিজ্ঞাসা কবিলেন, বাম-লক্ষ্মণাদিব কথা জিজ্ঞাসা না কবিযা তিনি শুধু হনুমানেব কথা কেন জানিতে চাহিতেছেন। জাম্ববান্ উত্তব দিলেন, মহাবীর হনুমান্ সুস্থ থাকিলে কাহাবও বিপদ ঘটিবে না। হনুমান্ জীবিত থাকিলে কাহাবও জীবন নাশ হইবে না।

অনন্তব হনুমান্ বৃদ্ধ জাম্ববানেব চবণে ধবিযা আপন নাম উচ্চাবণপূর্বক অভিবাদন

কবিলে জাম্ববান্ তাঁহাকে সস্নেহে কহিতে লাগিলেন—'হে বানবশ্রেষ্ঠ, তুমি ব্যতীত এই বিপদে আব কেহ বক্ষা কবিতে পাবিবে না। এখন তোমাব পবাক্রম-প্রকাশেব উপযুক্ত সময়। অবিলম্বে হিমালয়-পর্বতে যাত্রা কব। সেখান হইতে দুর্গম ঋষভ ও কৈলাসশৃঙ্গ দেখিতে পাইবে। সেই শৃঙ্গদ্বয়েব মধ্যভাগে ওষধিপর্বত অবস্থিত। সেই পর্বতেব উপবে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকবণী, সুবর্ণকবণী ও সন্ধানী-নামক চাবিটি ওষধি দেখিতে পাইবে। তাহাদেব দীপ্তিতে দশদিক্ আলোকিত। অবিলম্বে সেইসকল ওষধি আনিয়া সকলেব প্রাণ বক্ষা কব।'[৮]

হনুমানেব আনীত ওষধিব গন্ধে মূর্ছিত বীবগণ সুস্থ হইয়া উঠেন। বণক্ষেত্রে বৃদ্ধ জাম্ববানেব কোন বীবত্বেব পবিচয় পাওয়া না গেলেও তাঁহাব বুদ্ধিবলে বামেব এই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।

বিজয়ী বামেব সহিত জাম্ববান্‌ও অযোধ্যায় গিয়াছেন। এবং বামও বস্ত্র, ভূষণ ও বহুবিধ বত্নাদিব দ্বাবা তাঁহাকে সম্মান কবিয়াছেন।[৯]

বামেব মহাপ্রস্থানেব সঙ্কল্প শুনিয়া জাম্ববান্ অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছেন। বামেব সহিত তিনিও দেহত্যাগেব সঙ্কল্প প্রকাশ কবিলেন।

জাম্ববন্তং তথোক্ত্বা তু বৃদ্ধং ব্রহ্মসুতং তদা।
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদঞ্চৈব পঞ্চ জাম্ববতা সহ।
যাবৎ কলিশ্চ সম্প্রাপ্তস্তাবজ্জীবত সর্বদা॥ ৭।১০৮।৩৭

—বাম তাঁহাকে বলিলেন যে, এখন তোমাব দেহত্যাগেব সময় নহে। হনুমান্ ও বিভীষণ প্রলয়কাল পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। মৈন্দ, দ্বিবিদ ও তুমি কলিকালেব আবম্ভ পর্যন্ত জীবিত থাকিবে। (ব্রহ্মা তাঁহাব পুত্র জাম্ববান্‌কে অতি দীর্ঘ পবমায়ু-প্রাপ্তিব বব দিয়াছিলেন। এইহেতু জাম্ববানেব প্রতি বামেব এই আদেশ। অশ্বিনীকুমাবেব পুত্রদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদ পিতাব প্রসাদে দীর্ঘায়ু লাভ কবিয়াছিলেন। এইহেতু বাম তাঁহাদিগকেও দেহত্যাগে নিষেধ কবিয়াছেন। পবে জাম্ববান্ কৃষ্ণেব হাতে নিহত হইয়াছেন, আব মৈন্দ ও দ্বিবিদ দেহত্যাগ কবিয়াছেন।)

ব্রহ্মাব পুত্র জাম্ববানেব জীবনী বামায়ণে অতি সংক্ষেপে কীর্তিত হইলেও তাঁহাব বীবত্ব ও প্রজ্ঞা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকলেই এই বৃদ্ধতম পুরুষটিকে শ্রদ্ধা কবিতেন।

---

১ ৬।২৭।৯, ১০
২ ৪।৩৯।২৭
৩ ৪।৬৫।৯, ১৭, ১৯
৪ ৬।১৭।৪৫
৫ ৪।৫০।৬
৬ ৪।৬৬তম সর্গ
৭ ৬।২৪।১৭
৮ ৬।৭৪।১৩-৩৪
৯ ৬।১২৭।৪২,
৬।১২৮।৮৫

হনুমান্ (হনূমান্)

হনুমানেব চবিত্রটি বামাযণে বিশেষ উজ্জ্বলৰূপে প্রকাশ পাইযাছে। জগতে এইৰূপ সর্বগুণবিভূষিত পুৰুষেব আবির্ভাব সম্ভবতঃ আব ঘটে নাই। তাঁহাব জন্মবৃত্তান্ত একাধিক স্থানে বর্ণিত দেখা যায। পবম ৰূপবতী অপ্সবা পুঞ্জিকস্থলা এক ঋষিব অভিশাপে ভূতলে বানবকুলে জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁহাব পিতা ছিলেন বানবেন্দ্র কুঞ্জব। কুঞ্জব তাঁহাব সুন্দবী কন্যাটিব নাম বাখেন—অঞ্জনা। সুমেৰু-পর্বতেব বানবাধিপতি কেশবীব সহিত অঞ্জনাব বিবাহ হয। একদা অঞ্জনা মানুষীব ৰূপ ধাবণ কবিযা বিচিত্র মাল্যাভবণে সুশোভিত হইযা পর্বতশিখবে ভ্রমণ কবিতেছিলেন। পবনদেব তাঁহাকে দেখিযাই বিমোহিত হইলেন। পবন অঞ্জনাব পাতিব্রত্য নষ্ট না কবিযা শুধু স্পর্শ দ্বাবাই এক মহাবলশালী পুত্র উৎপাদন কবেন। এক পর্বতগুহায অঞ্জনাব কোলে পবনতনয হনুমানেব আবির্ভাব ঘটিল।[১]

নিতান্ত শৈশবেই একদিন জননীব অনুপস্থিতিতে প্রাতঃকালীন সূর্যকে ফল মনে কবিযা হনুমান্ তাঁহাকে ধবিতে আকাশে উৎপতিত হইযাছেন। তুষাবশীতল পবনদেব শিশুটিকে সূর্যেব তেজ হইতে বক্ষা কবিতেছিলেন। অনেক সহস্রযোজন আকাশ অতিক্রম কবিযা শিশুটি সূর্যেব সমীপে উপস্থিত হইল। বাহুকে সূর্যেব সমীপস্থ দেখিযা শিশুটি এবাব বাহুকেই আক্রমণ কবিযাছে। অতঃপব বাহুব সাহায্যার্থ সমাগত ইন্দ্রেব ঐবাবতকে দেখিতে পাইযা শিশুটি ঐবাবতকে আক্রমণ কবিল। ইন্দ্র শিশুটিকে সবাইযা দিবাব উদ্দেশ্যে তাঁহাব বজ্রেব দ্বাবা মৃদুভাবে আঘাত কবিলেন। বজ্রতাডিত শিশুটি এক পর্বতে পডিযা গেল এবং তাহাব বাম হনু (গণ্ডস্থলেব উপবিভাগ, চোযাল) ভগ্ন হইযা গেল।

ইন্দ্রেব আচবণে পবন কুপিত হইলেন। ত্রিভুবন প্রমাদ গণিতে লাগিল। পবে পিতামহ ব্রহ্মাব কবস্পর্শে শিশুটি জলসিক্ত শস্যেব মত সজীব হইযা উঠিযাছে। দেবগণ প্রসন্ন হইযা শিশুটিকে নানাবিধ ববপ্রদানে মহাশক্তিশালী কবিযা তুলিলেন।

ইন্দ্র কহিলেন—

মৎকবোৎসৃষ্টবজ্রেণ হনুবস্য যথা হতঃ।
নাম্না বৈ কপিশার্দূলো ভবিতা হনুমানিতি ॥ ৭।৩৬।১১

—আমাব হস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রেব দ্বাবা ইহাব হনু ভগ্ন হইযাছে। অতএব এই বানবশ্রেষ্ঠ 'হনুমান্' নামে খ্যাতি লাভ কবিবে।

দেবতাদেব ববে হনুমান্ অজেয ও অশস্ত্রবধ্য হইযাছেন। তিনি পবননন্দন হইলেও কেশবীব ক্ষেত্রজ পুত্র।[২]

দেবতাদেব ববদানে দর্পিত হনুমান নির্ভযে ঋষিদেব আশ্রমে নানাবিধ উপদ্রব কবিযা বিচবণ কবিতে লাগিলেন। পিতা কেশবী ও বাযুব নিষেধেও তিনি কর্ণপাত কবিলেন না। তাঁহাব অত্যাচাব সহ্য কবিতে না পাবিযা ভৃগু ও অঙ্গিবা মুনিব বংশধব মুনিগণ তাঁহাকে অভিসম্পাত কবেন—

বাধসে যৎ সমাশ্রিত্য বলমস্মান্ প্লবঙ্গম।
তদ্দীর্ঘকালং বেত্তাসি নাস্মাকং শাপমোহিতঃ।
যদা তে স্মার্যতে কীর্তিস্তদা তে বর্দ্ধতে বলম্॥ ৭।৩৬।৩৫ , ৭।৩৫।১৬

—হে বানব, তুমি যে-শক্তিব মত্ততাবশতঃ আমাদিগকে পীড়া দিতেছ, আমাদেব শাপে মোহিত হইয়া তুমি দীর্ঘকাল সেই শক্তি বিস্মৃত হইবে। কিন্তু কেহ তোমাব কীর্তিব কথা স্মবণ কবাইয়া দিলে তোমাব বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

হনুমানেব চেহাবা অতি মনোহব। অনেক স্থানেই তাঁহাব ছবি অঙ্কিত হইয়াছে—

শালিশূকনিভাভাসং ।৭।৩৫।২১
—কাঞ্চনশৈলাভস্তকৃণার্কনিভাননঃ। ৪।২৬।৩
পিঙ্গে পিঙ্গাক্ষমুখস্য বৃহতী পবিমণ্ডলে।
চক্ষুষী সংপ্রকাশেতে চন্দ্রসূর্যাবিব স্থিতৌ॥ ইত্যাদি। ৫।১।৫৯-৬২
বেষ্টিতার্জুনবস্ত্রং তং বিদ্যুৎসঙ্ঘাতপিঙ্গলম্। ৫।৩২।১

—শালিধান্যেব অগ্রভাগসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ তাঁহাব দেহটিকে সুবর্ণময় পর্বতেব ন্যায় দেখাইত। হনুমানেব বদনমণ্ডল তকণ সূর্যেব ন্যায় তাম্রাভ। তাম্রবর্ণ নাসিকাসমন্বিত তাম্রাভ মুখমণ্ডলে হনুমানেব বিশাল নয়নযুগল চন্দ্র ও সূর্যেব ন্যায় প্রদীপ্ত হইতেছে। তাঁহাব দন্তপঙ্ক্তি অতিশয় শুভ্র এবং সমাবিদ্ধ লাঙ্গুলটি যেন শক্রধ্বজেব মত দেখাইত। হনুমান্‌ও শুভ্র বস্ত্র পবিধান কবিতেন। তাঁহাব দেহেব প্রভা যেন বিদ্যুন্মালাব ন্যায় সমুজ্জ্বল।

বিদ্যা ও বুদ্ধিতে হনুমান্ তুলনাবহিত। তাঁহাব ন্যায় স্থিব ধীব ও বিদ্বান্ ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। বর্ণিত হইয়াছে—

শৌর্যং দাক্ষ্যং বলং ধৈর্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম।
বিক্রমশ্চ প্রভাবশ্চ হনুমতি কৃতালযাঃ॥ ৭।৩৫।৩
পবাক্রমোৎসাহমতিপ্রতাপ—
সৌশীল্যমাধুর্যনযানযৈশ্চ।
গাম্ভীর্যচাতুর্যসুবীর্যধৈর্যৈ-
র্হনূমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি লোকে॥ ইত্যাদি। ৭।৩৭।৪৪-৪৮

—শৌর্য, দক্ষতা, বল, ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা, নীতি, বিক্রম ও প্রভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণ হনুমানে প্রতিষ্ঠিত। পবাক্রম, উৎসাহ, সুশীলতা, চবিত্রমাধুর্য, নীতি ও দুর্নীতিব জ্ঞান, বিবেক, গাম্ভীর্য, চতুবতা প্রভৃতি হনুমানেব অপেক্ষা অধিক জগতে আব কাঁহাব আছে? কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ব্যাকবণ-শাস্ত্রেব কঠিন সিদ্ধান্তগুলি সূর্যদেব হইতে জানিবাব উদ্দেশ্যে মহান্ গ্রন্থ ধাবণ কবিয়া উদযগিবি হইতে অস্তগিবি পর্যন্ত ভ্রমণ কবিযাছেন। শব্দশাস্ত্রে হনুমানেব অসাধাবণ ব্যুৎপত্তি ছিল। অন্যান্য শাস্ত্রেও তাঁহাব সমান বিদ্বান্ আব কেহই ছিলেন না। বিদ্যা ও তপস্যায তিনি দেবগুক বৃহস্পতিকে অতিক্রম কবিযাছেন। তিনি বামেব সহাযতাব নিমিত্তই দেবপ্রেবিত মহাপুকষৰূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। (মহামুনি অগস্ত্য বামকে এইসকল কথা বলিয়াছেন।)

হনুমান কিষ্কিন্ধায বাস কবিতেন। সুগ্রীবেব সহিত তাঁহাব বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তিনি সুগ্রীবেব সচিব ছিলেন।

বালী যখন সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধা হইতে নির্বাসিত কবেন, হনুমান্‌ও তখন সুগ্রীবেব অনুচবৰূপে সুগ্রীবেব সহিত ঋষ্যমূক-পর্বতে বাস কবিতেছিলেন।

হনুমান বিবাহিত কি না, এবং তাঁহাব স্ত্রী-পুত্রাদি ছিলেন কি না—এইসকল বিষযে কিছুই

জানা যায না। একটি ঘটনা হইতে অনুমতি হয যে, তিনি ব্রহ্মচাবী নহেন। হনুমান্ বাম কর্তৃক নন্দিগ্রামে প্রেবিত হইযা লঙ্কাপ্রত্যাগত রাম-সীতাব আর্গমবার্তা ভবতকে জানাইলে পব সেই শুভবার্তা শ্রবণে পবম প্রীত হইযা ভবত হনুমানকে বহুবিধ মূল্যবান্ বস্তু উপহাব দিযাছেন। সেইসকল উপহাবেব মধ্যে ষোলটি সুন্দবী কুমাবীও বহিযাছে। হনুমান্ তাহাদিগকেও গ্রহণ কবিযাছেন, কোনরূপ আপত্তি কবেন নাই।[৫] তিনি ব্রহ্মচাবী হইলে নিশ্চযই ভবতেব প্রদত্ত এই উপহাব গ্রহণ কবি তন না।

বালীব অগম্য ঋষ্যমূক-পর্বতে অবস্থান কবিবাব পবামর্শ হনুমানই সুগ্রীবকে দিযাছিলেন। অকস্মাৎ পম্পাতীরে ধনুষ্পাণি বাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইযা সুগ্রীব ভীত হইযা পড়েন। মতিমান্ হনুমান্ তাঁহাকে আশ্বস্ত কবিলে পব সুগ্রীব বাম-লক্ষ্মণেব অভিপ্রায বুঝিবাব উদ্দেশ্যে তাঁহাকেই পম্পাতীবে পাঠাইযাছেন। হনুমান্ কপিরূপ পরিত্যাগ কবিযা সন্ন্যাসীব বেশে দাশবথি সমীপে উপস্থিত হন। রাম-লক্ষ্মণকে প্রণামপূর্বক তাঁহাদেব রূপ ও গুণেব সমুচিত প্রশংসা কবিযা হনুমান্ আপনাকে সুগ্রীবেব সচিব বলিয়া পবিচয দিযাছেন এবং সংক্ষেপে সুগ্রীবেব দুঃখেব কথা তাঁহাদিগকে শোনাইযা কহিযাছেন যে, ধর্মাত্মা সুগ্রীব তাঁহাদেব সহিত সখ্য স্থাপন কবিতে ইচ্ছুক।

হনুমানেব সুমধুব বচনে বাম বিস্মিত হইযা লক্ষ্মণকে বলিযাছেন—

নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধাবিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্ ॥ ইত্যাদি। ৪।৩।২৮-৩৪

—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদে বিশেষ অভিজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অপব কেহ এইপ্রকাব বিশুদ্ধ বাক্য প্রযোগ কবিতে পাবেন না। ইঁহাব অনেক কথাব ভিতবে একটিও অশুদ্ধ শব্দ শোনা যায নাই। ইনি ব্যাকবণশাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্বান্। ইঁহাব পদবিন্যাস এবং উচ্চাবণেব ক্রম অতি বিশুদ্ধ। বাক্যপ্রযোগেব সময মুখ নেত্র প্রভৃতি অবযবে কিছুমাত্র বিকৃতি লক্ষিত হয নাই। ইঁহাব সংক্ষিপ্ত ও সবল বচন চিত্তকে আনন্দ দান কবে। যে-বাজাব এইরূপ বিচক্ষণ দূত বহিযাছেন, তাঁহাব সকল কার্যই সিদ্ধ হইযা থাকে।

লক্ষ্মণেব মুখে বামেব অবণ্যবাস ও সীতাহবণাদি সকল বৃত্তান্ত শুনিযা এবং বাম সুগ্রীবেব সহিত সখ্যস্থাপনে অভিলাষী এই কথা জানিযা বাক্যবিশাবদ হনুমান কহিলেন যে, এইরূপ অসামান্য পুরুষেব সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইলে সুগ্রীব কৃতার্থ হইবেন। সুগ্রীব অবশ্যই সর্বতোভাবে বামকে সাহায্য কবিবেন।

হনুমানেব বাক্য শুনিযা লক্ষ্মণ বামকে কহিতেছেন—'কপিবব হনুমান্ হৃষ্ট হইযা যেরূপ বলিলেন, তাহাতে মনে হইতেছে, সুগ্রীবেবও আপনার দ্বাবা কোন করণীয বিষয আছে। অতএব আপনি কৃতকার্য হইবেন।' এবাব—

ভিক্ষুরূপং পবিত্যজ্য বানবং রূপমাস্থিতঃ।
পৃষ্ঠমাবোপ্য তৌ বীবৌ জগাম কপিকুঞ্জবঃ ॥ ৪।৪।৩৪

—হনুমান্ সন্ন্যাসীব বেশ পবিত্যাগপূর্বক বানবরূপ অবলম্বন কবিলেন এবং সেই দুই বীবপুরুষকে পিঠে লইযা ঋষ্যমূক-পর্বতে উপস্থিত হইলেন।

বাম ও লক্ষ্মণেব পবিচয ও সীতাহবণাদি বৃত্তান্ত সুগ্রীবকে শোনাইযা হনুমান্ বলিলেন—'এই উভয ভ্রাতা আপনার সহিত সখ্যস্থাপনে ইচ্ছুক, ইঁহাবা পূজ্যতম, আপনি সখ্যস্থাপন কবিযা ইঁহাদেব পূজা করুন।' হনুমানেব দৌত্যেব ফলেই বামেব সহিত সুগ্রীবেব মিত্রতা স্থাপিত হইল।

বালীব মৃত্যুব পব শোকসন্তপ্তা তাবাকে সান্ত্বনা দিতে যাইযা হনুমান্ যে-সকল

সময়োচিত বাক্য প্রয়োগ কবিয়াছেন, সেইগুলিব মধ্যে একটি বাক্য হইতেছে—
কশ্চ কস্যানুশোচ্যোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ বুদ্বুদোপমে। ৪।২১।৩
—বুদ্বুদসদৃশ ক্ষণস্থায়ী এই দেহে কে কাহাব নিমিত্ত শোক কবিবে?

বালীব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াব পব হনুমান্ যুক্তকবে বামেব নিকট প্রার্থনা কবিতেছেন যে, বাম যেন অনুগ্রহপূর্বক কিষ্কিন্ধাব গিবিগুহায পদার্পণ কবিযা সুগ্রীবকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কবেন।[৫]

বাজ্যপ্রাপ্তিব পব সুগ্রীব একান্ত বিলাসব্যসনে দিন যাপন কবিতেছেন। শবৎকাল উপস্থিত হইলে সীতাব অন্বেষণেব নিমিত্ত তাঁহাকে যে প্রস্তুত হইতে হইবে, সেইকথা তিনি যেন ভুলিযাই গিযাছেন। সুগ্রীবেব এই ব্যসনাসক্তি দেখিযা বাক্যবিৎ হনুমান্ নিঃসঙ্কোচে তাঁহাব নিকট উপস্থিত হইযা হিত, তথ্য, পথ্য এবং সাম, ধর্ম, অর্থ ও নীতিযুক্ত বাক্যে সুগ্রীবকে তাঁহাব প্রতিজ্ঞা পালনে উদ্বুদ্ধ কবিযাছেন। সেইসকল বাক্যে হনুমানেব যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাব পবিচয পাওযা যায, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি যে সুগ্রীবেব কিরূপ হিতকাবী ও উৎকৃষ্ট মন্ত্রী, তাঁহাব উক্তি হই'ত তাহাও বোঝা যায।[৬]

সুগ্রীবকে নিরুদ্যম দেখিযা বাম অতিশয ক্রুদ্ধ হইযা লক্ষ্মণকে সুগ্রীব-সমীপে পাঠাইযাছেন। অঙ্গদেব মুখে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণেব আগমনবার্তা শুনিযা সুগ্রীব কিঞ্চিৎ ভীত হইযাছেন। তিনি মন্ত্রিগণেব পবামর্শ চাহিলে পব হনুমান কহিতেছেন—'বাজন্, বাম আপনাব প্রভূত উপকাব কবিযাছেন। কিন্তু সম্প্রতি শবৎকাল উপস্থিত দেখিযাও আপনি গ্রাম্যসুখে প্রমত্ত হইযা সীতাব অন্বেষণ বিষযে নিশ্চেষ্ট বহিযাছেন। এইজন্যই তিনি প্রণযবশতঃ আপনাব উপব কুপিত হইযা লক্ষ্মণকে পাঠাইযাছেন। লক্ষ্মণ কুপিত বাঘবেব যে-সকল কর্কশ বাক্য আপনাকে শোনাইবেন, তাহা আপনাব সহ্য কবা উচিত। আপনি বামেব নিকট অপবাধী হইযাছেন। অতএব কৃতাঞ্জলি হইযা লক্ষ্মণেব প্রসন্নতা বিধান ব্যতীত গত্যন্তব দেখিতেছি না।

নিযুক্তৈর্মন্ত্রিভির্বাচ্যো হ্যবশ্যং পার্থিবো হিতম্।
ইত এব ভযং ত্যক্ত্বা ব্রবীম্যবধৃতং বচঃ ॥ ৪।৩২।১৮
—হিতার্থী মন্ত্রিগণেব পক্ষে নৃপতিব হিতকব বাক্য বলাই উচিত। এইহেতু আমি নির্ভযে আপনাকে আমাব নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলিলাম।'

হনুমানেব এইসকল উক্তি হইতেও তাঁহাব বুদ্ধিমত্তা ও কর্তব্যনিষ্ঠাব পবিচয পাওযা যায।

সুগ্রীব সীতাব অন্বেষণে বানবগণকে চতুর্দিকে পাঠাইযাছেন। দক্ষিণদিকে যাঁহাদিগকে পাঠানো হইযাছে, হনুমান্ তাঁহাদেব অন্যতম।

বিশেষেণ তু সুগ্রীবো হনুমত্যর্থমুক্তবান্।
স হি তস্মিন্ হবিশ্রেষ্ঠে নিশ্চিতার্থোঽর্থসাধনে ॥ ইত্যাদি। ৪।৪৪।১ ১৭
—সুগ্রীব প্রযোজনসাধনে হনুমানেব উপবই সমধিক আস্থাবান্ হইযা তাঁহাকে বলিলেন—হে বীব, তোমাব ন্যায বল, বুদ্ধি, গতি, বেগ প্রভৃতি আব কাহাব আছে? যেরূপে সীতাব সন্ধান পাওযা যায, তুমি তাহাব উপায চিন্তা কব।

বাম ও হনুমানেব বুদ্ধি ও সামর্থ্যবিষযে বিশেষ আস্থাবান্। তিনি স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুবীযকটি সীতাব অভিজ্ঞানস্বরূপ হনুমানেব হাতে দিযা কহিতেছেন—'হে বীব, তোমাব উদ্যোগ এবং সত্ত্বগুণযুক্ত বিক্রমে আমি আশ্রয গ্রহণ কবিলাম।' হনুমান বামেব চবণে প্রণাম কবিযা যাত্রা কবিলেন।

সুগ্রীব ও বামেব অনুমান মিথ্যা হয নাই। অঙ্গদ-পবিচালিত বানবগোষ্ঠীতে জাম্ববান্ হনুমান্ প্রমুখ কপিমুখ্যগণ স্থান পাইযাছেন। বিন্ধ্যপর্বতেব গুহাসমূহ হইতে সীতাব অন্বেষণ আবম্ভ হইল।

কণ্ডুবন, অনেক গহন অবণ্য, গিবিগুহা প্রভৃতিতে অন্বেষণ কবিযা কপিগণ দানববক্ষিত দুর্গম ঋক্ষবিলে প্রবেশ কবিযাছেন। অন্ধকাবাচ্ছন্ন বিলেব ভিতবে এক যোজন পথ অতিক্রম কবাব পব তাঁহাবা একটি প্রভাময বনপ্রদেশ দেখিতে পাইলেন। সুবর্ণময পুষ্পিত শাল তমাল প্রভৃতি বৃক্ষে সেই বনটি অপৰূপ শোভা ধাবণ কবিযাছে। সেই বনে সীতাব অন্বেষণকালে কপিগণ একজন তেজস্বিনী তাপসীব সাক্ষাৎ লাভ কবেন। হনুমান্ও কৃতাঞ্জলি হইযা সেই তাপসীব পবিচয জানিতে চাহিলে তাপসী কহিলেন, 'মহাতেজস্বী মাযাবী ময়-নামে এক দানব এই অপৰূপ অবণ্য নির্মাণ কবিযাছেন। হেমানাম্নী অপ্সবাতে আসক্ত হওযায মযদানব ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইলে পব ব্রহ্মা হেমাকে সেই বন দান কবিযাছিলেন। আমি মেরু-সাবর্ণিব দুহিতা স্বযংপ্রভা। আমাব প্রিযসখী হেমা আমাকে এখানকাব বক্ষণাবেক্ষণেব ভাব দেওযায আমি এইস্থানে বহিযাছি।'

বানবগণ পান-ভোজনে আপ্যাযিত হইযাছেন। হনুমান্ তাঁহাদেব সেখানে গমনেব উদ্দেশ্য স্বযংপ্রভাকে শোনাইলেন এবং স্বযংপ্রভাব তপঃপ্রভাবে মুহূর্তকাল মধ্যে মুদ্রিতনযন কপিগণ বিলেব বাহিবে উত্তীর্ণ হইলেন। বিল হইতে বাহিব হইযাই তাঁহাবা প্রস্রবণগিবি ও সমুদ্র দেখিতে পাইযাছেন। সুগ্রীবেব নির্দিষ্ট একমাস অতিক্রান্ত হইযাছে।'

বিন্ধ্যগিবিব পাদদেশে বসিযা অঙ্গদ স্থিব কবিলেন যে, যেহেতু বাজনির্দিষ্ট সময অতিক্রান্ত হইযা গিযাছে, সেইহেতু অকৃতকার্য বানবগণেব পক্ষে প্রাণদণ্ড গ্রহণ কবিবাব নিমিত্ত কিষ্কিন্ধায ফিবিযা যাওযা উচিত হইবে না। তিনি সুগ্রীবেব চবিত্রেব নানাপ্রকাব নিন্দা এবং করুণ বিলাপ কবিযা বানবগণেব চিত্ত আকর্ষণ কবিযাছেন।

হনুমান্ বুঝিতে পাবিলেন যে, প্রধান প্রধান বানবগণ অঙ্গদেব ভাষণে সুগ্রীবেব উপব বিদ্বিষ্ট হইযাছেন। যদি ভবিষ্যতে সুগ্রীব ও অঙ্গদেব মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয, তবে সুগ্রীবেব সমূহ বিপদ ঘটিবে। অঙ্গদেব বিদ্যাবুদ্ধি ও সামর্থ্য হনুমানেব অবিদিত নহে।

ভর্তুবর্থে পবিশ্রান্তং সবশাস্ত্রবিশাবদঃ।
অভিসন্ধাতুমাবেভে হনুমানঙ্গদং ততঃ ॥ ইত্যাদি। ৪।৫৪।৫-২২

—প্রভু সুগ্রীবেব কার্য সিদ্ধ কবিতে যাইযা অঙ্গদ পবিশ্রান্ত। সর্বশাস্ত্রবিশাবদ হনুমান্ অন্যান্য বানবগণ হইতে অঙ্গদেব বিভেদ ঘটাইতে কৃতপ্রযত্ন হইলেন। আপন বাক্যবৈভবে ভেদনীতি অবলম্বন কবিযা বানবগণকে অঙ্গদেব পক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন কবিযা নানাবিধ ভযপ্রদর্শক বাক্যবিন্যাসে তিনি অঙ্গদেব মনোভাবেব পবিবর্তন ঘটাইতে চেষ্টা কবেন। অঙ্গদকে সম্বোধন কবিযা তিনি কহিতেছেন—'হে কপিসত্তম, চঞ্চলচিত্ত বানবগণ আপন পুত্রকলত্রাদিকে পবিত্যাগ কবিযা তোমাব সহিত এইস্থানে চিবকাল থাকিবে না। তোমাব প্রতি অনুবাগ থাকিলেও কেহই সুগ্রীবেব সহিত বিবাদ কবিবে না, আমাকেও সেইৰূপই জানিবে। আমাদেব সকলেব সহিত বিবাদ কবিযা তুমি জযী হইতে পাবিবে না। সুগ্রীবেব সহিত বিবোধ উপস্থিত হইলে বাম-লক্ষ্মণও সুগ্রীবেব পক্ষই অবলম্বন কবিবেন। তোমাব তখন কিৰূপ অবস্থা ঘটিবে, ভাবিযা দেখ। আমবা যদি বিনীতভাবে কপিবাজেব সমীপে উপস্থিত হই তবে অবশ্যই তিনি ক্ষমা কবিবেন। তুমিই ভবিষ্যতে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমাব জননীকে প্রসন্ন কবিবাব নিমিত্তই সুগ্রীব জীবন ধাবণ কবিতেছেন। সুগ্রীব

নিঃসন্তান। অতএব তাঁহাব বিরুদ্ধাচবণ না কবিযা তাঁহাব সমীপে উপস্থিত হইলেই কল্যাণ হইবে।'

হনুমান্ এইপ্রকাব ভেদনীতি প্রযোগ ও দণ্ডেব ভযপ্রদর্শন না কবিলে সুগ্রীবেব সমূহ বিপদেব আশঙ্কা ছিল। হনুমানেব বুদ্ধিবলেই এই অমঙ্গলেব আশঙ্কা দূব হইল। প্রত্যেক কাজেই হনুমানেব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিব পবিচয পাওযা যায।

সম্পাতিব মুখে বানবগণ সীতাব সন্ধান জানিযাছেন,কিন্তু সমুদ্রেব বিশালতা দর্শনে তাঁহাবা ভবসা পাইতেছেন না। সমুদ্র উত্তবণে কাঁহাব কতটুকু সামর্থ্য আছে, এই বিষযে আলোচনা চলিতেছে। সকলেই আপন আপন সামর্থ্যেব কথা বলিতেছেন, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, কাঁহাবও দ্বাবা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবাব নহে। হনুমান্ চুপ কবিযা এক নিভৃত স্থানে বসিযা আছেন। বৃদ্ধ জাম্ববান্ তাঁহাকে সম্বোধন কবিযা বলিলেন—'হে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বীব, তুমি কেন নির্জনে মৌনী হইযা বসিযা বহিযাছ। তুমি বিক্রমে সুগ্রীবেব এবং তেজে বাম-লক্ষ্মণেব তুল্য। তোমাব শক্তি ও গতি গরুড়েব ন্যায। হে পবননন্দন কপিবব শৈশবেই তুমি অসামান্য শক্তি প্রদর্শন কবিযা সকলকে বিস্মিত কবিযাছিলে। হে কপিসত্তম, উত্থিত হও, মহাসাগব অতিক্রম কব। সমুদ্রপাবে তোমাব গমন সকলেবই কল্যাণকব হইবে।'[৮]

জাম্ববানেব উৎসাহবাক্যে হনুমান্ দেহকে স্ফীত কবিযা তেজে পবিপূর্ণ হইযা উঠিযাছেন।

অশোভত মুখং তস্য জৃম্ভমানস্য ধীমতঃ।
অম্ববীষোপমং দীপ্তং বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ইত্যাদি। ৪।৬৭।৭-২৬

—ধীমান হনুমান্ সোৎসাহে মুখব্যাদান কবিলে পব তাঁহাব মুখমণ্ডল যেন প্রদীপ্ত ভর্জন-পাত্রেব ন্যায শোভা পাইতেছিল। তিনি স্বযং ধূমশূন্য অগ্নিব ন্যায ভাস্বব হইযা উঠিলেন। হর্ষবশতঃ বোমাঞ্চিতকলেবব হনুমান্ বৃদ্ধ বানবদিগকে অভিবাদনপূর্বক বলিতেছেন—'আমি মহাত্মা পবনদেবেব পুত্র। আজ পিতাব ন্যায শক্তিপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতেছি। কোথাও বিশ্রাম না কবিযাই আমি লম্ফপ্রদানে সমুদ্রেব পবপাবে উত্তীর্ণ হইব। আমাব মন বলিতেছে যে, অবশ্যই আমি বৈদেহীব দর্শন লাভ কবিব। অতএব হে বানবগণ, হর্ষান্বিত হও।'

হনুমান মহেন্দ্র-পর্বতেব শিখবে আবোহণ কবিলে পব তাঁহাব পদভবে নিপীড়িত শিলাসমূহ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। পর্বতস্থ সকল প্রাণীই যেন ভযে কম্পিতকলেবব। মহানুভব কপিপ্রবব মনে মনে লঙ্কাপুবীকে স্মবণ কবিলেন।

দুষ্কবং নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বং চিকীর্ষন কর্ম বানবঃ।
সমুদগ্রশিবোগ্রীবো গবাং পতিবিবাবভৌ ॥ ইত্যাদি। ৫।১।২-৩২

—অনন্যসাধাবণ দুষ্কব কর্ম সম্পাদনে উদ্যুক্ত কপিবব গ্রীবা ও মস্তক সমুন্নত কবিযা বৃষভেব ন্যায শোভা ধাবণ কবিলেন। তিনি গিবিসন্নিহিত তৃণভূমিতে বিচবণ কবিতে লাগিলেন। সূর্য, মহেন্দ্র ও পবনাদি দেবগণকে প্রণামপূর্বক তিনি আপন দেহকে স্ফীত কবিযা তুলিলেন। দেহকে ইতস্ততঃ দুলাইযা তিনি মেঘেব ন্যায গর্জন কবিতেছেন।

অতঃপব তেজে পবিপূর্ণ হইযা হনুমান প্রবল বেগে আকাশে উত্থিত হইলেন। তাঁহাব বেগোত্থিত পুষ্পপুঞ্জে সাগবসলিল শোভা পাইতে লাগিল। তিনি যেন আকাশে ভাস্কবেব ন্যায শোভা পাইতেছেন। কপিবাজ সমুদ্রেব উত্তাল তবঙ্গমালা আকর্ষণপূর্বক স্বর্গ ও পৃথিবীকে বিক্ষিপ্ত কবিতে কবিতে শূন্যমার্গে সাগব লঙ্ঘন কবিতে লাগিলেন। দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ তাঁহাব ছাযা দ্বাবা সমুদ্রও যেন শোভিত হইল। তাঁহাব

দেহসঙ্ঘাতে মেঘমালা হইতে জল বর্ষিত হইতেছিল। মেঘপঙ্‌ক্তিব অভ্যন্তবে পুনঃপুনঃ প্রবেশ ও তাহা হইতে বহির্গমনে হনুমান্ চন্দ্রেব ন্যায় লক্ষিত হইতেছিলেন। সূর্য পবন প্রমুখ দেবগণও তাঁহাব আনুকূল্য কবিতেছেন। নভোবিহাবী হনুমানেব বিশ্রামেব নিমিত্ত সমুদ্রেব আদেশে মৈনাক-পর্বত ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া হনুমানকে অভ্যর্থনা কবেন। হনুমান্ প্রীত হইয়া মৈনাককে শুধু স্পর্শ কবিযাই হাসিতে হাসিতে গমন কবিলেন।

নাগজননী সুবসাদেবী বিরূপ বাক্ষসদেহ ধাবণপূর্বক হনুমানেব পথবোধ কবিযা তাঁহাকে গিলিযা ফেলিতে উদ্যত হইলে ক্রুদ্ধ কপিবাজ আপন দেহকে বর্দ্ধিত কবেন। সুবসা আপন মুখগহ্ববকে তদাধক বিস্তৃত কাবলে পব হনুমান্ ক্ষণমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেহ ধাবণ কবিযা ক্ষিপ্রগতিতে সুবসাব বদনবিববে প্রবেশ কবিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে নিষ্ক্রান্ত হইযাছেন। অপ্রতিভ সুবসা হনুমানকে সাধুবাদ প্রদানপূর্বক অর্ন্তহিতা হইলেন।

কামরূপিণী বিশালদেহা সিংহিকা-নাম্নী এক বাক্ষসীও হনুমানেব গতিপথ অবরুদ্ধ কবিযাছিল। সিংহিকাব মুখবিববে প্রবিষ্ট হইযা হনুমান্ সুতীক্ষ্ণ নখেব দ্বাবা তাঁহাব মর্মস্থল বিদীর্ণ কবিযা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবগণও হনুমানেব ধৈর্য, সূক্ষ্মদর্শিতা, বুদ্ধি ও কৌশলেব প্রশংসা কবিতে লাগিলেন।

শত-যোজন উত্তীর্ণ হইযা হনুমান্ এবাব সমুদ্রেব দক্ষিণতীবে লম্ব-নামক পর্বতেব শিখবদেশে অবতবণ কবিযাছেন। পূর্বেব রূপ সংববণপূর্বক হনুমান্ পর্বতশিখবে বসিযা লঙ্কানগবী অবলোকন কবিতে লাগিলেন।[১]

সমুদ্র লঙ্ঘন কবিযাও হনুমান কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ কবেন নাই। লঙ্কানগবীব উত্তবদ্বাবে উপস্থিত হইযা ধনুর্বাণধাবী ভীষণাকৃতি বাক্ষসগণে পবিবৃতা ইন্দ্রেব অমবাবতীব ন্যায সুবম্য লঙ্কাপুবী দর্শন কবিযাই হনুমান্ বুঝিতে পাবিলেন যে, বাক্ষসবাজ বাবণ সাধাবণ শত্রু নহেন। অতএব সকলেব অলক্ষ্যভাবে বাত্রিকালেই সেই নগবীতে মৈথিলীব অনুসন্ধান কবিতে হইবে। এইরূপ স্থিব কবিযা তিনি সূর্যাস্তেব প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন।

সূর্যে চাস্তং গতে বাত্রৌ দেহং সংক্ষিপ্য মাকতিঃ।
বৃষদংশকমাত্রোহথ বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ ॥ ৫।২।৪৯

—অনন্তব সূর্য অস্তগমন কবিলে তিনি শবীব সঙ্কুচিত কবিযা বিডালসদৃশ ক্ষুদ্রকায হইযা অদ্ভুত আকৃতি ধাবণ কবিলেন।

প্রদোষসমযে লঙ্কায প্রবেশ কবিযা সুবর্ণময স্তম্ভবাশিশোভিত মণিমাণিক্যখচিত প্রাসাদাবলীতে শোভিত অচিন্ত্যবৈভব লঙ্কানগবীকে দর্শন কবিযা সীতাব সন্ধান পাইবেন কি না—ইহা ভাবিযা হনুমান কিঞ্চিৎ বিষণ্ণও হইযাছেন।

লঙ্কা স্বযং মূর্তিমতী হইযা পবনতনযকে দেখিতে পাইলেন। তিনি হনুমানেব পবিচয জিজ্ঞাসা কবিলে হনুমান্ কহিলেন যে, তিনি আপন পবিচয পবে দিবেন, পবন্তু প্রথমতঃ তিনি প্রশ্নকর্ত্রীব পবিচয জানিতে চাহেন। প্রশ্নকর্ত্রী কর্কশস্ববে কহিলেন, তিনি লঙ্কাব অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁহাকে পবাজিত না কবিযা কেহ লঙ্কাপুবী দেখিতে পাবিবে না। হনুমানেব মিষ্ট কথায কোন ফল হইল না। লঙ্কাদেবী ভীষণ চীৎকাব কবিযা হনুমান্‌কে কবতল দ্বাবা আঘাত কবেন। হনুমান্‌ও কুপিত হইযা তাঁহাকে বাম মুষ্টি দ্বাবা আঘাত কবিযাছেন। সেই আঘাতেই লঙ্কাদেবী ভূমিতলে পডিযা গেলেন। হনুমান্‌কে সম্বোধন কবিযা দেবী সবিনযে বলিতেছেন—'হে বানবসত্তম, বক্ষা কব। স্বযং ব্রহ্মা আমাকে বব প্রদান কবিযা বলিযাছিলেন যে, যে-দিন কোন বানবেব হাতে আমি পবাজিত হইব, সেইদিনই বাক্ষসগণেব বিপদ উপস্থিত হইবে। হে বীব, তুমি এই পুবীতে প্রবেশ কবিযা

অভিলাষ পূর্ণ কব।' (বাবণেব দিগ্‌বিজযকালে 'লঙ্কা বিনষ্ট হউক' বলিযা নন্দীকেশ্বব অভিসম্পাত কবিলে লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মাব নিকট উপস্থিত হইযা আত্মবক্ষাব প্রার্থনা কবেন। তখন ব্রহ্মা দেবীকে বব দিযা প্রাগুক্ত কথাটি বলিযাছিলেন।—গোবিন্দবাজেব টীকা।)

শত্রুবিজযার্থীকে বাম পদ অগ্রে স্থাপন কবিতে হয এবং অদ্বাবে শত্রুপুবীতে প্রবেশ কবিতে হয—ইহাই বিধান। হনুমান্‌ও দ্বাববহিত উৎপথে প্রাচীব লঙ্ঘন কবিযা শত্রুদেব মস্তকে যেন বাম পদ অগ্রে স্থাপন কবিলেন। বাজপথ দিযা চলিতে চলিতে তিনি আনন্দকোলাহলে মুখবিত বিচিত্র লঙ্কাপুবী দেখিতে পাইলেন। ভবন হইতে ভবনান্তবে প্রবেশপূর্বক হনুমান্ সুন্দবীগণেব সুললিত সঙ্গীত, কাঞ্চী ও নূপুবেব অব্যক্ত মধুব ধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং বেদপাঠবত নিশাচবগণকে দর্শন কবিতে লাগিলেন।

বাজপথ অববোধপূর্বক মধ্যম কক্ষমধ্যে অবস্থিত অস্ত্রশস্ত্রধাবী বাক্ষসগণ ও অনেক বাক্ষসচব তাঁহাব দৃষ্টিগোচব হইল। শতসহস্র বক্ষীব দৃষ্টি এড়াইযা মহামতি হনুমান্ পর্বতশিখবে প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র অন্তঃপুব দেখিতেছিলেন। ক্রমশঃ তিনি কৃষ্ণাগুরু ও চন্দনে সুবাসিত অন্তঃপুবে প্রবিষ্ট হইলেন। বাত্রিব প্রথম যামার্ধেব পব চন্দ্রোদয হইল। চন্দ্রালোকে হনুমান্ সমগ্র অন্তঃপুব খুঁজিযাও সীতাব দর্শন না পাইযা কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইযা পড়েন।

প্রসিদ্ধ বাক্ষসগণেব গৃহগুলি অতিক্রম কবিযা অবশেষে কপিবব বাবণেব পুষ্পক-বিমানে আবোহণ কবিযা তাহাব সমৃদ্ধিদর্শনে বিস্মিত হইযাছেন। সুন্দবী প্রমদাগণে পবিবেষ্টিত লঙ্কাধিপতি যেন শবতেব নক্ষত্রমালা দ্বাবা পবিশোভিত চন্দ্রেব ন্যায শোভা পাইতেছিলেন। গভীব বাত্রিতে সকলেই নিদ্রামগ্ন। অসংখ্য সুন্দবীগণেব মধ্যে মণিমুক্তায সমলঙ্কৃতা মন্দোদবী নিজেব দেহলাবণ্যে যেন সেই ভবনটিকে অলঙ্কৃত কবিযা বাখিযাছেন। সেই কনকবর্ণা বমণীশ্রেষ্ঠাকে সীতা মনে কবিযা হনুমান্ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পবেই—

অবধূয চ তাং বুদ্ধিং বভূবাবস্থিতস্তদা।
জগাম চাপবাং চিন্তাং সীতাং প্রতি মহাকপিঃ॥ ইত্যাদি। ৫।১১।১-৪

—মহাকপি সেই বুদ্ধি পবিত্যাগপূর্বক সীতাব বিষযে অন্যপ্রকাব চিন্তা কবিতে লাগিলেন। বামবিযুক্তা সীতা কখনও শযন-ভোজন ও পান, অথবা অলঙ্কাবাদি পবিধান কবিতে পাবেন না। অতএব নিশ্চযই ইনি অপব কোন বমণী হইবেন। এইরূপ স্থিব কবিযা সীতাব দর্শনে সমুৎসুক কপিবব পুনবায সেই পানভূমিতে নিদ্রিতা বমণীগণকে একে একে দেখিতে লাগিলেন।

বিশেষ নিপুণতাব সহিত বাবণেব শযনগৃহ পর্যবেক্ষণ কবিযাও হনুমান্ সীতাব সন্ধান পাইলেন না।

নিবীক্ষমাণশ্চ ততস্তাঃ স্ত্রিযঃ স মহাকপিঃ।
জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্মসাধ্বসশঙ্কিতঃ॥ ইত্যাদি। ৫।১১।৩৭-৪৬

—অনন্তব কপিবব শ্লথবসনা পবস্ত্রীগণকে দেখিতে দেখিতে ধর্মলোপেব ভযে শঙ্কিত হইযা পড়েন। মনস্বী হনুমান্ ভাবিলেন—যথেচ্ছভাবে পবস্ত্রীদর্শনে তো আমাব চিত্তে কোনরূপ বিকাব উপস্থিত হয নাই, আমাব চিত্ত বিশুদ্ধই বহিযাছে। স্ত্রীলোকেব মধ্য ব্যতীত অন্য কোথাও বৈদেহীব অনুসন্ধান কবা তো সম্ভবপব নহে।

এবাব হনুমান্ সেই স্থান পবিত্যাগ কবিযা অন্যত্র সীতাব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইযাছেন। লতাগৃহ, চিত্রগৃহ ও নিকুঞ্জাদিতে অন্বেষণ কবিযাও সীতাব দর্শন না পাইযা হনুমান্ ভাবিলেন

যে, সম্ভবতঃ সীতা বাঁচিযা নাই। সেই পতিব্রতাকে হযতো হত্যা কবা হইযাছে, অথবা তিনি স্বযং প্রাণত্যাগ কবিযাছেন। সীতাব সন্ধান না পাইযা কিব্বপে তিনি জাম্ববান্ অঙ্গদ প্রমুখ ব্যক্তিগণকে মুখ দেখাইবেন—এইসকল চিন্তায হনুমান্ একান্তই বিষণ্ণ হইযা পডিলেন।

হনুমান্ পুনবায ভাবিতে লাগিলেন যে, উৎসাহই সকল কার্যেব সাধক। অতএব যে-সকল স্থানে অন্বেষণ কবা হয নাই, সেইসকল স্থানও দেখিতে হইবে। এইব্বপ স্থিব কবিযা হনুমান্ দেবাযতন চৈত্যগৃহ প্রভৃতিতে বৈদেহীব অন্বেষণ কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকল স্থানেই শুধু বাক্ষস ও বাক্ষসীগণ তাঁহাব দৃষ্টিগোচব হইল, কোথাও তিনি সীতাকে দেখিতে পাইলেন না।

এবাব তাঁহাব মনে নানাব্বপ চিন্তাব উদয হইল। একবাব ভাবিতেছেন যে, প্রাযোপবেশনে প্রাণত্যাগ কবিবেন। আবাব ভাবিতেছেন যে, বাবণকে বধ কবিযা সীতাহবণেব প্রতিশোধ লইবেন। অথবা বাবণকে বন্দী কবিযা বামেব সমীপে উপস্থিত কবিবেন।

মুহূর্তকাল এইভাবে নানাবিধ চিন্তা কবিযাই তিনি দেবগণ, বামলক্ষ্মণ ও সীতাকে মনে মনে প্রণাম কবিযা বাবণেব সুদৃশ্য অশোকবনে গমন কবিযাছেন। সেই বনেব মধ্যভাগে হনুমান্ কাঞ্চনময বেদিকা দ্বাবা পবিবেষ্টিত একটি কাঞ্চনময শিংশপা-(শিশু) বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ঘনপত্রাচ্ছাদিত সেই বৃক্ষে আবোহণ কবিযা ক্ষুদ্রকায কপিবব চতুর্দিকে নিবীক্ষণ কবিতেছিলেন। অনতিদূবে ক্রুবাকৃতি বাক্ষসীগণে পবিবেষ্টিতা শোকমলিনা ব্রতচাবিণী তাপসীব ন্যায এক বমণীকে দেখিযাই তিনি সীতা বলিযা বুঝিতে পাবিযাছেন। দুঃখে ও হর্ষে তাঁহাব নযনযুগল আর্দ্র হইযা উঠিল। বাত্রিব অবসানে তিনি ব্রাহ্মণ বাক্ষসগণেব বেদধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

হনুমান্ দেখিতে পাইলেন যে, সুন্দবীগণে পবিবৃত বাবণ সেই স্থানে উপস্থিত হইযা প্রথমতঃ মধুব বচনে সীতাকে নানাপ্রকাব প্রলোভন দেখাইতেছেন এবং সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে তিবস্কাব কবিতেছেন। পবে বাবণ কঠোব বচনে অনেক ভয দেখাইযা চলিযা গেলেন। বাক্ষসীবাও নানাবিধ তিবস্কাব-বাক্যে সীতাকে পীডা দিতেছিল। সীতাব করুণ বিলাপ শুনিযা হনুমান্ও বিচলিত হইযাছেন। অকস্মাৎ কতকগুলি শুভসূচক লক্ষণ দেখিযা সীতা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে পব হনুমান্ অনেক চিন্তা কবিযা মধুব স্ববে বামেব কীর্তিকলাপেব কথা বলিযা অবশেষে নিজেব সমুদ্র-লঙ্ঘনাদিবও উল্লেখ কবেন। হনুমানেব কথা শুনিযা বিস্মিতা মৈথিলী শাখাভ্যন্তবে লুক্কাযিত শুক্লাম্ববপবিহিত বিদ্যুতেব ন্যায পিঙ্গলবর্ণ তপ্ত সুবর্ণেব ন্যায নযনযুক্ত প্রিযবাদী কপিকে দেখিতে পাইযাছেন। সীতা তাঁহাকে দেখিযাই অতিশয ভীত হইযা পডেন। তিনি পুনঃপুনঃ পতিকে স্মবণ কবিযা এবং দেবগণকে প্রণাম কবিযা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে পব মহাতেজস্বী হনুমান্ বৃক্ষশাখা হইতে অবতবণপূর্বক সীতাব সমীপবর্তী হইযা তাঁহাকে প্রণাম কবিযা সবিনযে তাঁহাব পবিচয জানিতে চাহিলেন।

সীতাব মুখে তাঁহাব সকল বৃত্তান্ত শুনিযা হনুমান্—

দুঃখাদ্ দুঃখাভিভূতাযাঃ সান্ত্বমুত্তবমব্রবীৎ। ইত্যাদি। ৫।৩৪।১-৪

—দুঃখাভিভূত সীতাব দুঃখেব কাহিনী শুনিযা দুঃখিত হনুমান্ সান্ত্বনাবাক্যে প্রত্যুত্তব কবিলেন—'দেবি, আমি বামেব দূত। তাঁহাবই আদেশে আপনাব নিকট আসিযাছি। বাম ও লক্ষ্মণ কুশলেই আছেন। তাঁহাবা আপনাব কুশল জিজ্ঞাসা কবিতেছেন।'

বিশ্বস্তভাবে উভযেব মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছিল। হনুমান্ ক্রমশঃ সীতাব নিকটতব

হইতে থাকিলে সীতা তাঁহাকে বানবরূপী বাবণ মনে কবিযা সমধিক ভীত ও সন্ত্রস্ত হইযা পড়েন। কিন্তু বানবকে দেখিযা তাঁহাব চিত্ত প্রসন্ন হওযায তিনি ভাবিলেন যে এই বানব যথার্থই বামেব দূতও হইতে পাবেন।

হনুমান্ পুনবায মধুব বচনে সীতাকে সান্ত্বনা দিযা বামেব গুণ কীর্তনপূর্বক কহিতেছেন—

নাহমস্মি তথা দেবি যথা মামবগচ্ছসি।
বিশঙ্কা ত্যজ্যতামেষা শ্রদ্ধৎস্ব বদতো মম ॥ ৫।৩৪।৪০

—দেবি, আপনি আমাকে যে-ভাবে বুঝিতেছেন, আমি তদ্রূপ নহি। আপনি বিপবীত আশঙ্কা পবিহাব করুন এবং আমাব কথায বিশ্বাস স্থাপন করুন।

হনুমানেব বিনযমধুব বচনে আশ্বস্ত হইযা সীতা বাম-লক্ষ্মণেব আকৃতি ও বানবগণেব সহিত বামেব মিলনেব বিববণ জানিতে চাহিলে হনুমান্ বিস্তৃতভাবে সকল তথ্যই সীতাকে শোনাইযাছেন। পবিশেষে তিনি কহিতেছেন—

বানবোহহং মহাভাগে দূতো বামস্য ধীমতঃ।
বামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীযকম্ ॥

ইত্যাদি। ৫।৩৬।২,৩

—হে মহাভাগে, আমি যথার্থই বানব ও বামেব দূত। দেবি, বামেব নামাঙ্কিত এই অঙ্গুবীযকটি অবলোকন করুন। আপনাব বিশ্বাসেব নিমিত্ত মহাত্মা বাম ইহা আমাব হাতে দিযাছেন। আপনাব দুঃখেব দিন শেষ হইযা আসিতেছে। আপনি আশ্বস্তা হউন, আপনাব মঙ্গল উপস্থিত।

সীতাব বিবহে বামেব করুণ অবস্থা বর্ণনা কবিযা হনুমান্ নানাভাবে সীতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সীতাব অশ্রুপূর্ণ নযনযুগল দেখিযা হনুমান্ বিচলিত হইযাছেন। তিনি কহিতেছেন—

অথবা মোচযিষ্যামি ত্বামদ্যৈব সবাক্ষসাৎ।
অস্মাদ্দুঃখাদুপাবোহ মম পৃষ্ঠমনিন্দিতে ॥

ইত্যাদি। ৫।৩৭।২১-২৩

—অথবা হে অনিন্দিতে, আমাব পৃষ্ঠে আবোহণ করুন। আজই আমি আপনাকে বাক্ষসগণকৃত এই দুঃখ হইতে মুক্ত কবিব। আপনাকে পৃষ্ঠে স্থাপন কবিযা আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পাবিব। বাবণেব সহিত সমগ্র লঙ্কাপুবীকে পৃষ্ঠে বহন কবিবাব মত সামর্থ্য আমাব আছে। আমি আপনাকে প্রস্রবণ-পর্বতে অবস্থিত বঘুপতিব নিকট সমর্পণ কবিব।

সীতাব বিশ্বাসেব নিমিত্ত হনুমান্ তাঁহাব বিশাল আকৃতি সীতাকে প্রদর্শন কবিযাছেন। আনন্দে ও বিস্মযে বিহ্বল হইলেও সীতা নানাবিধ সমুচিত বাক্যে হনুমানেব এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন কবেন। সীতাব বচনে সন্তুষ্ট হইযা হনুমান্‌ও বলিযাছেন—

এতত্তে দেবি সদৃশং পত্ন্যাস্তস্য মহাত্মনঃ।
কা হ্যন্যা ত্বামৃতে দেবি ব্রূযাদ্ বচনমীদৃশম্ ॥ ৫।৩৮।৫

—দেবি, আপনাব কথাগুলি মহাত্মা বামেব পত্নীব অনুরূপই হইযাছে। (এই ঘোব বিপৎকালে) আপনি ব্যতীত আব কোন মহিলা এইরূপ বাক্য বলিতে পাবেন?

হনুমান্ সীতাব নিকট অভিজ্ঞান চাহিলে পব সীতা চিত্রকূটপর্বতে অবস্থানকালীন একটি ঘটনাব কথা হনুমান্‌কে শোনাইযা বলিলেন, এই কথাটি বামকে বলিলেই তাহা শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান হইবে। বাম স্বহস্তে সীতাব গণ্ডপার্শ্বে মনঃশিলাব তিলক অঙ্কন কবিযাছিলেন। এই কথাটিও বামকে স্মবণ কবাইবাব নিমিত্ত সীতা হনুমান্‌কে বলিযাছেন। অধিকন্তু সীতা

তাঁহাব বস্ত্রেব ভিতব হইতে বাহিব কবিযা অতি মনোহব চূড়ামণিটি বামেব হাতে দিবাব নিমিত্ত হনুমান্‌কে দিযাছেন।

হনুমান্ সীতাকে প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম কবিযা লঙ্কাব দুর্গপ্রাকাবেব অভিমুখে যাত্রা কবিতেছেন। সীতা কর্তৃক অভিনন্দিত হইযা কপিবব অশোকবন হইতে বহির্গত হইযা চিন্তা কবিতে লাগিলেন—

অল্পশেষমিদং কার্যং দৃষ্টেযমসিতেক্ষণা।
ত্রীনুপাযানতিক্রম্য চতুর্থ ইহ দৃশ্যতে॥

ইত্যাদি। ৫।৪১।২-৫

—আমাব প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইযাছে, কৃষ্ণনযনা সীতাব দর্শন লাভ কবিযাছি। এখন শত্রুপক্ষেব সামর্থ্য পবীক্ষা কবিতে হইবে। এই কাজটি অবশিষ্ট বহিযাছে। এই বিষযে সাম, দান ও ভেদ—এই তিনটি উপাযে কোন ফল হইবে না। যেহেতু বাক্ষসগণ কুটিলমতি, অর্থশালী এবং বলদর্পে গর্বিত। অতএব দণ্ডরূপ চতুর্থ উপাযটিই আমাকে অবলম্বন কবিতে হইবে। আজ আমাব পবাক্রমে কিছুসংখ্যক বাক্ষসবীব নিহত হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রামে বাক্ষসগণ মৃদুভাব অবলম্বন কবিতে পাবে। আদিষ্ট কার্য সম্পন্ন কবিযা তাহাব অবিবোধে অতিবিক্ত কিছু কবিতে পাবাই উপযুক্ত দূতেব কৃতিত্ব।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা কবিযাই হনুমান্ বাবণেব দৃষ্টি আকর্ষণ ও বাক্ষসগণেব সহিত সংগ্রামেব উদ্দেশ্যে মনোহব তরুলতাসমাচ্ছন্ন নন্দনবনতুল্য অশোকবনকে বিধ্বস্ত কবিতে উদ্যত হইলেন। সেই অশোকবনে অশোকবৃক্ষেব আধিক্য থাকিলেও অন্যান্য নানাবিধ বৃক্ষবাজি তাহাতে শোভা পাইত। প্রমদাগণেব প্রমোদোদ্যান বলিযা তাহাব অপব নাম ছিল—'প্রমদাবন'। হনুমানেব দ্বাবা বিধ্বস্ত হইযা সেই বন একেবাবে শোভাহীন ও বিপর্যস্ত হইয়া পডিযাছে। অশোকবন বিধ্বস্ত কবিযা মহাবীব হনুমান্ উদ্যানেব বহির্দ্বাবে তোবণে আবোহণ কবিযাছেন।

বাক্ষসীগণ সীতাকে নানাবিধ প্রশ্ন কবিযাও এই মহাকপিব পবিচয জানিতে পাবে নাই। ভযত্রস্তা বাক্ষসীদেব মুখে এই সংবাদ শুনিযা লঙ্কেশ্বব ক্রোধে জ্বলিযা উঠিলেন। তাঁহাব আদেশে আশি হাজাব বাক্ষসসৈন্য মুদ্গবাদি হস্তে লইযা হনুমান্‌কে আক্রমণ কবিযাছে। হনুমানেব পুচ্ছেব আস্ফোটন ও ভীষণ নিনাদে লঙ্কাপুবী যেন কাঁপিতেছে। হনুমান্ উচ্চৈঃস্ববে আত্মপবিচয ঘোষণা কবিতেছেন—

জযত্যতিবলো বামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
বাজা জযতি সুগ্রীবো বাঘবেণাভিপালিতঃ॥
দাসোহহং কোসলেন্দ্রস্য বামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
হনুমান্ শত্রুসৈন্যানাং নিহন্তা মারুতাত্মজঃ॥ ৫।৪২।৩৩, ৩৪

—অতি বলবান্ বাম ও মহাবল লক্ষ্মণেব জয হউক। বাঘবপালিত মহাবাজ সুগ্রীবেব জয হউক। আমি শুভকর্মা কোসলাধিপতিব দাস, শত্রুসৈন্যেব নিহন্তা পবননন্দন হনুমান্।

ঘোষণাব পবিশেষে সাহঙ্কাবে তিনি আবও বলিলেন—'অসংখ্য শিলা ও পাদপপ্রহাবে আমি সহস্র বাবণকে জয কবিতে পাবি। লঙ্কানগবী বিধ্বস্ত কবিযা মৈথিলীকে অভিবাদনপূর্বক আমি চলিযা যাইব।'

বাক্ষসসৈন্যে পবিবেষ্টিত হনুমান্ তোবণদ্বাব হইতে লৌহময পবিঘ (গদাব ন্যায অর্গল) হাতে লইযা বাক্ষসগণকে বধ কবিতে লাগিলেন। আশি হাজাব বাক্ষসেব মধ্যে মাত্র কযেকজন প্রাণ লইযা পলাযন কবিল।

এবাব ক্রুদ্ধ বাবণ প্রহস্তপুত্র জম্বুমালীকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। হনুমান্ ইতিমধ্যে বক্ষঃকুলদেবতাব চৈত্যপ্রাসাদকে বিনষ্ট কবিযা সিংহেব ন্যায গর্জন কবিতেছেন। বাক্ষসগণ খড়্গ পবশু প্রভৃতি ক্ষেপণাস্ত্রেব দ্বাবা তাঁহাকে প্রহাব কবিতে থাকিলে ক্রুদ্ধ হইযা তিনি চৈত্যপ্রাসাদেব শতধাব স্তম্ভ উৎপাটন কবিযা তাহা ঘুবাইতে লাগিলেন এবং বাম, লক্ষ্মণ ও বানবশ্রেষ্ঠগণেব বলবীর্যেব কথা ঘোষণা কবিতে লাগিলেন। জম্বুমালীব বক্ষে পবিঘেব আঘাত কবিযা হনুমান্ তাঁহাকে যমালযে পাঠাইযাছেন।

ক্রোধে বক্তচক্ষু বাক্ষসবাজ তাঁহাব অমাত্যপুত্রগণকে যুদ্ধযাত্রাব আদেশ দিযাছেন। বাবণেব সাতজন মন্ত্রিপুত্র হনুমানেব হাতে প্রাণ হাবাইলেন। প্রত্যেকবাবেই বাক্ষসনিধনেব পব হনুমান্ পুনবায যুদ্ধাভিলাষে তোবণেব উপবিভাগে বসিযা গর্জন কবিতে থাকেন।[১০]

বাবণ হনুমান্‌কে বাঁধিযা আনিবাব নিমিত্ত তাঁহাব পাঁচজন সেনাপতিকে (বিৰূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্ধব, প্রঘস ও ভাসকর্ণ) পাঠাইযাছেন। হনুমানেব বীবত্ব দেখিযা বাবণও চিন্তিত হইযা পডিযাছেন। হনুমান্ বিপুল সৈন্যসামন্ত সহ সেই পাঁচজন সেনাপতিকে যমালযে প্রেবণ কবিয়াছেন। অতঃপব যুদ্ধাগত বাবণপুত্র অক্ষও হনুমানেব হাতে নিহত হইলেন।

এবাব মহাবীব বাজপুত্র ইন্দ্রজিতেব সহিত হনুমানেব ভযানক যুদ্ধ চলিতেছে। ইন্দ্রজিৎ যেন কিছুতেই পাবিযা উঠিতেছেন না। পবিশেষে তিনি ব্রহ্মাস্ত্রেব দ্বাবা হনুমান্‌কে বন্ধন কবেন। হনুমান্ ব্রহ্মা হইতে ব্রহ্মাস্ত্র-বিনির্মুক্তিব বব লাভ কবিযাছিলেন, কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—

গ্রহণে চাপি বক্ষোভির্মহন্মে গুণদর্শনম্।
বাক্ষসেন্দ্রেণ সংবাদস্তস্মাদ্ গৃহ্ণন্তু মাং পবে॥ ৫।৪৮।৪৪

—বাক্ষসগণ আমাকে বন্দী কবায ভালই হইল। ইহাব ফলে বাক্ষসবাজেব সহিত আমাব কথাবর্তা হইবে। অতএব শত্রুগণ আমাকে লইযা যাউক।

হনুমান্‌কে নিশ্চেষ্ট দেখিযা বাক্ষসগণ তাঁহাকে শণেব ছাল ও গাছেব ছালেব দডি দিযা বাঁধিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি ব্রহ্মাস্ত্রেব বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। যেহেতু অপব কোনৰূপ বন্ধন ঘটিলে মন্ত্রেব বন্ধন বিনষ্ট হইযা যায। হনুমান্‌কে লইযা বাক্ষসেবা বাবণেব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন।

ক্রুদ্ধ বাবণেব আদেশে অমাত্যগণ হনুমানেব বিস্তৃত পবিচযাদি জানিতে চাহিলে হনুমান্ কহিলেন যে, তিনি কপীশ্বব সুগ্রীবেব দূতৰূপে লঙ্কায আসিযাছেন। বাবণেব আকৃতি ও ঐশ্বর্য দেখিযা হনুমান্ বিস্মিত হইযাছেন। বাবণও হনুমানেব তেজঃপ্রভাব দর্শনে ভাবিতেছেন যে, একদা তাঁহাব দ্বাবা উপহসিত ভগবান্ নন্দীই কি স্বযং উপস্থিত হইলেন? রাবণেব প্রধানমন্ত্রী প্রহস্তেব প্রশ্নেব উত্তবে কপিবব কহিতেছেন, তিনি বাক্ষসবাজেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিযা তাঁহাব সহিত সাক্ষাতেব উদ্দেশ্যে অশোকবন বিনষ্ট কবিযাছেন। অতঃপব তিনি বাবণকেই সম্বোধন কবিযা বলিতেছেন—

কেনচিৎ বামকার্যেণ আগতোঽস্মি তবান্তিকম্।
ইত্যাদি। ৫।৪৯।১৮, ১৯

—বামেব কোন কার্যসাধনেব উদ্দেশ্যে আমি দূতৰূপে আপনাব নিকট আসিযাছি। হে প্রভো, আপনাব কল্যাণকব বাক্য শ্রবণ করুন।

মহামতি হনুমান্ ধীবভাবে বলিতে লাগিলেন—'হে বাজন্, আপনাব ভ্রাতা কপিপতি সুগ্রীব (বালীব দ্বাবা পবাজিত হইযা বাবণ বালীব সহিত মিত্রতা কবিযাছিলেন। এইহেতু সুগ্রীব বাবণেব ভ্রাতৃস্থানীয।) আপনাব কুশলবার্তা জানিতে চাহিযাছেন। তিনি আপনাব

ইহকাল ও পরকালের হিতসাধক বাক্য বলিয়াছেন। বালীর ন্যায় বীরপুরুষ যাঁহার একটিমাত্র বাণে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মহাত্মা রামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে। সুগ্রীবের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমি সীতার অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পার হইয়া এখানে আসিয়াছি। আপনার পুরীতে আমি সীতাদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছি। আমি পবনতনয় হনুমান্। হে মহাপ্রাজ্ঞ, আপনি ধার্মিক ও ঐশ্বর্যবান। পরপত্নীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা আপনার উচিত নহে।'

তারপর রাম, লক্ষ্মণ ও বানরগণের শক্তিসামর্থ্য কীর্তন করিয়া হনুমান্ রাবণের চিত্তে ত্রাসের সঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন। পরিশেষে তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—

যাং সীতেত্যভিজানাসি যেয়ং তিষ্ঠতি তে গৃহে।
কালরাত্রীতি তাং বিদ্ধি সর্বলঙ্কাবিনাশিনীম্ ॥
তদলং কালপাশেন সীতাবিগ্রহরূপিণা
স্বয়ং স্কন্ধাবসক্তেন ক্ষেমমাত্মনি চিন্ত্যতাম্॥ ৫।৫১।৩৪, ৩৫

—আপনার গৃহে অবস্থিতা যে-নারীকে আপনি সীতা বলিয়া জানিতেছেন, তাঁহাকে সমগ্র লঙ্কার বিনাশকর্ত্রী কালরাত্রি বলিয়া জানিবেন। সীতারূপ কালপাশকে আপনি স্বয়ং কণ্ঠে বন্ধন করিয়াছেন। এই বন্ধন পরিহার করিয়া স্বীয় মঙ্গল চিন্তা করুন।

হনুমানের বচনে রাবণের আপাদমস্তক যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নয়নযুগল বিঘূর্ণিত করিয়া মহাকপিকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছেন। দূতের অবধ্যতার কথা বলিয়া বিভীষণ তাঁহার অগ্রজকে কোনপ্রকারে নিবৃত্ত করেন। রাবণের আদেশে নিশাচরগণ তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ডে হনুমানের পুচ্ছ সংবেষ্টন করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল।

হনুমান্ ইচ্ছা করিলে সেই রাক্ষসগণকে তখনই বিনাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, পূর্বে রাত্রিকালে ভালরূপে লঙ্কার দুর্গগুলি দেখা হয় নাই, দিবাভাগে সমগ্র লঙ্কাপুরী দেখিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। অতএব এই বন্ধন তিনি সহ্য করিবেন।

রাক্ষসেরা ঢাক, ঢোল ও শঙ্খ বাজাইয়া রাজদ্রোহীর রাজদণ্ড ঘোষণাপূর্বক হনুমান্‌কে সমগ্র লঙ্কা ভ্রমণ করাইতে লাগিল। রাক্ষসীদের মুখে সীতাদেবীও এই সংবাদ শুনিতে পাইয়াছেন। তিনি অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—

যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চরিতং তপঃ।
যদি বা ত্বেকপত্নীত্বং শীতো ভব হনুমতঃ ॥ ৫।৫৩।২৭

—হে হুতাশন, যদি আমার পতিশুশ্রূষা ও তপশ্চর্যার ফল থাকে, আমি যদি পতিব্রতা হইয়া থাকি, তবে তুমি হনুমানের প্রতি শীতল হও।

হনুমান্‌ও অনুভব করিলেন, প্রবল শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইতে থাকিলেও অগ্নি যেন শিশিরের ন্যায় স্নিগ্ধ হইয়া তাঁহার পুচ্ছের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন যে, সীতার আশীর্বাদ রামের মহত্ত্ব এবং পিতা পবনদেবের সহিত সখ্যবশতঃ অগ্নিদেব শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।``

এবার হনুমান্ রাবণকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত নিমেষ মধ্যে দেহের সকল পাশবন্ধন ছিন্ন করিয়া ভীষণ গর্জন করিতে করিতে উল্লম্ফনপূর্বক এক অত্যুচ্চ তোরণের উপরে উপবিষ্ট হইলেন। সেইস্থান হইতে প্রকাণ্ড একটি লৌহমুদ্গর হাতে লইয়া তাঁহার রক্ষক রাক্ষসগণকে পিষিয়া মারিলেন। অতঃপর দগ্ধলাঙ্গুল কপিবর বিদ্যুদ্‌বেগে লঙ্কার সুদৃশ্য ভবনসমূহের উপরে বিচরণ করিতেছিলেন। একমাত্র বিভীষণের গৃহ বাদ দিয়া

অপব সকল গৃহেই তিনি অগ্নিসংযোগ কবিযাছেন। লঙ্কায হাহাকাব পডিযা গেল। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে, বানবমূর্তি গ্রহণ কবিযা সাক্ষাৎ মহাকাল যেন লঙ্কাব এহেন দুর্গতি ঘটাইতেছেন। হনুমান্‌কে প্রলযাগ্নি মনে কবিযা ভীত বাক্ষসগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, আব হনুমান্ তেজঃপুঞ্জশোভিত আদিত্যেব ন্যায বিবাজ কবিতেছেন।'

দহ্যমান লঙ্কাপুবী ও ভীত বাক্ষসগণকে দেখিযা হনুমানেব অতিশয ভয ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, লঙ্কা দগ্ধ হইলে সীতাও দগ্ধ হইবেন—এই কথা চিন্তা না কবিযা তিনি নিতান্ত নির্বোধেব কাজ কবিযাছেন। যদি তাহাই ঘটিযা থাকে, তবে তিনি লঙ্কাতেই প্রাণত্যাগ কবিযা এই নির্বুদ্ধিতাব প্রাযশ্চিত্ত কবিবেন। তিনি পুনবায ভাবিতেছেন, সীতাব ন্যায পতিব্রতাকে অগ্নি নিশ্চযই স্পর্শ কবিতে সমর্থ নহেন। হনুমান্ যখন এইভাবে নানাবিধ চিন্তা কবিতেছিলেন, তখন চাবণগণেব একটি কথা তাঁহাব কর্ণগোচব হইল। তাঁহাবা বলিতেছিলেন—'লঙ্কানগবীব অনেক কিছুই ভস্মীভূত হইযাছে, কিন্তু জানকী দগ্ধ হন নাই—ইহা অতি বিস্মযেব ব্যাপাব।' এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ কবিযা হনুমান্ হৃষ্টচিত্তে পুনবায অশোকবনে জানকীব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন।'

বিনযমধুব বচনে সীতাকে আশ্বাস দিযা এবং তাঁহাকে অভিবাদন কবিযা হনুমান্ অবিষ্ট-পর্বতে আবোহণপূর্বক দেহকে বর্ধিত কবিলেন। অতঃপব আকাশমার্গে উৎপতিত হইযা বাযুবেগে উত্তবাভিমুখে যাত্রা কবিলেন।

দৃশ্যাদৃশ্যতনুর্বীবস্তথা চন্দ্রাযতেহম্ববে।
তার্ক্ষ্যাযমাণো গগনে স বভৌ বাযুনন্দনঃ ॥ ৫।৫৭।৯

—বাযুনন্দন (মেঘমালাব অন্তবালে) কখন প্রকাশ, কখন-বা অপ্রকাশ চন্দ্রমাব ন্যায প্রতীযমান হইতেছিলেন। কখনও (মেঘমালা বিদাবণপূর্বক নিপতিত হইযা) গগনমণ্ডলে গরুডেব ন্যায প্রতীযমান হইতেছিলেন।

এইভাবে স্বল্পকাল মধ্যে সাগব লঙ্ঘনপূর্বক মহেন্দ্রপর্বত দেখিতে পাইযাই হনুমান্ ভীষণ গর্জন কবিতে কবিতে ধাবিত হইতেছেন। সুহৃদেব দর্শনাকাঙ্ক্ষায বানবগণ উৎসুক হইযা ছিলেন। হনুমানেব গর্জন শুনিযাই জাম্ববান্ কহিলেন—'হনুমানেব উদ্দেশ্য নিশ্চযই সিদ্ধ হইযাছে। তিনি কৃতকার্য না হইলে এইরূপ নিনাদ শোনা যাইত না।'

হনুমান্ মেঘেব ন্যায গর্জন কবিতে কবিতে আকাশপথে আসিতেছেন দেখিযা বানবগণ কৃতাঞ্জলি হইযা অবস্থান কবিতে লাগিলেন। হনুমান্ মহেন্দ্র-শিখবে নিপতিত হইলে সকলে তাঁহাকে বেষ্টন কবিযা বসিযাছেন। ফল, মূল প্রভৃতি উপঢৌকন লইযা সুহৃদ্‌গণ তাঁহাব অভ্যর্থনা কবেন। জাম্ববান্ প্রভৃতি পূজ্যগণকে অভিবাদন কবিযা—

দৃষ্টা দেবীতি বিক্রান্তঃ সংক্ষেপেণ ন্যবেদযৎ। ৫।৫৭।৩৬

—বিক্রমশালী হনুমান্ সংক্ষেপে কহিলেন—'দেবীব দর্শন পাইযাছি।'

বানবগণেব জিজ্ঞাসাব উত্তবে হনুমান্ অশোকবনে বাক্ষসীপবিবৃতা মলিনা উপবাসক্লিষ্টা পতিব্রতা জানকীব বর্ণনা কবিলে পব সেই অমৃতোপম বাক্য-শ্রবণ কবিযা বানবগণেব আহ্লাদেব সীমা বহিল না। তাঁহাবা নাচিযা গাইযা নানাভাবে সেই আহ্লাদ প্রকাশ কবিযাছেন। হনুমানেব বলবীর্য ও বুদ্ধিমত্তাব প্রশস্তিকীর্তনে অঙ্গদাদি বীবগণ পঞ্চমুখ হইযা উঠিযাছেন। জাম্ববানেব জিজ্ঞাসাব উত্তবে হনুমান্ লঙ্কাযাত্রা হইতে আবম্ভ কবিযা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত যেসকল ঘটনা ঘটিযাছে, সমস্তই আদ্যোপান্ত বর্ণনা কবিযা উপসংহাবে কহিলেন—

এতৎ সর্বং ময়া তত্র যথাবদুপপাদিতম্ ।
তত্র যন্ন কৃতং শেষং তৎ সর্বং ক্রিয়তামিতি ॥ ৫।৫৮।১৬৯

—আমি সেখানে (লঙ্কায) এইসকল কার্য যথানিযমে সম্পন্ন কবিযাছি, আব যাহা যাহা অবশিষ্ট বাইযাছে, সেইসকল কার্য আপনাবা সম্পূর্ণ করুন।

হনুমান্ পুনবায সীতাব পাতিব্রত্য ও বর্তমান দুববস্থাব করুণ বর্ণনা কবিযা লঙ্কানগবী 'আক্রমণে কপিকুলকে উৎসাহ দিযা কহিতেছেন—

বামসুগ্রীবসখ্যঞ্চ শ্রুত্বা প্রীতিমুপাগতা ।
নিযতঃ সমুদাচাবো ভক্তির্ভর্তবি চোত্তমা ॥
যন্ন হন্তি দশগ্রীবং স মহাত্মা দশাননঃ ।
নিমিত্তমাত্রং বামস্তু বধে তস্য ভবিষ্যতি ॥ ৫।৫৯।২৯, ৩০

—বাম ও সুগ্রীবেব সখ্যেব কথা শুনিযা জানকী পবম প্রীতি লাভ কবিযাছেন। তাঁহাব নিযত সদাচাব ও উত্তম পতিভক্তি যে দশাননকে ধ্বংস কবে নাই, বাবণেব তপোমাহাত্ম্যই তাহাব কাবণ। দশাননেব বধে বাম নিমিত্তমাত্র হইবেন।

সীতাব দুববস্থাব কথা শুনিযা অঙ্গদ উত্তেজিত হইযা উঠেন। তিনি তখনই সহচব কপিকুলকে লইযা লঙ্কাভিযানেব সঙ্কল্প প্রকাশ কবিলে পব মহামতি জাম্ববান্ যুক্তিপূর্ণ বচনে সেই সঙ্কল্পে বাধা দিযাছেন।

এবাব বানবগণ হৃষ্টচিত্তে বাম ও সুগ্রীবেব সমীপে যাত্রা কবিযাছেন। আনন্দেব আতিশয্যে পথিমধ্যে সুগ্রীবেব মধুবনকে তাঁহাবা বিপর্যস্ত কবিযাছেন। সুগ্রীব বনরক্ষকেব মুখে এই সংবাদ শুনিযাই লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

দৃষ্টা দেবী ন সন্দেহো ন চান্যেন হনূমতা ।
ন হ্যন্যঃ সাধনে হেতুঃ কর্মণোহস্য হনূমতঃ ॥
ইত্যাদি। ৫।৬৩।১৯, ২০

—অন্য কেহ নহেন—নিশ্চযই হনুমান্ দেবীব দর্শন লাভ কবিযাছেন। হনুমান্ ব্যতীত অপব কেহ এই দুষ্কব কর্ম সাধন কবিতে পাবেন না। প্রজ্ঞা, অধ্যবসায, বীর্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কপিববেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুগ্রীবেব নির্দেশে হনুমান্ প্রমুখ বানবগণ প্রস্রবণগিবিতে সমাগত হইযাছেন। হনুমানেব মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিযা এবং সীতাব কথিত ও প্রদত্ত অভিজ্ঞান লাভ কবিযা বাম শোকে ও হর্ষে অভিভূত হইযা পড়েন। হনুমানেব প্রতি কৃতজ্ঞতায তাঁহাব অন্তব ভবিযা উঠিল। তিনি দীনতাবশতঃ এরূপ হিতকাবীব উপযুক্ত সম্মান কবিতে নিজেকে অসমর্থ মনে কবিযা পুলকিতদেহে তাঁহাব সর্বস্বভূত গাঢ় আলিঙ্গনে হনুমান্‌কে বদ্ধ কবিলেন।[১৮]

বামেব প্রশ্নেব উত্তবে হনুমান্ বামেব নিকট লঙ্কাপুবীব সম্পূর্ণ বর্ণনা কবিযাছেন। এবাব বাম সুগ্রীবাদি সহ লঙ্কায যুদ্ধযাত্রা কবিতেছেন। হনুমানেব পৃষ্ঠে আবোহণ কবিযা তিনি যাত্রা কবেন।

বিভীষণ বামেব আশ্রযে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে স্থান দেওযা উচিত হইবে কি না—এই বিষযে বাম সকলেব অভিমত জানিতে চাহিলেন। হনুমান্ সবিনযে বামকে কহিতেছেন—'বাজন্, কর্মে নিযোগ না কবিযা কাহাবও দোষগুণ জানা যায না। আব হঠাৎ নিযোগ কবাও উচিত মনে কবি না। মন্ত্রিগণ গুপ্তচব-নিযোগেব যে পবামর্শ দিযাছেন, প্রযোজনাভাবে তাহাবও কাবণ দেখিতেছি না। বিভীষণ দেশ-কাল বিচাব কবিযা আসেন নাই—এই কথাও ঠিক নহে। বাবণেব অশিষ্টতা ও আপনাব বিক্রম দর্শন কবিযা এই সমযে

তাঁহাব আসা উচিতই হইযাছে। তাঁহাব মুখমণ্ডল প্রসন্ন এবং কথাবার্তায কোনরূপ দুষ্টভাব লক্ষিত হয নাই। আমাব মনে হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আপনাব কৃপায লঙ্কাবাজ্য লাভ কবিবাব উদ্দেশ্যেই তিনি আসিযাছেন। অতএব তাঁহাকে আশ্রয দিলে আমাদেব ভালই হইবে।'[১৫] বিচক্ষণ হনুমানেব অনুমান নির্ভুল প্রতিপন্ন হইযাছে।

লঙ্কাপুবীব বিভিন্ন দ্বাবে বাম সৈন্যসমাবেশ কবিতেছেন। তিনি আদেশ দিতেছেন—

হনুনান্ পশ্চিমদ্বাবং নিষ্পীড্য পবনাত্মজঃ।
প্রবিশত্বপ্রমেযাত্মা বহুভিঃ কপিভির্বৃতঃ॥ ৬।৩৭।২৮

—অপ্রমেয বলবান্ হনুমান্ কপিগণে পবিবৃত হইযা পশ্চিমদ্বাবে প্রবেশ কবিযা যুদ্ধ কবিতে থাকুন।

বানবগণ ঝডেব মত বাক্ষসসৈন্যেব উপব ঝাঁপাইযা পডিযাছেন। উভযপক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। দ্বিতীয দিনেব যুদ্ধে বাক্ষসবীব ধূম্রাক্ষ হনুমানেব নিক্ষিপ্ত গিবিশৃঙ্গেব আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইযা প্রাণত্যাগ কবেন।[১৬]

হনুমান্ বীব অকম্পনকে বৃক্ষেব আঘাতে বধ কবিযাছিলেন।[১৭] নীল কর্তৃক বাক্ষস-সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইলে ক্রুদ্ধ বাবণ স্বযং সমবাঙ্গণে উপস্থিত হইযাছেন। হনুমান্ বাবণকে এরূপ এক ভীষণ চপেটাঘাত কবেন যে, সেই আঘাতে বাবণেব মাথা ঘুবিযা যায। পবে হনুমানেব বুকে মুষ্টিপ্রহাব কবিযা বাবণ নীলকে আক্রমণ কবিলে পব হনুমান্ সবোষে বাবণকে সম্বোধন কবিযা বলিতেছেন—'বাক্ষসবাজ, তুমি অন্যেব সহিত যুদ্ধ কবিতেছ, এইহেতু তোমাকে আক্রমণ কবিতে পাবিতেছি না।'[১৮]

এই উক্তি হইতে হনুমানেব মহানুভবতা ও ধর্মানুমোদিত বীবত্বেব একটি দিক্ উজ্জ্বল হইযা ফুটিযা উঠিযাছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে বাম বাবণেব সম্মুখীন হইলেই হনুমান্ বামকে স্বীয পৃষ্ঠে আবোহণ কবাইতেন।[১৯]

কুম্ভকর্ণেব সহিতও হনুমান্ প্রমুখ বীব বানবগণ পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ কবিযাছেন। বাম কর্তৃক কুম্ভকর্ণেব নিধনেব পব বাবণেব বৈমাত্র ভ্রাতা মহোদব ও মহাপার্শ্ব এবং বাবণেব পুত্র দেবান্তক, নবান্তক, ত্রিশিবাঃ ও অতিকায যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হইযাছিলেন। তাঁহাদেব কাহাকেও আব ফিবিতে হয নাই। মহাবল বানবগণেব হাতে সকলকেই প্রাণ দিতে হইযাছে। দেবান্তকেব মস্তকে মুষ্টিপ্রহাব কবিযা হনুমান্ তাঁহাকে বধ কবিযাছেন। মহোদবেব মাথায শৈলখণ্ড নিক্ষেপ কবিযা নীল তাঁহাকে যমালযে পাঠাইযাছেন। হনুমান্ খড়্গেব দ্বাবা ত্রিশিবাব শিবচ্ছেদ কবেন। মহাপার্শ্বেবই হস্তস্থিত গদা কাডিযা লইযা সেই গদাব আঘাতে বানববীব ঋষভ মহাপার্শ্বকে সংহাব কবিযাছেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাক্ষসবীবগণ সুগ্রীব, অঙ্গদ, দ্বিবিদ প্রমুখ কপিবীবগণেব সহিত যুদ্ধে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।[২০]

ইন্দ্রজিতেব ব্রহ্মাস্ত্র-প্রযোগে বানবসৈন্য সহ বাম ও লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইযা পডেন। সাতষট্টি কোটি বানবসৈন্য সেই ভীষণ অস্ত্রে নিহত হইযাছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান্, হনুমান্, নীল প্রমুখ কযেকজন বানব জীবিত ছিলেন। হনুমান্ ও বিভীষণ উল্কাহস্তে বাত্রিকালে সমবভূমিতে বিচবণ কবিতে কবিতে জাম্ববান্‌কে অন্বেষণ কবিতেছিলেন। বিভীষণেব কণ্ঠস্বব শুনিতে পাইযাই জাম্ববান্ তাঁহাকে চিনিতে পাবিযা কহিলেন, 'বানবশ্রেষ্ঠ হনুমানেব কুশল তো?' বাম লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রমুখ বীবগণেব কুশল জিজ্ঞাসা না কবিযা হনুমানেব কথা জিজ্ঞাসা কবিবাব কাবণ জানিতে চাহিলে জাম্ববান্ বিভীষণকে বলিযাছেন—

আপনাব চবিতামৃত পান কবিযা আমি আপনাব অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দূব কবিব।
বাম আসন হইতে উঠিযা ভক্তপ্রবব হনুমান্‌কে আলিঙ্গন কবিযা কহিতেছেন—'কপিবব, তোমাব সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে।

এৈকৈকস্যোপকাবস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে।
শেষস্যেহোপকাবাণাং ভবাম ঋণিনো নযম্ ॥ ইত্যাদি। ৭।৪০।২৩-২৬

—কপিবব, তোমাব এক একটি উপকাবেব প্রতিদা' আমাব প্রাণ দিতে পাবি। কিন্তু অসংখ্য উপকাবেব মধ্যে শেষ উপকাবেব জন্য আমি ঋণী বহিলাম। তোমাব উপকাবসমূহ আমাব মনেই থাকুক, আপৎকাল উপস্থিত হইলে মানবেব প্রত্যুপকাব কবিতে হয। কখনও যেন আমাকে তোমাব প্রত্যুপকাব না কবিতে হয।' এই কথা বলিযা বাম আপন কণ্ঠ হইতে বৈদূর্যমণিশোভিত উজ্জ্বল হাব উন্মোচন কবিযা হনুমানেব কণ্ঠে অর্পণ কবিযাছেন।

বামেব অশ্বমেধ-যজ্ঞে সম্ভবতঃ হনুমান্ উপস্থিত হইযাছিলেন। বামেব মহাপ্রযাণেব সমযও হনুমান্ উপস্থিত হইযা প্রভুব অনুগমনে প্রার্থনা নিবেদন কবিলে বাম বলিতেছেন—'হে হবিশ্রেষ্ঠ, তুমি দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা কবিযাছিলে, এখন তাহাব অন্যথা কবিবে না। যতদিন পৃথিবীতে আমাব কথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন হৃষ্টান্তঃকবণে আমাব আদেশ পালন কবিযা জগতে বিচবণ কব।'[২৬]

বামেব আদেশ শুনিযা হনুমান্ সানন্দে কহিতেছেন—

যাবত্তব কথা লোকে বিচবিষ্যতি পাবনী।
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালযন্ ॥ ৭।১০৮।৩৫

—যে-পর্যন্ত পৃথিবীতে আপনাব পবিত্র কথা প্রচলিত থাকিবে, সেই-পর্যন্ত আমি আপনাব আদেশ পালনপূর্বক পৃথিবীতে অবস্থান কবিব।

হিন্দুগণ এই ভক্তপ্রবব মহাবীবকে চিবজীবী বলিযা বিশ্বাস কবেন। দাস্যভাবেব উপাসকরূপে হনুমানেব পুণ্য নামই সর্বাগ্রে কীর্তিত হইযা থাকে। ভাবতেব বহু মন্দিবে এই মহাবীবেব মূর্তি নিত্য পূজিত হইতেছে। হনুমানেব গুণগ্রাম আমাদেব বিস্মযেব উদ্রেক কবে। এমন অহেতুক ভক্তিব অবতাব আব কোথাও দেখা যায না। বিশেষ বিবেচনা না কবিযা এই মনস্বী কোন কাজ কবিতেন না, আব তাঁহাকে যে-কাজেব ভাব দেওযা হইত, প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন কবিতেন। এই জিতেন্দ্রিয বীবপুরুষ কঠোব কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিষ্কাম কর্মেব জীবন্ত প্রতীক। ভবভূতি তাঁহাব নামে 'আর্য'-বিশেষণটি প্রযোগ কবিযাছেন। ভাবতবাসিগণ এই মহাবীবকে শ্রদ্ধাভবে প্রণাম নিবেদনকালে বলিযা থাকেন—

মনোজবং মারুততুল্যবেগম্,
জিতেন্দ্রিযং বুদ্ধিমতাং ববিষ্ঠম্।
বাতাত্মজং বানবযূথমুখ্যম্,
শ্রীবামদূতং শিবসা নমামি ॥

—যাঁহাব গতিবেগ মন ও পবনেব গতিবেগেব সমান, যিনি জিতেন্দ্রিয ও সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্, যে পবনপুত্র বানবসঙ্ঘেব প্রধান ও শ্রীবামেব দূত, সেই ব্যক্তিকে অবনতমস্তকে প্রণাম কবিতেছি।

---

১ ৪।৬৬।২-৩৪
২ ৪।৬৬।২৭-২৯
১৩ ৫।৫৫শ সর্গ
১৪ ৬।১।১১-১৪

৩ ৫।৫৮।১৩৫
৪।৩।২২
৪ ৬।১২৫।৪৪
৫ ৪।২৬।৩-৮
৬ ৪।২৯শ সর্গ
৭ ৪।৪৮শ-৫২শ-সর্গ
৮ ৪।৬৬তম সর্গ
৯ ৫।১ম সর্গ
১০ ৫।৪৫।১৭
১১ ৫।৫৩।৩৭
১২ ৫।৫৪শ সর্গ
১৫ ৬।১৭।৫১-৬৮
১৬ ৬।৫২।৩৬
১৭ ৬।৫৬।৩০
১৮ ৬।৫৯।৭৪
১৯ ৬।৫৯।১২৬
২০ ৬।৭০তম সর্গ
২১ ৬।৭৩তম ও ৭৪তম সর্গ
২২ ৬।৭৭।২৪
২৩ ৬।১০১তম সর্গ
২৪ ৬।১২৫তম সর্গ
২৫ ৬।১২৮।৮৫
২৬ ৭।১০৮।৩২-৩৪

রাক্ষস-সভ্যতা

বামাযণে বর্ণিত বাক্ষসচবিত্র আলোচনাব পূর্বে বাক্ষসগণেব সভ্যতা বিষযে কিঞ্চিৎ আলোচনা কবা যাইতেছে। 'বাক্ষস'-শব্দটি শুনিলেই আমাদেব অন্তঃকবণে যে বিভীষিকাব চিত্র উদিত হয, বস্তুতঃ বাক্ষসগণ সেইকপ নহেন। বাক্ষস ও যক্ষগণেব উৎপত্তি বিষযে বলা হইযাছে যে, প্রজাপতি জল সৃষ্টি কবিযা তাহাব বক্ষাব নিমিত্ত অনেক প্রাণী সৃষ্টি কবেন। সেই প্রাণিগণেব মধ্যে কেহ-কেহ বলিল—'আমবা জলকে বক্ষা কবিব।' আবাব কেহ কেহ বলিল—'আমবা জলেব যক্ষণ (পূজা) কবিব।' প্রজাপতি বলিলেন—

বক্ষাম ইতি যৈরুক্তং বাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ।
যক্ষাম ইতি যৈরুক্তং যক্ষা এব ভবন্তু বঃ ॥ ৭।৪।১৩

—তোমাদেব মধ্যে যাহাবা 'বক্ষা কবিব' বলিযাছ, তাহাবা বাক্ষস নামে খ্যাত হইবে, আব যাহাবা 'যক্ষণ কবিব' বলিযাছ, তাহাবা যক্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবিবে।

মাতৃপবিত্যক্ত একটি বাক্ষস-শিশুকে ক্রন্দনবত দেখিযা ভগবতী পার্বতী বব দিযাছিলেন যে বাক্ষসীগণ গর্ভধাবণ কবিযা তৎক্ষণাৎ সন্তান প্রসব কবিবে এবং প্রসূত শিশুও সঙ্গে-সঙ্গেই যৌবনদশা প্রাপ্ত হইবে।[১]

বাক্ষসগণেব চেহাবা নানাপ্রকাব। তাঁহাদেব মধ্যে সুদর্শন পুরুষ এবং নাবীও আছেন এবং বিকট কদাকাবও আছেন। তাঁহাবা ক্রুবস্বভাব ও পিঙ্গলনযন। বাক্ষসগণ ইচ্ছামত রূপ পবিবর্তন কবিতে পাবেন। সাধাবণতঃ বাক্ষসগণ কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহাদেব গাত্রবর্ণ মেঘ, মহিষ ও হাতীব বর্ণেব মত।[২]

বাক্ষসদেব বাহনও বিচিত্র। অশ্ব বথ প্রভৃতি তো আছেই, অধিকন্তু সিংহ, বাঘ, উট, হবিণ, গাধা, সাপ এবং পাখীকেও তাঁহাদেব বাহনরূপে দেখিতে পাই।[৩]

যুদ্ধ-বিদ্যায তাঁহাবা নিপুণ ছিলেন। বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র এবং বাজনীতিতেও তাঁহাদেব জ্ঞান যথেষ্টই ছিল। বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞেব প্রচলনও বাক্ষসদেব মধ্যে দেখা যায। এইসকল কথা বাক্ষসদেব চবিত্রেব আলোচনায জানা যাইবে। বাবণেব অগ্নিহোত্রেব অগ্নি দ্বাবা তাঁহাব শবদেহেব সৎকাব কবা হইযাছে। তাঁহাবা যে মুনিঋষিগণেব যাগযজ্ঞে উপদ্রব কবিতেন, তাহা সম্ভবতঃ মুনিঋষিদেব প্রতি বিদ্বেষেব বহিঃপ্রকাশ।

ভাবতেব দক্ষিণস্থ সমুদ্রেব দক্ষিণতীবে ত্রিকূট ও সুবেল-নামে পাশাপাশি দুইটি পর্বত আছে। ত্রিকূটেব মধ্যশিখবে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাব সৃষ্ট একটি বিশাল নগবী ছিল। নগবীটিব দৈর্ঘ্য একশত যোজন ও প্রস্থ ত্রিশ যোজন। তাহাব চাবিদিক্ স্বর্ণপ্রাকাবে বেষ্টিত ও নগবীটি স্বর্ণতোবণে বিভূষিত। এই নগবীটিব নাম লঙ্কা এবং তাহাই বাক্ষসদেব আদি নিবাস।[৪]

স্থাপত্যবিদ্যায বাক্ষসগণ যে কিরূপ উন্নত ছিলেন, লঙ্কানগবীব বর্ণনা হইতে তাহা জানিতে পাবা যায। অনেক স্থানেই লঙ্কাপুবীব চমৎকাব চিত্র অঙ্কিত হইযাছে।

পদ্ম ও উৎপলসমূহে পবিব্যাপ্ত, পবিখাসমূহে সুবক্ষিত পুবীটি কাঞ্চনময প্রাকাবেব দ্বাবা

পবিবেষ্টিত। পর্বতেব ন্যায উচ্চ শাবদমেঘবর্ণ প্রাসাদসমূহে পবিপূর্ণ লঙ্কানগবী ইন্দ্রেব অমবাবতীব ন্যায মনোহব। ধ্বজ-পতাকাশোভিত, লতাপ্রভৃতি-মণ্ডিত, সুবম্য কনকময তোবণসমূহে বিভূষিত লঙ্কাব সৌন্দর্য হনুমানকে মুগ্ধ কবিযাছিল।[৫]

বাবণেব বাসগৃহেব বর্ণনা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয। এরূপ ঐশ্বর্যপূর্ণ সুবিন্যস্ত প্রাসাদেব বর্ণনা বামাযণে আব কোথাও দৃষ্টিগোচব হয না।[৬]

লঙ্কা দর্শন কবিযা হনুমান্ বলিতেছেন—

যা হি বৈশ্রবণে লক্ষ্মীর্যা চন্দ্রে হবিবাহনে।
সা বাবণগৃহে বম্যা নিত্যমেবানপাযিনী ॥ ইত্যাদি। ৫।৯।৮, ৯

—কুবেব, চন্দ্র ও ইন্দ্রে যে লক্ষ্মী বিবাজমানা, বাবণেব গৃহেও সেই পবমবমণীযা অবিনশ্ববা লক্ষ্মী নিত্য বিরাজ কবিতেছেন। ঐশ্বর্যশালী দেবগণেব সমৃদ্ধি অপেক্ষাও বাবণেব ঐশ্বর্য সমধিক।

স্বর্গোঽযং দেবলোকোঽযমিন্দ্রস্যাপি পুবী ভবেৎ।
সিদ্ধির্বেযং পবা হি স্যাদিত্যমন্যত মারুতিঃ ॥ ৫।৯।৩০

—ইহা কি স্বর্গ, না দেবলোক, অথবা ইন্দ্রেব পুবী, না পবমা সিদ্ধি ? পবনতনয এইরূপ মনে কবিতেছিলেন।

বাক্ষসগণ শুভ্র বস্ত্র পবিধান কবিতেন এবং অঙ্গদাদি অলঙ্কাবও ধাবণ কবিতেন।[৭]

অভিজাত শ্রেণীব বসনভূষণেব প্রাচুর্যেব বর্ণনা দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয। হনুমান্ সীতাব অন্বেষণ-কালে বাত্রিতে বাবণেব অন্তঃপুবে নিদ্রিতা বাক্ষসীগণেব ঐশ্বর্যদর্শনে চমৎকৃত হইযাছেন। তিনি সেখানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রও দেখিতে পাইযাছিলেন। বাক্ষস-সমাজে মাল্য, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধনদ্রব্যেব আদবও যথেষ্টই ছিল। তাঁহাদেব সুরুচি কোন সমাজ হইতে ন্যূন নহে।

ছাগল, হবিণ, মহিষ, শূকব, মযূব, শজারু প্রভৃতি প্রাণীব মাংসই ছিল বাক্ষসগণেব প্রধান খাদ্য। গুড, চিনি, দধি, লবণ এবং নানাবিধ ফলেব ব্যবহাবও প্রচুব দেখিতে পাওযা যায। কাঁচা মাংস খাইতেই বাক্ষসেবা সমধিক অভ্যস্ত ছিলেন, মাংস পাক কবিযাও তাঁহাবা খাইতেন। পানীযেব মধ্যে মদ্যই ছিল প্রধান। নানাবিধ গন্ধদ্রব্যেব চূর্ণ মিশ্রিত কবিযা সুবাকে সুগন্ধ কবা হইত। স্ফটিক, সুবর্ণ এবং মণিময কুম্ভে সুবা বাখা হইত। ভাত বা রুটিব কথা কোথাও পাওযা যায না।[৮]

অভিজাত বংশেব নাবীগণ ঘোমটা দিতেন এবং অন্তঃপুবেই থাকিতেন। বাবণেব মৃত্যুব পব শোকাকুলা মন্দোদবীব বিলাপে শোনা যায—

দৃষ্ট্বা ন খল্বভিক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাম্।
নির্গতাং নগবদ্বাবাৎ পদ্ভ্যামেবাগতাং প্রভো ॥ ইত্যাদি। ৬।১১১।৬১,৬২

—প্রভো, আমি অনবগুণ্ঠিতা হইযা নগবদ্বাব হইতে বাহিব হইযা পদব্রজে এই স্থানে আসিযাছি। ইহা দেখিযাও কেন ক্রুদ্ধ হইতেছ না ? তোমাব অন্য ভার্যাগণও লজ্জা ও অবগুণ্ঠন পবিত্যাগ কবিযা এখানে আসিযাছেন। ইহাতেও তোমাব ক্রোধেব উদ্রেক হইতেছে না কেন ?

যুদ্ধে তাঁহাবা নানাপ্রকাব ছলচাতুবী ও মাযা আশ্রয কবিলেও ধর্মবুদ্ধি একেবাবে বিসর্জন দিতেন না। বাক্ষস অতিকায—

নাযুধ্যমানং নিজঘান কঞ্চিৎ। ৬।৭১।৪৪

—বানবযূথেব মধ্যে অযুধ্যমান কোন বানবকে প্রহাব কবেন নাই।

বিবাহাদি বিষয়ে শুচিতাব জ্ঞান সম্ভবতঃ বাক্ষসসমাজে খুব দৃঢ ছিল না। কামার্ত বাবণ সীতাকে বলিতেছেন—

স্বধর্মো বক্ষসাং ভীরু সর্বদৈব ন সংশযঃ।
গমনং বা পবস্ত্রীণাং হবণং সংপ্রমথ্য বা ॥ ৫।২০।৫

-.-হে ভীরু, বলপূর্বক পবস্ত্রী-হবণ বা পবস্ত্রী-গমন বাক্ষসগণেব সনাতন নিজধর্ম, ইহাতে কোন সংশয নাই।

বিভীষণাদিব মুখে এইপ্রকাব ব্যবহাবেব নিন্দাবাদও শোনা যায। বাবণেব মৃত্যুব পব মন্দোদবীব বিলাপেও বাবণেব কামমূলক আচবণেব নিন্দাই শোনা যাইতেছে। অতএব বাবণেব উল্লিখিত উক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব আবোপ কবা এবং এই উক্তিব উপব নির্ভব কবিযা বাক্ষসধর্ম স্থিব কবা সম্ভবতঃ সঙ্গত হইবে না।[৯]

লঙ্কাব নিকুম্ভিলায ভদ্রকালীব মন্দিব ছিল। ইন্দ্রজিৎ সেই দেবীব পূজা কবিতেন। লঙ্কাতে আবও দেবতাযতন ও চৈত্যপ্রাসাদ ছিল। ইহাতে অনুমিত হয—বিহিত পূজা-অর্চাদিতেও বাক্ষসগণ আস্থাবান্ ছিলেন। বাক্ষসসমাজেব সভ্যতা এবং আচরণে বেদ এবং তন্ত্রেব প্রভাব লক্ষ্য কবা যায। বাবণ প্রত্যহ শিবপূজা কবিতেন।

---

১ ৭।৪।৩১
২ ৬।৭৮তম সর্গ
৩ ৬।৬৫।৩৫
৪ ৭।৫ম সর্গ
৫ ৫।২।৫১-৫৬, ৫।৩।২-১৩
৬ ৫।৬।২-১৫, ৬।৩য সর্গ
৭ ৫।১৮।২৪
৮ ৫।১১শ সর্গ, ৬।১১।২৯
৯ ৬।১১১তম সর্গ

দশগ্রীব (রাবণ)

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাব ছযজন মানস পুত্র ছিলেন। তাঁহাদেব নাম হইতেছে—মবীচি, অত্রি, অঙ্গিবা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু। তাঁহাদিগকেও প্রজাপতি বলা হয।

পুলস্ত্যস্য তু তেজস্বী মহর্ষির্মানসঃ সুতঃ।
নাম্না স বিশ্রবা নাম প্রজাপতিসমপ্রভঃ ॥ ৬।২৩।৭

—প্রজাপতিব সমান দ্যুতিমান্ তেজস্বী মহর্ষি বিশ্রবা ছিলেন পুলস্ত্যেব মানস পুত্র।

অন্যত্র দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য ধর্মাচবণেব নিমিত্ত মহাগিবি মেরুব সমীপবর্তী বাজর্ষি তৃণবিন্দুব আশ্রমে যাইযা সেখানে বাস কবিতেছিলেন। ঋষি, পন্নগ, বাজর্ষি প্রমুখ ব্যক্তিগণেব কন্যা ও অপ্সবাগণ প্রাযই সেই আশ্রমে যাইযা ক্রীডা কবিতেন। তাঁহাবা তপস্বী পুলস্ত্যেব তপস্যাব বিঘ্ন উৎপাদন কবায ক্রুদ্ধ পুলস্ত্য অভিসম্পাত কবিলেন—

যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্ভং ধাবযিষ্যতি। ৭।২।১৩

—যে কন্যা অতঃপব আমাব দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, সে গর্ভধাবণ কবিবে।

কন্যাগণ এই অভিসম্পাত শুনিযাই পলাযন কবিযাছেন, কিন্তু বাজর্ষি তৃণবিন্দুব কন্যা সেই অভিসম্পাতেব কথা শোনেন নাই। পবদিনও তিনি আশ্রমে যাইযা পুলস্ত্যকে দর্শন কবিযাছেন। তপস্বীব দৃষ্টিমাত্র কন্যাটিব গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। বাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানস্থ হইযা সমস্তই অবগত হইযাছেন। তিনি পুলস্ত্যকে ভিক্ষাৰূপে এই কন্যাটি দান কবিতে চাহিলে পুলস্ত্য সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। পত্নীব সেবাযত্নে প্রসন্ন হইযা পুলস্ত্য পত্নীকে কহিলেন—'দেবি, তোমাকে অতি তেজস্বী একটি পুত্র দান কবিব। যেহেতু তুমি আমাব বেদাধ্যযন শুনিতে শুনিতে গর্ভবতী হইযাছ, সেইহেতু পুত্রটিব নাম হইবে বিশ্রবা।'

যথাকালে তৃণবিন্দুকন্যা (বেদশ্রুতি) বিশ্রবাব জননী হইযাছেন। বিশ্রবাও পিতাব ন্যায তপস্বী। তাঁহাব চবিত্রগুণে আকৃষ্ট হইযা মহামুনি ভবদ্বাজ তাঁহাব হস্তে আপন কন্যা দেববর্ণিনীকে সম্প্রদান কবেন। দেববর্ণিনীব পুত্রেব নাম বৈশ্রবণ (কুবেব)। পিতাব আদেশে বৈশ্রবণ লঙ্কাব অধিপতি হইযাছেন।

লঙ্কাস্থিত বাক্ষস সুকেশেব তিনজন পুত্র ছিলেন—মাল্যবান্, সুমালি ও মালি। তাঁহাবা তিনজনই মহাতপস্বী এবং তিনজনেই গন্ধর্ববংশে বিবাহ কবিযাছেন। মধ্যম ভ্রাতা সুমালিব এগাবটি পুত্র ও চাবিটি কন্যা জন্মে। তপস্যায নানাবিধ বব লাভ কবিযা বাক্ষসগণ দেবতাদেব উপব অত্যাচাব কবিতে থাকিলে দেবতাদেব সহিত তাঁহাদেব যুদ্ধ হয এবং সেই যুদ্ধে পবাজিত হইযা বাক্ষসগণ বসাতলে আশ্রয গ্রহণ কবেন।

একদা সুমালি বৈশ্রবণকে দেখিযা অত্যন্ত বিস্মিত হইযা ভাবিতে লাগিলেন, তিনি যদি এৰূপ তেজস্বী একটি দৌহিত্র প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহাব বংশ ধন্য হইবে। তিনি তাঁহাব সর্বগুণসম্পন্না তৃতীযা কন্যা কৈকসীকে কহিলেন—

সা ত্বং মুনিবরং শ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোদ্ভবম্ ।
ভজ বিশ্রবসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্ ॥ ইত্যাদি । ৭।৯।১১, ১২

—পুত্রি, তুমি প্রজাপতিকুলোৎপন্ন শ্রেষ্ঠগুণভূষিত পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্রবার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হও । তুমি মুনিবর হইতে তেজস্বী পুত্র লাভ করিবে ।

কৈকসী তপস্বীর অগ্নিহোত্রের সময় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন এবং ধ্যানযোগে তাঁহার বাসনা অবগত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন ।

বিশ্রবা কৈকসীর বাসনা জানিতে পারিয়া কহিলেন—'ভদ্রে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, কিন্তু তুমি দারুণ বেলায় পুত্রার্থিনী হইয়াছ বলিয়া ক্রূরকর্মা রাক্ষসের জননী হইবে ।' কৈকসী বিশ্রবার চরণে ধরিয়া সুপুত্রের প্রার্থনা জানাইলে পর বিশ্রবা বলিলেন—'তোমার তিনটি পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্রটি ধর্মনিষ্ঠ হইবে ।' কিছুদিন পর কৈকসী—

জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্ ।
দশগ্রীবং মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ইত্যাদি । ৭।৯।২৮-৩২

—অত্যন্ত ভয়ানক ও ক্রূরস্বভাব এক রাক্ষসের জননী হইলেন । পুত্রটির দশটি মস্তক, বৃহৎ দন্ত এবং গাত্রবর্ণ নীল অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় । তাহার জন্মকালে উল্কামুখ শিবাকুল ও মাংসভুক্ পক্ষিসমূহ দক্ষিণদিকে মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছিল ।

তখন সূর্যমণ্ডল মলিনতা প্রাপ্ত হইল, রক্তধারা বর্ষিত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর বায়ুপ্রবাহে সমুদ্রও ক্ষুভিত হইয়া উঠিল ।

অথ নামাকরোৎ তস্য পিতামহসমঃ পিতা ।
দশগ্রীবঃ প্রসূতোহয়ং দশগ্রীবো ভবিষ্যতি ॥ ৭।৯।৩২

—অতঃপর ব্রহ্মার তুল্য তেজস্বী পিতা বলিলেন—এই পুত্রটি দশটি গ্রীবা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে । অতএব ইহার নাম হইবে 'দশগ্রীব' ।

ইহার পর কৈকসী ক্রমশঃ কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা ও বিভীষণের জননী হইয়াছেন । যৌবনারম্ভে দশগ্রীব অতিশয় দুর্দান্ত ও সকলের উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিলেন ।

দশগ্রীবের বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম ছিল—বিদ্যুৎকেশ এবং বিদ্যুৎকেশের পত্নীর নাম ছিল—সালকটঙ্কটা । সেই রমণী অতি ভয়ঙ্করী ও তেজস্বিনী ছিলেন । এইজন্য দশগ্রীবের মাতামহবংশ সালকটঙ্কট-বংশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে ।[২]

ত্রিকূটশিখরে অবস্থিতা লঙ্কাপুরী ছিল দশগ্রীবের মাতামহের পূর্বপুরুষদের নিবাস । দেবগণের সহিত শত্রুতার ফলে রাক্ষসগণ সেই পুরী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন ।[৩]

রাক্ষসদের মনে দীর্ঘকাল সেই পরাজয়ের দুঃখ ছিল । কৈকসী পতির সমীপে সমাগত সপত্নীপুত্র কুবেরকে দেখিয়া দশগ্রীবকে বলিলেন—'বৎস,তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণকে দেখ । সে কিরূপ তেজস্বী ? একই পিতার সন্তান হইয়াও তোমার এমন দশা কেন ?'

জননীর ভর্ৎসনায় দশগ্রীব ঈর্ষান্বিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—

সত্যং তে প্রতিজানামি ভ্রাতৃতুল্যোহধিকোহপি বা ।
ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সন্তাপং ত্যজ হৃদ্গতম্ ॥ ৭।৯।৪৫

—মাতঃ, তুমি নিশ্চিন্ত হও । আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি পরাক্রমে ভ্রাতা বৈশ্রবণের তুল্য কিংবা তাঁহার অপেক্ষাও অধিক শক্তিমান্ হইব ।

দশগ্রীব স্থির করিলেন যে, কঠোর তপস্যার দ্বারা তিনি শক্তি সঞ্চয় করিবেন । দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া তিনি গোকর্ণের আশ্রমে যাইয়া তপশ্চর্যায় নিমগ্ন হইলেন । তাঁহার

কঠোব তপস্যায প্রসন্ন হইযা ব্রহ্মা তাঁহাকে বিজয লাভেব বব প্রদান কবেন। দশগ্রীব ব্রহ্মাব নিকট প্রার্থনা কবিলেন, তিনি যেন সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব ও বাক্ষসগণেব অবধ্য হন। অন্য কোন প্রাণী হইতে তাঁহাব ভযেব কাবণ নাই। মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গকে তিনি তৃণতুল্য মনে কবেন। ব্রহ্মা বলিযাছেন—'তাহাই হইবে।' অধিকন্তু ব্রহ্মা আবও বলিযাছেন—

বিতবামীহ তে সৌম্য ববঞ্চান্যং দুবাসদম্।
ছন্দতস্তব ৰূপঞ্চ মনসা যদ্ যথেপ্সিতম্॥ ৭।১০।২৪

—হে সৌম্য, আমি তোমাকে অন্য একটি দুর্লভ বব প্রদান কবিতেছি। তুমি মনে মনে যখন যে-প্রকাব ৰূপ ধাবণ কবিবাব ইচ্ছা কবিবে, তখনই সেইপ্রকাব ৰূপ ধাবণ কবিতে সমর্থ হইবে।

শাস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যায দশগ্রীব অসাধাবণ পাণ্ডিত্য অর্জন কবিযাছেন। তাঁহাব শাবীবিক শক্তিও অনন্যসাধাবণ। কালকেয প্রমুখ দানবগণ হইতে দশগ্রীব নানাপ্রকাব মাযাও শিক্ষা কবিযাছেন।[৪]

শক্তিগর্বে উন্মত্ত দশগ্রীব ত্রিভুবনে কাহাকেও গ্রাহ্য কবেন না। মাতামহ সুমালি ও মাতুল প্রহস্ত তাঁহাব গর্বাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতেছেন। সুমালি দেবতাদেব হাত হইতে লঙ্কা উদ্ধাবেব নিমিত্ত দশগ্রীবকে পবামর্শ দিলে দশগ্রীব কহিলেন যে, লঙ্কাধিপতি কুবেব তাঁহাব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহাব সহিত বিবাদ কবা উচিত হইবে না। পবে প্রহস্ত নানাভাবে ভাগিনেযকে উত্তেজিত কবায মদোন্মত্ত দশগ্রীবেব শুভবুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি বাক্ষসগণেব প্রাপ্য লঙ্কাপুবী তাঁহাব হাতে প্রত্যর্পণেব প্রস্তাব কবিযা প্রহস্তকেই কুবেবেব নিকট দূতৰূপে পাঠাইযাছেন। কুবেব এই প্রস্তাব শুনিযা বলিলেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব সম্পত্তিতে কনিষ্ঠেব তো অধিকাবই আছে, বিশেষতঃ বিষ্ণুবিতাডিত বাক্ষসগণকেও তিনি সসম্মানে লঙ্কায স্থান দিযাছেন। দূতকে এই কথা বলিযাই কুবেব পিতাব নিকট যাইযা দশগ্রীবেব দূত-প্রেবণেব কথা বলিযাছেন। পিতা বিশ্রবা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, বলদৃপ্ত দুর্মতি হইতে দূবে বাস কবাই উচিত। অতএব কুবেব যেন লঙ্কাপুবী পবিত্যাগ কবিযা কৈলাস-পর্বতে স্বীয আবাস বচনা কবেন।

পিতাব আদেশে কুবেব অনতিবিলম্বে লঙ্কা ত্যাগ কবিযা সপবিবাবে কৈলাসে চলিযা গেলেন।

স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচবৈস্তদা।
নিবেশযামাস পুবীং দশাননঃ। ৭।১১।৫১

—দশানন বাক্ষসগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইযা লঙ্কাপুবীব সিংহাসনে আবোহণ কবিলেন।

নীলমেঘতুল্য বাক্ষসগণে লঙ্কা পবিপূর্ণ হইযা উঠিল। সিংহাসন লাভ কবিযাই দশানন কালকাসুবেব পুত্র বিদ্যুজ্জিহ্বেব সহিত ভগিনী পূর্পণখাব বিবাহ দিযাছেন।[৫]

একদিন মৃগযায বহির্গত হইযা দশগ্রীব মষ-দানবেব সহিত পবিচিত হন। দানবেব সঙ্গে তাঁহাব কন্যা মন্দোদবীও বনে ভ্রমণ কবিতেছিলেন। দশগ্রীব ও মষ পবস্পবেব বংশেব পবিচয অবগত হইলেন। মন্দোদবী অতি সুন্দবী ও হেমা-নাম্নী অপ্সবাব গর্ভজাতা। মষ মহর্ষিপুত্র দশাননকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা কবিযা কন্যাদানেব প্রস্তাব কবিলে পব দশানন সম্মত হইযা সেই অবণ্যেব ভিতবেই মন্দোদবীকে পত্নীৰূপে গ্রহণ কবিযাছেন। মষ তাঁহাব বীব জামাতাকে তপস্যালব্ধ একটি উৎকৃষ্ট শক্তি-অস্ত্র যৌতুকস্বৰূপ দান কবেন।[৬]

অন্যত্র দেখা যায যে, পার্ষদ বাক্ষসগণ দশাননেব বলবীর্যেব বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—

ময়েন দানবেন্দ্রেণ ত্বদ্ভয়াৎ সখ্যমিচ্ছতা।
দুহিতা তব ভার্যার্থে দত্তা রাক্ষসপুঙ্গব ॥ ৬।৭।৭

—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সহিত সখ্যস্থাপনের ইচ্ছায় আপন দুহিতাকে আপনার ভার্যারূপে সম্প্রদান করিয়াছেন।

এই উক্তিটিকে অনুগত স্তাবকগণের স্তুতি বলিয়াও মনে করা যায়। দশাননের অসংখ্য ভার্যা ছিলেন। মারীচ দশাননকে বলিতেছেন—

প্রমদানাং সহস্রাণি তব রাজন্ পরিগ্রহে। ৩।৩৮।৩০

—হে রাজন্, আপনার সহস্র সহস্র সুন্দরী ভার্যা রহিয়াছেন।

দশাননের মৃত্যুর পরেও তাঁহার অসংখ্য ভার্যার বিলাপ শোনা যায়।[১]

দশাননের অন্তঃপুরে সীতার অন্বেষণকালে হনুমান্‌ও দেখিয়াছেন—

রাক্ষসীভিশ্চ পত্নীভী রাবণস্য নিবেশনম্।
আহৃতাভিশ্চ বিক্রম্য রাজকন্যাভিরাবৃতম্ ॥ ৫।৯।৬
রাজর্ষিবিপ্রদৈত্যানাং গন্ধর্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
রক্ষসাং চাভবন্ কন্যাস্তস্য কামবশঙ্গতাঃ ॥ ইত্যাদি। ৫।৯।৬৮-৭০

—রাক্ষসকন্যা ও অনেক রাজকন্যা দশাননের ভার্যা ছিলেন। অনেক প্রমদাকে তিনি বলপূর্বক আনয়ন করিয়াছেন। রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, দৈত্য, গন্ধর্ব এবং রাক্ষসের কন্যাগণ তাঁহার ভার্যা ছিলেন। কোন কোন প্রমদার পিতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া দশানন তাঁহাদিগকে অন্তঃপুরে আনিয়াছেন। কোন কোন প্রমদা তাঁহার রূপে মোহিতা হইয়াও তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন।

দশানন বলপূর্বক অনেক পরস্ত্রীকেও স্বীয় অন্তঃপুরে আনয়ন করিয়াছেন। সেই সতী রমণীগণ তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—

যস্মাদেষ পরক্যাসু রমতে রাক্ষসাধমঃ।
তস্মাদ্ বৈ স্ত্রীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্স্যতি দুর্মতিঃ ॥ ৭।২৪।২০

—যেহেতু এই রাক্ষসাধম পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়াছে, সেইহেতু স্ত্রীলোকের নিমিত্তই এই দুর্মতি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

এইসকল উক্তির বিপরীত উক্তিও রামায়ণেই রহিয়াছে। যথা—

ন চান্যকামাপি ন চান্যপূর্বা
বিনা বরার্হাং জনকাত্মজান্তু ॥ ৫।৯।৭০

—একমাত্র সীতা ব্যতীত যাঁহারা পূর্বে অন্য পুরুষে আসক্তা অথবা অন্য কর্তৃক গৃহীতা, এরূপ কোন রমণী রাবণ কর্তৃক অপহৃত হন নাই।

হনুমান্ ভাবিতেছিলেন—মহাত্মা লঙ্কেশ্বর সীতার প্রতি কি ক্লেশদায়ক অনার্য আচরণ করিবেন ?[৮]

এই স্থলে 'মহাত্মা' বিশেষণটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিভীষণের মুখেও শোনা যায় যে, দশানন দাতা, বীর, তপস্বী ও ভোগী, বেদান্তবিৎ, বিদ্বান্ ও অগ্নিহোত্রী।[৯]

এই শক্তিমান্ পুরুষের গুণগ্রাম ও দোষের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভবপর না হইলেও সীতা ব্যতীত অপর কোন পরস্ত্রীকে তিনি হরণ করিয়াছেন কি না—এই বিষয়টি বিচার্য। কারণ, তাঁহার মৃত্যুর পর অন্তঃপুরের কোন রমণীকে আনন্দিতা দেখিতে পাই না। অতএব বর্ণিত পরস্ত্রীহরণ যথার্থ কি না—এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

দশাননের প্রধান সচিব ছিলেন চারিজন। তাঁহাদের নাম হইতেছে—দুর্ধর, প্রহস্ত,

মহাপার্শ্ব ও নিকুম্ভ।[১০]

ইঁহাদেব মধ্যে প্রহস্ত দশাননেব মাতুল, মহাপার্শ্ব বৈমাত্র ভ্রাতা এবং নিকুম্ভ হইতেছেন ভ্রাতুষ্পুত্র (কুম্ভকর্ণেব পুত্র)। মহোদব (যুদ্ধোন্মত্ত) ও মহাপার্শ্ব (মত্ত) দশাননেব কোন বিমাতাব গর্ভজাত, তাহা জানা যায না।[১১]

দশাননেব সৈন্যসংখ্যা ছিল দশহাজাব কোটি। প্রহস্ত শুধু মন্ত্রীই নহেন, তিনি দশাননেব প্রধান সেনাপতিও ছিলেন।[১২]

মন্দোদবীব গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্রেব নাম হইতেছে—অক্ষ এবং দ্বিতীয পুত্রেব নাম মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ)।[১৩]

দশাননেব একজন ভার্যাব নাম ছিল—ধান্যমালিনী। তাঁহাব পুত্র অতিকায মহাযুদ্ধে লক্ষ্মণেব ব্রাহ্ম অস্ত্রে নিহত হইযাছিলেন।[১৪]

দেবান্তক, নবান্তক ও ত্রিশিবা-নামে দশগ্রীবেব আবও তিনজন পুত্রেব নাম জানা যায, কিন্তু তাঁহাদেব জননীব নাম জানা যায না। কুম্ভকর্ণেব নিধনেব পব তাঁহাবাও মহাযুদ্ধে যাইযা নিহত হইযাছেন।[১৫]

অসংখ্য ভার্যা, বীব পুত্রগণ ও পাত্রমিত্র সহ দশানন অনুপম লঙ্কাপুবীতে প্রবল প্রতাপে বাজত্ব কবিতেছেন। ব্রহ্মাব ববদানে দর্পোদ্ধত দশাননকে সকলেই ভয কবিতেন।

নৈনং সূর্য্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মাকুতঃ।
চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোহপি ন কম্পতে॥ ১।১৫।১০

—সূর্য দশাননকে উত্তপ্ত কবেন না। বাযু ইঁহাব পার্শ্বে বেগে প্রবাহিত হন না। অতি চঞ্চল তবঙ্গময সমুদ্রও ইঁহাব ভযে স্তব্ধ হইযা অবস্থান কবেন।

দশাননেব আকৃতি অতি মনোহব। বামাযণেব নানা স্থানে সেই মনোহব আকৃতি বর্ণিত হইযাছে।

বিংশদ্‌ভুজং দশগ্রীবং দর্শনীযপবিচ্ছদম্।
বিশালবক্ষসং বীবং বাজলক্ষণলক্ষিতম্॥ ৩।৩২।৮, ৩।৩৫।৭
নীলজীমূতসন্নিভঃ। ৩।৪৯।৮
নীলজীমূতসঙ্কাশ পীতাম্বব শুভাঙ্গদ। ৬।১১১।৭৯, ৪।৫৯।১৪
বিক্ষিপ্তৌ বাক্ষসেন্দ্রস্য ভুজাবিন্দ্রধ্বজোপমৌ। ইত্যাদি। ৫।১০।১৫-২৫
মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্। ৫।১০।২৫, ৬।১০৯।৩
শ্বেতচামবপর্যন্তং বিজযচ্ছত্রশোভিতম্।
বক্তচন্দনসংলিপ্তং বত্নাভবণভূষিতম্॥ ইত্যাদি। ৬।৪০।৪-৬
বজ্রাশনিকৃতব্রণম্। ইত্যাদি। ৩।৩২।৭-৯
বক্তমাল্যাম্ববধবস্তপ্তাঙ্গদবিভূষণঃ। ইত্যাদি। ৫।২২।২৫-২৮
শ্মশানচৈত্যপ্রতিমো ভূষিতোহপি ভযঙ্কবঃ। ৫।২২।২৯
কিবীটী চলকুণ্ডলাস্যঃ। ৬।৫৯।২৫
দেবদানববীবাণাং বপুর্নৈবংবিধং ভবেৎ। ৬।৫৯।২৮
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রেণ সবালার্কমিবাম্বুদম্। ইত্যাদি। ৫।৪৯।৭-৯
অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো বাক্ষসবাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥ ইত্যাদি। ৫।৪৯।১৭, ১৮

—দশগ্রীবেব দশটি মাথা ও বিশটি হাত। তাঁহাব পবিচ্ছদ সুদৃশ্য এবং বক্ষঃস্থল বিশাল। তাঁহাব দেহকান্তি বৈদূর্যমণিতুল্য ও বাজোচিত লক্ষণযুক্ত। নীল মেঘখণ্ডেব ন্যায তাঁহাব

নীলবর্ণ বিশাল দেহ। তিনি শ্বেত, পীত ও রক্তবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন। (সীতার অন্বেষণে দশাননের অন্তঃপুরে যাইয়া হনুমান্ সুখসুপ্ত দশাননের রূপ দেখিতেছেন—) কনকময় অঙ্গদে ভূষিত মহাত্মা রাক্ষসেন্দ্রের বাহুদ্বয় ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় বিক্ষিপ্ত। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধকালে ঐরাবতের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা যে ক্ষত হইয়াছিল, বাহুযুগলে সেই ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে। বিষ্ণুচক্রের প্রহারেও সেই বাহুযুগল বিক্ষত। হস্তিশুণ্ডসদৃশ বাহুযুগল অমিত শক্তির পরিচায়ক। বাহুদ্বয়ের সন্ধিগ্রন্থি সুলগ্ন, অঙ্গুলীসমূহ সুপুষ্ট ও বর্তুল। অংসদ্বয় সুগঠিত ও বজ্রপ্রহার-চিহ্নিত। রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত ভুজযুগল যেন পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় শুভ্র শয্যাতলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আম্র ও নাগকেশর পুষ্পের ন্যায় দশাননের সুরভি নিঃশ্বাসবায়ু বিনিঃসৃত হইতেছে। মণিমুক্তাচিত্রিত স্খলিত মুকুটে দশাননের কুণ্ডলোজ্জ্বল বদনমণ্ডল অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। রক্তচন্দনলিপ্ত হারসমন্বিত বিশাল বক্ষঃস্থলও অতি মনোহর। শুক্ল ক্ষৌম বসন ও পীতবর্ণ উত্তরীয়ে তাঁহার দেহকান্তি অতীব দর্শনীয়।

(সুগ্রীব দশাননকে দেখিতেছেন—) দশাননের মস্তকোপরি বিজয়চ্ছত্র ও দুই পার্শ্বে শুভ্র চামর শোভা পাইতেছে। তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত ও রত্নাভরণে সুশোভিত। দশাননের উত্তরীয়-বস্ত্র সুবর্ণরঞ্জিত এবং গাত্র নীলবর্ণ। তাঁহার বক্ষঃস্থলে ঐরাবতের দন্তাঘাতের চিহ্ন বর্তমান। দশাননের পরিধেয় বস্ত্র রক্তবর্ণ। দূর হইতে তিনি সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন।

দশাননের গতিভঙ্গী সিংহের ন্যায়। তাঁহার নিতম্বদেশে পরিহিত বৃহৎ মেখলা ভুজঙ্গপরিবেষ্টিত মন্দরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দশাননের পরিপুষ্ট ভুজদ্বয় যেন দুইটি পর্বতশৃঙ্গের ন্যায়। বিবিধ আভরণে ও সমুজ্জ্বল দেহকান্তিতে বিভূষিত হইলেও দশাননের রূপ শ্মশানবৃক্ষের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

(স্বয়ং রঘুপতিও প্রথমতঃ দশাননকে দেখিয়া বিভীষণকে বলিতেছেন—) 'অহো, রাক্ষসরাজ অতিশয় তেজস্বী। তিনি যেন দুষ্প্রেক্ষ্য সূর্যের ন্যায় শোভিত। তেজঃপুঞ্জকলেবর রাক্ষসপতির রূপ যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। দেবতা অথবা দানববীরগণের দেহও এইপ্রকার প্রভান্বিত নহে।'

(হনুমান্ বলিতেছেন—) 'নবোদিত সূর্যের দ্বারা মেঘমালা যেরূপ শোভা ধারণ করে, মণিমুক্তারঞ্জিত নীলকান্তি পূর্ণচন্দ্রবদন দশাননও সেইরূপ কান্তিমান্ পুরুষ। অহো, রাক্ষসরাজের আশ্চর্য রূপ, আশ্চর্য ধৈর্য ও অদ্ভুত পরাক্রম। বিচিত্র ইঁহার দেহদ্যুতি এবং ইনি সর্ববিধ সুলক্ষণসম্পন্ন। ইঁহার অধর্ম যদি প্রবল না হইত, তবে ইনি দেবতাদেরও অধিপতি হইতে পারিতেন।'

দশাননের রূপের বর্ণনায় দশ মাথা ও বিশ হাতের কথা যেরূপ রহিয়াছে, সেইরূপ এক মাথা ও দুই হাতের কথাও রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরেও দেখা যায় যে, শোকাকুল ভার্যাগণের কেহ তাঁহার মুখখানি দেখিয়া, কেহ বা মাথাটি দেখিয়া, কেহ বা মাথাটি কোলে রাখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন। সর্বত্রই একবচনান্ত শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে।[১৬]

এইসকল বর্ণনা হইতে অনুমিত হয়—দশাননের দুই হাত ও এক মাথাই যথার্থ, বিশখানি হাত ও দশটি মাথা সম্ভবতঃ তাঁহার প্রভাব-বর্ণনার উদ্দেশ্যে মহাকাব্যে কল্পিত হইয়াছে। অথবা সময়বিশেষে দশানন কৃত্রিম মাথা ও হাত যোজনা করিয়া নিজের ভয়ানকত্ব প্রদর্শন করিতেন।

সুপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ হইলেও দুর্বিনীত গর্বোদ্ধত দশানন সকলের নিকটই মণিভূষিত সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। তাঁহার অত্যাচারে ত্রিভুবন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৈশ্রবণ কনিষ্ঠেব অত্যাচাবেব খবব পাইয়া দূতমুখে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, তিনি যেন সকলেব সহিত সাধু আচবণ কবেন। দশাননেব দ্বাবা লাঞ্ছিত দেবতাগণ দশাননেব বিরুদ্ধে উদ্যোগ কবিতেছেন। অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতাব প্রতি স্নেহবশতঃ তিনি এই উপদেশ দিতেছেন।

দূতেব মুখে অগ্রজেব উপদেশ-বাক্য শুনিযাই দশানন বক্তচক্ষু হইয়া উঠিলেন। দূতকে ও বৈশ্রবণকে নানাপ্রকাব তিবস্কাব কবিযা তিনি কহিলেন যে, একজন লোকপালেব (বৈশ্রবণেব) ধৃষ্টতাব জন্য অচিবেই তিনি চাবিজন লোকপালকে হত্যা কবিবেন।

এবমুক্ত্বা তু লঙ্কেশো দূতং খড্গেন জঘ্নিবান্।
দদৌ ভক্ষযিতুং হ্যেনং বাক্ষসানাং দুবাত্মনাম্॥ ৭।১৩।৪০

—এই কথা বলিযাই লঙ্কেশ খড্গদ্বাবা দূতকে হত্যা কবিলেন এবং তাহাব দেহ দুবাত্মা বাক্ষসগণেব ভক্ষণেব নিমিত্ত দিযা দিলেন।

অতঃপব দশানন মহোদব, প্রহস্ত, মাবীচ, শুক, সাবণ ও ধূম্রাক্ষকে সঙ্গে লইযা যুদ্ধযাত্রা কবেন। প্রথমেই তিনি কৈলাসে যাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেবকে আক্রমণ কবিলেন। কুবেবকে জয কবিযা দশানন কুবেবেব পুষ্পক-বিমান অধিকাব কবিযাছেন।

পুষ্পকাবোহণে কৈলাসেব সমুচ্চ প্রদেশে যাইতে থাকিলে মহাদেবেব কিঙ্কব নন্দী দশাননকে বাধা দেন। নন্দী শঙ্কবেব দোহাই দিলেও মদমত্ত দশানন তাহা গ্রাহ্য কবেন নাই। পবন্তু—

তং দৃষ্ট্বা বানবমুখমবজ্ঞায স বাক্ষসঃ।
প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয ইব তোযদঃ॥ ৭।১৬।১৪

—নন্দীব মুখ বানবেব মুখেব ন্যায। নন্দীকে দেখিযা বাক্ষস দশানন অবজ্ঞাপূর্বক সজল জলধবেব গর্জনেব ন্যায অট্টহাস্যে উপহাস কবেন।

দশাননেব এই অশিষ্টতায ক্রুদ্ধ হইযা নন্দী অভিসম্পাত কবিযা বলিলেন—'হে দশানন, যেহেতু আমাব এই বানবরূপ দেখিযা তুমি আমাকে উপহাস কবিলে, সেইহেতু আমাব ন্যায আকৃতিবিশিষ্ট বানবগণ হইতেই তোমাব বংশ বিনষ্ট হইবে। তুমি আপন কুকর্ম দ্বাবাই হত হইযাছ। এইহেতু তোমাকে বধ কবিতে সমর্থ হইলেও আমি বধ কবিব না।'[১১]

অহঙ্কৃত দশানন নন্দীকে অবজ্ঞা কবিযা হস্তেব দ্বাবা কৈলাসকে কাঁপাইযা তুলিলেন। মহাদেব তাঁহাব পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বাবা সেই পর্বতকে অনাযাসে দাবাইযা দেন। দশানন আপন হস্তেব পীডনে ও বোষে এমন চীৎকাব কবিতে লাগিলেন যে, সেই চীৎকাবে ত্রিলোক কম্পিত হইতেছিল। মন্ত্রিগণেব পবামর্শে বিপন্ন দশানন মহাদেবেব স্তুতি কবিতে লাগিলেন। আশুতোষ প্রসন্ন হইযা বলিতেছেন—

প্রীতোঽস্মি তব বীবস্য শৌটীর্যাচ্চ দশানন।
শৈলাক্রান্তেন যো মুক্তস্ত্বযা বাবঃ সুদারুণঃ॥
যস্মাল্লোকত্রযং চৈতদ্ বাবিতং ভযমাগতম্।
তস্মাত্ত্বং বাবণো নাম নাম্না বাজন্ ভবিষ্যসি॥ ৭।১৬।৩৬, ৩৭

—হে দশানন, তুমি বীবপুরুষ, তোমাব পবাক্রমে আমি প্রীত হইযাছি। পর্বতেব চাপে তুমি যে দারুণ বাব (চীৎকাব) কবিযাছ, তাহাতে ভযে ত্রিলোক বাবিত (শব্দিত) হইযাছে। হে বাজন্, সেইহেতু আজ হইতে তুমি 'বাবণ'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবিবে।

প্রণত বাবণ মহাদেবেব নিকট একটি অস্ত্র প্রার্থনা কবিলে পব মহাদেব তাঁহাকে অত্যন্ত দীপ্তিমান্ 'চন্দ্রহাস-নামক একখানি খড্গ প্রদান কবেন এবং তাঁহাকে দীর্ঘজীবন লাভেব বব

দিযা বিদায দেন।

সমধিক গর্বোদ্ধত বাবণ এবাব সমস্ত পৃথিবী বিজযেব উদ্দেশ্যে পর্যটন কবিতে লাগিলেন। বাবণেব শাসন না মানিযা অনেক বীব ক্ষত্রিয সসৈন্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, আব অনেকে বাবণেব বশ্যতা স্বীকাব কবিলেন।

হিমালযে পবিভ্রমণকালে বাবণ এক সুন্দবী তপস্বিনী কন্যাব সাক্ষাৎ লাভ কবিলেন। জিজ্ঞাসায বাবণ জানিতে পাবিলেন যে, সেই কন্যা বৃহস্পতিপুত্র ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজেব দুহিতা এবং তাঁহাব নাম 'বেদবতী'। নাবাযণকে পতিরূপে লাভ করিবাব নিমিত্ত তিনি কঠোব তপস্যা কবিতেছেন।

তপস্বিনীব রূপলাবণ্য দর্শনে কামোন্মত্ত বাবণ তাঁহাকে ভার্যাত্বে ববণ কবিতে চাহিলেন। বেদবতী বাবণকে বাধা দিযাও নিবস্ত কবিতে পাবেন নাই। বাবণ বলপূর্বক বেদবতীব কেশগুচ্ছ ধাবণ কবিবামাত্র বেদবতী তপোবলে হস্তরূপ ছুবিকা দ্বাবা কেশগুলি ছেদন কবিযা ফেলিলেন। দেহত্যাগেব নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত কবিযা ক্রুদ্ধা বেদবতী বাবণকে বলিলেন—'হে অনার্য, তোমাব দ্বাবা ধর্ষিতা হইযা আমি এই দেহ ধাবণ কবিতে ইচ্ছা কবি না। তোমাকে অভিসম্পাত কবিলে আমাব তপঃক্ষয হইবে, আব দৈহিক শক্তিতে আমি তোমাকে বধ কবিতে পাবিব না। অতএব তোমাব সাক্ষাতেই আমি অগ্নিতে এই দেহ বিসর্জন কবিব। তোমাব বধেব নিমিত্ত আমি পুনবায নাবীরূপে জন্মগ্রহণ কবিব।'

এইকথা বলিযা তপস্বিনী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিযাছেন। পবজন্মে তিনি এক পদ্মপুষ্প হইতে উদ্ভূত হইযাছিলেন। পুনবায বাবণ সেই সুন্দবীকে দেখিতে পাইযা আপন ভবনে লইযা যান। বাবণেব লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রী সেই অপরূপ সুন্দবীকে দেখিযা বাবণকে বলিলেন যে, সেই সুন্দবীকে গৃহে বাখিলে বাবণেব মৃত্যু হইবে। মন্ত্রীব কথা শুনিযা বাবণ সেই সুন্দবীকে সাগবজলে নিক্ষেপ কবেন।

সা চৈব ক্ষিতিমাসাদ্য যজ্ঞাযতনমধ্যগা।
বাজ্ঞো হলমুখোৎকৃষ্টা পুনবপ্যুত্থিতা সতী ॥ ৭।১৭।৩৯

—সেই কন্যাই ভূমিপ্রদেশ প্রাপ্ত হইযা বাজর্ষি জনকেব যজ্ঞভূমিব মধ্যবর্তী ভূভাগে আসিযা উপস্থিত হইযাছিলেন। বাজর্ষিব হলকর্ষণেব সময হলাগ্রভাগেব দ্বাবা কৃষ্ট হইযা তিনিই পুনবায প্রকটিত হইযাছেন। (বাবণচবিত্রেব এইসকল ঘটনা মহামুনি অগস্ত্য বামকে শোনাইযাছেন।)

বেদবতীব অগ্নিপ্রবেশেব পব নানা স্থানে ভ্রমণ কবিতে কবিতে বাবণ উশীববীজ-নামক দেশে যাইযা যজ্ঞশীল নৃপতি মরুত্তকে দেখিতে পাইলেন। বাক্ষসেব ভযে ভীত যজ্ঞভূমিস্থিত দেবগণ মযূবাদি পক্ষী প্রভৃতিব রূপ ধাবণ কবিযা আত্মবক্ষা কবেন। যুদ্ধেব নিমিত্ত বাবণ কর্তৃক আহূত হইযাও যজ্ঞদীক্ষিত মরুত্ত যুদ্ধ না কবায বাবণ উচ্চৈঃস্ববে আপন জয ঘোষণা কবিযা এবং যজ্ঞমণ্ডপস্থ মহর্ষিগণকে ভক্ষণ কবিযা প্রস্থান কবেন।[১৮]

অনেক নৃপতিকে যুদ্ধে পবাজিত কবিযা বাবণ অযোধ্যায উপস্থিত হইযাছেন। অযোধ্যাধিপতি অনবণ্যকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কবিলে পব অনবণ্য বাবণেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইযাছেন। বাবণেব কবাঘাতে অনবণ্য ভূমিতলে লুটাইযা পডিলেন। বাবণেব উপহাস সহ্য কবিতে না পাবিযা মুমূর্ষু অনবণ্য অভিসম্পাত কবিতেছেন—

উৎপৎস্যতে কুলে হ্যস্মিন্নিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
বামো দাশবথির্নাম যস্তে প্রাণান্ হবিষ্যতি ॥ ৭।১৯।৩০

—ইক্ষ্বাকুবংশেব মহাত্মা নৃপতিগণেব এই বংশে দশবথনন্দন বাম জন্মগ্রহণ কবিবেন।

তিনি তোমাব প্রাণ সংহাব কবিবেন।

অনবণ্যেব প্রাণবায়ু নির্গত হইলে পব বাবণ প্রস্থান কবিলেন। দেবর্ষি নাবদেব পবামর্শে যমবাজকে আক্রমণ কবিযা বাবণ যুদ্ধে জযলাভ কবিযাছেন। তিনি কালকেয-দৈত্যগণকে বিনাশ কবিযাছেন এবং বরুণপুত্রকেও যুদ্ধে পবাজিত কবিযাছেন। নিব্যতকবচগণেব সহিত মৈত্রী স্থাপন কবিযা বাবণ সমধিক দুর্ধর্ষ হইযা উঠেন।[১৯]

চৌদ্দ হাজাব কালকেয-দৈত্যগণকে হত্যা কবিবাব সময যুদ্ধোন্মত্ত বাবণ আত্মপব বিচাব না কবিযা শূর্পণখাব স্বামীকেও হত্যা কবিযাছেন। শূর্পণখাব করুণ বিলাপ শুনিযাও তিনি নির্লজ্জেব ন্যায বলিতেছেন—

নাহমজ্ঞাসিষং যুধ্যন্ স্বান্ পবান্ বাপি সংযুগে। ৭।২৪।৩৪

—যুদ্ধকালে আমাব নিজ ও পব—এইপ্রকাব জ্ঞান ছিল না।

বাবণ বহুবিধ ধনবত্নে সন্তুষ্ট কবিযা বিধবা ভগিনী শূর্পণখাকে আপন মাসতুতো ভাই চৌদ্দ হাজাব বাক্ষসেব অধিপতি খবেব নিকট জনস্থানে পাঠাইযা দিলেন।[২০]

দেবলোক বিজযেব সময বাবণ কৈলাসে সৈন্যস্থাপন কবিযাছেন। একদা গভীব বাত্রিকালে পর্বতশিখবে বসিযা বাবণ কৌমুদীবিধৌত কৈলাসেব সৌন্দর্য দর্শন কবিতেছিলেন। সেই সমযে অপ্সবা বম্ভা দিব্য আভবণে ভূষিতা হইযা সেই স্থান দিযা যাইতেছিলেন। বাবণ বম্ভাব হস্ত ধাবণ কবিযা তাঁহাকে পবিতৃপ্ত কবিবাব প্রার্থনা জানাইলেন। বম্ভা কহিলেন যে, বাবণেব ভ্রাতুষ্পুত্র (কুবেবেব পুত্র) নলকুবেব তাঁহাব প্রিযতম। অতএব তিনি ধর্মতঃ বাবণেব পুত্রবধূ। বাবণেব পক্ষে এইপ্রকাব প্রস্তাব কবা নিতান্তই অনুচিত। শত অনুনয-বিনয ও ধর্মেব দোহাই দিযাও বম্ভা দুর্বৃত্তেব হাত হইতে আপনাকে মুক্ত কবিতে পাবিলেন না। বাবণ তাঁহাব বাসনা চবিতার্থ কবিযা বম্ভাকে ছাডিযা দিলেন। ভ্রষ্টাভবণা বম্ভা কাঁপিতে কাঁপিতে নলকুবেবেব নিকট যাইযা তাঁহাব পদতলে পতিত হইযাছেন। ধর্ষিতা বম্ভাব মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিযা ক্রুদ্ধ নলকুবেব অভিসম্পাত কবিলেন—

যদা হ্যকামাং কামার্তো ধর্ষযিষ্যতি যোষিতম্।
মূর্ধা তু সপ্তধা তস্য শকলীভবিতা তদা॥ ৭।২৬।৫৫

—বাক্ষস বাবণ আজ হইতে কোন নাবীব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে তাঁহাতে উপগত হইলে বাবণেব মাথা সাতখণ্ডে বিভক্ত হইযা যাইবে।

বাবণও সেই শাপেব কথা শুনিতে পাইযাছেন। এইজন্যই এই বিষযে সতর্কতা অবলম্বন কবিযাছেন।[২১]

বাবণেব অত্যাচাবে সকলই অতিষ্ঠ হইযা পডিযাছেন। তাঁহাব পুত্র মেঘনাদও পিতাব ন্যায মহাপ্রতাপশালী হইযা উঠিযাছেন।

এবং বাম সমুদ্ভূতো বাবণঃ লোককণ্টকঃ।
সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শক্রঃ সুবেশ্ববঃ॥ ৭।৩০।৫৬

—(মহর্ষি অগস্ত্য বামকে বলিতেছেন—) হে বাম, এইরূপে সপুত্র বাবণ সমগ্র জগতেব কণ্টক হইযা উঠিলেন। তিনি দেববাজ ইন্দ্রকেও যুদ্ধে জয কবিযাছেন।

একদা বাবণ হৈহযবাজধানী মাহিষ্মতীপুবীতে (জব্বলপুবেব দক্ষিণে) উপস্থিত হইযা হৈহযবাজ কার্তবীর্যার্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান কবেন। অর্জুন তখন নর্মদানদীতে স্নান কবিতে গিযাছেন। বাবণও সসৈন্যে নর্মদায স্নান কবিযা তীবে উঠিলেন।

যত্র যত্র চ যাতি স্ম বাবণো বাক্ষসেশ্ববঃ।
জাম্বূনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র স্ম নীয়তে ॥ ইত্যাদি। ৭।৩১।৪২-৪৪

—বাবণ যেখানেই যান না কেন, সুবর্ণময় একটি শিবলিঙ্গ তিনি সঙ্গে বাখেন। বাবণ বালুকাব বেদিব উপব সেই শিবলিঙ্গ স্থাপন কবিয়া পুষ্পাদি উপচাবে মহাদেবেব পূজা কবিলেন। পূজান্তে বাক্ষসবাজ শিবলিঙ্গেব সম্মুখে গান ও নৃত্য কবিতে লাগিলেন।

অর্জুনও অনতিদূবেই নর্মদায় স্নান কবিতেছিলেন। শুক ও সাবণেব মুখে অর্জুনেব অবস্থিতিব সংবাদ শুনিয়া যুদ্ধমদে অধীব বাবণ অর্জুন-সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জুনেব সঙ্গিগণেব মুখে বাবণ শুনিলেন যে, তাঁহাদেব মহাবাজ পবদিন যুদ্ধ কবিবেন। কিন্তু বাবণ কালবিলম্ব কবিতে অনিচ্ছুক হইয়া আস্ফালন কবিতে লাগিলেন। বাবণের সঙ্গিগণ অর্জুনেব সঙ্গিগণকে আক্রমণ কবিয়া বসিল। অগত্যা অর্জুনকেও তখনই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইল। অর্জুনেব ভীষণ গদা বক্ষে পতিত হওযায় বাবণ পশ্চাদপসবণে বাধ্য হইয়া আর্তনাদ কবিতে কবিতে বসিয়া পডিলেন। অর্জুন বলপুর্বক বাবণকে বাঁধিযা লইয়া আপন পুবীতে প্রবেশ কবেন।

বাবণেব পিতামহ পুলস্ত্য পৌত্রেব এই শোচনীয় দশাব সংবাদ শুনিয়া মাহিষ্মতীপুবীতে উপস্থিত হইযাছেন। অর্জুনেব দ্বাবা যথাবিধি অর্চিত হইয়া তিনি অর্জুনকে কহিলেন যে, তিনি পৌত্রেব মুক্তিব নিমিত্ত অর্জুন-সকাশে আগমন কবিযাছেন। অর্জুন ব্রহ্মর্ষিব অনুবোধ শিবে ধাবণ কবিয়া তৎক্ষণাৎ বাবণকে মুক্ত কবিযাছেন এবং নানাবিধ উপহাবে বাবণকে সম্মান প্রদর্শন কবিয়া অগ্নিসমীপে তাঁহাব সহিত মৈত্রী স্থাপন কবিযাছেন।

পুলস্ত্যেনাপি সন্ত্যক্তো বাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
পবিষ্বক্তঃ কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিনির্জিতঃ ॥ ৭।৩৩।১৯

—পুলস্ত্যেব অনুবোধে মুক্তিলাভ কবিয়া প্রতাপশালী বাক্ষসপতি পবাজযহেতু লজ্জিতভাবে আতিথ্য স্বীকাবপূর্বক অর্জুনকে আলিঙ্গন কবিলেন।

এখনও বাবণেব শিক্ষা হয় নাই। তিনি পুনবায বাজন্যবর্গেব সহিত যুদ্ধ কবিবাব উদ্দেশ্যে সর্বত্র বিচবণ কবিতে লাগিলেন। কিষ্কিন্ধাবাজ বালীব শক্তিমত্তাব কথা শুনিয়া বাবণ কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইয়া বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কবেন। বালীব অমাত্যগণেব মুখে বাবণ শুনিতে পাইলেন যে, বালী সন্ধ্যা কবিবাব উদ্দেশ্যে সমুদ্রে গিয়াছেন, শীঘ্রই তিনি ফিবিযা আসিবেন। বাবণ কালক্ষেপ কবা উচিত বিবেচনা কবিলেন না। তিনি তখনই পুষ্পকাবোহণে দক্ষিণ সমুদ্রতীবে উপস্থিত হইযাছেন। উপাসনাবত বালীকে দেখিতে পাইয়া বাবণ নিঃশব্দ পদসঞ্চাবে তাঁহাকে ধবিবাব উদ্দেশ্যে চলিতেছেন। বালীও বাবণকে দেখিতে পাইযাছেন এবং তাঁহাব উদ্দেশ্যও বুঝিতে পাবিযাছেন, পবন্তু তিনি বিচলিত হন নাই। পশ্চাদ্ভাগে বাবণেব পদশব্দ শুনিয়া বালী যখন বুঝিতে পাবিলেন যে, বাবণকে হাত দিয়া ধবা যাইবে, তখন মুখ না ফিবাইযাই গরুডেব সর্পগ্রহণেব ন্যায খপ্ কবিয়া বাবণকে ধবিযা ফেলিলেন। বাবণকে বগলে চাপিযা ধবিযাই বালী আকাশে উত্থিত হইযাছেন। বাবণেব সঙ্গিগণ বালীব অনুসবণ কবিতে পাবেন নাই। অনেক চেষ্টা কবিযাও বাবণ আপনাকে মুক্ত কবিতে পাবিলেন না। বাবণকে বগলে বাখিযাই বালী ক্রমশঃ পশ্চিম, উত্তব ও পূর্বসাগবে যাইয়া সন্ধ্যোপাসনা সম্পন্ন কবিযাছেন। পবে সেই অবস্থাতেই কিষ্কিন্ধায প্রত্যাবর্তন কবিযা বালী বাবণকে কক্ষমুক্ত কবিযা পুনঃ পুনঃ উপহাসপূর্বক জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, বাবণ কোথা হইতে আসিযাছিলেন।

বিস্মিত ও লজ্জিত বাবণ আত্মপবিচয় দিয়া মহাবীব বালীব অশেষ স্তুতি কবিতেছেন।

পবে সবিনযে বালীকে কহিতেছেন—

সোহহং দৃষ্টবলস্তুভ্যমিচ্ছামি হবিপুঙ্গব।
ত্বযা সহ চিবং সখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ॥ ৭।৩৪।৪০

—হে কপিশ্রেষ্ঠ, আমি আপনাব শক্তিব প্রত্যক্ষ পবিচয লাভ কবিযাছি। অগ্নিসমীপে আপনাব সহিত সুস্নিগ্ধ চিবসখ্য স্থাপন কবিতে ইচ্ছা কবি।

উভযে পবস্পব আলিঙ্গন ও হস্তধাবণপূর্বক অগ্নিসমীপে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইযাছেন। সঙ্গী অমাত্যগণেব সহিত বাবণ একমাসকাল পবম সুখে কিষ্কিন্ধায বাস কবিলেন।

বাবণেব দিগ্বিজযে অর্জুন ও বালীব হাতে তিনি অপদস্থ হইযাছেন, আব সর্বত্রই তিনি জযলাভ কবিযাছেন। তাঁহাব ঔদ্ধত্য কিছুমাত্র প্রশমিত হয নাই। বিশেষতঃ মানুষকে তিনি একেবাবেই গ্রাহ্য কবেন না। এহেন বাক্ষসবাজ যখন শূর্পণখাব বিডম্বনা ও জনস্থানেব বাক্ষসকুল-নিধনেব সংবাদ শুনিলেন, তখন ক্রোধে অগ্নিব ন্যায প্রজ্বলিত হইযা উঠিলেন।

জনস্থানেব বাক্ষসনিধনেব সংবাদদাতা বাক্ষস অকম্পনেব মুখে বাবণ বাম ও লক্ষ্মণেব পবিচয ও বীবত্বেব কথা শুনিযাছেন। সীতাব ৰূপলাবণ্যেব বর্ণনা কবিযা অকম্পন বাবণকে সীতাহবণেব পবামর্শও দিযাছে।[২২]

ইহাতে বোঝা যায যে, লঙ্কেশ্ববেব নাবী-বিষযে দৌর্বল্যেব কথা প্রজাবর্গেবও অবিদিত নহে।

অবোচযত তদ্‌বাক্যং বাবণো বাক্ষসাধিপঃ। ৩।৩১।৩২

—বাক্ষসাধিপতি বাবণও অকম্পনেব বাক্যকে যুক্তিযুক্ত বলিযাই মনে কবিযাছেন।

পবদিন বাবণ সীতাহবণে সহাযতাব নিমিত্ত সমুদ্রেব উত্তবতীবে তাডকাপুত্র মাবীচেব আশ্রমে গমন কবিযাছেন। মাবীচ বাবণকে এই দুঃসাহসিক কর্ম হইতে বিবত হইবাব নিমিত্ত অনেক যুক্তিপূর্ণ বাক্য বলায বাবণ লঙ্কায ফিবিযা আসিযাছেন।

ইহাব অব্যবহিত পবেই বিৰূপা শূর্পণখা বাবণ সমীপে উপস্থিত হইযা করুণ আর্তনাদে ও নানারিধ ভর্ৎসনাবাক্যে অগ্রজকে সবিশেষ উত্তেজিত কবিযাছে। বাবণেব বলবীর্যকীর্তনে মুখবা শূর্পণখাব উক্তি হইতে জানা যায যে, বাবণ বসাতলে ভোগবতীপুবীতে তক্ষককে পবাজিত কবিযা তাঁহাব পত্নীকে হবণ কবিযাছিলেন।[২৩]

শূর্পণখাও সীতাহবণে বাবণকে উত্তেজনা দিতে ত্রুটি কবে নাই। সে বাবণেব নিকট মিথ্যা বলিতেও কুণ্ঠিত হয নাই। শূর্পণখা বলিতেছে—

তান্তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গপযোধবাম্।
ভার্যার্থন্তু তবানেতুমুদ্যতাহং ববাননাম্॥ ইত্যাদি। ৩।৩৪।২১, ২২

—সেই বিস্তৃতজঘনা পীনোত্তুঙ্গস্তনী সুন্দবীকে আপনাব ভার্যাৰূপে আনিবাব নিমিত্ত উদ্যতা হইযা আমি ক্রূব লক্ষ্মণেব দ্বাবা এইভাবে বিৰূপিতা হইযাছি।

শূর্পনখাও অগ্রজেব স্বভাবচবিত্র ভালৰূপেই জানিত। তাহাব এই উক্তি বিফল হয নাই। লঙ্কেশ্বব সীতাহবণে স্থিবসঙ্কল্প হইযাছেন। যেৰূপেই হউক না কেন, সীতাকে তিনি অবশ্যই হবণ কবিযা আনিবেন।

বাবণ বথ প্রস্তুত কবিবাব নিমিত্ত সাবথিকে আদেশ দিলেন। সাবথি পিশাচেব ন্যায মুখবিশিষ্ট গর্দভসমূহকে উত্তম বথে যোজনা কবিযা লঙ্কেশ্ববকে নিবেদন কবিলে পব লঙ্কেশ্বব তাহাতে আবোহণ কবিযা যাত্রা কবেন।[২৪]

বাবণেব সেই বথও আকাশমার্গে উত্থিত হইত। অল্প সমযেই বাবণ সমুদ্রেব উত্তবতীবে অবণ্যেব ভিতব মাবীচেব আশ্রমে উপনীত হইযাছেন। মাবীচেব দ্বাবা যথাবিধি সৎকৃত হইযা

বাবণ জনস্থানেব সকল ঘটনা মাবীচেব নিকট বর্ণনা কবিলেন এবং বামেব নানাবিধ অত্যাচাবেব কথা বলিযা মাবীচকে অনুবোধ কবিলেন—

তস্য ভার্যাং জনস্থানাৎ সীতাং সুবসুতোপমাম্ ।
আনযিষ্যামি বিক্রম্য সহাযস্তত্র মে ভব ॥ ইত্যাদি । ৩।৩৬।১৩-২০

—দেবকন্যাসদৃশী বামেব ভার্যাকে আমি জনস্থান হইতে বলপূর্বক আনযন কবিব । তুমি আমাব সহায হও । তুমি মাযাপ্রযোগে নিপুণ ও ˝ পাযজ্ঞ । তোমাব ন্যায বীব আব কে আছে ? তুমি বজতবিন্দুচিত্রিত স্বর্ণমৃগবূপে বামেব আশ্রমে যাইযা সীতাব সমক্ষে বিচবণ কবিবে । সীতাব আগ্রহে বাম ও লক্ষ্মণ অবশ্যই তোমাকে ধবিতে যাইবেন । তুমি তাঁহাদিগকে দূবে আকর্ষণ কবিবে, আব সেই অবসবে আমি সীতাকে হবণ কবিব । ভার্যাব শোকে বাম কাতব হইযা পডিলে আমি নির্ভযে তাঁহাকে বধ কবিব ।

বাবণেব এই ভযানক প্রস্তাব শুনিযাই মাবীচেব মুখ শুকাইযা গিযাছে । তিনি বামেব শক্তিসামর্থ্যেব কীর্তন কবিযা সীতাবূপিণী অগ্নিশিখায হাত না দিবাব নিমিত্ত বাবণকে অনেক বুঝাইলেন । কিন্তু বাবণেব সঙ্কল্প কিছুতেই শিথিল হইল না ।

তং পথ্যহিতবক্তাবং মাবীচং বাক্ষসাধিপঃ ।
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যমযুক্তং কালচোদিতঃ ॥ ৩।৪০।২

—কালগ্রস্ত বাক্ষসাধিপতি মাবীচেব হিতকব সমুচিত বাক্য গ্রহণ না কবিযা মাবীচকে কর্কশ বাক্য বলিতে লাগিলেন ।

বাবণ মাবীচকে অর্ধবাজ্য প্রদানেব লোভও দেখাইযাছেন । পবিশেষে তিনি মাবীচকে বলিযাছেন—

আসাদ্য তং জীবিতসংশযস্তে,
মৃত্যুর্ধ্রুবোহদ্য মযা বিরুধ্যতঃ । ৩।৪০।২৭

—বামেব নিকট গমন কবিলে তোমাব জীবন হযতো সংশযাপন্ন হইবে, কিন্তু আমাব বাক্যেব অন্যথা কবিলে এখনই তোমাব মৃত্যু ঘটিবে ।

অগত্যা মাবীচকে সোনাব হবিণ সাজিতে হইল । বাম ও লক্ষ্মণ উভযই আশ্রমে অনুপস্থিত । বাবণ এই সুযোগে—

অভিচক্রাম বৈদেহীং পবিব্রাজকবূপধৃক্ । ইত্যাদি । ৩।৪৬।২-৮

—সন্ন্যাসীব বেশ ধাবণ কবিযা বৈদেহীব সমীপে গমন কবিলেন । বাবণ গৈবিক বস্ত্র পবিধান কবিযা ছত্র ও শিখা ধাবণ কবিযাছেন । তিনি বাম স্কন্ধে যষ্টি ও কমণ্ডলু এবং পদযুগলে পাদুকা ধাবণ কবিযাছেন । বাবণকে দেখিযা জনস্থানেব বৃক্ষগুলি নিস্পন্দ ও বাযু স্তব্ধ হইযা বহিল এবং বেগবতী গোদাববী শান্তভাব অবলম্বন কবিল ।

দৃষ্ট্বা কামশবাবিদ্ধো ব্রহ্মঘোষমুদীবযন্ । ইত্যাদি । ৩।৪৬।১৪, ১৫

—সীতাকে দেখিযাই বাবণ কামবাণে পীড়িত হইযা পডিযাছেন । বেদবচন উচ্চাবণপূর্বক তিনি সীতাব বূপেব প্রশংসা কবিতে লাগিলেন ।

সাধ্বী সীতা পাদ্যাদি উপচাবে সন্ন্যাসীব পূজা কবিযা বিস্তৃতবূপে আত্মপবিচয দিযাছেন । সীতা সন্ন্যাসীব বিস্তৃত পবিচয ও পর্যটনেব কাবণ জানিতে চাহিলে লম্পট লঙ্কেশ্বব আপনাব পবিচয দিযা বলিতেছেন—

তান্তু কাঞ্চনবর্ণাভাং দৃষ্ট্বা কৌশেযবাসিনীম্ ।
বতিং স্বকেষু দাবেষু নাধিগচ্ছাম্যনিন্দিতে ॥ ইত্যাদি । ৩।৪৭।২৭-৩১

—হে অনিন্দিতে, কৌশেয-বসনা কাঞ্চনবর্ণা তোমাকে দর্শন কবিযা নিজেব ভার্যাদেব প্রতি

আমাব আব অনুবাগ হইতেছে না। আমাব অনেক উত্তমা ভার্যা বহিয়াছেন। তুমি আমাব প্রধানা মহিষী হইবে। মনোহব লঙ্কাপুবীব উপবনসমূহে আমাব সহিত তুমি সানন্দে বিহাব কবিবে। পাঁচ হাজাব পবিচাবিকা তোমাব পবিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে।

সীতাব উত্তবে ক্রুদ্ধ হইলেও বাবণ সেই ক্রোধ গোপন বাখিয়া নিজেব শক্তিমত্তা ও লঙ্কাপুবীব ঐশ্বর্যেব বর্ণনা দ্বাবা সীতাব চিত্তহবণেব চেষ্টা কবিলেন। পুনবায় সীতাব তেজোদৃপ্ত বচন শুনিয়া বাবণ আপন মূর্তি ধাবণ কবিয়াছেন। তাবপব—

অভিগম্য সুদুষ্টাত্মা বাক্ষসঃ কামমোহিতঃ।
জগ্রাহ বাবণঃ সীতাং বুধঃ খে বোহিণীমিব ॥ ইত্যাদি। ৩।৪৯।১৬, ১৭

—আকাশে বুধগ্রহ বোহিণীকে গ্রহণ কবিলে যেরূপ দুঃসাহসিকতা হইত, কামমোহিত দুবাত্মা বাক্ষস বাবণ সেইরূপ দুঃসাহসে সীতাব সমীপে যাইয়া তাঁহাকে ধবিলেন। (এই শ্লোকে অভূতোপমা অলঙ্কাব। বুধ হইতেছেন চন্দ্রেব পুত্র, আব বোহিণী চন্দ্রেব পত্নী। কামবশে জননীব প্রতি কুদৃষ্টি কবিলে পুত্রেব যে গতি হয়, দুবাত্মা বাবণেবও সেইরূপ গতি হইবে—ইহাই এই উপমাব তাৎপর্য।)

বাবণ বামহস্তে সীতাব কেশ ও দক্ষিণহস্তে উরুদ্বয় ধাবণ কবিয়া তাঁহাকে বথে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান কবিতেছেন।

পথিমধ্যে জটায়ু সীতাকে উদ্ধাবেব চেষ্টা কবায় বাবণেব হাতে প্রাণ দিয়াছেন।

স তু সীতাং বিচেষ্টন্তীমঙ্কেনাদায় বাবণঃ।
প্রবিবেশ পুবীং লঙ্কাং রূপিণীং মৃত্যুমাত্মনঃ ॥ ইত্যাদি। ৩।৫৪।১১-১৬

—বাবণেব হাত হইতে মুক্ত হইবাব নিমিত্ত যিনি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কবিতেছেন, সেই আপনাব মৃত্যুরূপিণী সীতাকে ক্রোড়ে কবিয়া বাবণ লঙ্কাপুবীতে প্রবেশ কবিয়াছেন। প্রথমতঃ আপন অন্তঃপুবে সীতাকে বাখিয়া তাঁহাব পাহাবাব নিমিত্ত বাবণ কয়েকজন বাক্ষসীকে নিযুক্ত কবিয়া বলিতেছেন—'কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক আমাব অনুমতি না লইয়া সীতাব সহিত দেখা কবিতে পাবিবেন না। ইনি মণি-মুক্তা, বস্ত্র বা অলঙ্কাবাদি যাহা চাহিবেন, তোমবা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান কবিবে। তোমাদেব মধ্যে যে ইঁহাকে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে, তাহাকেই আমি হত্যা কবিব।'

অতঃপব বাবণ বামেব গতিবিধি লক্ষ্য কবিবাব নিমিত্ত আটজন বীব বাক্ষসকে গুপ্তচবরূপে জনস্থানে প্রেবণ কবেন। বাবণ তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তাঁহাবা যেন নিয়মিতরূপে সংবাদ জানাইতে অন্যথা না কবেন এবং সর্বদা যেন বামকে হত্যা কবিবাব চেষ্টা কবেন।[৫৫]

স চিন্তয়ানো বৈদেহীং কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ।
প্রবিবেশ গৃহং বম্যং সীতাং দ্রষ্টুমভিত্ববন্ ॥ ইত্যাদি। ৩।৫৫।২-৩৭

—বিদেহবাজনন্দিনী সীতাব চিন্তা কবিতে কবিতে বাবণ কামবাণে পীড়িত হইয়া সীতাব দর্শনেব নিমিত্ত অতি শীঘ্র সেই বমণীয় গৃহে প্রবেশ কবিলেন। শোকভাবে অবসন্না অশ্রুমুখী সীতাকে তিনি বলপূর্বক স্বীয় অন্তঃপুবেব ঐশ্বর্য দেখাইয়া বলিতেছেন—'দেবি, আমি তোমাব চবণে মস্তক বাখিতেছি, প্রসন্ন হও, আমি তোমাব ভৃত্য হইলাম। বাবণ আব কোন স্ত্রীলোককে প্রণাম কবে নাই।' কামসন্তপ্ত বাবণ যমেব বশীভূত হইয়া সীতাকে এইরূপ বলিয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, সীতা তাঁহাব প্রণয়ে নিশ্চয়ই বশীভূতা হইয়াছেন।

বৈদেহীব পরুষ বচনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বাবণ বলিতেছেন—

শৃণু মৈথিলি মদ্বাক্যং মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি।
কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চাৰুহাসিনি।
ততস্ত্বাং প্রাতবাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশতঃ ॥ ৩।৫৬।২৪, ২৫

—হে চাৰুহাসিনি মৈথিলি, তুগি আমাব বাক্য শ্রবণ কব। হে ভামিনি, তুমি যদি এক বৎসবেব মধ্যে আমাব অনুগতা না হও, তবে পাচকগণ আমাব প্রাতঃকালীন ভোজনেব নিমিত্ত তোমাকে খণ্ড খণ্ড কবিযা ছেদন কবিবে।

সীতাব পাহাবায নিযুক্ত বাক্ষসীগণকে বাবণ বলিতেছেন—

অশোকবনিকামধ্যে মৈথিলী নীযতামিতি।
অত্রেযং বক্ষ্যতাং গূঢ়ং যুষ্মাভিঃ পবিবাবিতা ॥ ইত্যাদি। ৩।৫৬।৩০, ৩১

—তোমবা সকলে মৈথিলীকে অশোকবনে লইযা যাও। তোমবা বিশেষ সতর্কতাব সহিত ইঁহাব পাহাবা দিবে। কখনও সান্ত্বনাপূর্ণ বচনে কখনও বা ভযপ্রদর্শক ভর্ৎসনাবাক্যে বন্যহস্তিনীব ন্যায ইঁহাকে আমাব প্রতি অনুবক্ত কবিবে।

বাক্ষসীগণ প্রভুব আজ্ঞা পালন কবিযাছে। সীতা অশোকবনে স্থাপিত হইলেন। বাবণ নানা উপাযে সীতাকে প্রলোভন দিতেছেন, ভয দেখাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সতীসাধ্বী সীতাকে নিজেব প্রতি অনুকূল কবিতে পাবিতেছেন না। প্রায দশ মাস কাল গত হইল। হনুমান্ অশোকবনে সীতাব দর্শন পাইযাছেন। হনুমান্ও দেখিতে পাইলেন যে, কামোন্মত্ত বাবণ অতি প্রত্যুষে একশত সুন্দবী ভার্যায পবিবৃত হইযা সীতাব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন। বাবণ তাঁহাকে পতিৰূপে স্বীকাব কবিবাব নিমিত্ত নিজেব বলবীর্য ও ঐশ্বর্যেব কীর্তন কবিযা সীতাকে প্রলুব্ধ কবিতে প্রযাস পাইতেছেন, পবন্তু সীতা বামেব গুণাবলী কীর্তনপূর্বক লঙ্কেশ্ববকে তিবস্কাব কবিতেছেন। সীতাব উগ্র বচনে ক্রুদ্ধ হইযা বাবণ বলিতেছেন—

সন্নিযচ্ছতি মে ক্রোধং ত্বযি কামঃ সমুত্থিতঃ।
দ্রবতো মার্গমাসাদ্য হযানিব সুসাবথিঃ ॥ ইত্যাদি। ৫।২২।৩-৫

—বিপথে ধাবিত অশ্বগণকে উত্তম সাবথি যেৰূপ সংযত কবিযা বাখে, তোমাব প্রতি সমুত্থিত কামও আমাব ক্রোধকে সেইৰূপ সংযত কবিযা বাখিতেছে। তুমি বধার্হ হইলেও তোমাব প্রতি আসক্তিবশতঃ তোমাকে হত্যা কবি নাই, পবন্তু তোমাব কঠোব বাক্য সহ্য কবিতেছি।

অধিকতব ক্রুদ্ধ হইযা বাক্ষসবাজ সীতাকে বলিতেছেন—

দ্বৌ মাসৌ বক্ষিতব্যৌ মে যোহবধিস্তে মযা কৃতঃ।
ততঃ শযনমাবোহ মম ত্বং বববর্ণিনি ॥
দ্বাভ্যামূর্ধ্বন্তু মাসাভ্যাং ভর্তাবং মামনিচ্ছতীম্।
মম ত্বাং প্রাতবাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি খণ্ডশঃ ॥ ৫।২২।৮, ৯

—তোমাব মনঃস্থিব কবাব নিমিত্ত আমি যে সময নির্ধাবণ কবিযাছিলাম, তাহাব অবশিষ্ট দুইমাস কাল প্রতীক্ষা কবিব। এই সমযেব মধ্যে তুমি আমাব শয্যাসঙ্গিনী হইবে। দুইমাস পবেও আমাকে পতিৰূপে গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে পাচকগণ আমাব প্রাতর্ভোজনেব নিমিত্ত তোমাকে টুক্‌বা টুক্‌বা কবিযা ছেদন কবিবে।

প্রস্থানকালে বাবণ কিঙ্কবীগণকে বলিযা গেলেন যে, তাহাবা যেন সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডপ্রযোগে সীতাকে তাঁহাব বশে আনিতে চেষ্টা কবে। কাম ও ক্রোধে প্রস্থানোদ্যত লঙ্কেশ্বব যখন সীতাকে লক্ষ্য কবিযা গর্জন কবিতেছেন, তখন বাক্ষসী ধান্যমালিনী (বাবণেব ভার্যা)

বাবণকে আলিঙ্গন কবিযা কহিলেন—'মহাবাজ, এই কুরূপা মানুষী দ্বাবা কি হইবে? অকামাব প্রতি আসক্ত হইলে শবীব সন্তপ্ত হয। সকামা আমাকে আলিঙ্গন করুন।'

বাক্ষসীব এই অদ্ভুত আচবণে হাসিতে হাসিতে বাবণ স্বগৃহে প্রস্থান কবিলেন।[২৬]

(তিলকটীকাকাব বলিতেছেন যে, সীতাব প্রতি দযাবশতঃ কুপিত লঙ্কেশ্ববেব ক্রোধেব উপশমেব নিমিত্তই ধান্যমালিনী এই হাস্যবসেব অবতাবণা কবিযাছেন।)

দেব-গন্ধর্বকন্যাদি ভার্যাগণও বাবণেব উপব প্রসন্ন ছিলেন না। সীতাব তেজস্বিতা দর্শনে প্রীত হইযা তাঁহাবা মুখেব ও চোখেব ভাবভঙ্গী দ্বাবা সীতাকে আশ্বাস দিযাছেন।[২৭]

(হনুমান্ মহেন্দ্রপর্বতে প্রত্যাবর্তনেব পব লঙ্কাপুবীব সকল ঘটনা জাম্ববান্ প্রমুখ স্বজনগণেব নিকট বর্ণনা কবিযাছেন। তখন হনুমানেব মুখে শোনা যায যে, জানকীব পরুষ বচনে ক্রুদ্ধ হইযা দুবাত্মা বাবণ—

মৈথিলীং হন্তুমাবব্ধঃ স্ত্রীভির্হাহাকৃতস্তদা। ইত্যাদি। ৫।৫৮।৭৬-৮০

—মৈথিলীকে বধ কবিতে উদ্যত হইলেন। তখন তাঁহাব ভার্যাগণ হাহাকাব কবিতে লাগিলেন। দুবাত্মাব মহিষী মন্দোদবী কামপীডিত পতিকে নিবাবণপূর্বক বলিযাছেন—'হে বীব, জানকী আমা অপেক্ষা সুন্দবী নহে, তুমি আমাব সহিত ক্রীডায প্রবৃত্ত হও।' সকল বমণী বাবণকে ধবিযা অন্তঃপুবে লইযা গেলেন।

অশোকবনেব ঘটনায এইরূপ কথা পাওযা যায না। সেইস্থানে সীতাকে লক্ষ্য কবিযা বাবণেব গর্জনেব কথাই জানা যায এবং মন্দোদবীব নামও সেইস্থানে গৃহীত হয নাই। তিলকটীকাকাব বলিতেছেন—'হযতো মন্দোদবীব অপব নাম ছিল ধান্যমালিনী। অথবা মন্দোদবী ও মালিনী উভয ভার্যাই পতিকে তখন আলিঙ্গন কবিযাছেন।' মন্দোদবী আব ধান্যমালিনী যে অভিন্ন নহেন, ইহা নিশ্চিত। যদি উভযেই আলিঙ্গনেব দ্বাবা পতিকে বাধা দিযা থাকেন, তথাপি 'গর্জিতঃ' এবং 'হন্তুমাবব্ধঃ' সমানার্থক নহে। ভযঙ্কব লঙ্কেশ্ববেব গর্জন হইতে হনুমান্ হযতো অনুমান কবিযাছেন যে, এবাব নিশ্চযই বাবণ সীতাকে হত্যা কবিবেন। আব ধান্যমালিনী কর্তৃক নিবাবণেব পবে মন্দোদবীও হযতো একই উপাযে ক্রুদ্ধ ও কামোন্মত্ত পতিকে নিবাবণ কবিযাছেন। হনুমান্ স্বজনগণেব নিকট শুধু প্রধানা মহিষীব কথাই বলিযাছেন। এইপ্রকাব কল্পনা ব্যতীত উভয স্থলেব সামঞ্জস্য বিধান কবা কঠিন।)

অতঃপব মহাবীব হনুমান্ লঙ্কাপুবীব যে দুর্দশা ঘটাইযাছেন, তাহা হনুমানেব চবিতেই আলোচিত হইযাছে। প্রসঙ্গতঃ বাবণেব তৎকালীন আচবণেব কথাও বিবৃত হইযাছে।

হনুমানেব অসাধাবণ বিক্রম ও কৃতিত্ব দেখিযা লঙ্কেশ্বব মন্ত্রিগণেব পবামর্শ গ্রহণ কবিতে বসিযাছেন। তিনি—

অব্রবীদ্ বাক্ষসান্ সর্বান্ হ্রিযা কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ। ইত্যাদি। ৬।৬।২-১৮

—লজ্জায কিঞ্চিৎ অধোবদন হইযা মন্ত্রিগণকে কহিতেছেন—সামান্য একটি বানব এই লঙ্কাপুবীতে প্রবেশ কবিযা সীতাব সহিত দেখা কবিযাছে এবং আমাদেব অনেক আত্মীয-স্বজনকে বধ কবিযা লঙ্কাপুবী দগ্ধ কবিযাছে। ইহাব পব আমাদেব কি কবা উচিত হইবে—আপনাবা চিন্তা করুন। মন্ত্রিগণও মিত্রবর্গেব সহিত পবামর্শপূর্বক কর্তব্য স্থিব কবিলে ভবিষ্যতে কল্যাণ হয। হাজাব হাজাব বানবসৈন্যে পবিবেষ্টিত হইযা শীঘ্রই বাম লঙ্কায উপস্থিত হইবেন। বামেব ন্যায ব্যক্তিব পক্ষে সদলবলে সমুদ্র উত্তবণ কঠিন হইবে না। অতএব শীঘ্রই আমাদেব কর্তব্য স্থিব কবিতে হইবে।

প্রহস্ত, দুর্মুখ, নিকুম্ভ প্রমুখ বাক্ষসগণ বাবণকে যুদ্ধেব উত্তেজনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু বিভীষণেব পবামর্শ অন্যরূপ। তিনি বামেব লোকোত্তব ক্ষমতাব কথা বলিযা সবিনযে

অগ্রজকে বলিলেন যে, বামেব সহিত যুদ্ধ কবিলে বাক্ষসগণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। অতএব বামেব হাতে সসম্মানে সীতাকে প্রত্যর্পণ কবাই বুদ্ধিমানেব কাজ। বিভীষণেব পবামর্শ বাবণেব মনঃপূত হয নাই। তিনি সভাভঙ্গ কবিযা চলিযা গেলেন।

পবদিন প্রত্যুষে অনাহূত হইযাও বিভীষণ অগ্রজেব সহিত দেখা কবিবাব নিমিত্ত বাক্ষসবাজেব সুবম্য অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিতেছেন। বাবণ আপন বিজযেব নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণেব দ্বাবা পুণ্যাহবাচন কবাইতেছেন। দধি, ঘৃত, ও পুষ্পাক্ষতেব দ্বাবা বাবণ সেইসকল ব্রাহ্মণকে পূজা কবিযাছেন।

প্রণাম ও সান্ত্বনাপূর্ণ বচনে অগ্রজকে প্রসন্ন কবিযা মন্ত্রিগণেব সম্মুখেই বিভীষণ সীতাকে প্রত্যর্পণ কবিবাব নিমিত্ত পুনবায লঙ্কেশ্ববকে অনুবোধ কবিলেন। বাবণ সেই অনুবোধ উপেক্ষা কবেন।

স বভূব কৃশো বাজা মৈথিলীকামমোহিতঃ।
অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্মণা ॥ ৬।১১।১

—বিভীষণাদি সুহৃদ্বর্গেব কৃত অসম্মানে এবং সীতাহবণরূপ পাপকর্মে সীতাব প্রতি কামমোহিত পাপী বাক্ষসবাজ কৃশত্ব প্রাপ্ত হইযাছিলেন।

মহাজাঁকজমকে বাবণ বাজসভায উপবেশন কবিযাছেন। সকলেব সাক্ষাতেই নির্লজ্জভাবে তিনি সীতাব মনোহব রূপ বর্ণনা কবিযা সীতাব প্রতি আপনাব অত্যাসক্তিব কথা বিবৃত কবিতেছেন। বাম সুগ্রীবাদি বীবগণ সহ সমুদ্রেব উত্তবতীবে উপস্থিত হইযাছেন—এই কথা সভাসদ্‌গণকে শোনাইযা বাবণ বলিতেছেন—

অদেযা চ যথা সীতা বধ্যৌ দশবথাত্মজৌ।
ভবদ্ভির্মন্ত্র্যতাং মন্ত্রঃ সুনীতশ্চাভিধীযতাম্ ॥ ৬।১২।২৫

—আপনাবা এইরূপ কোন উপায স্থিব করুন—যাহাতে সীতাকে প্রত্যর্পণ কবিতে না হয এবং দশবথেব পুত্রদ্বযও বিনষ্ট হয।

কামাতুব অগ্রজেব খেদোক্তি শুনিযা সীতাহবণেব জন্য প্রথমতঃ কুম্ভকর্ণ বাবণকে তিবস্কাব কবিযাছেন, পবে আশ্বাসও দিযাছেন। সীতাকে বলপূর্বক কুক্কুটেব ন্যায ভোগ কবিবাব নিমিত্ত মহাপার্শ্ব লঙ্কেশ্ববকে পবামর্শ দিলে লঙ্কেশ্বব মহাপার্শ্বকে প্রশংসা কবিযাছেন। বাবণ মহাপার্শ্বকে কহিলেন যে, সীতাব উপব বল প্রযোগেব একটি প্রবল বাধা বহিযাছে। একদা অপ্সবা পুঞ্জিকস্থলা আকাশমার্গে ব্রহ্মাব ভবনে যাইতেছিলেন। সেই সুন্দবীকে দেখিযা বাবণ বলপূর্বক তাঁহাকে ভোগ কবিযাছিলেন। ইহাতে কুপিত হইযা ব্রহ্মা বাবণকে কহিলেন যে, অতঃপব বলপূর্বক কোন নাবীকে ভোগ কবিলে তাঁহাব মস্তক শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইবে। এই ভযেই তিনি সীতাকে ধর্ষণ কবিতে ভয পাইতেছেন। (বাবণ নলকুবেবেব অভিসম্পাতেব কথা মহাপার্শ্বকে বলেন নাই।)

বাবণ আস্ফালন কবিযা সভাসদ্‌গণকে কহিতেছেন—

সাগবস্যেব মে বেগো মারুতস্যেব মে গতিঃ।
নৈতদ্ দাশবথির্বেদ হ্যাসাদযতি তেন মাম্ ॥ ৬।১৩।১৬

—আমাব বেগ সমুদ্রেব ন্যায এবং গতি পবনেব ন্যায়। বাম ইহা জানেন না বলিযাই আমাকে আক্রমণ কবিতেছেন।

বাবণেব নানাবিধ আস্ফালন-বাক্য শুনিযা বিভীষণ পুনবায যুক্তিপূর্ণ বচনে বামেব অসাধাবণ শৌর্যবীর্য কীর্তন কবিযাছেন এবং সীতাকে প্রত্যর্পণ না কবিলে বাক্ষসকুলেব যে সমূহ বিপদ ঘটিবে, তাহাও পুনঃপুনঃ অগ্রজকে বলিযাছেন।

বাবণ ও ইন্দ্রজিৎ—উভযেই বিভীষণকে তিবস্কাব কবেন। বাবণেব সুব চবমে উঠিল। জ্ঞাতিগণেব স্বাভাবিক শত্রুতা সম্পর্কে অনেক কটুকথা বলিযা বাবণ গর্জন কবিযা বিভীষণকে কহিতেছেন—

যোহন্যস্ত্বেবংবিধং ব্রূযাদ্ বাক্যমেতন্নিশাচব।
অস্মিন্ মুহূর্তে ন ভবেৎ ত্বাত্তু ধিক্ কুলপাংসন ॥ ৬।১৬।১৬

—হে কুলকলঙ্ক বাক্ষস, তোমাকে ধিক্। যদি তুমি ব্যতীত অপব কেহ এরূপ কথা বলিত, তবে এই মুহূর্তে সে জীবিত থাকিত না।

ন্যাযবাদী বিভীষণ তাঁহাব অনুগত চাবিজন বাক্ষসকে সঙ্গে লইযা প্রস্থান কবিলেন।

বাবণেব প্রেবিত গুপ্তচব বাক্ষস শার্দূল সাগবতীবে বানবসেনা দেখিযা বাবণেব নিকট ফিবিযা আসিযাছেন। শার্দূলেব মুখে সকল সংবাদ শুনিযা বাবণ বাক্ষস শুককে সুগ্রীবেব নিকট পাঠাইলেন। বাবণেব উদ্দেশ্য ভেদনীতিব প্রযোগে বাম হইতে সুগ্রীবকে বিচ্ছিন্ন কবা। শুক পাখীব রূপ ধাবণ কবিযা আকাশমার্গে সুগ্রীবেব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন এবং আকাশে থাকিযাই বাবণেব কথাগুলি সুগ্রীবকে শোনাইযাছেন।

বানবগণ বাবণেব এই বার্তাবহটিকে ধবিযা যথেচ্ছ প্রহাব কবিতে থাকায শুক প্রাণবক্ষাব নিমিত্ত বামেব শবণাপন্ন হইযাছেন। শুক প্রাণে বক্ষা পাইলেন, কিন্তু বানবদেব হাতে বন্দী হইযা বানবসেনাব সঙ্গেই বহিযা গেলেন। বাম সসৈন্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইযা সুবেল-পর্বতে অবস্থান কবিতেছেন। এবাব শুককে মুক্তি দেওযা হইযাছে।

বামেব সৈন্যবল ও সমস্ত গতিবিধি বিশেষভাবে জানিবাব নিমিত্ত বাবণ পুনবায তাঁহাব অমাত্য শুক ও সাবণকে সুবেল-পর্বতে পাঠাইযাছেন। বানবরূপ ধাবণপূর্বক শুক ও সাবণ বানবসৈন্যেব মধ্যে প্রবেশ কবিলেও বিভীষণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পাবিযাছেন। তিনি উভয গুপ্তচবকে ধবিযা বামেব নিকট লইযা গেলে শুক ও সাবণ নিজেদেব যথার্থ পবিচয দিযা আগমনেব উদ্দেশ্য প্রকাশ কবেন।

শুক ও সাবণ লঙ্কেশ্ববেব নিকট প্রত্যাবর্তন কবিযা বামেব ও বানবসৈন্যেব বলবীর্য কীর্তনপূর্বক বামেব সহিত সন্ধি কবিবাব নিমিত্ত প্রভুকে পবামর্শ দিলেন। বাবণ অমাত্যদেব হিতবচন উপেক্ষা কবিযা নিজেব ক্ষমতাব গর্ব প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। স্বচক্ষে বানবসৈন্য দেখিবাব নিমিত্ত লঙ্কেশ্বব উভয অমাত্য সহ অত্যুচ্চ প্রাসাদে আবোহণ কবিযাছেন।

শুক ও সাবণ বাবণেব নিকট একে একে বিপক্ষেব প্রধান যূথপতিগণেব পবিচয দিতেছেন এবং তাঁহাদেব শক্তিব কথা বলিতেছেন। অমাত্যগণেব মুখে বিপক্ষসৈন্যেব শক্তিব প্রশংসা শুনিযা—

কিঞ্চিদাবিগ্নহৃদযো জাতক্রোধশ্চ বাবণঃ।
ভর্ৎসযামাস তৌ বীবৌ কথান্তে শুকসাবণৌ ॥ ৬।২৯।৫

—বাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইযাছেন, ক্রুদ্ধও হইযাছেন। তিনি বীব শুক ও সাবণকে তিবস্কাব কবিতে লাগিলেন।

যেহেতু উপজীবী অমাত্যদ্বয প্রভুব সম্মুখে শত্রু-পক্ষেব উৎকর্ষ বর্ণনা কবিযাছেন, সেইহেতু ক্রুদ্ধ প্রভু তাঁহাদিগকে কর্মচ্যুত কবিলেন।

বাম ও তাঁহাব মন্ত্রিবর্গেব কার্যকলাপ অবগত হইবাব নিমিত্ত বাবণ আবও কযেকজন গুপ্তচবকে পাঠাইযাছেন। বাক্ষস গুপ্তচবগণ শত্রুপক্ষকে দেখিযাই ভযে বিহ্বল হইযা পডিল। বিভীষণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পাবিযা বানবগণেব দ্বাবা তাহাদেব দুর্গতি ঘটাইলেন। এবাবও বামেব কৃপায চবগণ প্রাণ লইযা লঙ্কায ফিবিযাছেন।

চবমুখে বিপক্ষেব বীবগণেব বর্ণনা শুনিযা বাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইযা সচিবগণেব সহিত মন্ত্রণায বসিযাছেন। মন্ত্রণা শেষ হইলে তিনি মাযাবী বিদ্যুজ্জিহ্বকে লইযা অশোকবনে প্রবেশ কবেন। সীতাব সমীপে যাইযা তিনি বলিতেছেন—

সান্ত্ব্যমানা মযা ভদ্রে যমাশ্রিত্য বিমন্যসে।
খবহন্তা স তে ভর্তা বাঘবঃ সমবে হতঃ॥ ইত্যাদি। ৬।৩১।১৪—৩৫

—হে ভদ্রে, আমি বহুবিধ অনুনয-বিনয কবিলেও যাঁহাব ভবসায তুমি আমাকে তিবস্কাব কবিতে, তোমাব সেই ভর্তা খবহন্তা বাম সমবে নিহত হইযাছেন। ভদ্রে, সম্প্রতি আমাকে পতিত্বে ববণ কব। বাত্রিকালে অতর্কিত আক্রমণে আমাব সৈন্যগণ পথশ্রান্ত শত্রুগণকে নিধন কবিযাছে। কিছুসংখ্যক বানব তাডিত হইযা পলাযন কবিযাছে।

সীতাকে এই দুঃসংবাদ শোনাইযা বাবণ এক বাক্ষসীকে বলিলেন—'বণভূমি হইতে বামেব ছিন্ন মস্তকটি যে-ব্যক্তি আনিযাছে, সেই ক্রূবকর্মা বাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে শীঘ্র এইস্থানে আনযন কব।'

বিদ্যুজ্জিহ্ব বাবণেব পূর্ব-মন্ত্রণা অনুসাবে মাযাকল্পিত বামমস্তক ও বামেব ধনুর্বাণ সহ প্রবেশ কবিযা বাবণকে প্রণামপূর্বক দাঁডাইযাছে। বাবণেব আদেশে বিদ্যুজ্জিহ্ব মাযাকল্পিত বস্তুগুলি সীতাব সম্মুখে স্থাপন কবিযাই প্রস্থান কবিল।

সীতা যখন এই দৃশ্য দেখিযা বিলাপ কবিতেছেন, তখন প্রহস্তপ্রেবিত একজন দাবোযান সেইস্থানে আসিযা বাবণকে নিবেদন কবিল যে, সেনাপতি প্রহস্ত এবং সবিচগণ মহাবাজেব দর্শন প্রার্থনা কবিতেছেন। বাবণ প্রস্থান কবিলেন। তাঁহাব প্রস্থানেব সঙ্গে সঙ্গেই মাযাকল্পিত বস্তুগুলিও অন্তর্হিত হইল।[২২]

এই সমযে বিভীষণপত্নী সবমা সীতাকে যে-সকল সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিযাছেন, সেইসকল বাক্যেব ভিতবে পাওযা যাইতেছে—

জনন্যা বাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্মোক্ষার্থং বৃহদ্বচঃ।
অতিস্নিগ্ধেন বৈদেহি মন্ত্রিবৃদ্ধেন চোদিতঃ॥ ৬।৩৪।২০

—বাক্ষসপতিব জননী ও স্নেহশীল বৃদ্ধ একজন মন্ত্রী তোমাকে প্রত্যর্পণ কবিবাব নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিযাছেন। (কিন্তু তাঁহাদেব উপদেশে বাবণ কর্ণপাত কবেন নাই। এই বৃদ্ধ মন্ত্রী সম্ভবতঃ মাল্যবান্ই হইবেন।)

বানবসৈন্যেব গর্জনে লঙ্কাপুবী কাঁপিতেছে। লঙ্কেশ্ববেব অন্যায আচবণে অমঙ্গল আশঙ্কা কবিযা ভীত ও নিস্তেজ বাক্ষসগণ জীবনেব আশা পবিত্যাগ কবিল।[৩০]

বানবসেনাব তুমুল শব্দে বাবণও চিন্তিত হইযা পডিযাছেন, কিন্তু বাহিবে তিনি ভযেব চিহ্ন প্রকাশ কবেন নাই। তাঁহাব মাতামহেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাজ্ঞ মাল্যবান্ তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা কবিতেছেন যে, সীতাকে প্রত্যর্পণ কবিযা বামেব সহিত সন্ধি না কবিলে বাক্ষসকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তিনি বাবণকে ইহাও স্মবণ কবাইতেছেন, বাবণ মানুষ ও বানবেব হাতে অবধ্যত্বেব বব লাভ কবেন নাই। বিশেষতঃ লঙ্কাপুবীতে নানাবিধ অমঙ্গলেব সূচনা দেখা যাইতেছে। কুপিত বাবণ সেই বৃদ্ধকে অপমানসূচক বাক্য বলিতেছেন—

হিতবুদ্ধ্যা যদহিতং বচঃ পুরুষমুচ্যতে।
পবপক্ষং প্রবিশ্যৈব নৈতচ্ছ্রোত্রগতং মম॥ ৬।৩৬।৩
দ্বিধা ভজ্যেযমপ্যেবং ন নমেযন্তু কস্যচিৎ।
এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুবতিক্রমঃ॥ ইত্যাদি। ৬।৩৬।১১-১৩

—শত্রুপক্ষকে প্রবল বিবেচনা কবিযা সেই পক্ষেব অনুকূলভাবে আমাব হিতকামনায আপনি

আমাব অহিতকব যে-সকল কঠোব বাক্য বলিলেন, তাহা আমাব কর্ণে প্রবেশ কবে নাই। ববং দুই খণ্ডে ভাঙ্গিযা পডিব, তথাপি কাহাবও নিকট নত হইব না। যদিও ইহা আমাব স্বভাবসিদ্ধ দোষ, তথাপি স্বভাবকে অতিক্রম কবা কষ্টসাধ্য। আমাব শক্তিও কম নহে। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি যে, বাম জীবিত অবস্থায ফিবিযা যাইতে পাবিবেন না।

ক্রুদ্ধ বাবণেব সদম্ভ উক্তি শুনিযা মাল্যবান্ লজ্জিত হইযা মৌনাবলম্বন কবিযাছেন।

বাবণ লঙ্কাব প্রত্যেক দ্বাবদেশে উপযুক্ত বীব বাক্ষসগণকে স্থাপন কবিবাব আদেশ দিযাছেন। তিনি স্বযং উত্তব দ্বাবে অবস্থান কবিবেন—ইহাও বলিযাছেন। এইপ্রকাব ব্যবস্থা কবিযা—

কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যতে কালচোদিতঃ ৬।৩৬।২১

—কালপ্রেবিত বাবণ আপনাকে কৃতকৃত্য (সুবক্ষিত) জ্ঞান কবিলেন।

দশ যোজন প্রস্থ ও বিশ যোজন দীর্ঘ লঙ্কাপুবীকে সুবক্ষিত কবিবাব নিমিত্ত বাবণ সর্বপ্রকাব ব্যবস্থা কবিতেছেন। বাবণেব সমৃদ্ধ লঙ্কা-নগবী দেখিযা বামও বিস্মিত হইযাছেন।[১]

লঙ্কাপতিব যুদ্ধবল দেখিযাও বাম বিস্ময বোধ কবিতেছেন—

গজানাং দশসাহস্রং বথানামযুতং তথা।
হযানামযুতে দ্বে চ সাগ্রকোটিশ্চ বক্ষসাম্॥ ইত্যাদি। ৬।৩৭।১৬-১৮

—দশ হাজাব হাতী, দশ হাজাব বথ, বিশ হাজাব অশ্ব এবং বাক্ষসবাজেব প্রিয এক কোটি বল্‌বান্ শস্ত্রপাণি নিশাচব যুদ্ধার্থে সমবেত হইযাছেন। সেই নিশাচবগণ পবাক্রমে ও ধৈর্যে বাবণ অপেক্ষা ন্যূন নহেন।

যুদ্ধাবম্ভেব পূর্বেই সুগ্রীব বাবণকে দেখিতে পাইযা তাঁহাকে আক্রমণ কবিযাছিলেন। (সুগ্রীবেব চবিত্রে আলোচিত হইযাছে।)

উভয পক্ষই সমবসজ্জায সজ্জিত। বাম অঙ্গদকে বাবণেব নিকট দূতৰূপে পাঠাইতেছেন। যদি বাবণ সীতাকে প্রত্যর্পণ না কবেন এবং বামেব শবণাপন্ন না হন, তবে বাম সমগ্র বাক্ষসবংশ ধ্বংস কবিবেন—ইহাই বাবণকে জানানো হইতেছে।

সচিবগণে পবিবৃত বাবণ অঙ্গদেব মুখে বামেব কথা শুনিযা ক্রোধে জ্বলিযা উঠিযাছেন। তিনি সচিবগণকে পুনঃপুনঃ আদেশ দিতেছেন—'এই দুর্বুদ্ধি বানবকে ধবিযা হত্যা কব।' বাক্ষসগণ অঙ্গদকে ধবিযা বাখিতে পাবিল না। বীব অঙ্গদ বাবণেব প্রাসাদশিখব ভঙ্গ কবিযা বামেব সমীপে ফিবিযা আসিলেন।

বাবণস্তু পবং চক্রে ক্রোধং প্রাসাদধর্ষণাৎ।
বিনাশঞ্চাত্মনঃ পশ্যন্ নিঃশ্বাসপবমোহভবৎ॥ ৬।৪১।৯২

—স্বীয প্রাসাদ ভগ্ন হওযায বাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজেব বিনাশকাল সমাগত দেখিযা দীর্ঘনিঃশ্বাস পবিত্যাগ কবিতে লাগিলেন।

বাম ও তাঁহাব সৈন্যগণ লঙ্কাপুবী অববোধ কবিযাছেন দেখিযা লঙ্কেশ্বব সৈন্যগণকে বহির্গমনেব আদেশ দিযাছেন। নানাবিধ আভবণে শোভিত নীলকান্তি নিশাচবগণ ভেবী ও শঙ্খেব নিনাদে আকাশ-পাতাল কাঁপাইযা তুলিল। পুবাকালে দেবাসুব-সংগ্রামেব ন্যায বাম-বাবণেব ভযঙ্কব যুদ্ধ আবম্ভ হইযাছে।[২]

প্রথম দিনেব দিবাযুদ্ধে বাক্ষসগণ বানবগণ কর্তৃক শোচনীযভাবে পবাজিত হইযাছে। বাত্রিতেও যুদ্ধ চলিতেছে। সেই যুদ্ধে অদৃশ্য মাযাবী ইন্দ্রজিতেব নাগবাণে বাম ও লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইলেন। বাম ও লক্ষ্মণকে প্রাণহীন মনে কবিযা ইন্দ্রজিৎ পবম উল্লাসে পিতাকে

প্রধান শত্রুদ্বয়ের মৃত্যুসংবাদ জানাইয়াছেন। এই প্রিয় সংবাদে আনন্দিত রাবণ স্নেহালিঙ্গনে বীর পুত্রকে অভিনন্দিত করেন।

রাবণের আদেশে রাক্ষসীগণ সীতাকে পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করাইয়া সমরভূমিতে লইয়া গেল। স্বামী ও দেবরকে দেখিয়া সীতা তাঁহাদিগকে মৃত বলিয়াই মনে করিয়াছেন। সীতার করুণ বিলাপে রাবণ পরম আনন্দিত। তিনি আশা করিতেছেন—

নির্বিশঙ্কা নিরুদ্বিগ্না নিরপেক্ষা চ মৈথিলী।
মামুপস্থাস্যতে সীতা সর্বাভরণভূষিতা ॥ ৬।৪৭।৯

—এবার মৈথিলী কাহারও অপেক্ষা না করিয়া উদ্বেগরহিতা ও আশঙ্কাশূন্যা হইয়া এবং নানাবিধ আভরণে ভূষিতা হইয়া আমার সেবার নিমিত্ত উপস্থিত হইবেন।

কামবাণে নিতান্ত অন্ধ না হইলে রাবণ এইরূপ ভাবিতে পারিতেন না। তিনি মনে করিতেছেন যে, তাঁহার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও সীতা শুধু রামের ভয়ে এবং আশঙ্কায় তাঁহার বাসনা-পূরণে বিলম্ব করিতেছেন। রাবণের ন্যায় বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির এইপ্রকার বুদ্ধিভ্রংশ দুঃখের উদ্রেক না করিয়া যেন হাস্যরসেরই পোষকতা করে। তিনি যেন কোন সতী নারী দেখেন নাই এবং কোন সতীর চরিতকথাও শোনেন নাই।

বানরসৈন্যের হর্ষধ্বনি শুনিয়া রাবণ চিন্তিত হইয়া শত্রুপক্ষের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত রাক্ষসগণকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে রাবণ জানিলেন যে, রাম ও লক্ষ্মণ জীবিত আছেন, তাঁহাদের মূর্ছা ভঙ্গ হইয়াছে।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ।
চিন্তাশোকসমাক্রান্তো বিবর্ণবদনোঽভবৎ ॥ ইত্যাদি। ৬।৫১।১৪-১৬

—রাক্ষসগণের সেই কথা শুনিয়া মহাবলবান্ রাক্ষসরাজের মুখমণ্ডল চিন্তায় ও শোকে বিবর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, শত্রুগণ যখন এরূপ ভীষণ নাগপাশ হইতেও মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্য দ্বারা বিজয় লাভ হইবে কি না—সেই বিষয়েও সংশয় রহিয়াছে।

ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, প্রহস্ত প্রমুখ প্রধান রাক্ষস-বীরগণ একে একে নিহত হইয়াছেন। চিন্তিত রাবণ দীনমুখে নিজের আসন্ন বিনাশের কথা ভাবিতেছেন। তথাপি তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ ও অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই।[৫৫]

এবার রাবণ স্বয়ং সমরভূমিতে উপস্থিত হইলেন। হনুমানের চপেটাঘাতে তাঁহার ক্রোধ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাবণের ব্রাহ্মী শক্তির প্রহারে লক্ষ্মণের সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে। তিনি ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়াছেন। রাবণ মূর্ছিত লক্ষ্মণকে স্বীয় রথে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের দেহকে তিনি নড়াইতেও সমর্থ হইলেন না।[৫৬]

অতঃপর রামের সহিত যুদ্ধে রাবণ চূড়ান্তরূপে পরাভূত হইয়াছেন। রাম রাবণের মাথার মুকুট কাটিয়া ফেলিয়াছেন। পরিশ্রান্ত রাবণ নির্বিষ সর্পের মত ব্যর্থ আক্রোশে রামের প্রতি ধাবিত হইলে রাম তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বিশ্রামের উপদেশ দিলেন।

স এবমুক্তো হতদর্পহর্ষো
নিকৃত্তচাপঃ স হতাশ্বসূতঃ।
শরার্দিতো ভগ্নমহাকিরীটো
বিবেশ লঙ্কাং সহসা স্ম রাজা ॥ ৬।৫৯।১৪৪

—রাম এইরূপ বলিলে পর দর্পহর্ষবিহীন কর্তিতধনু অশ্বসারথিশূন্য ভগ্নকিরীট বাণপীড়িত রাজা রাবণ সহসা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বামের বাণে পীড়িত লঙ্কেশ্বরের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। তিনি ব্যথিতচিত্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে কহিতেছেন—

সর্বং তৎ খলু মে মোঘং যৎ তপ্তং পরমং তপঃ।
যৎ সমানো মহেন্দ্রেণ মানুষেণ বিনির্জিতঃ॥ ইত্যাদি। ৬।৬০।৫-১২

—আমার কঠোর তপস্যাও ব্যর্থ হইল। যেহেতু মহেন্দ্রসদৃশ আমি আজ মানুষের হাতে পরাজিত হইলাম। ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মানুষ হইতে আমার ভয় উপস্থিত হইবে। মনে হইতেছে, ব্রহ্মার সেই বাক্যই আজ সফল হইতে চলিয়াছে। মানুষ হইতে অবধ্যত্ব আমি প্রার্থনা করি নাই। অযোধ্যাধিপতি অনরণ্যের অভিসম্পাত স্মরণ করিতেছি। আমার দ্বারা ধর্ষিতা বেদবতীই সীতারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। উমা, নন্দীশ্বর, পুঞ্জিকস্থলা, ব্রহ্মা ও নলকুবেরের অভিসম্পাতও আজ স্মরণ করিতেছি। ঋষিগণের বচন কখনও মিথ্যা হয় না। সকল অভিসম্পাতের ফলই আজ ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহাই হউক, সমাগত এই বিপদে তোমরা প্রতীকারের নিমিত্ত চেষ্টা কর।

স্থির হইল যে, নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পাঠাইতে হইবে। কুম্ভকর্ণ অগ্রজের সমীপে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন। তিনিও সীতাহরণের জন্য প্রথমতঃ রাবণকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া পরে রাবণের অনুরোধে যুদ্ধে যাইতে সম্মত হইলেন। রাবণ কুম্ভকর্ণকে বলিতেছেন—

মমাপনয়জং দোষং বিক্রমেণ সমীকুরু।
যদি খল্বস্তি মে স্নেহো বিক্রমং বাধিগচ্ছসি॥ ৬।৬৩।২৬

—যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকে এবং তুমি বিক্রমশালী হও, তবে তোমার শক্তিপ্রয়োগে আমার এই দুর্নীতিজনিত দোষের প্রতিবিধান কর।

রাক্ষস মহোদর রাবণকে পরামর্শ দিলেন যে, রাম সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন, এই বার্তা সমগ্র লঙ্কাপুরীতে ঘোষণা করিলেই অগত্যা সীতা লঙ্কেশ্বরের বশীভূতা হইবেন, যুদ্ধে লোকক্ষয়ও হইবে না। কুম্ভকর্ণের তিরস্কারে মহোদরকে চুপ করিতে হইল। রাবণও মহোদরের পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই।[৫৫]

রামের হাতে কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছেন। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া—

রাবণঃ শোকসন্তপ্তো মুমোহ চ পপাত চ। ৬।৬৮।৬

—রাবণ শোকসন্তপ্ত হইয়া মূর্ছিত হইলেন ও ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে লঙ্কেশ স্মরণ করিতেছেন—

তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্।
যদজ্ঞানান্ময়া তস্য ন গৃহীতং মহাত্মনঃ॥ ইত্যাদি। ৬।৬৮।২১-২৩

—মহাত্মা বিভীষণের কল্যাণকর উপদেশ আমি অজ্ঞানতাবশতঃ গ্রহণ করি নাই। আজ আমি তাহার ফল প্রাপ্ত হইলাম। কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের বিনাশের পর এখন আমা-দ্বারা দূরীকৃত ধার্মিক বিভীষণের সাধু পরামর্শ স্মৃতিপথে উপস্থিত হওয়ায় লজ্জা অনুভব করিতেছি।

রাক্ষস-বীরগণ একে একে নিহত হইতেছেন, আর বিপক্ষের শক্তি দেখিয়া রাবণ ক্রমশঃ হতাশ হইতেছেন। এইরূপ করুণ দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়িতেছে। তিনি ইহাও বলিতেছেন—

অহো সুবলবান্ রামো মহদস্ত্রবলঞ্চ বৈ।
তং মন্যে রাঘবং বীরং নারায়ণমনাময়ম্॥ ৬।৭২।১১

—অহো, রাম কি বিপুল শক্তিশালী এবং তাঁহার অস্ত্রবলও কি ভয়ঙ্কর। বীর রাঘবকে

বোগশোকমুক্ত নাবাযণ বলিযাই আমাব মনে হইতেছে।

বাবণেব পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণও পব পব যমালযে যাইতেছেন। ইন্দ্রজিতেব নিধনেব পব বাবণ শোকে উন্মত্তপ্রায হইযাছেন।

স পুত্রবধসন্তপ্তঃ ক্রূবঃ ক্রোধবশঙ্গতঃ।
সমীক্ষ্য বাবণো বুদ্ধ্যা সীতাং হন্তুং ব্যবস্যত ॥ ৬।৯২।৩৪

—পুত্রবধসন্তপ্ত ক্রূব ও ক্রুদ্ধ বাবণ ক্ষণকাল চিন্তা কবিযা সীতাকে হত্যা কবাই স্থিব কবিলেন।

সুতীক্ষ্ণ খড়্গ হাতে লইযা ভার্যা ও সচিবগণে পবিবৃত বাবণ অশোকবনেব দিকে যাত্রা কবিলেন। তাঁহাব ভযঙ্কব মূর্তি দেখিযাই তপস্বিনী বৈদেহী ভযে ও দুঃখে করুণ বিলাপ কবিতেছেন। শুভবুদ্ধি সুহৃদ্‌বর্গ বাবণকে এই ক্রূব কর্ম হইতে নিবৃত্ত কবিবাব চেষ্টা কবিতেছেন। বাবণ কাহাবও কথায কর্ণপাত কবেন না।

মৈথিলীব বিলাপ শুনিযা শুদ্ধাচাব সুশীল ও মেধাবী সুপার্শ্বনামক বাবণেব একজন অমাত্য অপব সচিবগণেব দ্বাবা বাবিত হইযাও লঙ্কেশ্ববকে কহিলেন—'মহাবাজ, আপনি পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ কবিযাছেন। স্ত্রীহত্যাবূপ মহাপাপে লিপ্ত হওযা কি আপনাব পক্ষে উচিত হইবে ? এই বূপবতী মৈথিলীকে দেখিযা আমাদেব সহিত সমবাঙ্গণে যাত্রা করুন। আপনাব দারুণ ক্রোধ বামেব উপব পতিত হউক।

অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী।
কৃত্বা নির্যাহ্যমাবাস্যাং বিজযায বলৈর্বৃতঃ ॥ ইত্যাদি। ৬।৯২।৬৬-৬৮

—বাজন্, আজ কৃষ্ণপক্ষেব চতুর্দশী-তিথি। অতএব আজই প্রস্তুত হইযা আগামী কল্য অমাবস্যায সৈন্যপবিবৃত হইযা বিজযার্থ যুদ্ধযাত্রা করুন। আপনি বীবপুরুষ, নিশ্চযই আপনি বামকে নিধন কবিযা জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন।'

সুহৃদেব ধর্মসঙ্গত বাক্যে বাবণ গৃহে ফিবিযা গেলেন। সীতাব প্রতি তাঁহাব আসক্তি এখনও শিথিল হয নাই। এখনও তিনি আশা ত্যাগ কবেন নাই।

বাম পূর্ণ তেজে অসংখ্য বাক্ষসসেনা নিধন কবিতেছেন। প্রতি গৃহে বিধবা ও হতপুত্রা বাক্ষসীদেব বিলাপধ্বনি শোনা যাইতেছে। সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন—

বিভীষণবচঃ কুর্যাদ্ যদি স্ম ধনদানুজঃ।
শ্মশানভূতা দুঃখার্তা নেযং লঙ্কা ভবিষ্যতি ॥ ৬।৯৪।২০

—কুবেবেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা (বাবণ) যদি বিভীষণের পবামর্শ অনুসাবে কার্য কবিতেন, তবে লঙ্কানগবী দুঃখসঙ্কুল শ্মশানভূমি হইত না।

বাক্ষসীদেব বিলাপ শুনিযা লঙ্কেশ্বব দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কবিতেছেন। ক্রোধে বক্তচক্ষু হইযা তিনি সৈন্যগণকে যুদ্ধযাত্রাব আদেশ দিলেন। নানাবিধ আভবণে অলঙ্কৃত বথে আবোহণ কবিযা দিব্যাস্ত্রধাবী বাবণ আজ যুদ্ধে যাত্রা কবিতেছেন। আটটি অশ্ব তাঁহাব বথে যোজনা কবা হইযাছে। মৃদঙ্গ, পটহ ও শঙ্খেব নিনাদে এবং বাক্ষসগণেব কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডল পবিপূর্ণ।

বাবণেব যাত্রাকালে সূর্যদেব নিষ্প্রভ ও দশ দিক্ অন্ধকাবে সমাচ্ছন্ন হইযা পডিল। ভৌম ও দৈব নানাবিধ উৎপাত ও দুর্নিমিত্ত পবলক্ষিত হইতেছিল।[২]

বাবণও তাঁহাব সঙ্গিগণ প্রাণপণে যুদ্ধ কবিযাও বানবদেব হাতে পুনঃপুনঃ বিডম্বিত হইতেছেন। অত্যুগ্র পৌরুষেব প্রতিমূর্তি বাবণও যেন চিন্তিত হইযা পডিলেন।

প্রক্ষীণং স্ববলং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং বলীমুখৈঃ।
বভূবাস্য ব্যথা যুদ্ধে দৃষ্ট্বা দৈববিপর্যযম্॥ ৬।৯৭।৩

—বানবগণ কর্তৃক স্বীয সৈন্যগণেব নিধনরূপ দৈববিপর্যয দেখিযা বাবণেব চিত্ত ব্যথিত হইল।

মহোদব, মহাপার্শ্ব, বিরূপাক্ষ প্রমুখ প্রধান বীবগণও যখন নিহত হইলেন, তখন ক্রোধে ও শোকে বাক্ষসবাজ বিপক্ষেব প্রধান পুরুষ বাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ কবিলেন। ভযানক যুদ্ধ চলিতেছে।

বাবণেব বথেব ধ্বজ ছিল মনুষ্যশীর্ষ এবং বথেব ঘোড়াগুলি ছিল কৃষ্ণবর্ণ (নীলমেঘনিভ)।[৫৭]

লক্ষ্মণ বাক্ষসবাজেব সাবথিকে বধ কবিযাছেন ও তাঁহাব বথেব ধ্বজ ছেদন কবিযাছেন। বিভীষণেব গদাব আঘাতে বথেব ঘোড়াগুলি নিহত হইলে বাবণ এক লাফে ভূমিতে অবতবণ কবেন। বিভীষণেব প্রতি নিক্ষিপ্ত বাক্ষসবাজেব শক্তি-অস্ত্রকে লক্ষ্মণ ব্যর্থ কবিযা দিলে বাবণ লক্ষ্মণেব প্রতি মযপ্রদত্তা অষ্টঘণ্টাসমন্বিতা মহাশক্তিটি নিক্ষেপ কবিযাছেন। লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইযা ভূমিতলে লুটাইযা পডিযাছেন। এবাব বাম শববর্ষণে বাবণকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত কবিযা তুলিলেন যে, বাতাহত মেঘেব ন্যায লঙ্কেশ্বব প্রাণ লইযা পলাযন কবিতে বাধ্য হইলেন।[৫৮]

পুনবায যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইযা বাবণ বামেব বাণে ভীষণরূপে আহত হইযাছেন। বাবণ মূর্ছিত হইযা পডিলে বাম আব তাঁহাকে আঘাত কবেন নাই। সাবথি লঙ্কেশ্ববেব তাদৃশ দুববস্থা দেখিযা তাঁহাকে লইযা প্রস্থান কবিল।

সংজ্ঞা লাভ কবিযাই বাবণ সাবথিকে তিবস্কাবপূর্বক বলিতেছেন—

ত্বযাদ্য হি মমানার্য চিবকালমুপার্জিতম্।
যশো বীর্যঞ্চ তেজশ্চ প্রত্যযশ্চ বিনাশিতঃ॥ ৬।১০৪।৫

—বে অনার্য, অদ্য তুই আমাব চিবোপার্জিত যশ, বীবত্ব ও তেজ এবং আমাকে অতি বলবান্ বলিযা লোকেব যে বিশ্বাস ছিল, তাহা নষ্ট কবিযাছিস্।

সাবথিব সবিনয যুক্তিপূর্ণ-বচনে লঙ্কেশ্ববেব ক্রোধেব উপশম ঘটিযাছে। তিনি সাবথিব প্রতি সন্তুষ্ট হইযা কহিতেছেন—

বথং শীঘ্রমিমং সূত বাঘবাভিমুখং নয।
নাহত্বা সমবে শত্রুন্নিবর্তিষ্যতি বাবণঃ॥ ইত্যাদি। ৬।১০৪।২৫, ২৬

—সাবথে, সত্বব বাঘবেব অভিমুখে বথ লইযা চল। আজ বাবণ শত্রুগণকে বধ না কবিযা ফিবিবে না। এই বলিযা বাক্ষসবাজ সাবথিকে একটি সুন্দব হস্তাভবণ প্রদান কবিলেন।

দশানন যাত্রা কবিতেছেন। তাঁহাব সম্মুখে বহুবিধ দুর্লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। তিনি তাহাতে বিচলিত হন নাই। আজ একমাত্র বামেব সহিত দশাননেব ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। দশানন পূর্ণ উদ্যমে মাযানির্মিত অসংখ্য বাণ, গদা, পবিঘ, চক্র, মুষল, শূল, শক্তি, পবশু, গিবিশৃঙ্গ বৃক্ষ ও অপব বহুবিধ শস্ত্র বামেব উপব নিক্ষেপ কবিতেছেন। দৈববলে বলীযান্ বামও পূর্ণ তেজ প্রযোগপূর্বক দশাননেব উপব বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ কবিতেছেন। সেই ভীষণ বোমহর্ষণ যুদ্ধকালে—

চকম্পে মেদিনী কৃৎস্না সশৈলবনকাননা।
ভাস্কবো নিষ্প্রভশ্চাসীন্ন ববৌ চাপি মারুতঃ॥ ৬।১০৭।৪৭

—শৈল ও কাননসমূহেব সহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইযা উঠিল। সূর্য নিষ্প্রভ হইলেন।

বাযুব গতি স্তব্ধ হইল।

দেবতা, গন্ধর্ব প্রমুখ ত্রিভুবনবাসী চিন্তিত হইযা পডিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন—

সাগবং চাম্ববপ্রখ্যমম্ববং সাগবোপমম্।
বামবাবণযোর্যুদ্ধং বামবাবণযোবিব ॥ ৬।১০৭।৫১

—সাগব যেমন সাগবেব ন্যায, আকাশ যেমন আকাশেব ন্যায, বাম-বাবণেব যুদ্ধও সেইরূপ বাম-বাবণেব যুদ্ধেব ন্যায, অর্থাৎ তুলনাবহিত।

বঘুকুলেব কীর্তিবর্দ্ধন মহাবাহু বাম ধনুতে বিষধবসদৃশ বাণ যোজনা কবিযা বাবণেব শিব ভূপাতিত কবিযাছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাবণেব নূতন শিব উদ্‌গত হইতেছে। (বাবণেব মাযা ?) এইরূপে শত শত শিব উদ্‌গত হইল। পবে সাবথি মাতলিব পবামর্শে বাম ব্রাহ্ম অস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত কবিযা বাবণেব বক্ষে নিক্ষেপ কবিযাছেন। সেই মহাস্ত্র—

বাবণস্য হবন্ প্রাণান্ বিবেশ ধবণীতলম্ ॥ ৬।১০৮।১৯

—বাবণেব প্রাণ হবণ কবিযা ভূগর্ভে প্রবেশ কবিল।

মহাতেজস্বী বাক্ষসবাজ বথ হইতে ভূমিতলে লুটাইযা পডিলেন। হতাবশেষ বাক্ষসগণ ভযে দিশাহাবা হইযা পলাযন কবিল।

অগ্নিহোত্রী বেদজ্ঞ বাবণেব অগ্নিহোত্রেব অগ্নি দ্বাবা বেদোক্ত বিধানে তাঁহাব শবদেহ সংকৃত হইযাছে। বিভীষণই অগ্রজেব অন্ত্যোষ্টি-ক্রিযা সম্পন্ন কবিলেন।[৩১]

বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ তপস্বী শক্তিশালী সুদর্শন ঐশ্বর্যবান্ ঋষিপুত্র ব্রাহ্মণ লঙ্কেশ্বব বাবণ বহুগুণে ভূষিত হইলেও অত্যন্ত দর্পিত ও অভিমানী ছিলেন। 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা'—এই কথাটি সর্বজনবিদিত। শুধু দর্পই নহে, লঙ্কেশ্ববেব ধর্মবিরুদ্ধ কামপ্রবৃত্তিই তাঁহাব সকল অনর্থেব মূল। জনস্থানেব বাক্ষসনিধনেব প্রতিহিংসা মিটাইবাব নিমিত্তই তিনি সীতাকে হবণ কবেন নাই। বামকে শিক্ষা দিবাব নিমিত্ত সীতাহবণ কবিলে সীতাব প্রাথমিক দর্শনেই বাবণ এরূপ কামোন্মত্ত হইতেন না। দুশ্চবিত্র লম্পটগণ যাহা কবে, তিনিও তাহাই কবিযাছেন। আবও কযেকটি ঘটনা দ্বাবা জানা যাইতেছে যে, তাঁহাব এই দৌর্বল্য যেন জন্মগত। তাঁহাকে গর্ভে ধাবণ কবিবাব সময তাঁহাব জননীব আচবণ পুত্রেব এইপ্রকাব মনোবৃত্তিব কারণ হওযাও অসম্ভব নহে।

বাবণচবিতে ন্যবীবিষযক দৌর্বল্য না থাকিলে তিনিও জগতেব পূজ্য ব্যক্তিদেব মধ্যে স্থান পাইতেন—সন্দেহ নাই। দৈব বা নিযতিব বিধান স্বীকার কবিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দর্পোদ্ধত লোককন্টক দশানন আত্মবিনাশেব নিমিত্তই নিযতিপবিচালিত হইযা সীতাকে হবণ কবিযাছিলেন।

---

১ ৭।২য় ও ৩য় সর্গ
২ ৭।৮।২৩
৩ ৭।৬।১৫
৪ ৬।৭ম সর্গ
৫ ৭।১২।২
৬ ৭।১২।১-২২
৭ ৬।১১০তম সর্গ
৮ ৫।৯।৭৩
৯ ৬।১০৯।২২, ২৩
১০ ৫।৪৯।১১
২১ ৭।২৬।৫৯
২২ ৩।৩১।২৮-৩১
২৩ ৩।৩২।১৪
২৪ ৩।৩৫।৫-৭
২৫ ৩।৫৪।২৬, ২৭
২৬ ৫।২২।৩৯-৪৩
২৭ ৫।২২।১০, ১১
২৮ ৬।১০।৮, ৯
২৯ ৬।৩২।৪০
৩০ ৬।৩৪।২৮

১১ ৬।৬৮।৮ , ৬।৬৯।১৬
১২ ৬।১৯।১১-১৫ ,
৬।১২।১
১৩ ৬।৪৭।১ , ৬।৪৮।৮ ,
৬।৬৮।১২৫ , ৬।৫৮।১২৭
১৪ ৬।৭১।৩০, ১১০
১৫ ৬।৬৯।১-১০ ,
৬।৬৮।৭
১৬ ৬।১১০।৯, ১০
১৭ ৭।১৬।১৫-২০
১৮ ৭।১।-শ সর্গ
১৯ ৭।২০শ-২৩শ সর্গ
২০ ৭।২৪।৩৫-৪২

৩১ ৬।৩৯।২০, ।২৬
৩২ ৬।৪২শ সর্গ
৩৩ ৬।৫৭।১
৩৪ ৬।৫৯।১১১
৩৫ ৬।৬৪তম সর্গ
৩৬ ৬।৯৫তম সর্গ
৩৭ ৬।১০০।১৪, ১৭
৩৮ ৬।১০০।৬২
৩৯ ৬।১১১তম সর্গ

কুম্ভকর্ণ

কুম্ভকর্ণ বাবণেব মধ্যম ভ্রাতা। তিনি ছিলেন কৈকসীব দ্বিতীয় সন্তান। তাঁহাব ন্যায় প্রকাণ্ড দেহ পৃথিবীতে অন্য কাহাবও ছিল না।[১]

কুম্ভকর্ণঃ প্রমত্তস্তু মহর্ষীন্ ধর্মবৎসলান্।
ত্রৈলোক্যে নিত্যাসন্তুষ্টো ভক্ষযন্ বিচচাব হ॥ ৭।৯।৩৮

—কুম্ভকর্ণ অতিশয প্রমত্ত ছিলেন। ভোজনে তিনি কখনও সন্তুষ্ট হইতেন না। ধার্মিক মহর্ষিগণকে ভক্ষণ কবিযা তিনি বিচবণ কবিতেন।

কঠোব তপস্যা দ্বাবা কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন কবিযাছেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে ববদানে উদ্যত হইলে দেবগণ কৃতাঞ্জলি হইযা ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—'প্রভো, এই ভীষণ বাক্ষস কিরূপ অত্যাচাব কবিতেছে, আপনি তাহা জানেন। এই বাক্ষস নন্দনকাননে সাতজন অপ্সবা, দেববাজেব দশজন অনুচব এবং বহু ঋষি ও মনুষ্যকে ভক্ষণ কবিযাছে। এই বাক্ষস বব লাভ কবিলে ত্রিভুবন প্রাণিশূন্য হইযা যাইবে। প্রভো, ববদানেব ছলে এই নিশাচবকে মোহ প্রদান করুন।'

ব্রহ্মাব স্মবণমাত্র দেবী সবস্বতী আবির্ভূতা হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন—'দেবি, তুমি কুম্ভকর্ণেব জিহ্বায অধিষ্ঠিতা হইযা লোককল্যাণকব বব প্রার্থনা কবাও।' বাগ্‌দেবী কুম্ভকর্ণেব বসনায অধিষ্ঠিতা হইলে ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, তিনি কোন্ বব প্রার্থনা কবেন।

কুম্ভকর্ণস্তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বচনমব্রবীৎ।
স্বপ্তুং বর্ষাণ্যনেকানি দেবদেব মমেপ্সিতম্॥ ৭।১০।৪৪

—ব্রহ্মাব জিজ্ঞাসাব উত্তবে কুম্ভকর্ণ বলিতেছেন—হে দেবদেব, আমি অনেক বৎসব ব্যাপিযা ঘুমাইতে চাই। ইহাই আমাব প্রার্থিত বব।

'তাহাই হইবে' বলিযা ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। বাগ্‌দেবীও কুম্ভকর্ণেব বসনা ত্যাগ কবিলেন। আপন চৈতন্য ফিবিযা আসিলে কুম্ভকর্ণ এই বব প্রার্থনাব জন্য অনুতপ্ত হইযাছেন। বাবণেব প্রার্থনায ব্রহ্মা পবে বলিযাছিলেন যে, কুম্ভকর্ণ ছযমাস নিদ্রিত থাকিযা মাত্র একদিন জাগ্রত থাকিবেন।[২]

কুম্ভকর্ণেব আকৃতি অতি ভযানক। তাঁহাব বিকট চেহাবা দেখিলে সকলই বিস্মিত হইযা থাকেন।

ধনুঃশতপবিণাহঃ স ষট্‌শতসমুচ্ছ্রিতঃ।
বৌদ্রঃ শকটচক্রাক্ষো মহাপর্বতসন্নিভঃ॥ ৬।৬৫।৪১
দগ্ধশৈলোপমো মহান্। ৬।৬৫।৪২
নীলাঞ্জনচযাকাবং। ৬।৬০।৪৩, ৬।৬৭।৯১
সতোযাম্বুদসঙ্কাশং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণম্। ৬।৬১।৩

কিবীটিনং মহাকাযম্। ৬।৬১।১, ৬।৬০।৩০
কিবীটী হবিলোচনঃ।
সবিদ্যুদিব তোযদঃ॥ ৬।৬১।৫
শ্রোণীসূত্রেণ মহতা মেচকেন ব্যবাজত। ৬।৬৫।২৯

—শকটচক্রেব ন্যায নেত্রবিশিষ্ট মহাপর্বততুল্য কুম্ভকর্ণেব দেহেব পবিধি একশত ধনু (একধনু=চাবিহাত) এবং উচ্চতা ছযশত ধনু। তাঁহাব বিপুল দেহটিকে দগ্ধ পর্বতেব ন্যায দেখাইত। কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলপর্বতেব ন্যায তাঁহাব দেহটি যেন সজল মেঘখণ্ডেব মত শোভা পাইত। কুম্ভকর্ণেব মস্তকে কিবীট ও বাহুতে সুবর্ণনির্মিত অঙ্গদ বিবাজিত। বিদ্যুচ্ছটাশোভিত মেঘেব ন্যায দেহবিশিষ্ট মহাকায কুম্ভকর্ণেব নযনযুগল ছিল পিঙ্গলবর্ণ। অতি স্থূল কৃষ্ণবর্ণ কটিসূত্রে তাঁহাকে সর্পবেষ্টিত মন্দবেব ন্যায দেখাইত।

মন্দোদবীকে পত্নীরূপে লাভ কবাব পব—

বৈবোচনস্য দৌহিত্রীং বজ্রজ্বালেতি নামতঃ।
তাং ভার্যাং কুম্ভকর্ণস্য বাবণঃ সমকল্পযৎ॥ ৭।১২।২৩

—বাবণ বিবোচনপুত্র বলীব দৌহিত্রী বজ্রজ্বালাব সহিত কুম্ভকর্ণেব বিবাহ দিযাছেন।

কুম্ভকর্ণ দুইটি পুত্র লাভ কবিযাছেন। তাহাদেব নাম—কুম্ভ ও নিকুম্ভ। মহাযুদ্ধে সুগ্রীবেব হাতে কুম্ভ ও হনুমানেব হাতে নিকুম্ভ নিহত হইযাছিলেন।[৫]

বামেব সহিত যুদ্ধে পবাজিত হইযা বাবণ পলাযনপূর্বক আত্মবক্ষা কবিযাছেন। দুঃখ, লজ্জা ও ক্রোধে তিনি উন্মত্তপ্রায। বাবণ তাঁহাব মন্ত্রিগণকে আদেশ কবিলেন—

নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্ ইত্যাদি। ৬।৬০।১৬-১৮

—নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগবিত কব। সে কখনও সাতমাস কখনও আটমাস, কখনও বা দশমাস নিদ্রা যায। আমাব সহিত মন্ত্রণা কবিযা সে বিগত নবম দিনে নিদ্রিত হইযাছে। বাক্ষসকুল-শিবোমণি কুম্ভকর্ণ নিশ্চযই বানববৃন্দেব সহিত বাম ও লক্ষ্মণকে নিধন কবিবে।

বাম সৈন্যগণ সহ সুবেল-পর্বতে উপস্থিত হইযাছেন—এই সংবাদ পাইযাই বাবণ সভাসদ্‌গণেব সহিত মন্ত্রণা কবিতে বসিযাছিলেন। বাবণেব মুখে সীতাহবণাদি বৃত্তান্ত ও নানা খেদোক্তি শ্রবণ কবিযা সেই সভায কুম্ভকর্ণ অগ্রজকে বলিযাছেন—

সর্বমেতন্মহাবাজ কৃতমপ্রতিমং তব।
বিধীযেত সহাস্মাভিবাদাবেবাস্য কর্মণঃ॥ ইত্যাদি। ৬।১২।২৯-৩৫

—মহাবাজ, বলপূর্বক পবস্ত্রীহবণাদি আপনাব পক্ষে অনুচিত হইযাছে। এইসকল কার্যেব পূর্বেই আমাদেব সহিত পবামর্শ কবা উচিত ছিল। ন্যাযপূর্বক কার্য কবিলে পবে অনুতাপ কবিতে হয না। পবিণাম চিন্তা না কবিযাই আপনি আজ বিপদাপন্ন হইযাছেন। বাম যে এখনও আপনাকে সংহাব কবেন নাই, ইহাই আপনাব সৌভাগ্য। যদিও আপনি অন্যায কাজ কবিযাছেন, তথাপি আপনাব শত্রুগণকে বধ কবিযা আমি আপনাকে বক্ষা কবিব।

তখন মহাপার্শ্বেব চালাকিব পবামর্শ শুনিযাও কুম্ভকর্ণ মহাপার্শ্বকে তিবস্কাব কবিযাছেন।

সেই মন্ত্রণাব পবেই কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হইযাছিলেন। আজ বাক্ষসবাজ তাঁহাব বীব ভ্রাতাকে জাগাইবাব আদেশ দিযাছেন। বাবণেব আদেশে বাক্ষসগণ গন্ধ, মাল্য ও বহুবিধ আহার্য-সামগ্রী লইযা কুম্ভকর্ণেব গুহাস্থিত বত্নভূষিত ভবনে গমন কবিযাছেন। সুবর্ণাঙ্গদশোভিত সূর্যেব ন্যায দীপ্তিমান্ কিবীটসমুজ্জ্বল মহাকায কুম্ভকর্ণেব নিদ্রাভঙ্গ কবিবাব নিমিত্ত তাঁহাবা কুম্ভকর্ণেব দেহে চন্দন লেপন কবিযা কোন ফল পাইলেন না। বাক্ষসবর্গেব ঘোবতব গর্জন এবং শঙ্খ-ভেবীব নিনাদ ও বিফল হইল। হস্তী প্রভৃতি জন্তুকে কুম্ভকর্ণেব

উপব চালিত কবিযাও ফল হইল না। কুম্ভকর্ণেব কর্ণবিববে জল ঢালিযাও কিছু কবা গেল না। দেহে মুষলেব আঘাতেও তাঁহাব নিদ্রাভঙ্গ হয নাই। পর্বতশিখব ও বৃক্ষবাজিব আঘাত এবং অনেকগুলি হাতীব পাযেব চাপে কুম্ভকর্ণ জাগবিত হইযাছেন।

প্রচুব মাংসভোজন ও মদ্যপানেব পব কুম্ভকর্ণ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইযা তাঁহাকে জাগবিত কবিবাব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে বাক্ষসগণ বামেব বলবীর্য ও পবাজিত বাবণেব সমবাঙ্গণ হইতে পলাযনেব কথা সবিনযে তাঁহাকে শোনাই ছেন।

কুম্ভকর্ণ সাহঙ্কাবে বলিলেন যে, বানবগণেব বক্ত ও মাংসেব দ্বাবা তিনি বাক্ষসগণকে পবিতৃপ্ত কবিযা স্বযং বাম-লক্ষ্মণেব বক্ত পান কবিবেন। বাক্ষস মহোদবেব পবামর্শে প্রথমতঃ তিনি অগ্রজেব সহিত দেখা কবিতে যাত্রা কবিলেন।

বাজপথে কুম্ভকর্ণকে দেখিযা বানবগণ ভযে পলাযন কবিযাছেন।[৪] বামও বিস্মিত হইযা বিভীষণকে তাঁহাব পবিচয জিজ্ঞাসা কবিলে বিভীষণ কুম্ভকর্ণেব পবিচয দিযা বামকে বলিতেছেন—

শূলপাণিং বিরূপাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
হন্তুং ন শেকুস্ত্রিদশাঃ কালোঽযমিতি মোহিতাঃ ॥ ইত্যাদি। ৬।৬১।১১, ১২

—শূলহস্ত বিরূপাক্ষ মহাবল কুম্ভকর্ণকে হনন কবিতে দেবগণও সমর্থ নহেন। ইঁহাকে স্বযং কাল মনে কবিযা দেবগণ মোহিত হন। কুম্ভকর্ণ স্বভাবতঃ তেজস্বী ও বলবান্। অপব বাক্ষসগণ বব পাইযা বলশালী হইযাছেন।

উচ্যন্তাং বানবাঃ সর্বে যন্ত্রমেতৎ সমুচ্ছ্রিতম্।
ইতি বিজ্ঞায হবযো ভবিষ্যন্তীহ নির্ভযাঃ ॥ ৬।৬১।৩৩

—(বিভীষণ বামকে বলিতেছেন) আপনি বানবগণকে বলুন যে, ইহা অত্যুচ্চ একটি যন্ত্রমাত্র। এই কথা শুনিলে বানবগণ আব ভয পাইবেন না।

বাবণ কর্তৃক অভ্যর্থিত হইযা কুম্ভকর্ণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন কবিযাছেন। বাবণেব মুখে দাৰুণ বিপদেব বার্ত্তা শুনিযা কুম্ভকর্ণ অনেক মূল্যবান্ বাজনীতি অগ্রজকে শোনাইলেন এবং বাজধর্মগর্হিত পবস্ত্রীহবণেব জন্য কঠোব তিবস্কাব কবিলেন।

বাবণ কহিলেন যে, যাহা ঘটিযা গিযাছে, তাহাব জন্য দোষাবোপ কবিযা কোন ফল হইবে না। এখন তিনি কুম্ভকর্ণেব সাহায্য প্রার্থনা কবিতেছেন।

বাবণকে ক্রুদ্ধ ও সন্তপ্ত মনে কবিযা—

কুম্ভকর্ণঃ শনৈর্বাক্যং বভাষে পবিসান্ত্বযন্। ইত্যাদি। ৬।৬৩।২৯-৩২

—কুম্ভকর্ণ বাবণকে সান্ত্বনাদানপূর্বক ধীবে ধীবে বলিতে লাগিলেন—বাজন্, আপনি দুঃখ কবিবেন না, স্বস্থ হউন, আমি জীবিত থাকিতে ভয কি?

মযাদ্য বামে গমিতে যমক্ষযং
চিবায সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥ ৬।৬৩।৫৮

—আমি আজ বামকে যমালযে পাঠাইলে সীতা চিবকালেব জন্য আপনাব বশ্যতা স্বীকাব কবিবেন।

একাকী দুর্ধর্ষ বামেব সহিত যুদ্ধ কবিতে যাওযা কুম্ভকর্ণেব পক্ষে উচিত হইবে না এবং কুম্ভকর্ণেব উক্তি নিতান্তই বালকোচিত—মহোদব এইভাবে কুম্ভকর্ণকে ব্যঙ্গ কবিযা বাবণকে কহিলেন যে, বামেব মৃত্যুসংবাদ সাডম্ববে ঘোষণা কবিলেই সীতা বাক্ষসবাজেব বশীভূতা হইবেন।[৫]

মহোদবেব এইসকল কথা শুনিযা কুম্ভকর্ণ তাঁহাকে কঠোব ভাষায ভর্ৎসনা কবিযা কহিতেছেন—

এষ নির্যাম্যহং যুদ্ধমুদ্যতঃ শত্রুনির্জযে।
দুর্নযং ভবতামদ্য সমীকর্তুং মহাহবে ॥ ৬।৬৫।৮

—আমি যুদ্ধেব দ্বাবা আপনাদেব এই দুর্নীতিকে দূব কবিবাব নিমিত্ত শত্রুজযে কৃতসঙ্কল্প হইযা যাত্রা কবিতেছি।

অগ্রজেব দ্বাবা প্রশংসিত কুম্ভকর্ণ তপ্তকাঞ্চনভূষণ ভীষণ শূল হস্তে লইযা যুদ্ধযাত্রা কবিযাছেন। সর্প, উষ্ট্র, গর্দভ, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং মৃগ প্রভৃতিব পৃষ্ঠে আবোহণ কবিযা মহাবলশালী বাক্ষসগণ কুম্ভকর্ণেব অনুগমন কবিতে লাগিলেন।[৮]

কুম্ভকর্ণেব তেজে অসংখ্য বানবসেনা নিহত হইতেছে। তিনি হাতেব কাছে যাহাকে পান, তাহাকেই ধবিযা মুখে দেন। বানবগণ যেন তাঁহাব তেজে ভীত হইযা পড়িযাছেন।

বজ্রহস্তো যথা শক্রঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
শূলহস্তো বভৌ যুদ্ধে কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ ॥ ৬।৬৭।৩৮

—মহাবল কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে শূল ধাবণ কবিযা বজ্রহস্ত ইন্দ্র এবং পাশহস্ত যমেব ন্যায প্রকাশ পাইতেছিলেন।

হনুমান্ কুম্ভকর্ণেব শূল ভাঙ্গিযা দিযাছেন। ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে কক্ষপুটে গ্রহণ কবিযা লঙ্কায প্রবেশ কবিযাছেন। সুগ্রীব তীক্ষ্ণ নখেব দ্বাবা কুম্ভকর্ণেব দুইটি কান ও দাঁতেব দ্বাবা নাসিকা ছিন্ন কবিযা পাযেব নখেব দ্বাবা তাঁহাব উভয পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ কবিযাছেন। কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে ভূতলে পেষণ কবিতে থাকিলে সুগ্রীব হঠাৎ আকাশমার্গে উৎপতিত হইযা বামেব সমীপে ফিবিযা আসিযাছেন।[৯]

বক্তমাংসলোলুপ কুম্ভকর্ণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইযা বাক্ষস এবং বানব যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই ধবিযা খাইতে লাগিলেন।[৮]

বাম বাযব্য-অস্ত্রেব দ্বাবা কুম্ভকর্ণেব সমুদ্গব বাহুখানি ছেদন কবিযাছেন। ছিন্ন বাহুখানি বানবগণেব মধ্যে পতিত হওযায বাহুব চাপে অনেক বানব পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এক হাতেব দ্বাবা একটি বৃক্ষ উৎপাটন কবিযা কুম্ভকর্ণ বামেব প্রতি ধাবিত হইযাছেন। বাম দুইটি শাণিত অর্ধচন্দ্রবাণে তাঁহাব দুইখানি পা কাটিযা ফেলিলেন। ছিন্নবাহু ও ছিন্নপদ কুম্ভকর্ণ ভীষণ হা কবিযা গর্জন কবিতে কবিতে বামেব দিকে ধাবিত হইলে বাম তীক্ষ্ণাগ্র বাণসমূহে তাঁহাব মুখবিবব পবিপূবিত কবেন। অস্ফুট শব্দ কবিতে কবিতে কুম্ভকর্ণ মূর্ছিত হইযা পড়িযাছেন।

এবাব বাম কুম্ভকর্ণেব শিব লক্ষ্য কবিযা ভীষণ একটি বাণ নিক্ষেপ কবিযাছেন। সেই বাণে কুম্ভকর্ণেব মস্তকটি ছিন্ন হইযাছে। পর্বততুল্য সেই ছিন্ন মস্তকটি লঙ্কায পতিত হইযা চর্যাগৃহ, গোপুব ও প্রাচীবকে ভাঙ্গিযা ফেলিযাছে এবং কুম্ভকর্ণেব মস্তকহীন দেহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইযাছে।[৯]

সীতাহবণেব জন্য কুম্ভকর্ণ অগ্রজকে স্পষ্টভাষায তিবস্কাব কবিযাছেন এবং কোনপ্রকাব মিথ্যা ছলচাতুবীব আশ্রয লইতেও ঘৃণাবোধ কবিযাছেন। বাজনীতি বিষযেও তিনি অগ্রজকে অনেক ভাল ভাল কথা শোনাইযাছেন। শক্তিমদে দর্পিত কুম্ভকর্ণ অগ্রজকে বিপদ হইতে বক্ষা কবিবাব উদ্দেশ্যে যুদ্ধে যোগ দিযাছিলেন। বামেব শক্তিসামর্থ্য জানিযাও তিনি বাবণকে আশ্বাস দিযা যুদ্ধযাত্রা কবেন। এই সবলচিত্ত শক্তিমান্ পুরুষটি বীবেব ন্যায যুদ্ধ কবিযাই প্রাণ দিযাছেন।

১ ৭।৯।৩৪
২ ৬।৬১।২৮
৩ ৬।৭৫।৪৬ ,
৬।৭৬তম ও ৭৭তম সর্গ
৪ ৬।৬০তম সর্গ
৫ ৬।৬৪তম সর্গ
৬ ৬।৬৫।৩৫, ৩৬
৭ ৬।৬৭।৮৬-৮৮
৮ ৬।৬৭।৯৪, ১২৮
৯ ৬।৬৭।১৭১

বিভীষণ

বিভীষণ বাবণেব কনিষ্ঠ সহোদব। তিনি ছিলেন কৈকসীব চতুর্থ সন্তান। জন্মেব পূর্বেই বিভীষণ তাঁহাব জনকেব আশীর্বাদ লাভ কবিযাছেন। মুনিবব বিশ্রবা কৈকসীকে বলিযাছেন—

পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে।
মম বংশানুৰূপঃ স ধর্মাত্মা চ ন সংশযঃ॥ ৭।৯।২৭

—শুভাননে, তোমাব যে কনিষ্ঠ পুত্র হইবে, সে আমাব বংশানুৰূপ ধর্মাত্মা হইবে—ইহাতে সংশয নাই।

তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ। ৭।৯।৩৬

—সেই মহাসত্ত্বশালী পুত্রেব জন্মমুহূর্তে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবগণ দুন্দুভি বাদ্য কবিতে লাগিলেন।

বিভীষণ বাল্যকাল হইতেই ধার্মিক ছিলেন। তিনি স্বাধ্যাযী,নিযতাহাব ও সংযমী।[১]

বিভীষণেব কঠোব তপস্যায ব্রহ্মা প্রসন্ন হইযা তাঁহাকে বব দিতে চাহিলে তিনি প্রার্থনা কবিতেছেন—

প্রীতেন যদি দাতব্যো ববো মে শৃণু সুব্রত।
পবমাপদ্‌গতস্যাপি ধর্মে মম মতির্ভবেৎ॥ ইত্যাদি। ৭।১০।৩০-৩২

—হে সুব্রত পিতামহ, আপনি যদি প্রসন্ন হইযা আমাকে বব দান কবিতে ইচ্ছা কবেন, তবে আমি প্রার্থনা কবিতেছি—হে ভগবন্, অতিশয বিপদে পতিত হইলেও আমাব বুদ্ধি যেন ধর্মপথে থাকে এবং শিক্ষা না কবিযাও আমি যেন ব্রহ্মাস্ত্রেব জ্ঞান লাভ কবি।

পিতামহ প্রসন্ন হইযা বিভীষণকে প্রার্থিত বব দান কবিযা কহিতেছেন— যস্মাদ্ বাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রনাশন।
নাধর্মে জাযতে বুদ্ধিবমবত্বং দদামি তে॥ ৭।১০।৩৪

—হে শত্রুনাশন, যেহেতু বাক্ষসীব গর্ভে জন্মগ্রহণ কবিযাও তোমাব বুদ্ধি অধর্ম পথে গমন কবে নাই, সেইহেতু তুমি অমব হইবে—আমি এই ববও প্রদান কবিতেছি।

বিভীষণ চিবকালই সাধুচবিত্র ধার্মিক পুরুষ। শূর্পণখাব উক্তিতেও জানা যায—

বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা ন তু বাক্ষসচেষ্টিতঃ। ৩।১৭।২৩

—বিভীষণ ধর্মাত্মা, তাহাব আচবণ বাক্ষসসুলভ নহে।

বিভীষণেব আকৃতিব বর্ণনা বামাযণে বেশী না থাকিলেও মোটামুটি একটি ধাবণা কবা যায—

স চ মেঘাচলপ্রখ্যো বজ্রাযুধসমপ্রভঃ।
ববাযুধববো বীবো দিব্যাভবণভূষিতঃ॥ ৬।১৭।৪

মেঘসঙ্কাশং বিভীষণমুপস্থিতম্। ৬।১১৪।৬

—মেঘ ও পর্বতেব ন্যায বিভীষণেব গাত্রবর্ণ। বীব বিভীষণ ইন্দ্রেব ন্যায প্রভাসম্পন্ন। তিনি উত্তম অস্ত্র ধাবণ কবেন ও দিব্য আভবণে ভূষিত থাকেন।

বাবণ ও কুম্ভকর্ণেব বিবাহেব পব—

গন্ধর্ববাজস্য সুতাং শৈলূষস্য মহাত্মনঃ।
সবমাং নাম ধর্মজ্ঞাং লেভে ভার্যাং বিভীষণঃ ॥ ৭।১২।২৪

—গন্ধর্ববাজ মহাত্মা শৈলূষেব কন্যা ধর্মজ্ঞা সবমাকে বিভীষণ পত্নীরূপে লাভ কবিযাছেন।

বাবণেব কর্তৃত্বেই বিভীষণেব পবিণয সম্পন্ন হয।[2] বিভীষণেব কযেকজন পুত্র ছিলেন—এইমাত্র জানা যায। তাঁহাদেব নাম ও কার্যকলাপেব কথা জানা যায না।[3]

অনলশ্চানিলশ্চৈব হবঃ সম্পাতিবেব চ।
এতে বিভীষণামাত্যা মালেযাস্তে নিশাচবাঃ ॥ ৭।৫।৪৫

—অনল, অনিল, হব ও সম্পাতি—এই চাবিজন বাক্ষস ছিলেন বিভীষণেব খুল্লমাতামহ মালিব পুত্র। ইঁহাবা বিভীষণেব অমাত্য ছিলেন।

অন্যত্র দেখা যায যে, বিভীষণেব চাবিজন অমাত্যেব নাম ছিল—অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি। সম্ভবতঃ অনিল, ও হবেব অপব নাম ছিল যথাক্রমে পনস ও প্রমতি।[4]

মন্দোদবীকে বিবাহ কবাব পবও উচ্ছৃঙ্খল বাবণ দেবতা দানব গন্ধর্ব প্রভৃতিব সুন্দবী স্ত্রী এবং কন্যাগণকে হবণ কবিতেছেন দেখিযা বিভীষণ ব্যথিত হইযাছেন। তিনি অগ্রজকে তিবস্কাব কবিযা বলিযাছেন—

ঈদৃশৈস্ত্বং সমাচাবৈর্যশোহর্থকুলনাশনৈঃ।
ধর্ষণং প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা স্বমতেন বিচেষ্টসে ॥ ৭।২৫।১৮

—বাজন্, আপনাব এইরূপ আচবণ যশ, অর্থ ও কুলেব নাশক। ইহাতে প্রাণিগণেব যে পীড়া ও ধর্মনাশ হইবে, তাহা অতি অনিষ্টকব। আপনি ইহা জানিযাও স্বেচ্ছাচাবে প্রবৃত্ত হইযাছেন।

বামেব দূত হনুমান্ লঙ্কাপুবীব দুর্দশা ঘটাইযা বামেব সমীপে ফিবিযা গিযাছেন। লজ্জায ও ক্ষোভে বাবণ মন্ত্রিবর্গেব সহিত ভবিষ্যৎ কর্তব্য বিষযে পবামর্শ কবিতে বসিযাছেন। প্রহস্তাদি বীব বাক্ষসগণ বামেব সহিত যুদ্ধেব নিমিত্ত বাবণকে উৎসাহ ও উত্তেজনা দিতেছেন, কিন্তু বিভীষণ নানাবিধ যুক্তি দ্বাবা পুনঃপুনঃ কহিতেছেন যে, বামকে যুদ্ধে জয কবা কিছুতেই সম্ভবপব হইবে না। ধার্মিক বামেব সহিত নিবর্থক শত্রুতাসাধন বাক্ষসবাজেব উচিত হয নাই। সীতাকে প্রত্যর্পণ না কবিলে বাক্ষসকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। বিভীষণ সবিনযে অগ্রজকে বলিতেছেন—

প্রসাদযে ত্বাং বন্ধুত্বাৎ কুরুষ্ব বচনং মম।
হিতং তথ্যং ত্বহং ব্রূমি দীযতামস্য মৈথিলী ॥ ৬।৯।২০
ত্যজাশু কোপং সুখধর্মনাশনম্,
ভজস্ব ধর্মং বতিকীর্তিবর্দ্ধনম্।
প্রসীদ জীবেম সপুত্রবান্ধবাঃ
প্রদীযতাং দাশবথায মৈথিলী ॥ ৬।৯।২২

—আমি আপনাব ভ্রাতা, আপনাব কল্যাণকব সত্য কথাই বলিতেছি। আমাব কথা গ্রহণ করুন। বামেব নিকট মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করুন। আপনি সত্বব সুখ ও ধর্মেব নাশক ক্রোধ পবিত্যাগ করুন, বতি ও কীর্তিবর্ধক ধর্মকে ভজনা করুন। আপনি প্রসন্ন হউন, আমবা পুত্র

ও বান্ধবগণেব সহিত জীবিত থাকি। আপনি দশবথনন্দন বামেব হাতে মৈথিলীকে প্রত্যর্পণ করুন।

বিভীষণেব বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া বাবণ স্বগৃহে প্রস্থান কবিলেন। বিভীষণ কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না! তিনি পবদিন ভোববেলা বাবণেব অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিযা পুনবায সবিনযে অগ্রজকে বুঝাইতে লাগিলেন। মৈথিলীকে হবণ কবিয়া আনিবাব পব হইতেই লঙ্কাপুবীতে যে-সকল অশুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, সেইগুলিব প্রতিও তিনি বাবণেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছেন।

হিতাকাঙ্ক্ষী বিভীষণেব বাক্য বাবণেব সহ্য হইল না। তিনি বিভীষণকে বিদায দিলেন।[৫]

সেইদিন বাজসভায বসিযা বাবণ পুনবায সীতাব প্রতি তাঁহাব অতিশয আসক্তিব কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিযা অমাত্যবর্গেব পবামর্শ শুনিতে চাহিযাছেন। বিভীষণ সীতাকে সুতীক্ষ্নদংষ্ট্র বিষধবেব সহিত তুলনা কবিযা বাবণকে পুনবায বলিতেছেন—'মহাবাজ, যাঁহাবা আপনাকে যুদ্ধ বিষযে উৎসাহ দিতেছেন, তাঁহাবা কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে বামেব সম্মুখে দাঁড়াইতে পাবিবেন না। অতএব—

প্রদীযতাং দাশবথায মৈথিলী।' ৬।১৪।৩

ইন্দ্রজিৎ খুল্লতাতকে ভীত বলিযা উপহাস কবিলে বিভীষণ বলিলেন—'বৎস, তুমি এখনও অপবিণামদর্শী বালকমাত্র। এইহেতু মোহবশে তোমাব পিতাব ভবিষ্যৎ বিনাশেব বিষয বুঝিতে পাব নাই। এই মন্ত্রণাসভায তোমাব ন্যায বালককে যে প্রবেশ কবাইযাছে, তাহাব প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। তুমি বামেব শক্তিব বিষযেও একান্তই অজ্ঞ।'[৬]

অতঃপব বিভীষণ পুনবায সবিনযে অগ্রজকে বলিতেছেন—'বাজন্, আমবা বহু ধনবত্নেব সহিত সীতাদেবীকে বামেব হাতে সমর্পণ কবিযা—

বসেম বাজন্নিহ বীতশোকাঃ। ৬।১৫।১৪

—শোকবিহীন হইযা এই নগবীতে বাস কবিব।'

এইসকল কথা শুনিযা কালগ্রস্ত বাবণ কঠোব ভাষায বিভীষণকে তিবস্কাব কবেন। তিনি এইকথাও বলিলেন যে, অন্য কোন ব্যক্তি এইরূপ বলিলে তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাব প্রাণদণ্ডেব আজ্ঞা দিতেন।

ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং ন্যাযবাদী বিভীষণঃ।
উৎপপাত গদাপাণিশ্চতুর্ভিঃ সহ বাক্ষসৈঃ॥ ইত্যাদি। ৬।১৬।১৭-২৬

—বাবণ এইরূপ কঠোব বাক্য বলিলে ন্যাযবাদী গদাপাণি বিভীষণ (তাঁহাব অনুগত) চাবিজন বাক্ষসেব সহিত ঊর্ধ্বে উত্থিত হইলেন। অপমানিত বিভীষণ অন্তবীক্ষ হইতে বাক্ষসবাজকে কহিতেছেন—বাজন্, আপনি ভ্রান্ত ও অধার্মিক হইলেও আমাব জ্যেষ্ঠ সহোদব বলিযা আপনাকে পিতাব ন্যায মান্য কবি। আজ আপনাব এইসকল কর্কশ বচন সহ্য কবিতে পাবিলাম না। অজিতেন্দ্রিয কামুক পুরুষ কাহাবও হিতবাক্য গ্রহণ করে না। বাজন্, সংসাবে প্রিযবাদী পুরুষেব অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয অথচ হিতকব বাক্যেব বক্তা ও শ্রোতা—উভযই দুর্লভ। আপনি কালপাশে বদ্ধ হইযা বিনষ্ট হইতে চলিযাছেন। এইহেতু উপেক্ষা কবিতে না পাবিযা পুনঃপুনঃ আপনাব হিতকব পবামর্শ দিযাছি। বামেব প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য বাণে আপনাব বিনাশ দেখিতে ইচ্ছা কবি না বলিযাই এইরূপ বলিযাছি। আমাব পবামর্শ আপনি সহ্য কবিতে পাবেন নাই। আপনাকে অপ্রিয পবামর্শ দিযাছি বলিযা আপনাব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবি। বাক্ষসগণেব সহিত এই লঙ্কাপুবীকে ও নিজকে সর্বপ্রযত্নে বক্ষা করুন। আমি চলিযা যাইতেছি, আপনাব মঙ্গল হউক। ক্ষীণাযু ব্যক্তিগণ

অন্তিমকালে প্রকৃত সুহৃদেব বাক্য গ্রহণ কবেন না। এইহেতু আমাব পবামর্শও আপনাব রুচিকব হয নাই।

বাবণকে এইসকল কথা বলিযাই বিভীষণ তাঁহাব অমাত্যগণ সহ আকাশমার্গে সমুদ্র পাব হইযাছেন। আকাশে থাকিযাই বিভীষণ বানবগণেব নিকট আত্মপবিচয দিযাছেন এবং বাবণকে সুপবামর্শ দেওযায তিনি যে বাবণেব দ্বাবা অপমানিত হইযাছেন, তাহাও জানাইযাছেন। অতঃপব তিনি বানবগণকে বলিতেছেন—

নিবেদযত মাং ক্ষিপ্রং বাঘবায মহাত্মনে।
সর্বলোকশবণ্যায বিভীষণমুপস্থিতম্ ॥ ৬।১৭।১৭

—হে বানবগণ, তোমবা সকলেব বক্ষক মহাত্মা বঘুনাথকে শীঘ্র নিবেদন কব যে, বিভীষণ উপস্থিত হইযাছে।

বাম এই সংবাদ পাইযা সুগ্রীবেব মুখে বিভীষণকে অভয দিলেন।

বাঘবেণাভযে দত্তে সন্নতো বাবণানুজঃ।
বিভীষণো মহাপ্রাজ্ঞো ভূমিং সমবলোকযৎ ॥ ইত্যাদি। ৬।১৯।১-৬

—বামেব অভযবাণী শুনিযা বাবণানুজ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিভবে বামেব উদ্দেশে প্রণাম কবিযা অববোহণ-মানসে ভূমিব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন। সচিবগণেব সহিত ভূমিতলে অববোহণ কবিযা তিনি বামেব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন। সচিবগণ সহ বিভীষণ বামেব চবণতলে প্রণাম কবিযা সবিনযে বলিলেন—হিতবচন বলায দর্পিত লঙ্কেশ্ববেব দ্বাবা অপমানিত হইযাই আমি সমস্ত পবিত্যাগ কবিযা মহাত্মা বাঘবেব আশ্রয লইযাছি। সম্প্রতি আমাব প্রাণ, সুখ ও বাজ্যলাভ সমস্তই আপনাব অধীন।

প্রসন্ন বামেব জিজ্ঞাসাব উত্তবে বিভীষণ বাবণেব বলবীর্যেব কথা শোনাইলে পব বাম প্রতিজ্ঞা কবিলেন যে, সবান্ধব বাবণকে বধ কবিযা তিনি বিভীষণকে লঙ্কাব সিংহাসনে বসাইবেন। বিভীষণও প্রতিজ্ঞা কবিলেন যে, বাবণেব সহিত যুদ্ধে তিনি প্রাণপণে বামেব সাহায্য কবিবেন।[৭]

তৎক্ষণাৎ বামেব আদেশে লক্ষ্মণ বিভীষণকে বাক্ষসবাজ্যে অভিষিক্ত কবিযাছেন।

বামেব সহিত বিভীষণেব প্রথম কথাবার্তা হইতেই জানা যায যে, লঙ্কাপুবীব সিংহাসনেব উপব বিভীষণেব দৃষ্টি ছিল। এই দৃষ্টিকে সম্ভবতঃ শুধু লোভ বলা উচিত হইবে না। মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ বুঝিতে পাবিযাছিলেন যে, বাবণেব নিধন অবশ্যম্ভাবী এবং অচিবেই তাহা ঘটিবে। অতএব তখনও লঙ্কাপুবীব অধিকাব যেন বাক্ষসদেবই থাকে—সেই উদ্দেশ্যেই বিভীষণ সম্ভবতঃ বামেব নিকট পূর্বেই বাজ্যপ্রার্থনা কবিযাছেন। অধার্মিক অগ্রজেব দ্বাবা অপমানিত হইযাও বিভীষণেব এইপ্রকাব মনোবৃত্তিব উদয অস্বাভাবিক নহে।

বিভীষণ বামেব সেনাদলে যোগ দিযাছেন এবং বামেব হিতৈষী বিশ্বস্ত সুহৃদ্‌রূপে সর্বতোভাবে বামকে সাহায্য কবিতেছেন। বিভীষণেব অভাবনীয উপস্থিতি, শবণাগতি ও সেনাদলে যোগদান বামেব পক্ষে যেন দৈব আশীর্বাদস্বরূপ। ইহাব ফলে বাম যে প্রভূত উপকৃত হইযাছেন, তাহা নানা চবিত্রে আলোচিত হইযাছে। বিভীষণ বামকে অনেক বিপত্তি হইতে বক্ষা কবিযাছেন।

সসৈন্য বাম লঙ্কায উপস্থিত হইযা বিভীষণেব সহাযতায বাবণেব সৈন্যসমাবেশেব সকল ব্যবস্থা অবগত হইযাছেন। তিনি সেনাপতিনিযোগেব ব্যবস্থা কবিতেছেন। স্থিব হইল যে, সুগ্রীব, জাম্ববান্ ও বিভীষণ মধ্যম গুল্মে অবস্থান কবিবেন।[৮]

মহাযুদ্ধ আবম্ভ হইযাছে। প্রথম দিবসেব বাত্রিযুদ্ধে অদৃশ্য মাযাবী ইন্দ্রজিতেব নাগবাণে

বদ্ধ বাম ও লক্ষ্মণ নিস্পন্দ হইয়া পড়েন। বানবগণ শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। অতি দুঃখিত সুগ্রীবকে সান্ত্বনা দিয়া বিভীষণ কহিতেছেন—

ন কালঃ কপিবাজেন্দ্র বৈক্লব্যমবলম্বিতুম্।

অতিস্নেহোহপি কালেহস্মিন মবণায়োপকল্পতে ॥ ইত্যাদি। ৬।৪৬।৩৭-৪৪

—হে কপিবাজ, এখন বিহ্বল হইবাব সময নহে। এইৰূপ বিপৎকালে অতিশয স্নেহও মৃত্যুব কাবণ হইযা থাকে। এখন আমাদেব সৈন্যগণেব হিতচিন্তা কবা উচিত। বাম-লক্ষ্মণেব দেহকান্তিতে মৃত্যুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যতক্ষণ না আমি বিপর্যস্ত সৈন্যগণকে সংস্থাপিত কবিতেছি, ততক্ষণ স্বীয সৈন্যগণকে আশ্বাস দাও। আমবা বিহ্বল হইলে সৈন্যগণেব মনোবল নষ্ট হইবে। অতঃপব বিভীষণ সৈন্যগণকেও অনুৰূপ আশ্বাস দিযাছেন।

ইন্দ্রজিতেব নাগপাশে বাম ও লক্ষ্মণকে সংজ্ঞাহীন দেখিযা বিভীষণ—

জলক্লিন্নেন হস্তেন তযোর্নেত্রে বিমৃজ্য চ।

শোকসম্পীড়িতমনা রুবোদ বিললাপ চ ॥ ৬।৫০।১৪

—জলসিক্ত হস্তেব দ্বাবা উভয ভ্রাতাব নযন মার্জনাপূর্বক অতিশয শোকাভিভূত হইযা বোদন ও বিলাপ কবিযাছেন।

বিভীষণেব বিলাপে এৰূপ একটি কথা শোনা যায, যাহাতে অনুমিত হয যে, বাজ্যলাভেব বিষযে- তাঁহাব লোভ ছিল। কথাটি এই—

যযোর্বীর্যমুপাশ্রিত্য প্রতিষ্ঠা কাঙ্ক্ষিতা মযা।

তাবিমৌ দেহনাশায প্রসুপ্তৌ পুরুষর্ষভৌ ॥ ৬।৫০।১৮

—যাঁহাদেব বীর্য আশ্রয কবিযা আমি প্রতিষ্ঠিত হইবাব আকাঙ্ক্ষা কবিযাছিলাম, সেই দুই পুরুষপ্রধান মৃত্যুপথেব যাত্রী হইযা প্রসুপ্ত বহিযাছেন।

সুগ্রীব বিলপমান বিভীষণকে আলিঙ্গনপূর্বক সান্ত্বনা দিযা কহিযাছেন—

বাজ্যং প্রাপ্স্যসি ধর্মজ্ঞ লঙ্কাযাং নেহ সংশযঃ। ৬।৫০।২১

—ধর্মজ্ঞ, তুমি লঙ্কাবাজ্য প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সংশয নাই।

ইন্দ্রজিৎ মাযাময়ী সীতাকে হত্যা কবিলে পব বাম শোকে মূর্ছিত হইযা পড়েন। মূর্ছা ভঙ্গ হইলে লক্ষ্মণেব আশ্বাসবাণী শুনিযাও বাম স্থিব হইতে পাবিলেন না। তখন বিভীষণই প্রকৃত বহস্য উদ্ঘাটন কবিযাছেন। তিনি বামকে বলিয়াছেন যে, বাবণেব উদ্দেশ্য অন্যপ্রকাব, কখনই সীতাকে হত্যা কবা হইবে না। একমাত্র বাবণ ব্যতীত অপব কেহ সীতাকে দেখিবাব অধিকাবও পায নাই। অতএব ইন্দ্রজিৎ বানবগণকে মোহিত কবিযা আপন উদ্দেশ্য সাধনেব নিমিত্ত মাযাময়ী সীতাব হত্যাৰূপ অভিনয প্রদর্শন কবিযাছে। ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা-মন্দিবে যাইযা হোম সমাপনান্তে ফিবিযা আসিলে ইন্দ্রাদি দেবগণও তাহাকে যুদ্ধে জয কবিতে পাবিবেন না। সেইহেতু সে মাযাপ্রযোগে বানবগণকে মোহাচ্ছন্ন কবিযাছে। ইন্দ্রজিতেব দৈব অনুষ্ঠান সমাপ্তিব পূর্বেই তাহাকে আক্রমণ কবিতে হইবে।[১]

বিভীষণ এই বহস্য উদ্ঘাটন না কবিলে শোকগ্রস্ত বামেব সমূহ বিপদ ঘটিত এবং যুদ্ধে জযলাভ কবা সম্ভবপব হইত না।

বিভীষণেব পবামর্শে বাম ইন্দ্রজিতেব সহিত যুদ্ধ কবিবাব নিমিত্ত লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে পাঠাইযাছেন। বিভীষণ লক্ষ্মণকে নানাভাবে সাহায্য কবিতেছেন ও উৎসাহ দিতেছেন। ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে দেখিযাই বুঝিতে পাবিযাছেন যে, তাঁহাব এই পিতৃব্যই তাঁহাব নিধনের উপাযটি বাম ও লক্ষ্মণকে বলিযা দিযাছেন। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ অতি কঠোব ভাষায তিবস্কাব

কবিলে পব বিভীষণ উত্তবে বলিতেছেন—

কুলে যদ্যপ্যহং জাতো বক্ষসাং ক্রুবকর্মণাম্ ।
গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমবাক্ষসম্ ॥ ইত্যাদি । ৬।৮৭।১৯-৩০

—যদিও আমি ক্রুবকর্মা বাক্ষসগণেব বংশে জন্মগ্রহণ কবিযাছি, তথাপি আমাব স্বভাব ও আচবণ বাক্ষসোচিত নহে। সৎপুরুষেব যাহা প্রধান গুণ, আমি তাহাকেই আশ্রয কবিযা বহিযাছি। তুমি আমাকে স্বজন-পবিত্যাগী বলিযা নিন্দা করিতেছ, কিন্তু আমি তোমাব পিতাব সমস্বভাব না হওযাব জন্য আমাকে পবিত্যাগ কবাই কি তাঁহাব উচিত হইযাছে ? ধর্মচ্যুত পবদাবাভিলাষীকে পবিত্যাগ কবায আমি কোন দোষ দেখিতেছি না। আমাব অগ্রজেব অশেষ গুণ থাকিলেও নানাবিধ দুষ্কর্ম তাঁহাব গুণাবলীকে প্রচ্ছাদন কবিযাছে। এইসকল দোষেব জন্যই আমি তোমাব পিতাকে ত্যাগ কবিযাছি। এই লঙ্কাপুবী, তোমাব পিতা এবং তোমাব বিনাশ আসন্ন। অভিমানী মূর্খ ও দুর্বিনীত তুমি কালপাশে আবদ্ধ হইযাছ। অতএব যাহা ইচ্ছা হয, তাহাই আমাকে বলিতে পাব। মন্ত্রণাসভায আমাব পবামর্শ গ্রহণ না কবাব ফলেই আজ তোমাদেব এই বিপত্তি ঘটিতেছে। তুমি লক্ষ্মণেব হাতে নিহত হইযা যমালযে যাইযা দেবকৃত্য সম্পাদন কব। হে বাক্ষসাধম, আজ আব প্রাণ লইযা ফিবিতে পাবিবে না।

লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতেব ভযানক যুদ্ধ আবম্ভ হইল। বিভীষণও পূর্ণ তেজে বাক্ষসসেনা সংহাব কবিতেছেন এবং লক্ষ্মণ ও বানবগণকে উৎসাহ দিতেছেন। বিভীষণ বানবগণকে বলিতেছেন—

অযুক্তং নিধনং কর্তুং পুত্রস্য জনিতুর্মম।
ঘৃণামপাস্য বামার্থে নিহন্যাং ভ্রাতুবাত্মজম্ ॥ ইত্যাদি। ৬।৮৯।১৭, ১৮

—হে বানবগণ, পিতৃস্থানীয হইযা পুত্রতুল্য ইন্দ্রজিৎকে বধ কবা আমাব পক্ষে অনুচিত হইলেও আমি বামেব কার্য সাধনেব নিমিত্ত মমতা ত্যাগ কবিযা ইহাকে বধ কবিতে উদ্যত হইযাছি। আমাব বাষ্পবাবি চক্ষু দুইটিকে আচ্ছন্ন কবিতেছে। অতএব মহাবাহু লক্ষ্মণ ইহাকে বধ করুন। তোমবা ইহাব পার্শ্বচবগণকে নিধন কব।

ইন্দ্রজিৎ নিহত হইযাছেন। বিভীষণ হৃষ্টান্তঃকবণে বামকে এই শুভ সংবাদ দিযাছেন। তখন আব তাঁহাকে দুঃখিত দেখা যায না।[১০]

বামেব সহিত বাবণেব যুদ্ধেব সময বিভীষণ গদাব আঘাতে বাবণেব বথেব ঘোডাগুলিকে নিধন কবিযাছেন। বাবণেব নিক্ষিপ্ত শক্তিবাণ হইতে বিভীষণকে বাঁচাইতে যাইযাই লক্ষ্মণ বাবণেব অপব শক্তিবাণে আক্রান্ত হইযাছিলেন।[১১]

বাবণেব বিপক্ষে যোগ দিলেও অগ্রজেব মৃত্যুব পব বিভীষণকে অধীব হইযা বিলাপ কবিতে দেখা যায। তখন বিভীষণ বাবণেব অসংখ্য গুণ কীর্তন কবিযাছেন।[১২]

শোকসন্তপ্ত বিভীষণকে সান্ত্বনা দিযা বাম বাবণেব দেহ সৎকাবেব নিমিত্ত তাঁহাকে নির্দেশ দিযাছেন। বামেব মনোভাব বুঝিবাব উদ্দেশ্যেই যেন বিভীষণ বলিলেন—

ত্যক্তধর্মব্রতং ক্রুবং নৃশংসমনৃতং তথা।
নাহমর্হামি সংস্কর্তুং পবদাবাভিমর্শনম্ ॥ ইত্যাদি। ৬।১১১।৯৩-৯৫

—এই ক্রুব নৃশংস অধার্মিক পবদাবাপহাবীব দেহেব সৎকাব আমি কবিতে পাবিব না। ইনি আমাব গুরুজন হইলেও পূজা পাইবাব অধিকাবী নহেন। আমি ইঁহাব দেহ সৎকাব না কবিলে লোকসমাজে আমাব নিন্দা হইবে—ইহা সত্য, পবন্তু ইঁহাব দোষসমূহ শ্রবণ কবিলে পবে আব কেহই নিন্দা কবিবে না।

বামেব যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া বিভীষণ বাজোচিত আডম্ববে অগ্নিহোত্রী বাবণেব অন্ত্যেষ্টি-কৃত্য যথাবিধি সম্পন্ন কবিযাছেন।

এবাব বাম শাস্ত্রানুসাবে বিভীষণেব অভিষেক-ক্রিযা সম্পন্ন কবাইযা তাঁহাকে সিংহাসনে বাসাইলেন।[১৩]

লঙ্কাধিপতি বিভীষণকে পাঠাইযাই বাম অশোকবন হইতে সীতাকে আনাইযাছিলেন। সীতাব অগ্নিপবীক্ষাব পব বাম অযোধ্যায প্রত্যাবর্তনেব ইচ্ছা প্রকাশ কবিলে বিভীষণ বামেব নিকট প্রার্থনা কবিতেছেন—

অহং তে যদ্যনুগ্রাহ্যো যদি স্মবসি মে গুণান্।
বস তাবদিহ প্রাজ্ঞ যদ্যস্তি মযি সৌহৃদম্ ॥ ইত্যাদি। ৬।১২১।১২-১৫

—হে প্রাজ্ঞ, যদি আমাব গুণসমূহ স্মবণ কবেন, আমি যদি আপনাব অনুগ্রহভাজন হই এবং আমাতে যদি সৌহার্দ থাকে, তবে আপনি লক্ষ্মণ ও বৈদেহীব সহিত এইস্থানে কিছুদিন অবস্থান করুন। আমি আপনাদেব সেবা কবিযা ধন্য হইব। আপনি সুহৃৎ ও সৈন্যগণেব সহিত আমাব পূজা গ্রহণ করুন। আমি আপনাব প্রসাদ-লাভে অভিলাষী।

ভবতেব দর্শনেব নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত বামেব নির্দেশে বিভীষণ তখনই পুষ্পক-বিমানকে আহ্বান কবিযাছেন। বামেব আদেশে তিনি প্রচুব ধনবত্নাদিব দ্বাবা বানবগণকে সম্মান কবেন। বিভীষণও বামেব সহিত অযোধ্যায গিযাছিলেন।[১৪]

অযোধ্যায ভবত বিশেষরূপে বিভীষণকে অভ্যর্থনা কবিযাছেন। বামেব অযোধ্যায প্রবেশকালে ও সিংহাসনে আবোহণেব পব বিভীষণ তাঁহাব পার্শ্বে দাঁডাইযা চামব ব্যজন কবিতেছিলেন। বামও বস্ত্রালঙ্কাবাদি দ্বাবা বিভীষণকে সম্মানিত কবেন।[১৫]

কিছুদিন পবে বামেব নিকট হইতে বিদায গ্রহণ কবিযা বিভীষণ লঙ্কায প্রত্যাবর্তন কবেন। দীর্ঘকাল পব বামেব অশ্বমেধ-যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইযা লঙ্কাপতি বন্ধুবান্ধব সহ অযোধ্যায গিযাছিলেন। সেই যজ্ঞে—

বিভীষণশ্চ বক্ষোভিঃ স্ত্রীভিশ্চ বহুভির্বৃতঃ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং পূজাং চক্রে মহাত্মনাম্ ॥ ইত্যাদি। ৭।৯১।২৯, ৭।৯২।৭

—বিভীষণ অনেক বাক্ষস ও বমণীগণেব সহিত উপস্থিত হইযা উগ্রতপা ঋষিগণেব পূজাকার্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি কিঙ্কবেব ন্যায তাঁহাদেব সেবা কবিযাছেন।

এক বৎসবেবও অধিককাল ব্যাপিযা সেই যজ্ঞ চলিতেছিল[১৬]। যজ্ঞ-সমাপ্তিব পব বিভীষণ লঙ্কায ফিবিযা আসিযাছেন।

বামেব মহাপ্রযাণেব সঙ্কল্প শুনিযা বিভীষণ পুনবায অযোধ্যায গিযাছেন। বামেব অনুপ্রযাণে অভিলাষী বিভীষণকে সম্বোধন কবিযা বাম কহিতেছেন—

যাবৎ প্রজা ধবিষ্যন্তি তাবৎ ত্বং বৈ হবীশ্বব।
বাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য লঙ্কাস্থঃ স্বং ধবিষ্যসি ॥ ইত্যাদি। ৭।১০৮।২৭-৩০

—হে মহাবল বাক্ষসবাজ বিভীষণ, যতকাল জীবগণ জীবিত থাকিবে, তুমি ততকাল লঙ্কায অবস্থান কবিবে। হে বীব, যে-পর্যন্ত চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী থাকিবে এবং বামকথা লোকসমাজে প্রচাবিত থাকিবে, ততকালে তুমি জীবিত থাকিবে। আমাব এই আদেশকে বন্ধুব আদেশ মনে কবিযা কোনরূপ বিপবীত উত্তব কবিবে না। হে বাক্ষসেন্দ্র, ইক্ষ্বাকুবংশেব কুলদেবতা জগন্নাথেব আবাধনা কবিবে।

তথেতি প্রতিজগ্রাহ বামবাক্যং বিভীষণঃ। ৭।১০৮।৩১

—'তাহাই হউক' বলিযা বিভীষণ বামেব আদেশ স্বীকাব কবিলেন।

চিবজীবী এই বাক্ষসশ্রেষ্ঠকে মহর্ষি বাল্মীকি ধর্মজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, অতীতানাগতার্থজ্ঞ (অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষযে অভিজ্ঞ), বর্তমানবিচক্ষণ (বর্তমান কালেব কর্তব্যে নিপুণ), সত্যবাদী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত কবিযাছেন।[১৬]

অধার্মিক অগ্রজকে পবিত্যাগ কবিযা অগ্রজেব শত্রুপক্ষে যোগ দেওযা যে বিভীষণেব অন্যায হয নাই, তাহা তিনি নিজেই ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বলিযাছেন। তাঁহাব বাক্যগুলি সমীচীন বলিযাই আমবা মনে কবি।

---

১ ৭।৯।৩৯
২ ৭।১২।২৩
৩ ৬।১৭।১৬
৪ ৬।৩৭।৭
৫ ৬।১০ম সর্গ
৬ ৬।১৫শ সর্গ
৭ ৬।১৯।১৯, ২৩
৮ ৬।৩৭।৩২
৯ ৬।৮৪।৮—১৬
১০ ৬।৯১।৬
১১ ৬।১০০।১৭-৩১
১২ ৬।১০৯তম সর্গ
১৩ ৬।১১২তম সর্গ
১৪ ৬।১২২।২৪
১৫ ৬।১২৮।২৯, ৬৮, ৮৫
১৬ ৬।১১১।৭০, ৭১

মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ)

বাবণ ও মন্দোদবীব দ্বিতীয় পুত্রেব নাম ছিল—মেঘনাদ। ভূমিষ্ঠ হইযাই তিনি মেঘেব ন্যায গর্জন কবিযাছিলেন। ক্রন্দনেব সময শিশুটিব কণ্ঠস্ববে সমগ্র লঙ্কানগবী স্তব্ধ হইযা যাইত। এইহেতু— পিতা তস্যাকবোন্নাম মেঘনাদ ইতি স্বযম্। ৭।১২।৩১
—পিতা বাবণ স্বযং তাহাব নাম বাখিলেন—মেঘনাদ।

মেঘনাদেব আকৃতি অতি মনোহব। বর্ণিত হইযাছে—

শ্রীমান্ পদ্মবিশালাক্ষো বাক্ষসাধিপতেঃ সুতঃ। ৫।৪৮।১৭
—পর্যন্তবক্তাক্ষো ভিন্নাঞ্জনচযোপমঃ। ৬।৪৫।১০, ১৪
স ভীমকার্মুকশবঃ কৃষ্ণাঞ্জনচযোপমঃ।
বক্তাস্যনযনো ভীমো বভৌ মৃত্যুবিবান্তকঃ॥ ৬।৮৬।১৬

—বাক্ষসাধিপতি বাবণেব পুত্র মেঘনাদেব দেহবর্ণ দলিত নীল অঞ্জনবাশিব ন্যায। তাঁহাব নেত্রদ্বযেব প্রান্তভাগ ও ওষ্ঠাধব বক্তবর্ণ এবং পদ্মেব পাপ্‌ডিব ন্যায বিশাল তাঁহাব নযনযুগল। কান্তিমান্ মেঘনাদ ভযঙ্কব ধনুর্বাণ গ্রহণ কবিলে তাঁহাকে সংহাবকর্তা যমেব ন্যায দেখাইত।

শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায মেঘনাদ সুনিপুণ। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে ঋত্বিগ্‌রূপে ববণ কবিযা মেঘনাদ লঙ্কাব নিকুম্ভিলা-নামক উপবনে সাতটি যজ্ঞ কবিযাছেন। অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, বাজসূয, গোমেধ ও বৈষ্ণব-যজ্ঞেব পব মাহেশ্বব-যজ্ঞ আবম্ভ কবিলে ভগবান্ মহেশ্বব মেঘনাদকে অনেক বব দিযাছিলেন। স্বেচ্ছায যত্র তত্র গতিশীল অন্তবীক্ষগামী একখানি দিব্য বথও মহেশ্বব মেঘনাদকে দান কবিযাছেন। প্রযোজনবোধে অন্ধকাব সৃষ্টি কবিবাব নিমিত্ত তামসী মাযাবিদ্যাও তিনি লাভ কবিযাছেন।

বাবণ ও দেববাজেব যুদ্ধে পিতাকে অবসন্ন দেখিযা মেঘনাদ মাযাব প্রভাবে দেববাজকে বন্দী কবিযা লঙ্কায লইযা যান। বিপন্ন দেবগণ প্রজাপতিকে পুবোবর্তী কবিযা লঙ্কায উপস্থিত হইতেছেন।

আকাশে থাকিযাই প্রজাপতি পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পবিবেষ্টিত বাবণকে শান্তস্ববে কহিলেন—

অযঞ্চ পুত্রোহতিবলস্তব বাবণ বীর্যবান্।
জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পবিখ্যাতো ভবিষ্যতি॥ ইত্যাদি। ৭।৩০।৫-৭

—বৎস বাবণ, যুদ্ধে তোমাব পুত্রেব বীবত্ব দেখিযা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইযাছি। ইহাব পবাক্রম যেন তোমাকেও ছাডাইযা গিযাছে। তোমাব এই বীর্যবান্ পুত্রটি জগতে ইন্দ্রজিৎনামে প্রসিদ্ধ লাভ কবিবে। বাজন্, আজ তুমি ইন্দ্রকে মুক্তি দাও এবং তাঁহাব মুক্তিব পণস্বরূপ দেবগণ তোমাকে কি দিবেন, তাহা বল।

ব্রহ্মাব বাক্য শুনিযাই ইন্দ্রজিৎ উত্তব কবিলেন যে, অমবত্বেব বব প্রাপ্ত হইলে তিনি দেববাজেব মুক্তি দিতে পাবেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন, কোন প্রাণীই সর্বথা অমব

হইতে পাবে না। অতএব ইন্দ্রজিৎ যেন অন্য বব প্রার্থনা কবেন।

এবাব ইন্দ্রজিৎ পিতামহকে বলিতেছেন—'আমি যুদ্ধযাত্রা কবিবাব পূর্বে মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিলে অগ্নি হইতে একপ অশ্বযুক্ত বথ উত্থিত হইবে, যাহাতে আবোহণ কবিলে কেহই আমাকে বিনাশ কবিতে সমর্থ হইবে না। জপহোম সমাপ্তিব পূর্বে যদি আমি সমবাঙ্গণে প্রবেশ কবি, তবেই আমাব বিনাশ হইবে।'

এবমস্ত্বিতি তঞ্চাহ বাক্যং দেবঃ পিতামহঃ।
মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা শক্রো গতাশ্চ ত্রিদিবং সুবাঃ ॥ ৭।৩০।১৮

—ভগবান্ পিতামহ ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন—ইহাই হউক। ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তিদান কবিলেন এবং দেবগণ স্বর্গে প্রস্থান কবিলেন।

তপশ্চবণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, বীবত্ব ও বহুবিধ বব-প্রাপ্তিব ফলে মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ—

বাবণাদতিবিচ্যতে। ৭।১।৩৮

—বাবণ অপেক্ষা সমধিক শক্তিমান্ হইয়া উঠিযাছেন।

ইন্দ্রজিতেব একাধিক ভার্যা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদেব এবং তাঁহাদেব সন্তান-সন্ততিব কথা কিছুই জানা যায না।[২]

পিতাব মন্ত্রণাসভায ইন্দ্রজিৎও উপস্থিত ছিলেন। সীতাকে প্রত্যর্পণ কবিযা বামেব সহিত মিত্রতা কবিবাব নিমিত্ত বিভীষণ বাবণকে অনুবোধ কবিযাছেন। এই পবামর্শ ও অনুবোধ বাবণেব ভাল লাগে নাই। খুল্লতাতেব কথাগুলি শুনিযা ইন্দ্রজিৎ অতি উদ্ধত সুবে তাঁহাকে উপহাস কবেন। ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে সম্বোধনপূর্বক বলিতেছেন—

কিং নাম তে তাতকনিষ্ঠ বাক্য—
—মনর্থকং বৈ বহুভীতবচ্চ।
অস্মিন্ কুলে যোহপি ভবেন্ন জাতঃ
সোহপীদৃশং নৈব বদেন্ন কুর্যাৎ ॥ ইত্যাদি। ৬।১৫।২-৭

—কনিষ্ঠতাত, আপনি অত্যন্ত ভীরুব ন্যায অনর্থক কথা বলিতেছেন। যে-ব্যক্তি এই কুলে জন্মগ্রহণ কবে নাই, সেই ব্যক্তিও একপ কথা বলিবে না এবং একপ কার্য কবিবে না। এই বাক্ষসকুলে একমাত্র আপনিই তেজোহীন নিতান্ত ভীরু কাপুরুষ। এইহেতু আমাদিগকে ভয দেখাইতেছেন। দেবগণেব দর্পহাবী আমি সেই সাধাবণ দুইজন বাজপুত্রকে বিনাশ কবিতে কেন সমর্থ হইব না?

বিভীষণ ভ্রাতুষ্পুত্রেব ধৃষ্টতায ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিবস্কাব কবিযাছেন।

মহাযুদ্ধেব প্রস্তুতি চলিতেছে। বাক্ষসবাজ নগবী বক্ষাব ব্যবস্থা কবিতেছেন। নগবীব প্রত্যেক দ্বাবে বীব বাক্ষসগণকে স্থাপন কবা হইতেছে।

পশ্চিমাযামথ দ্বাবি পুত্রমিন্দ্রজিতং তদা।
ব্যাদিদেশ মহামাযং বাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতম্ ॥ ৬।৩৬।১৮ , ৬।৩৭।১১

—মাযাবিশাবদ কুমাব ইন্দ্রজিৎ বাক্ষসগণে পবিবৃত হইয়া পশ্চিমদ্বাব বক্ষা কবিবেন—বাবণ এইরূপ নির্দেশ দিযাছেন।

যুদ্ধেব প্রথম দিবসে বাত্রিকালেও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। অঙ্গদ ইন্দ্রজিৎকে বিপন্ন কবিযা তুলিযাছেন। ইন্দ্রজিতেব বথেব সাবথি ও অশ্বগুলি অঙ্গদেব দ্বাবা নিহত হইযাছে। পবাজিত ইন্দ্রজিৎ মাযাবলে অন্তর্হিত হইয়া ভীষণ শববর্ষণ কবিতেছেন। ইন্দ্রজিতেব নাগবাণে বাম ও লক্ষ্মণ বদ্ধ হইযাছেন। তাঁহাদেব নডিবাবও শক্তি বহিল না।[৩]

ইন্দ্রজিৎ বাম-লক্ষ্মণকে নিস্পন্দ দেখিযা নিহত বলিযাই মনে কবিযাছেন। পবম উল্লাসে

পুবীতে প্রবেশ কবিযা তিনি পিতাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান কবিলে লঙ্কেশ্বব—

জহৌ জ্ববং দাশবথেঃ সমুত্থং
প্রহৃষ্টবাচাভিননন্দ পুত্রম্ ॥ ৬।৪৬।৫০

—বাম হইতে যে ভয ও চিন্তা হইযাছিল, তাহা ত্যাগ কবিলেন এবং প্রসন্নবাক্যে পুত্রকে অভিনন্দিত কবিলেন।

ইন্দ্রজিৎ নানাবিধ বথে আবোহণ কবিযা যুদ্ধযাত্রা কবিতেন। কোথাও দেখিতে পাই—তিনি গরুডেব তুল্য বেগশালী তীক্ষ্ণদন্ত চাবিটি বিষধব সর্পকে বথে যোজনা কবিযাছেন। সেই বথেব ধ্বজে ইন্দ্রেব ছবি অঙ্কিত।[৪]

কোথাও বা ইন্দ্রজিৎকে 'মৃগবাজকেতু' (যাঁহাব বথেব ধ্বজে সিংহেব ছবি অঙ্কিত বহিযাছে) বলা হইযাছে।[৫]

অন্যত্র দেখা যাইতেছে, ইন্দ্রজিৎ—

সমারুবোহানিলতুল্যবেগং
বথং খবশ্রেষ্ঠসমাধিযুক্তম্ ॥ ৬।৭৩।৮

—উত্তম গর্দভসংযোজিত বাযুব ন্যায বেগশালী বথে আবোহণ কবিযাছেন।

অশ্বচালিত বথে থাকিযা যুদ্ধ কবিতেও ইন্দ্রজিৎকে দেখা যায।

উদ্যতাযুধনিস্ত্রিংশো বথে সুসমলঙ্কৃতে।
কালাশ্বযুক্তে মহতি স্থিতঃ কালান্তকোপমঃ ॥ ৬।৮৮।২

—কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে চালিত ও অলঙ্কৃত বৃহৎ বথে অবস্থিত ইন্দ্রজিৎ খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্র উত্তোলন কবিযা কালান্তক যমেব ন্যায বিবাজ কবিতেছেন।

যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পবাজিত হতবান্ধব শোকাকুল বাবণ দীনভাবে অশ্রুমোচন কবিতেছেন দেখিযা তাঁহাব বীর্যবান্ পুত্র ইন্দ্রজিৎ পিতাব চিত্তে আশাব সঞ্চাব কবিতেছেন—

ন তাত মোহং পবিগন্তুমর্হসে
যত্রেন্দ্রজিজ্জীবতি নৈর্ঋতেশ ॥ ইত্যাদি। ৬।৭৩।৪-৭

—হে তাত, হে বাক্ষসবাজ, ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনাব শোকাভিভূত হওযা উচিত নহে। আজ সকলেই আমাব বিক্রম দেখিতে পাইবেন। ইন্দ্রজিতেব পৌরুষ ও দৈবযুক্ত প্রতিজ্ঞা আপনি শুনুন—আজই বাম ও লক্ষ্মণ আমাব শাণিত বাণজালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

পিতাব আশীর্বাদ গ্রহণ কবিযা ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা কবিতেছেন। অনুগামী বীব বাক্ষসগণেব সহিত প্রথমতঃ তিনি নিকুম্ভিলায উপস্থিত হইযা আপনাব বথেব চতুর্দিকে বাক্ষসগণকে সংস্থাপিত কবিলেন। নিকুম্ভিলা হইতেছে—লঙ্কাব পশ্চিম ভাগে একটি স্থানেব নাম। সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিতা দেবী ভদ্রকালীকেও নিকুম্ভিলা বলা হইত।[৬]

ততস্তু হুতভোক্তাবং হুতভুক্‌সদৃশপ্রভঃ।
জুহুবে বাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ ॥ ইত্যাদি। ৬।৭৩।২১-২৮

—তাবপব অগ্নিব ন্যায তেজস্বী বাক্ষসপ্রধান ইন্দ্রজিৎ যথাবিধি মন্ত্র উচ্চাবণপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দান কবিলেন। তাঁহাব শস্ত্রসমূহেব দ্বাবা তিনি অগ্নিব আস্তবণ কবেন। বিভীতক-(বহেডা) কাষ্ঠ, বক্তবর্ণ বস্ত্র এবং ইস্পাত-নির্মিত স্রুবেব দ্বাবা তিনি যজ্ঞ কবিতেছেন। অগ্নি-সমাস্তবণেব পব তিনি একটি জীবিত কৃষ্ণবর্ণ ছাগেব গলদেশে ধবিলেন। প্রজ্বলিত সংস্কৃত অগ্নি হইতে বিজযসূচক চিহ্নসমূহ প্রকাশ পাইতেছিল। অস্ত্র-শস্ত্র ও কবচাদিব সহিত বথকে অভিমন্ত্রিত কবিযা যখন ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে আহুতি প্রদান

কবিলেন, তখন চন্দ্র-সূর্যাদি সহ নভস্তল ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

যজ্ঞান্তে বথ সহ ইন্দ্রজিৎ আকাশে অন্তর্হিত হইযাছেন। দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিতেব বাণবর্ষণে বানবসৈন্য বিপন্ন হইয়া পডিযাছে। বাম-লক্ষ্মণও মূর্ছিত হইযাছেন। বিজযী ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাপুবীতে প্রবেশ কবিযাছেন।

সংস্তূযমানঃ স তু যাতুধানৈঃ
পিত্রে চ সর্বং হৃষিতোহভ্যুবাচ ॥ ৬।৭৩।৭৪

—বাক্ষসগণেব দ্বাবা সম্মানিত হইযা হৃষ্ট ইন্দ্রজিৎ পিতাব নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন কবিলেন।

আবও দুইদিন পবে বাবণ পুনবায ইন্দ্রজিৎকে বণক্ষেত্রে পাঠাইতেছেন। সেইদিনও মাযাবী ইন্দ্রজিৎ অনুরূপ যজ্ঞ সমাপনান্তে অদৃশ্য সুলক্ষণ অশ্বচালিত উত্তম বথে আবোহণ কবিযা শূন্যে অন্তর্হিত হইযাছেন। সেই দিন—

জুহ্বতশ্চাপি তত্রাগ্নিং বক্তোষ্ণীষধবাঃ স্ত্রিযঃ।
আজগ্মুস্তত্র সম্ভ্রান্তা বাক্ষস্যো যত্র বাবণিঃ ॥ ৬।৮০।৬

—বাবণপুত্র যে-স্থানে যজ্ঞ কবিতেছিলেন, সেইস্থানে বক্তোষ্ণীষধাবিণী বাক্ষসীগণ সসম্ভ্রমে আগমন কবিলেন।

ইন্দ্রজিতেব এইসকল বিজয-যজ্ঞ যেন একপ্রকাব অভিচাবেব অনুষ্ঠান।[৭]

সেইদিনেব যুদ্ধেও মাযাবী ইন্দ্রজিতেব বিক্রম দেখিযা বাম ও লক্ষ্মণ চিন্তিত হইযাছেন। বাম স্থিব কবিলেন, যে-ভাবেই হউক, অদৃশ্য এই বাক্ষসকে দৃষ্টিগোচব কবিতে হইবে। বামেব অভিপ্রায বুঝিতে পাবিযা ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ পুবীতে ফিবিযা আসিযাছেন।

বন্ধুবান্ধবাদিব নিধন স্মবণ কবিযা ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ বাক্ষসগণে পবিবেষ্টিত হইযা পুবীব পশ্চিম দ্বাব দিযা বাহিব হইযা পডিলেন।

ইন্দ্রজিত্তু বথে স্থাপ্য সীতাং মাযামযীং তদা।
বলেন মহতাবৃত্য তস্যা বধমবোচযৎ ॥ ইত্যাদি। ৬।৮১।৫, ৬

—ইন্দ্রজিৎ মাযামযী সীতামূর্তি নির্মাণ কবিযা তাহাকে বথে স্থাপনপূর্বক বিশাল সৈন্য দ্বাবা পবিবেষ্টিত হইযা সেই মূর্তিকে বধ কবিতে উদ্যত হইলেন। বানবগণকে শোকে ও মোহে অভিভূত কবিযা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবিবাব অভিপ্রাযে তিনি বানবগণেব অভিমুখে যাত্রা কবিযাছেন।

ইন্দ্রজিৎ মাযাসীতাব চুলে ধবিযা অসি নিষ্কাশন কবিযাছেন, আব সেই মূর্তি 'হা বাম, হা বাম' বলিযা চীৎকাব কবিতেছে। হনুমান্ এই দৃশ্য দেখিযাই প্রবল বেগে ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ কবিলে পব তাঁহাব সম্মুখেই ইন্দ্রজিৎ সেই মূর্তিব শিবশ্ছেদ কবিলেন।

এই ঘটনায বানবগণ ও বাম-লক্ষ্মণ একান্তই শোকবিহ্বল হইযা পডেন। এই অবকাশে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠানেব উদ্দেশ্যে নিকুম্ভিলায যাত্রা কবিযাছেন।[৮]

তীক্ষ্নধী বিভীষণ ভ্রাতুষ্পুত্রেব অভিসন্ধি বুঝিতে পাবিযা প্রকৃত বহস্য উদঘাটনপূর্বক তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজিৎকে আক্রমণ কবিবাব নিমিত্ত বামকে পবামর্শ দেন। বামেব নির্দেশে বানবগণকে সঙ্গে লইযা লক্ষ্মণ ও বিভীষণ নিকুম্ভিলা অভিমুখে যাত্রা কবেন। ইন্দ্রজিৎ বাক্ষসগণে পবিবেষ্টিত হইযা মাত্র যজ্ঞ আবম্ভ কবিযাছেন, এমন সময বানবসৈন্যগণ বাক্ষসগণকে আক্রমণ কবিযাছে। উভয পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে।

স্বমনীকং বিষণ্ণন্তু শ্রুত্বা শত্রুভিবর্দিতম্।
উদিতষ্ঠত দুর্ধর্ষঃ স কর্মণ্যননুষ্ঠিতে ॥ ইত্যাদি। ৬।৮৬।১৪, ১৫

—আপন সৈন্যগণকে শত্রু দ্বাবা পীড়িত ও বিষাদগ্রস্ত শুনিযা দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠান অসমাপ্ত বাখিযাই উঠিযা পড়িলেন এবং ক্রোধে বৃক্ষেব আড়াল হইতে নির্গত হইযা পূর্বযোজিত সুসজ্জিত বথে আবোহণ কবিলেন।

বাক্ষসসৈন্যগণ হনুমানেব পবাক্রমে বিপর্যস্ত হইতেছে দেখিযা ইন্দ্রজিৎ আত্মপ্রকাশে বাধ্য হইলেন। এবাব বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে দেখাইযা লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

তমপ্রতিমসংস্থানৈঃ শবৈঃ শত্রুনিবাবণৈঃ।
জীবিতান্তকবৈঘোবৈঃ সৌমিত্রে বাবণিং জহি ॥ ৬।৮৬।৩৪

—হে সুমিত্রানন্দন, শত্রুনাশক প্রাণান্তকাবী ভীষণ বাণসমূহেব দ্বাবা বাবণপুত্রকে বধ করুন।

অতঃপব বিভীষণ একটি বটবৃক্ষেব পাদদেশে ইন্দ্রজিতেব যজ্ঞভূমি লক্ষ্মণকে দেখাইযা বলিলেন যে, এই বলবান্ ইন্দ্রজিৎ এইস্থানে প্রবেশ কবিবাব পূর্বেই ইহাব প্রাণসংহাব কবিতে হইবে।

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে আহ্বান কবিলেন। লক্ষ্মণেব সমীপে বিভীষণকে দেখিযাই ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ কর্কশস্ববে বলিতেছেন—'হে দুর্মতে, আমাব পিতৃব্য হইযা তোমাব এই আচবণ? তোমাব জাত্যভিমান, মর্যাদাবোধ, বন্ধুস্নেহ প্রভৃতি সমস্তই লোপ পাইযাছে। হে নির্দয, আমি বুঝিতেছি, তুমিই আমাব বধেব উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণকে এইস্থানে আনিযাছ।'[১]

বিভীষণও ভ্রাতুষ্পুত্রেব তিবস্কাবেব সমুচিত উত্তব দিযাছেন। বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও হনুমান্—এই তিনজনকেই ইন্দ্রজিৎ যুগপৎ আক্রমণ কবেন। ইন্দ্রজিতেব বথেব সাবথি নিহত হইলে তিনি নিজেই বথ চালাইযা কিছু সময যুদ্ধ কবিযাছেন। অশ্বগুলি নিহত হইলে পব তিনি ভূমিতলে দাঁড়াইযাই লক্ষ্মণকে আক্রমণ কবেন। অতি অল্প সমযেব মধ্যে পুবীতে প্রবেশ কবিযা ইন্দ্রজিৎ অপব বথ, অশ্ব ও সাবথি লইযা পুনবায বণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শত্রুপক্ষ বাত্রিব অন্ধকাবে তাঁহাব এই যাতাযাত বুঝিতেই পাবেন নাই। বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও বানবগণ বথস্থ ইন্দ্রজিৎকে দেখিযা—

বিস্ময়ং পবমং জগ্মুর্লাঘবাত্তস্য ধীমতঃ। ৬।৯০।১৪

—তাঁহাব ক্ষিপ্রতায বিস্মিত হইযাছেন।

ইন্দ্রজিৎ ভীষণ পবাক্রমে যুদ্ধ কবিযাও যেন কিছুই কবিতে পাবিতেছেন না। এবাবও তাঁহাব সাবথি ও বথেব বাহন নিহত হইযাছে। ইন্দ্রজিতেব নিক্ষিপ্ত বৌদ্র, বারুণ, আগ্নেয প্রভৃতি দিব্যাস্ত্রগুলিও আজ লক্ষ্মণেব দিব্যাস্ত্রেব দ্বাবা পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইতেছে। লক্ষ্মণ ধনুতে ঐন্দ্রাস্ত্র যোজনা কবিযা তাহাকে অভিমন্ত্রিত কবিযা ইন্দ্রজিতেব উপব নিক্ষেপ কবিযাছেন। সেই বাণে ইন্দ্রজিতেব শিবস্ত্রাণ ও সকুণ্ডল মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা ভূমিতলে পতিত হইল।[১০]

অহোবাত্রৈস্ত্রিভির্বীবঃ কথঞ্চিদ্ বিনিপাতিতঃ। ৬।৯১।১৬

—তিনদিন ও তিনবাত্রি যুদ্ধেব পব অতি কষ্টে হনুমান্, বিভীষণ ও লক্ষ্মণ বীব ইন্দ্রজিৎকে নিধন কবিলেন।

জ্বলন্ত পৌরুষেব প্রতিমূর্তি পিতৃভক্ত মহাবীব ইন্দ্রজিতেব মৃত্যুতে বাবণেব নিকট বসুমতী যেন শূন্য বোধ হইতেছিল।[১১]

---

১ ৬।৭।১৯,
৭।২৫শ সর্গ
২ ৬।৯২।১৩

৩ ৬।৪৪শ সর্গ
৪ ৫।৪৮।১৮, ২৪
৫ ৬।৫৯।১৫
৬ ৫।২৪।৪৭ তিলক টীকা
৭ ৬।৮০।৫-১১
৮ ৬।৮২তম সর্গ
৯ ৬।৮৭।১০-১৭
১০ ৬।৯০।৭১
১১ ৬।৯২।১১

মারীচ

হাজাব হাতীব বলেব তুল্য বলশালিনী যক্ষকন্যা তাডকা হইতেছেন মাবীচেব জননী ও দৈত্য জম্ভেব পুত্র সুন্দ হইতেছেন তাহাব জনক। মাবীচেব মাতামহ ছিলেন তপস্বী সুকেতু। তাডকা ৰূপবতী ছিলেন। অগস্ত্য-মুনিব শাপে সুন্দ নিহত হইলে পব যক্ষী তাডকা ও তাঁহাব পুত্র মাবীচ অগস্ত্যকে নিগৃহীত কবিতে চেষ্টা কবে। একদিন তাডকা গর্জন কবিতে কবিতে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অগস্ত্যকে গ্রাস কবিবাব নিমিত্ত ধাবিত হইযাছেন। অগস্ত্য মাবীচকে অভিসম্পাত দিলেন- –'তুই বাক্ষসত্ব লাভ কব্ এবং তাডকাকে অভিসম্পাত দিলেন—'তুই বিকটাকৃতি প্রাপ্ত হইযা বাক্ষসী মূর্তি ধাবণ কব্।"

এই অভিসম্পাতেব পব তাডকা ও তাহাব পুত্র বাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইযা অগস্ত্যেব তপোভূমি মলদ ও করূষ দেশে (বিহাব প্রদেশে গঙ্গাব দক্ষিণ তীবে অবস্থিত) অত্যাচাব কবিতেছিল।[১]

গুরু বিশ্বামিত্রেব আদেশে বাম তাডকাকে বধ কবিযাছেন। মাবীচেব খুল্লতাত উপসুন্দেব পুত্রেব নাম ছিল—সুবাহু।

মাবীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ ১।২০।২৬
অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতৌ সুন্দোপসুন্দযোঃ। ১।২০।২৫

—মাবীচ ও সুবাহু বলবান্ এবং যুদ্ধবিদ্যায নিপুণ। যুদ্ধে তাহাবা সাক্ষাৎ যমেব ন্যায।

এই দুর্ধর্ষ বীব বাক্ষস অনুচবগণকে সঙ্গে লইযা মহামুনি বিশ্বামিত্রেব যজ্ঞ পণ্ড কবিবাব উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদিতে বক্ত মাংস প্রভৃতি বর্ষণ কবিতেছে।[২]

যজ্ঞবক্ষক বাম মাবীচেব বুকে শীতেষু-নামক মানবাস্ত্র নিক্ষেপ কবিলে মাবীচ মূর্ছিত ও বিঘূর্ণিত হইযা শতযোজন দূববর্তী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল। সুবাহু প্রমুখ বাক্ষসগণ বামেব আগ্নেযাস্ত্রেব দ্বাবা নিহত হইযাছে।[৪]

ইচ্ছা কবিযাই বাম মাবীচকে হত্যা কবেন নাই। মাবীচেব জননী তাডকাকে হত্যা কবাব পব মাবীচেব প্রতি সম্ভবতঃ তাঁহাব চিত্তে দযাব উদ্রেক হইযাছিল।[৫]

তাবপব মাবীচ বহুক্ষণ পবে সংজ্ঞা লাভ কবিযা লঙ্কায প্রত্যাগমন কবেন।[৬] এই ঘটনাব প্রায চৌদ্দ বৎসব পবে কি ঘটিযাছিল, তাহা মাবীচ নিজেই বাবণকে বলিতেছেন—

এবমস্মি তদা মুক্তঃ কথঞ্চিত্তেন সংযুগে।
ইদানীমপি যদ্‌বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব যদুত্তবম্ ॥ ইত্যাদি। ৩।৩৯।১-১৮

—এইৰূপে আমি সেইসময যুদ্ধে বামেব হাত হইতে মুক্ত হইযাছি। কিছুকাল পূর্বেও যাহা ঘটিযাছে, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ করুন। বামেব দ্বাবা বঞ্চিত হইযাও অনুতপ্ত বা কৃতজ্ঞ না হইযা আমি মৃগৰূপী দুই বাক্ষসেব সহিত মৃগৰূপে দণ্ডকাবণ্যে প্রবেশ কবিলাম। আমাব জিহ্বা অগ্নিতুল্য দীপ্ত, দন্ত বৃহৎ ও শৃঙ্গ অতি তীক্ষ্ণ ছিল এবং দেহে প্রভূত শক্তি ছিল। আমি দণ্ডকাবণ্যেব নানাস্থানে তাপসদিগকে পীডন কবিযা বিচবণ কবিতেছিলাম। অনেক তাপসকে হত্যা কবিযা তাঁহাদেব বক্ত পান কবিযাছি। একদিন আমবা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ

সক্রোধে তাপস বামেব অভিমুখে ধাবিত হইলে তিনি তিনটি শাণিত বাণ নিক্ষেপ কবেন। আমি পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলাম, কিন্তু আমাব সঙ্গী দুইজন নিহত হইলেন।

অতঃপব আমি সমাহিতচিত্ত হইযা এইস্থানে (সমুদ্রেব উত্তব তীবে) বসিযা তপস্যা কবিতেছি। আমি চীব-কৃষ্ণাজিনপবিহিত ধনুর্ধবী বামকে সর্বত্র দেখিতে পাই। সমগ্র অবণ্যকেই যেন বামময বলিযা বোধ হয। স্বপ্নে তাঁহাব মূর্তি দর্শন কবিযা ভীত হই। অধিক কি বলিব, 'বত্ন' 'বথ' প্রভৃতি বকাবাদি শব্দ শুনিলেও আমাব ভয উপস্থিত হয।

যদিও বামেব বীবত্ব দর্শনে মাবীচেব এই অবস্থা ঘটিযাছে, তথাপি অনুমিত হয—বামেব কৃপায তাঁহাব প্রাণ বক্ষা পাইযাছে বলিযাই সম্ভবতঃ পবে তাঁহাব চিত্তে কৃতজ্ঞতা জাগিযাছে এবং বাক্ষসসুলভ আচবণেব প্রতি ঘৃণা জন্মিযাছে। অন্যথা তিনি তপস্বী হইবেন কেন?

সমুদ্রেব উত্তব তীবে পবিত্র ও বমণীয অবণ্যেব এক প্রান্তে মাবীচ আশ্রম স্থাপন কবিযাছেন। বাবণ—

অত্র কৃষ্ণাজিনধবং জটামণ্ডলধাবিণম্।
দদর্শ নিযতাহাবং মাবীচং নাম বাক্ষসম্॥ ৩।৩৫।৩৮

—সেই আশ্রমে জটাসমূহধাবী কৃষ্ণাজিনধব ভোজনে সংযমী মাবীচনামক বাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন।

লঙ্কেশ্বব মাবীচেব সাহায্য প্রার্থনা কবিতে তাহাব আশ্রমে উপস্থিত হইলে মাবীচ মনুষ্যগণেব অলভ্য ভক্ষ্যভোজ্যেব দ্বাবা লঙ্কেশ্ববেব অভ্যর্থনা কবিযাছেন। বাবণেব আকস্মিক আগমনে মাবীচেব মনে আশঙ্কা জাগিযাছে। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে, লঙ্কেশ্বব সীতাহবণে প্রবৃত্ত হইযা তাঁহাব সাহায্য চাহিতেছেন, তখন মাবীচ বলিলেন—

আখ্যাতা কেন বা সীতা মিত্ৰৰূপেণ শত্রুণা।
ত্বযা বাক্ষসশার্দূল কো ন নন্দতি নন্দিতঃ॥ ইত্যাদি। ৩।৩১।৪২-৪৯

—হে বাক্ষসশ্রেষ্ঠ, মিত্ৰৰূপধাবী কোন্ শত্রু আপনাকে সীতাব কথা বলিযাছে? কোন্ ব্যক্তি আপনাব অনুগ্রহ লাভ কবিযাও প্রসন্ন না হইযা আপনাকে এইৰূপ বিপজ্জনক কার্যে প্রবোচিত কবিযাছে? কোন্ শত্রু আপনাকে তীব্র বিষধবেব দন্ত উৎপাটনেব পবামর্শ দিল? সুখশয্যায শযিত আপনাব শিবে কে প্রহাব কবিতে চায? হে বাজন্, বামৰূপী নিদ্রিত নবসিংহকে প্রবোধিত কবা আপনাব বিপদেব কাবণ হইবে। বাডবানলেব মুখে আত্মসমর্পণ কবা আপনাব পক্ষে উচিত হইবে না। আপনি প্রসন্ন হউন, লঙ্কায প্রত্যাবর্তন কবিযা স্বীয ভার্যাতে অনুবক্ত থাকুন।

মাবীচেব বাক্য শুনিযা বাবণ লঙ্কায ফিবিযা গিযাছেন। পবন্তু শূর্পণখাব তিবস্কাব ও উত্তেজনা-বাক্যে অচিবেই পুনবায মাবীচেব আশ্রমে উপস্থিত হইযাছেন। এবাবও তিনি মাবীচেব নিকট তাঁহাব আগমনেব উদ্দেশ্য ব্যক্ত কবিযা বলিতেছেন—

বীর্যে যুদ্ধে চ দর্পে চ ন হ্যস্তি সদৃশস্তব।
উপাযতো মহাঞ্জুবো মহামাযাবিশাবদঃ॥ ইত্যাদি। ৩।৩৬।১৬-১৮

—তুমি মহতী মাযাব প্রযোগে নিপুণ ও উপাযজ্ঞ। শৌর্যে বীর্যে দর্পে ও যুদ্ধবিদ্যায তোমাব তুল্য কেহই নাই। আমি সীতাহবণেব ব্যাপাবে তোমাব সাহায্য প্রার্থনা কবি। তুমি বজতবিন্দুচিত্রিত স্বর্ণমৃগেব ৰূপ ধাবণ কবিযা বামেব আশ্রমে গমনপূর্বক সীতাব সমক্ষে বিচবণ কবিবে।

অতঃপব যাহা যাহা কবিতে হইবে, বাবণ সেইসকল উপাযেব কথাও মাবীচকে বলিলেন। বামেব নাম শুনিযাই মাবীচেব মুখ শুকাইযা গেল। অত্যন্ত ভীত মৃতপ্রায মাবীচ

অধব ও ওষ্ঠ লেহন কবিতে কবিতে নির্নিমেষে বাবণেব মুখেব দিকে তাকাইযা বহিলেন।[৭]

কিছুক্ষণ পব মহাতেজা মাবীচ বাবণকে বলিতেছেন—

সুলভাঃ পুরুষা বাজন্ সততং প্রিযবাদিনঃ।
অপ্রিযস্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥ ইত্যাদি। ৩।৩৭।২-২৪

—বাজন্, এই জগতে প্রিযভাষী ব্যক্তিব অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয অথচ হিতকব বাক্যেব বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ। আপনি বামেব শৌর্যবীর্য সম্যক্ অবগত নহেন। জনকদুহিতা যেন সমগ্র বাক্ষসকুলেব মৃত্যুরূপা না হন—এই প্রার্থনা কবি। আপনাব ন্যায উচ্ছৃঙ্খল বাজা প্রজাবর্গেব ধ্বংসেব কাবণ হইযা থাকেন। বাম ধার্মিক এবং বীবপুরুষ। আপনি সীতাকে হবণ কবিলে আপনাব বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সীতা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাব ন্যায তেজস্বিনী সতী নাবী। তাঁহাব উপব বলপ্রযোগেব শক্তি আপনাব নাই।

মাবীচ বামেব কার্যকলাপ বাবণকে শোনাইযা পুনবায বলিতেছেন—

কলত্রাণি চ সৌম্যানি মিত্রবর্গং তথৈব চ।
যদিচ্ছসি চিবং ভোক্তুং মা কৃথা বামবিপ্রিযম্॥ ৩।৩৮।৩২

—যদি বহুকাল ভোগ কবিবাব বাসনা থাকে, তবে আপনাব অন্তঃপুবে অসংখ্য সুন্দবী ভার্যা বহিযাছেন এবং আপনাব অনেক মিত্র বহিযাছেন, আপনি তাহাই ভোগ করুন। বামেব অপ্রিয কার্য কবিবেন না।

তিনি আবও কহিলেন—'হে বাজন্, আপনি যাহা সঙ্গত মনে কবেন, তাহাই করুন, কিন্তু আমি আপনাব আদেশ পালনে অসমর্থ। দুবাচাব খব দুষ্টচাবিণী শূর্পণখাব প্রবোচনায বামকে আক্রমণ কবিযা নিহত হইযাছে। ইহাতে মহাত্মা বামেব কোন দোষ হয নাই। আপনাব হিতেব নিমিত্তই এত কথা বলিলাম। আমাব কথা না শুনিলে আপনি নিশ্চযই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন।'[৮]

দাম্ভিক বাবণ অতি কর্কশ ভাষায মাবীচকে তিবস্কাব কবিযা পবিশেষে বলিলেন যে, তাঁহাব আদেশ পালন না কবিলে সেই মুহূর্তেই তিনি মাবীচকে হত্যা কবিবেন।

মাবীচও কঠোব ভাষায বাবণকে তিবস্কাব কবেন। কিছুতেই বাবণকে নিবৃত্ত কবিতে না পাবিযা তিনি কহিলেন—

আনযিষ্যসি চেৎ সীতামাশ্রমাৎ সহিতো মযা।
নৈব ত্বমপি নাহং বৈ নৈব লঙ্কা ন বাক্ষসাঃ॥ ৩।৪১।১৯
নিবার্যমাণস্তু মযা হিতৈষিণা
ন মৃষ্যসে বাক্যমিদং নিশাচব।
পবেতকল্পা হি গতাযুষো নবা
হিতং ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিবীবিতম্॥ ৩।৪১।২০

—যদি আপনি আমাব সহিত বামেব আশ্রমে যাইযা সেখান হইতে সীতাকে হবণ কবেন, তবে আপনি, আমি, লঙ্কাপুবী ও বাক্ষসগণ—সকলেবই বিনাশ ঘটিবে। হে বাক্ষসবাজ, আমি আপনাব হিতাকাঙ্ক্ষায আপনাকে নিবাবণ কবিতেছি, কিন্তু আপনি আমাব বাক্য গ্রহণ কবিতেছেন না। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিগণ সুহৃদ্‌বর্গেব হিতবচন গ্রহণ কবেন না।

বাবণেব ভযে পবিশেষে মাবীচ বলিলেন—

কিন্তু কর্তুং মযা শক্যমেবং ত্বযি দুবাত্মনি।
এষ গচ্ছাম্যহং তাত স্বস্তি তেঽস্তু নিশাচব॥ ৩।৪২।৪

—আপনি এইপ্রকাব দুবাত্মা হইলে আমি আব কি কবিতে পাবি? বাক্ষসবাজ, আপনাব

মঙ্গল হউক। এই আমি যাইতেছি।

অতঃপব মাযাবলে হবিণৰূপ ধাবণ কবিযা মাবীচ যাহা যাহা কবিযাছেন এবং যেভাবে বামেব হাতে নিহত হইযাছেন, সেইসকল কথা বামেব চবিতে আলোচিত হইযাছে।

দুর্বৃত্ত বাবণেব ভযে সোনাব হবিণ সাজিযা তপস্বী মাবীচকে প্রাণ দিতে হইল।

---

১ ১।২৫শ সর্গ

২ ১।২৪।২৫-২৯

৩ ১।১৯।৫,৬

৪ [illegible]

৫ ৩।৩৮।২০

৬ ৩।৩৮।২১

৭ [illegible]।৩৬।২১, ২৩

৮ ৩।৩৯।২২-২৫

কৌসল্যা (কৌশল্যা)

দক্ষিণ কোসলেব অধিপতিব দুহিতা কৌসল্যাব আসল নামটি জানা যায না। উত্তর কোসলেব অধিপতি মহাবাজ দশবথেব সহিত তাঁহাব বিবাহ হয। তিনি ছিলেন দশবথেব প্রধানা মহিষী।

মহর্ষি বাল্মীকি কৌসল্যাব আকৃতি বা ৰূপেব বিশেষ কোন চিত্র অঙ্কন কবেন নাই। তিনি গৌবাঙ্গী ছিলেন। কৌসল্যা দযাবতী বদান্যা ধর্মশীলা ও যশস্বিনী বমণী।`

কৌসল্যা আদর্শ গৃহিণী। তাঁহাব পতিভক্তি বিষযে দশবথেব মুখেই শোনা যাইতেছে-–

যদা যদা চ কৌসল্যা দাসীব চ সখীব চ।
ভার্যবিদ্ ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি।
সততং প্রিযকামা মে প্রিযপুত্রা প্রিযংবদা॥ ২।১২।৬৮, ৬৯

—যখন যেৰূপ প্রযোজন, সেইভাবে কৌসল্যা আমাব সেবা কবিযা থাকেন। তিনি শুশ্রূষায দাসীব ন্যায, হিতপবামর্শে সখীব ন্যায, ধর্মাচবণে পত্নীব ন্যায, কল্যাণ-কামনায ভগিনীব ন্যায এবং স্নেহে মাতাব ন্যায সর্বদা আমাব সহিত ব্যবহাব কবেন। তিনি সততই আমাব প্রিযকামনা কবিযা থাকেন। তিনি আমাব প্রিয পুত্রেব জননী ও প্রিযভাষিণী।

বৃদ্ধ বাজা দশবথ তৰুণী ভার্যা কৈকেযীব ভযে কৌসল্যাকে উপযুক্ত সমাদব প্রদর্শন কবিতে পাবিতেন না। এইজন্য কৌসল্যাও দুঃখ অনুভব কবিতেন। দশবথ ও কৌশল্যা উভযেব মুখেই এই কথাটি প্রকাশ পাইযাছে। কৈকেযী দশবথেব নিকট বব চাহিবাব পব শোকাকুল দশবথ কৈকেযীকে কহিতেছেন—

ন মযা সৎকৃতা দেবী সৎকাবার্হা কৃতে তব। ২।১২।৭০

—কৌসল্যাদেবী আমাব সমাদবেব পাত্রী হইলেও তোমাব মনস্তুষ্টিব নিমিত্তই তাঁহাব উপযুক্ত সমাদব কবিতে পাবি নাই।

বামেব মুখে তাঁহাব বনবাসেব সংবাদ শুনিযা কৌসল্যা বলিতেছেন—

ন দৃষ্টপূর্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌৰুষে।
অপি পুত্রে বিপশ্যেযমিতি বামাস্থিতং মযা॥ ২।২০।৩৮

—আমি পতিব আচবণে সুখ বা শান্তিব দেখা পাই নাই। আশা কবিযাছিলাম, পুত্রেব দ্বাবা তাহা দেখিতে পাইব।

দশবথ কৌসল্যাকে এক হাজাব গ্রাম দান কবিযাছেন। অনুমান কবা যায যে, সম্ভবতঃ কৈকেযীকে বিবাহ কবিবাব পূর্বেই মহাবাজ তাহা কবিযাছিলেন। অবণ্যযাত্রায লক্ষ্মণ বামেব অনুগমন কবিতে চাহিলে বাম লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত কবিবাব উদ্দেশ্যে বলিতেছেন যে, লক্ষ্মণ তাঁহাব সঙ্গে বনবাসী হইলে কৌসল্যা ও সুমিত্রাব অবস্থা একান্তই শোচনীয হইবে। তাঁহাদেব ভবণপোষণেব কোন উপায থাকিবে না। উত্তবে লক্ষ্মণ বলিতেছেন—

কৌসল্যা বিভৃযাদার্যা, সহস্রং মদ্‌বিধানপি।
যস্যাঃ সহস্রং গ্রামাণাং সম্প্রাপ্তমুপজীবিনাম্‌ ॥
তদাত্মভবণে চৈব মম মাতুস্তথৈব চ।
পর্যাপ্তা মদ্বিধানাঞ্চ ভবণায মনস্বিনী ॥ ২।৩১।২২, ২৩

—পূজনীযা কৌসল্যা আমাদেব মত হাজাবজনেব ভবণপোষণ কবিতে পাবেন। তিনি নিজ ভৃত্য ও আশ্রিতজনেব প্রতিপালনেব নিমিত্ত সহস্র গ্রাম প্রাপ্ত হইযাছেন। সুতবাং এই মনস্বিনী নিজেব, আমাব জননীব ও আমাদেব ন্যায অনেকেব ভবণপোষণে সমর্থা।

কৈকেযীব প্রতি সমধিক অনুবক্ত হইলেও দশবথ কৌসল্যাকে সম্মান কবিতেন—সন্দেহ নাই। প্রধানা মহিষীব সকল দাযিত্বই কৌসল্যাকে বহন কবিতে হইত। দশবথ বামেব বাজ্যাভিষেকেব আযোজন কবিযা বামকে বলিযাছেন—'তুমি আমাব জ্যেষ্ঠা ও যোগ্যা পত্নীব গর্ভজাত উপযুক্ত পুত্র।'[১]

অশ্বমেধ-যজ্ঞেব সময এবং পুত্রেষ্টি-যজ্ঞেব চরু ভাগ কবিবাব সময দশবথ কৌসল্যাব প্রাপ্য সম্মানে তাঁহাকে বঞ্চিত কবেন নাই। বামেব বনযাত্রাব পবেও দেখা যায যে, মোহমুক্ত দশবথ কৌসল্যাকেই তাঁহাব একমাত্র অবলম্বন বলিযা মনে কবিযাছেন। পতিপ্রেমে বঞ্চিতা কৌসল্যা পুত্রকামনায নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত ও উপবাসাদি তপশ্চবণে কাল কাটাইতেন। পতিব অশ্বমেধ-যজ্ঞে—

কৌসল্যা তং হযং তত্র পবিচর্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পবমযা মুদা ॥ ইত্যাদি। ১।১৪।৩৩, ৩৪

—কৌসল্যা প্রসন্নচিত্তে অশ্বটিব পবিচর্যা কবিযা তিনবাব খড়্গপ্রহাবে অশ্বটিকে ছেদন কবিলেন। তাবপব তিনি ধর্ম লাভেব নিমিত্ত ঐ মৃত অশ্বেব সহিত সেইস্থানে সংযতচিত্তে একবাত্রি যাপন কবিলেন।

অশ্বমেধ-যজ্ঞেব পব পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ সম্পন্ন হইযাছে। অতঃপব এক বৎসব পবে কৌসল্যাব কোল আলো কবিযা বাম আবির্ভূত হইযাছেন।

কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা ববেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা ॥ ১।১৮।১২

—দেববাজ ইন্দ্রকে কোলে পাইযা দেবমাতা অদিতি যেরূপ শোভিতা হইযাছিলেন, অপবিমিত তেজস্বী পুত্রকে কোলে পাইযা কৌসল্যাও সেইরূপ শোভিতা হইলেন।

বাম ক্রমশঃ বযঃপ্রাপ্ত হইতেছেন। কৌসল্যাব আনন্দেব অবধি নাই। বাব বৎসবেব বালক অনুপম সুদর্শন মহাবীব বামকে যজ্ঞবক্ষাব নিমিত্ত মহামুনি বিশ্বামিত্র লইতে আসিযাছেন। কৌসল্যাব মুখে তখন একটি কথাও শোনা যায না। পতিপ্রাণা সাধ্বী পতিব ইচ্ছাতেই আপন ইচ্ছাকে বিলীন কবিযা দিযাছেন। অনেক আপত্তিব পব দশবথ যখন পুত্রকে বিশ্বামিত্রেব হাতে সমর্পণ কবিতে সম্মত হইযাছেন, তখন জননী পুত্রেব কল্যাণ-কামনায স্বস্ত্যযন কবিযা তাঁহাকে বিদায দিলেন।[২]

বামেব অভিষেকেব আযোজন চলিতেছে। এই বিষযে দশবথেব মুখে কৌসল্যা কিছুই শোনেন নাই। বামেব প্রিয সুহৃদ্‌বর্গ সত্বব কৌসল্যাব নিকটে যাইযা তাঁহাকে এই প্রিয সংবাদ দিযাছেন। ইহা শুনিযা—

সা হিবণ্যঞ্চ গাশ্চৈব বত্নানি বিবিধানি চ।
ব্যাদিদেশ প্রিযাখ্যেভ্যঃ কৌসল্যা প্রমদোত্তমা ॥ ২।৩।৪৭

—বাজমহিষী কৌসল্যা প্রিয-সংবাদদাতৃগণকে সুবর্ণ, ধেনু ও বিবিধ বত্ন প্রদান কবিলেন।

অভিষেকেব পূর্বদিনে পিতাব আশীর্বাদ লাভ কবিযা বাম জননীকে প্রণাম কবিবাব উদ্দেশ্যে তাঁহাব ভবনে প্রবেশ কবিযা—

তত্র তাং প্রবণামেব মাতবং ক্ষৌমবাসিনীম্।
বাগ্‌যতাং দেবতাগাবে দদর্শাযাচতীং শ্রিযম্ ॥ ইত্যাদি। ২।৪।৩০-৩৩

—দেখিতে পাইলেন, জননী কৌসল্যা পট্টবস্ত্র পবিধান কবিযা দেবতাব সম্মুখে ধ্যানমগ্না বহিযাছেন। তিনি মৌনাবলম্বন কবিযা পুত্রেব কল্যাণ প্রার্থনা কবিতেছেন। সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ পূর্বেই কৌসল্যাব নিকটে আসিযাছিলেন। পুত্রেব অভিষেকেব শুভ সংবাদ শুনিযা কৌসল্যা সীতাকেও তাঁহাব ভবনে আনাইযাছেন। কৌসল্যা পবমপুরুষ জনার্দনেব ধ্যান কবিতেছেন, আব সুমিত্রা, লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁহাবই পশ্চাতে উপবিষ্ট বহিযাছেন।

প্রণত পুত্রেব মুখে মহাবাজেব নির্দেশ ও আশীর্বাদেব কথা শুনিযা কৌসল্যা আনন্দাশ্রু মোচনপূর্বক কহিলেন—'বৎস, তুমি দীর্ঘজীবী হও। বাজ্যশ্রী প্রাপ্ত হইযা তুমি সুমিত্রাব ও আমাব বন্ধুবর্গকে আনন্দিত কব। বৎস, অতি শুভক্ষণে তোমাকে কোলে পাইযাছি। যেহেতু তুমি আপন চবিত্রে মহাবাজকে তুষ্ট কবিযাছ। আমি শ্রীহবিব প্রসাদ-কামনায যে-সকল ব্রত-উপবাসাদি কবিযাছি, তাহা সার্থক হইযাছে।'[৪]

কৌসল্যা এই উক্তিব ভিতবে কৈকেযীব নাম গ্রহণ কবেন নাই। কৈকেযীব আচবণে তিনি যে তুষ্ট ছিলেন না, তাহা নানা ঘটনায প্রকাশ পাইবে।

পুত্রেব কল্যাণ-কামনায কৌসল্যা সংযতচিত্তে বাত্রিযাপন কবিযা পবদিন প্রাতঃকালে বিষ্ণুপূজা কবিতেছিলেন। সর্বদা ব্রতাচবণবত পট্টবস্ত্রধাবিণী সানন্দে মাঙ্গলিক আচাব সমাপন কবিযা ঋত্বিকেব দ্বাবা অগ্নিতে আহুতি দেওযাইতেছিলেন। এমন সময বাম জননীব অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিযা সেইস্থানে দধি, আতপ, তণ্ডুল, ঘৃত, খৈ প্রভৃতি পুজোপকবণ দেখিতে পাইযাছেন। অনেকগুলি পূর্ণকুম্ভও সেইস্থানে সুসজ্জিত ছিল।

তাং শুক্লক্ষৌমসংবীতাং ব্রতযোগেন কর্শিতাম্।
তর্পযন্তী দদর্শাদ্ভির্দেবতাং বববর্ণিনীম ॥ ২।২০।১৯

—অনন্তব জননীব দিকে দৃষ্টিপাত কবিযা বাম দেখিলেন যে, শুভ্রপট্টবস্ত্রধাবিণী উপবাসকৃশা গৌবদেহা জননী জলেব দ্বাবা দেবতাব উদ্দেশে তর্পণ কবিতেছেন।

পুত্রকে দেখিতে পাইযা তাঁহাব মস্তক-আঘ্রাণ ও আশীর্বাদান্তে জননী কিঞ্চিৎ ভোজনেব অনুবোধ কবিলেন। বাম কৃতাঞ্জলি হইযা তাঁহাব প্রতি পিতাব বনগমনেব আদেশ জননীকে শোনাইলে পব—

সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পবশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা ॥ ২।২০।৩২

—কুঠাব দ্বাবা মূলচ্ছেদ কবা হইলে বনে শালবৃক্ষ যেরূপ ভূমিতে পতিত হয, কৌসল্যাও অকস্মাৎ সেইভাবে ভূমিতে লুটাইযা পডিলেন। মনে হইল, যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবতা পতিত হইলেন।

বাম চৈতন্যহীনা জননীকে ধবিযা উঠাইলেন এবং আপন হস্তে তাঁহাব অঙ্গেব ধূলি মুছাইতে লাগিলেন। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইযা কৌসল্যা লক্ষ্মণেব সম্মুখেই বামকে কহিলেন যে, তিনি যদি বন্ধ্যাই থাকিতেন, তবে তাঁহাকে এই কষ্ট পাইতে হইত না। পতিব প্রকৃত অনুবাগ তিনি পান নাই, পুত্রেব মুখ চাহিযাই তিনি বাঁচিতেছেন। তিনি বড দুঃখে আবও বলিযাছেন—

সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদযচ্ছিদাম।
অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামববাণাং পবা সতী ॥ ইত্যাদি। ২।২০।৩৯ ৫৪

——জ্যেষ্ঠা বাজমহিষী হইযাও আমাকে কনিষ্ঠা সপত্নীগণেব বহু কর্কশ বাক্য শুনিতে হইবে। তাহাবা আমাব হৃদযবিদাবক আচবণে অভ্যস্ত। ইহা অপেক্ষা মহিলাগণেব আব কি দুর্ভাগ্য হইতে পাবে? বাবা, তুই আমাব নিকটে থাকাতেও আমি উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইযা আছি। তুই বনে চলিযা গেলে আমাব কি গতি হইবে? পতিব অনুবাগ না পাইযা অত্যন্ত নিগ্রহ ভোগ কবিতেছি। আমি কৈকেযীব পবিচাবিকাব তুল্য, অথবা তদপেক্ষাও হীন হইযা বহিযাছি। যে আমাব সেবা কবে, কিংবা আমাকে মানিযা চলে, সেও কৈকেযীব পুত্রকে দেখিলে আমাব সহিত কথা বলে না। কৈকেযী সর্বদা ক্রুদ্ধ থাকিযা আমাকে কর্কশ কথা বলেন। আমি এহেন দববস্থায পডিযা কিরূপে তাহাব মুখেব দিকে তাকাইব? বাম, তোমাব উপনযনেব পব শুধু তোমাব মুখপানে চাহিযাই আমি সতবো বৎসব কাটাইলাম। এখন আমি জবাজীর্ণ হইযাছি, অসীম দুঃসহ দুঃখ ও সপত্নীগণেব দুর্ব্যবহাব বেশীদিন সহ্য কবিতে পাবিব না। বাবা, আমি তোমাব চাঁদমুখ না দেখিযা কিরূপে দীনভাবে জীবন ধাবণ কবিব? আমাব হৃদয অতি কঠিন বলিযাই তোমাব বনবাসেব কথা শুনিযা বিদীর্ণ হয নাই। আমাব ব্রত উপবাস প্রভৃতি সকলই ব্যর্থ হইল। বৎস, ধেনু যেমন দুর্বল হইলেও বৎসেব অনুগমন কবে, সেইরূপ সামর্থ্য না থাকিলেও আমি তোমাব সঙ্গে বনে যাইব।

কৌসল্যাব বিলাপে অধীব হইযা ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ বামকে কহিলেন যে, স্ত্রৈণ অধার্মিক পিতাব আদেশ পালন কবিতে হইবে না। তিনি বাহুবলে বামকে সিংহাসনে বসাইবেন।

শোকাকুলা কৌসল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বামকে বলিতেছেন—'বৎস, তোমাব ভ্রাতা লক্ষ্মণেব কথা শুনিতেছ তো? এখন যাহা কর্তব্য হয, তাহাই কব। আমাব সপত্নীব ধর্মগর্হিত বাক্য শুনিযা শোকদগ্ধ জননীকে পবিত্যাগপূর্বক অবণ্যে যাত্রা কবা তোমাব উচিত হইবে না। কাশ্যপ জননীব শুশ্রূষাব দ্বাবাই স্বর্গ লাভ কবিযাছিলেন। তোমাব পিতাব ন্যায আমিও তোমাব পূজনীয। আমি তোমাকে বনে যাইতে অনুমতি দিব না। তোমাব মুখ না দেখিযা আমি বাঁচিযা থাকিতে চাই না। আমাকে ত্যাগ কবিযা তুমি বনে যাত্রা কবিলে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ কবিব। তুমি জননীব মৃত্যুব কাবণ হইযা পাতকী হইবে।'[৫]

বাম সবিনযে অনেক নজিব ও যুক্তি প্রদর্শন কবিযা জননীকে কথঞ্চিৎ শান্ত কবিলেন। পতিসেবাই নাবীব শ্রেষ্ঠ ধর্ম—এই কথা নানাভাবে বুঝাইযা বাম বনগমন হইতে জননীকে নিবস্ত কবিলেন।

কৌসল্যা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পুত্রকে বলিতেছেন—
গমনে সুকৃতাং বুদ্ধিং ন তে শক্নোমি পুত্রক।
বিনিবর্তযিতুং বীব নূনং কালো দুবত্যযঃ ॥ ইত্যাদি। ২।২৪।৩২-৩৮

—বৎস, তোমাব বনগমনে সুদৃঢ সঙ্কল্পেব নিবৃত্তি কবিতে আমি পাবিলাম না। ইহাতে বুঝিতেছি, দৈবকে অতিক্রম কবা সুকঠিন। বৎস, তুমি গমন কব। তোমাব মঙ্গল হউক। মহাভাগ্যবান্ তুমি পিতাকে অঋণী কবিযা ফিবিযা আসিলে আমি সুখে নিদ্রা যাইব। বৎস, বন হইতে প্রত্যাবর্তন কবিযা মধুব সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে আনন্দিত কবিও।

মনস্বিনী কৌসল্যা পুত্রেব মঙ্গলার্থ নানাবিধ অনুষ্ঠান কবিযা পুত্রকে আশীর্বাদ কবিতেছেন—
যং পালযসি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিযমেন চ।
স বৈ বাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিবক্ষতু ॥ ইত্যাদি। ২।২৫।৩-১২

—হে বাঘবশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রীতিপূর্বক নিযম অনুসাবে যে ধর্মকে বক্ষা কবিতেছ, সেই ধর্ম তোমাকে বক্ষা করুন। বৎস, দেবগণ, মহর্ষিগণ, যক্ষ, বক্ষঃ, কাল, দিক্, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলেই তোমাব কল্যাণ করুন।

স্থাবব, জঙ্গম, ভৌম, আন্তবীক্ষ প্রভৃতি সকলেব নিকট পুত্রেব মঙ্গল যাজ্ঞা কবিযা জননী ঋত্বিকেব দ্বাবা হোম কবাইতেছেন। পুত্রেব মস্তকে মাঙ্গলিক দ্রব্য প্রক্ষেপ কবিযা এবং তাঁহাব হাতে বক্ষাবন্ধন কবিযা মনেব দুঃখ চাপিযা বাখিযা কৌসল্যা যেন প্রসন্নমুখে

অবদৎ পুত্রমিষ্টার্থো গচ্ছ বাম যথাসুখম্ ॥ ২।২৫।৪০

—পুত্রকে বলিলেন—বৎস, তুমি সুখে গমন কব।

এরূপ অবিচলিত হইযা পুত্রকে বিদায দেওযা সাধাবণ জননীব সাধ্যাতীত। শুধু কৌসল্যাব মত মনস্বিনী ধর্মপ্রাণা জননীই তাহা পাবেন।

বামেব অবণ্যযাত্রাকালে কৌসল্যা দুই বাহুব দ্বাবা সীতাকে আলিঙ্গন কবিযা তাঁহাব মস্তক আঘ্রাণপূর্বক কহিতেছেন—'বৎসে, পতিব বিপৎকালেই সতী নাবীব যথার্থ পবীক্ষা হইযা থাকে।

স ত্বযা নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্ত্বেষ নির্ধনঃ সধনোঽপি বা ॥ ২।৩৯।২৫

—আমাব পুত্র বনে যাইতেছে। সে ধনী হউক বা নির্ধন হউক, তোমাব নিকট সে দেবতাব সমান। কখনও তাহাকে অবজ্ঞা কবিও না।'

এই কথাব উত্তবে সীতাব বিনযমধুব বাক্য শুনিযা দুঃখে ও হর্ষে কৌসল্যা অশ্রুমোচন কবিতে লাগিলেন।

বাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বথে আবোহণ কবিযা অবণ্যে যাত্রা কবিযাছেন। অসাধাবণ ধৈর্যশীলা জননী কৌসল্যাও আব সহ্য কবিতে পাবিলেন না।

প্রত্যগাবমিবাযান্তী সবৎসা বৎসকাবণাৎ।
বদ্ধবৎসা যথা ধেনূ বামমাতাভ্যধাবত ॥ ইত্যাদি। ২।৪০।৪৩-৪৫

—সন্তানবৎসলা ধেনু যেমন গোপ কর্তৃক গৃহাভিমুখে চালিত হইযাও বদ্ধ বৎসেব দিকে ধাবিত হয, বামজননী সেইরূপ বামেব দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি 'হা বাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ,' বলিযা কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসব হইতেছিলেন। তিনি যেন নৃত্য কবিতে কবিতে ধাবিত হইতেছেন, অর্থাৎ ইতস্ততঃ দৌডাইতেছেন। বাম দূব হইতে এই হৃদযবিদাবক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। অতি কষ্টে কৌসল্যাকে ফিবাইযা আনা হইল।

বাম চলিযা গেলে দশবথ ভূমিতে পডিযা গেলেন। তাঁহাব দক্ষিণ বাহুতে ধবিযা কৌসল্যা মহাবাজকে উঠাইযাছেন। শোকাতুব দশবথ কৌসল্যাব ভবনে আশ্রয গ্রহণ কবেন।

ততঃ সমীক্ষ্য শযনে সন্নং শোকেন পার্থিবম্।
কৌসল্যা পুত্রশোকার্তা তমুবাচ মহীপতিম্ ॥ ইত্যাদি। ২।৪৩।১-২১

—পুত্রশোকে অবসন্ন শয্যাশাযী মহাবাজ দশবথকে সম্বোধন কবিযা পুত্রশোকার্তা কৌসল্যা বলিতেছেন—'বাজন্, কূটবুদ্ধি কৈকেযী বামেব উপব অন্তবেব বিষ ত্যাগ কবিযা নির্মোকমুক্তা নাগিনীব ন্যায বিচবণ কবিবেন। সৌভাগ্যবতীব মনোবাসনা পূর্ণ হইযাছে। বাজন্, আপনি দুষ্টা কৈকেযীব প্রবোচনায বামকে বনবাসী কবিযাছেন। না-জানি তাহাদেব কত কষ্ট হইবে। আমি কি সীতা ও লক্ষ্মণেব সহিত সমাগত বামকে দেখিতে পাইব? সিংহ যেমন গো-বৎসকে ভক্ষণ কবিযা ধেনুকে সন্তানহাবা কবে, কৈকেযীও সেইরূপ আমাকে

পুত্রহাবা কবিযাছেন। বাজন্, আমি পুত্রশোকে দগ্ধ হইতেছি। বাম, লক্ষ্মণ ও সীতাব শোকে আমাব জীবন-ধাবণ কষ্টকব হইযা উঠিযাছে।

দুঃখিনী সুমিত্রা নানাভাবে কৌসল্যাকে আশ্বাস দিযা কথঞ্চিৎ শান্ত কবিযাছেন। বামেব বনযাত্রাব ষষ্ঠ দিনে সুমন্ত্র শূন্য বথ লইযা নিবানন্দ নিস্তব্ধ অযোধ্যাপুবীতে প্রত্যাবর্তন কবিযাছেন। মহাবাজেব সহিত সাক্ষাৎ কবিযা শোকাকুল সুমন্ত্র বামেব কথিত করুণ কথাগুলি মহাবাজকে শোনাইলেন। দশবথ বামেব সকল কথা শুনিযা মূর্ছিত হইযা ভূমিতলে পডিযা গেলেন। কৌসল্যা ও সুমিত্রা দশবথকে ধবিযা ভূমি হইতে তুলিযাছেন। মহাবাজেব মুখে একটিও কথা নাই দেখিযা কৌসল্যা বলিতেছেন—'মহাবাজ, দুষ্কবকার্যকাবী বামেব দূতৰূপে সুমন্ত্র ফিবিযা আসিযাছেন। আপনি তাঁহাব সহিত বাক্যালাপে কেন বিবত বহিযাছেন? বামেব প্রতি নিষ্ঠুব ব্যবহাব কবিযা এখন লজ্জিত হইতেছেন কেন? শোক ত্যাগ কবিযা সুস্থিব হউন। মহাবাজ, আপনাব সত্যপালনেব পুণ্যলাভ হউক। এক্ষণে শোক কবিলে বামেব কোনৰূপ সাহায্য কবা হইবে না।

দেব যস্যা ভযাদ্ বামং নানুপৃচ্ছসি সাবথিম।
নেহ তিষ্ঠতি কৈকেযী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্॥ ২।৫৭।৩১

—দেব, আপনি যাহাব ভযে সুমন্ত্রকে বামেব কথা জিজ্ঞাসা কবিতেছেন না, সেই কৈকেযী এইস্থানে নাই। অতএব নিঃশঙ্ক হইযা সাবথিব সহিত আলাপ করুন।'

বাষ্পাকুল স্ববে মহাবাজকে এইৰূপ বলিযাই শোকাতুবা কৌসল্যা ভূতলে পডিযা গেলেন। দশবথ ও কৌসল্যাব দুববস্থা দেখিযা সেই গৃহে উপস্থিত মহিলাগণ উচ্চৈঃস্ববে কাঁদিতে লাগিলেন।

ততো ভূতোপসৃষ্টেব বেপমানা পুনঃপুনঃ।
ধবণ্যাং গতসত্ত্বেব কৌসল্যা সূতমব্রবীৎ॥ ইত্যাদি। ২।৬০।১-৩

—ভূতাবিষ্টাব ন্যায পুনঃপুনঃ কম্পিতদেহে ভূপতিতা ও প্রায চৈতন্যহীনা কৌসল্যা সুমন্ত্রকে বলিলেন—হে সূত, আমাকে বাম, লক্ষ্মণ ও সীতাব নিকট লইযা চল। তাহাদেব বিবহে আমি ক্ষণকালও বাঁচিতে ইচ্ছা কবি না। আমাকে দণ্ডকাবণ্যে লইযা চল। অন্যথা আমি প্রাণধাবণ কবিতে পাবিব না।

বাষ্পকৰুদ্ধকণ্ঠে বামবিষযক নানাকথায সুমন্ত্র কৌসল্যাকে আশ্বাস দিযা কিঞ্চিৎ শান্ত কবিযাছেন। পবন্তু কৌসল্যাব করুণ বিলাপ ও ক্রন্দন কিছুতেই থামিতেছে না। শোকাকুলা কৌসল্যা দশবথকে বলিতেছেন—'বাজন্, আপনি দযালু ও দানশীল হইযাও বধূব সহিত পুত্রদ্বযকে এইভাবে দুঃখ দিলেন? যাহাবা চিবদিন সুখে লালিত-পালিত, তাহাদেব এইপ্রকাব বিডম্বনা ঘটাইলেন?

যত্ত্বযা কাৰুণং কর্ম ব্যপোহ্য মম বান্ধবাঃ।
নিবস্তাঃ পবিধাবন্তি সুখার্হাঃ কৃপণা বনে॥ ইত্যাদি। ২।৬১।২০-২৬

—মহাবাজ, কাহাবও সহিত পবামর্শ না কবিযা সহসা আপনি যে শোচনীয কার্য কবিলেন, তাহাব ফলে সর্বতোভাবে সুখভোগেব যোগ্য আমাব স্বজনগণ বিতাডিত হইযা অবণ্যে ভ্রমণ কবিতেছে। চৌদ্দ বৎসব পবে যদিও বাম ফিবিযা আসে, ভবত কি তখন বাজ্য ছাডিযা দিবে? আব ছাডিযা দিলেও নিশ্চযই বাম তাহা গ্রহণ কবিবে না। বাজন্, ব্যাঘ্র কখনও অন্যেব ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য গ্রহণ কবে না। বাম কি এই অপমান সহ্য কবিবে? মৎস্য নিজেব সন্তানকে ভক্ষণ কবে, মহাবীব ধর্মপবাযণ বামও নিজেব পিতাব দ্বাবাই বিনষ্ট হইযাছে। মহাবাজ, আপনাব এই আচবণ কি ধর্মানুমোদিত? চিন্তা কবিযা দেখুন, স্ত্রীলোকেব প্রথম

গতি হইতেছেন পতি, দ্বিতীয় গতি পুত্র ও তৃতীয় গতি (পিতৃকুল ও স্বামিকুলেব) জ্ঞাতিগণ। স্ত্রীলোকেব চতুর্থ কোন গতি নাই।

আপনি আমাব প্রথম গতি হইলেও সপত্নীব বশীভূত বলিয়া আমাব নহেন। আমাব দ্বিতীয় গতি বামকে আপনি নির্বাসিত কবিযাছেন। আপনাকে ত্যাগ কবিযা আমি অবণ্যেও যাইতে পাবি না। আপনি আমাকে সর্বপ্রকাবে দুঃখিনী কবিলেন। আপনাব এই আচবণে সমগ্র বাজ্যেব সহিত অযোধ্যানগবী এবং মন্ত্রিবর্গেব সহিত প্রজামণ্ডলী বিনষ্ট হইল। পুত্রেব সহিত আমিও বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আপনি শুধু আপনাব প্রিযতমা কৈকেযী ও পুত্র ভবতেবই আনন্দ বর্দ্ধন কবিলেন।

কৌসল্যাব বচনে হতভাগ্য মহাবাজ অধিকতব শোকগ্রস্ত হইযা যুক্তকবে করুণ ভাষায পত্নীব নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছেন।

সমধিক দীনভাবাপন্ন পতিব করুণ বাক্য শুনিযা কৌসল্যা কাঁদিতে কাঁদিতে মহাবাজেব অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয আপন মস্তকে ধাবণ কবিযা সসম্ভ্রমে বলিতেছেন—

প্রসীদ শিবসা যাচে ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে
যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং নহি ত্বযা॥ ইত্যাদি। ২।৬২।১২-১৮।

—দেব, আমি ভূলুণ্ঠিতা হইযা মস্তক দ্বাবা আপনাব চবণযুগল স্পর্শ কবিযা প্রার্থনা কবিতেছি—আমাব প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি আপনাকে কটু কথা বলিযা অপবাধ কবিযাছি। হে ধর্মজ্ঞ, পুত্রশোক আমাব ধৈর্যকে নাশ কবিযাছে। বামেব অবণ্যযাত্রাব পব পাঁচটি বাত্রি অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু আমি যেন পাঁচটি বাত্রিকেই পাঁচ বৎসবেব তুল্য মনে কবিতেছি।

কৌসল্যাব বাক্যে দশবথ কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইযাছেন। তখন বাত্রিকাল সমাগত। সেই বাত্রিব দুইপ্রহব অতীত হইলে নানাপ্রকাব বিলাপ কবিতে কবিতে দশবথ শোকেব ও লজ্জাব হাত হইতে চিবতবে মুক্তি পাইযাছেন।

দশবথেব অন্তিম কালে শোকাভিভূতা কৌসল্যা ও সুমিত্রা গাঢ নিদ্রায নিমগ্না ছিলেন। পবদিন প্রাতঃকালে অন্যান্য মহিলাদেব চীৎকাবে তাঁহাদেব নিদ্রাভঙ্গ হইযাছে। মহাবাজকে স্পর্শ কবিযা তাঁহাবাও চীৎকাব কবিযা ভূতলে লুটাইযা পডিলেন।

সা কোসলেন্দ্রদুহিতা চেষ্টমানা মহীতলে।
ন ভ্রাজতে বজোধ্বস্তা তাবেব গগনচ্যুতা॥ ২।৬৫।২৩

-কোসলবাজ-দুহিতা ধূলিধূসবিতদেহে ভূলুণ্ঠিতা হইযা আকাশভ্রষ্ট তাবাব ন্যায শোভাহীন হইলেন।

কিছুক্ষণ পবে মহাবাজেব মস্তকটি ক্রোডে স্থাপন কবিযা কৌসল্যা কৈকেযীকে কহিতেছেন—

সকামা ভব কৈকেযি ভুঙ্‌ক্ষ্ব বাজ্যমকণ্টকম্।
ত্যক্ত্বা বাজানমেকাগ্রা নৃশংসে দুষ্টচাবিণি॥ ইত্যাদি। ২।৬৬।৩-১২

—দুষ্টচাবিণি নৃশংসে কৈকেযি, তুমি বাজাকে ত্যাগ কবিযা সুস্থচিত্তে নিষ্কন্টক বাজ্য ভোগ কব। তোমাব বাসনা সফল হউক। বাম অবণ্যে নির্বাসিত, স্বামীও স্বর্গত। আমি আব বাঁচিতে ইচ্ছা কবি না। তোমাব ন্যায ধর্মত্যাগিনী ব্যতীত দেবতাস্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ কবিযা কে বাঁচিতে ইচ্ছা কবে? হায, কুব্জা ও কৈকেযী হইতে বঘুবংশেব এই শোচনীয পবিণতি ঘটিল। হায, বাম আমাব এই দুর্দশাব কথা জানিতে পাবিবে না। বাজর্ষি জনকও অযোধ্যাব সকল সংবাদ শুনিতে পাইলে শোকে প্রাণত্যাগ কবিবেন। আমি পতিব মৃতদেহ আলিঙ্গন

করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

কৌসল্যা এইভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে বিচক্ষণ অমাত্যগণ অন্যান্য মহিলাগণের দ্বারা কৌসল্যাকে অন্যত্র লইয়া গেলেন।

লোক পাঠাইয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আনা হইয়াছে। কৈকেয়ীর মুখে সকল ঘটনা শুনিয়া ব্যথিত ভরত তীব্র ভাষায় জননীকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। ভরতের মাতৃভর্ৎসনার মধ্যেও কৌসল্যা সম্পর্কে একটি কথা জানা যাইতেছে—

তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌসল্যা দীর্ঘদর্শিনী।
ত্বয়ি ধর্মং সমাস্থায় ভগিন্যামিব বর্ততে ॥ ইত্যাদি। ২।৭৩।১০, ১১

—দূরদর্শিনী জ্যেষ্ঠা মাতা কৌসল্যাদেবীও ধর্মানুসারে আপন ভগিনীর মতই তোমার সহিত ব্যবহার করেন। পাপীয়সি, তুমি তাঁহার পুত্রকে চীরবল্কল পরিধান করাইয়া নির্বাসিত করিয়াছ, অথচ এইজন্য তোমার কোনরূপ অনুশোচনা দেখিতেছি না।

ইহাতে জানা যায় যে, কৈকেয়ী কৌসল্যার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও কৌসল্যা কখনও কৈকেয়ীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেন নাই, পরন্তু স্নেহই প্রদর্শন করিতেন। তিনি সকল দুঃখই আপন মনে চাপিয়া রাখিতেন।

জননীকে তিরস্কার করিয়া ব্যথিত ভরত যখন উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতেছিলেন, তখন ভরতের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কৌসল্যা সুমিত্রাকে বলিতেছেন—'ক্রূরকার্যকারিণী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছে। আমি দূরদর্শী ভরতের সহিত দেখা করিতে চাই।' এই বলিয়া শীর্ণদেহা বিষণ্ণবদনা প্রায় চৈতন্যশূন্যা কৌসল্যা কাঁপিতে কাঁপিতে ভরতের নিকট গমন করিতেছেন। ভরত এবং শত্রুঘ্নও কৌসল্যার ভবনেই আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। ভরতকে দেখিয়া কৌসল্যা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। মনস্বিনী কৌসল্যা দুঃখের তীব্রতার জন্য কাঁদিতেছিলেন। তিনি ভরতকে বলিতে লাগিলেন—

ইদং তে রাজ্যকামস্য রাজ্যং প্রাপ্তমকন্টকম্।
সম্প্রাপ্তং বত কৈকেয্যা শীঘ্রং ক্রূরেণ কর্মণা ॥ ইত্যাদি। ২।৭৫।১১-১৫

—তুমি রাজ্য কামনা করিয়াছিলে, এখন নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছ। কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর কার্যের দ্বারা অতি শীঘ্রই তোমার রাজ্যলাভ ঘটিয়াছে। রামকে নির্বাসিত না করিয়াও কৈকেয়ী তোমাকে রাজ্য দিতে পারিতেন। রাম যে-পথে গমন করিয়াছে, আমি সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া অগ্নিহোত্র গ্রহণপূর্বক সেই পথেই যাত্রা করিব। তুমি আমাকে রামের নিকট লইয়া চল।

কৌসল্যার তিরস্কার-বাক্য যেন ভরতের মর্মস্থল বিদ্ধ করিল। তিনি কৌসল্যার চরণে পতিত হইয়া নানাবিধ শপথ করিয়া বলিলেন যে, তিনি এই ব্যাপারে কিছুই জানিতেন না। অতি কঠোর শপথ করিতে করিতে শোকসন্তপ্ত নিষ্পাপ ভরত অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। কৌসল্যা বুঝিতে পারিলেন, ভরতের কোন পাপ নাই, তিনি বৃথাই ভরতকে সন্দেহ করিয়াছেন। তখন কৌসল্যা সস্নেহে ভরতকে বলিতেছেন—

মম দুঃখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে।
শপথৈঃ শপমানো হি প্রাণানুপরুণৎসি মে ॥ ইত্যাদি। ২।৭৫।৬১-৬৩

—বৎস, এইভাবে বিবিধ শপথ করিয়া তুমি আমার প্রাণে পীড়া দিতেছ। ইহাতে আমি অধিকতর দুঃখ পাইতেছি। পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তুমি ধর্মচ্যুত হও নাই। বৎস, তোমার সত্যনিষ্ঠায় তুমি সাধুগণের গম্য উত্তম লোকে গমন করিবে।

এইকথা বলিযা কৌসল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভবতকে ক্রোড়ে লইযা কাঁদিতে লাগিলেন।

শত্রুঘ্নেব হাতে কুব্জাব লঞ্ছনা দেখিযা কুব্জাব সখীগণ দযাবতী ধর্মজ্ঞা কৌসল্যাব আশ্রয গ্রহণ কবিযাছিল।[৬]

ভবতেব ব্যবহাব কৌসল্যাব হৃদযকে বিশেষরূপে অভিভূত কবিযাছে। চিত্রকূট-গমনেব পথে শৃঙ্গবেবপুবে নিষাদবাজ গুহেব সহিত বামবিষযক কথাবার্তাব সময ভবত অজ্ঞান হইযা পড়েন। কৌসল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন কবিযা কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন—

পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছবীবং প্রতিবাধতে।
অস্য বাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবিতম্॥ ইত্যাদি। ২।৮৭।৯, ১০

—পুত্র, কোন ব্যাধি তোমাব শবীবকে পীড়িত কবিতেছেন না তো ? এক্ষণে এই বাজবংশেব অস্তিত্ব তোমাবই অধীন। মহাবাজ স্বর্গগত এবং বাম ও লক্ষ্মণ অবণ্যবাসী, আমি শুধু তোমাব মুখেব দিকে তাকাইযাই প্রাণ ধাবণ কবিতেছি।

মহামুনি ভবদ্বাজেব আশ্রম হইতে চিত্রকূটে যাত্রাকালে বাজমহিষীগণ ভবদ্বাজেব চবণ বন্দনা কবিযাছেন। মুনি মাতৃগণেব প্রত্যেকেব পবিচয জানিতে চাহিলে ভবত জননী কৌসল্যাকে দেখাইযা বলিতেছেন—

যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকানশনকর্শিতাম্।
পিতুর্হি মহিষীং দেবীং দেবতামিব পশ্যসি॥
এষা তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
কৌসল্যা সুষুবে বামং ধাতাবমদিতির্যথা॥ ২।৯২।২০, ২১

—ভগবন্, শোকে ও উপবাসে শীর্ণদেহা অতি দুঃখিতা এই যে দেবতারূপিণী জননীকে আপনি দেখিতেছেন, ইনি পিতৃদেবেব প্রধানা মহিষী দেবী কৌসল্যা। অদিতি যেমন ধাতাব (উপেন্দ্রেব) জননী, ইনিও সেইরূপ সিংহসম গতিমান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ বামেব জননী।

ভবতেব মুখে বাম পিতৃবিযোগেব সংবাদ পাইযাছেন। বাজমহিষীগণ গুরু বশিষ্ঠেব সহিত বামেব আশ্রমে যাইতেছেন। পথিমধ্যে মন্দাকিনী-নদীতে বাম-লক্ষ্মণেব অবতবণেব ঘাট, নদীতীবে দশবথেব উদ্দেশে বামেব প্রদত্ত ইঙ্গুদি-ফলেব পিণ্ড প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে করুণ বিলাপ কবিযা বামজননী ব্যাকুল হইযা পড়িযাছেন। বামকে দেখিতে পাইযাই তিনি উচ্চৈঃস্ববে কাঁদিতে কাঁদিতে বামেব পিঠে হস্ত দিযা তাঁহাব পৃষ্ঠদেশেব ধূলি মার্জনা কবিতে লাগিলেন। সাশ্রুবদনা সীতাকে আলিঙ্গন কবিযাও কৌসল্যা বিলাপ কবিতেছেন। তাঁহাব হৃদয যেন শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল।[৭]

ভবতেব শত অনুনয-বিনয, পুববাসিগণেব প্রার্থনা এবং বশিষ্ঠেব অনুবোধেও বাম অযোধ্যায ফিবিযা যাইতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা বামেব পাদুকা গ্রহণ কবিযাই ভবতকে ফিবিতে হইতেছে। যাত্রাকালে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠা জননীগণ বামেব সহিত কোন কথা বলিতে পাবিলেন না। বামও তাঁহাদিগকে প্রণাম কবিযা কাঁদিতে কাঁদিতে কুটীবে প্রবেশ কবিলেন।[৮]

অযোধ্যায ফিবিযা আসিযা কৌসল্যা কিভাবে কাল কাটাইযাছেন, বামাযণে তাহা বর্ণিত না হইলেও এই মহীযসী দুঃখিনী জননীব চবিত্র হইত অনুমান কবা যায যে, পুত্রেব কল্যাণ-কামনায পূজা-অর্চা, ব্রত এবং উপবাস প্রভৃতিকে অবলম্বন কবিযাই তিনি দিন অতিবাহিত কবিতেছিলেন।

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসব পবে বাম নন্দিগ্রামে ফিবিযা আসিতেছেন। কৌসল্যা প্রমুখ জননীগণও পূর্বেই নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইযাছিলেন্।

বামো মাতবমাসাদ্য বিবর্ণাং শোককর্শিতাম্ ।
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রহর্ষযন্ ॥ ৬।১২৭।৪৯

—শোকে কৃশা ও বিবর্ণা জননীব নিকটে যাইযা বাম তাঁহাব আনন্দ উৎপাদনপূর্বক চবণে প্রণাম কবিলেন ।

কৌসল্যাদি বাজমহিষীগণ স্বহস্তে সীতাকে মনোহব বেশভূষায সাজাইযা দিলেন এবং পুত্রবৎসলা কৌসল্যা সানন্দে বানববমণীগণকে উত্তম আভবণে সুসজ্জিত কবিলেন ।[৯]

পুত্রহাবা জননী দীর্ঘকাল পব পুত্রমুখ দেখিতে পাইযা আনন্দিতা হইযাছেন । ইহাব পবও তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন । সীতাব পাতাল-প্রবেশেব পবেও বাম অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান কবিযাছেন ।

অথ দীর্ঘস্য কালস্য বামমাতা যশস্বিনী ।
পুত্রপৌত্রৈঃ পবিবৃতা কালধর্মমুপাগমৎ ॥ ৭।৯৯।১৫

—এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে পুত্রপৌত্রপবিবৃতা যশস্বিনী বামজননী দেহত্যাগ কবিযাছেন ।

দেবীব ন্যায সৌম্যমূর্তি ধর্মাচবণবতা কৌসল্যা জীবনে বেশী দিন শান্তি পান নাই । তিনি শুধু বামেব মত গুণবান্ পুত্রেব জননী হইযাছিলেন, ইহাই তাঁহাব একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা । তিনি অতিশয গম্ভীবপ্রকৃতি হইলেও অসহ্য দুঃখে তাঁহাব নিজ মুখেই জীবনেব অশান্তিব কথা প্রকাশ কবিযাছেন ।

দশবথ ও কৈকেযীব প্রতিও তাঁহাব উদাবতাব অন্ত নাই । তিনি যেন দেবসেবাব দ্বাবা মনেব ব্যথাকে শান্ত বাখিতে চেষ্টা কবিতেন । কৌসল্যাব সহিষ্ণুতা অনন্যসাধাবণ । তিনি স্থিতধীব ন্যায দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে বিগতস্পৃহ । ধার্মিক পুত্রকে বনগমনে অনুমতি দিবাব সময জননীব যে অপূর্ব সহিষ্ণুতা ও ধর্মভাব পবিলক্ষিত হয, তাহা বামাযণপাঠককে বিস্মিত কবে । এমন মহীযসী জননী না হইলে সর্বগুণসম্পন্ন মহাবীব বাম কি তাঁহাব কোলে আবির্ভূত হইতেন ? জননী কৌসল্যা মহর্ষি বাল্মীকিব অঙ্কিত আদর্শ জননী, চিবোজ্জ্বল প্রতিমা ।

---

১ ২।৭৮।১৫
২ ২।৩।৩৭
৩ ১।২২।২
৪ ২।৪।৩৮-৪১
৫ ২।২১।২০-২৮
৬ ২।৭৮।১৫
৭ ২।১০৪ তম সর্গ
৮ ২।১১২।৩১
৯ ৬।১২৮।১৭ ১৮

সুমিত্রা

সুমিত্রা হইতেছেন—মহাবাজ দশবথেব দ্বিতীযা মহিষী। বামাযণ হইতে তাঁহাব পিতৃবংশেব পবিচয জানা যায না। বঘুবংশে (৯।১৭) কালিদাস বলিযাছেন যে, সুমিত্রা মগধদেশেব বাজাব কন্যা।

একাধিক স্থানে সুমিত্রাকে মধ্যমা জননী বলা হইযাছে। তিনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নেব গর্ভধাবিণী।

কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা।
শত্রুঘ্নস্য চ বীবস্য অবোগা চাপি মধ্যমা ॥ ২।৭০।৯

—(ভবত দূতগণকে জিজ্ঞাসা কবিতেছেন—) আমাব মধ্যমা জননী ধর্মজ্ঞা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নেব জননী সুমিত্রা কুশলে আছেন তো?

ভবত ভবদ্বাজমুনিব নিকট মাতৃগণেব পবিচয দিবাব সময বলিতেছেন—

অস্যা বামভুজং শ্লিষ্টা যা সা তিষ্ঠতি দুর্মনাঃ।
ইযং সুমিত্রা দুঃখার্তা দেবী বাজ্ঞশ্চ মধ্যমা ॥ ২।৯২।২৩

—ইঁহাব (কৌসল্যাব) বাম বাহু ধাবণ কবিযা যিনি দুঃখিতচিত্তে দাঁডাইযা বহিযাছেন, ইনি মহাবাজেব মধ্যমা মহিষী দেবী সুমিত্রা।

দেবী সুমিত্রা সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই ছাযাব ন্যায কৌসল্যাব সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। কৌসল্যা হইতে বিযুক্তরূপে কোথাও সুমিত্রাব দর্শন পাওযা যায না। বামেব সহিত লক্ষ্মণেব যেরূপ একাত্মতা, কৌসল্যাব সহিত সুমিত্রাবও সেইরূপ।

লক্ষ্মণ বামেব সহিত বনে যাইবেন, স্থিব কবিযাছেন। এই বিষযে লক্ষ্মণ পূর্বে জননীব সহিত কোন পবামর্শ কবেন নাই। যাত্রাকালে জননীকে প্রণাম কবিলে পব জননী সুমিত্রা কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রেব মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বলিতেছেন—'বৎস, সকল স্বজনেব প্রতি তুমি অনুবক্ত থাকিলেও আমি তোমাকে বনবাসেব অনুমতি দিতেছি। তোমাব অগ্রজ বাম বনে যাইতেছে। তাহাব অনুগমন অবশ্য কর্তব্য। বাম ঐশ্বর্যবান্ হউক বা বিপন্ন হউক, সে তোমাব একমাত্র আশ্রয। তোমাব জ্যেষ্ঠানুগত্য সাধুসম্মত ধর্ম। তোমাব আচবণ এই মহৎ বংশেব উপযুক্ত।'

'জননী দৃঢসংকল্প বামভক্ত লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—'বৎস, তুমি বামেব সহিত যাত্রা কব।''

অতঃপব প্রিয পুত্রকে সম্বোধন কবিযা জননী সুমিত্রা বলিতেছেন—

বামং দশবথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্ ॥ ২।৪০।৯

—বৎস, তুমি বামকে তোমাব পিতা দশবথেব তুল্য মনে কবিও, আব জনকনন্দিনীকে আমাবই মত, অর্থাৎ মাতৃতুল্য মনে কবিও এবং তোমাব বাসভূমি অবণ্যকে অযোধ্যাতুল্য

মনে কবিও। বৎস, তুমি সানন্দে বামেব সহিত গমন কব।

স্বল্পভাষিণী মনস্বিনী জননী সুমিত্রাব এই উক্তিটিকে বামাযণেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্লোকরূপে গণ্য কবা হয। এইভাবে পুত্রকে বনবাসেব অনুমতি দেওযা যেমন-তেমন জননীব কর্ম নহে। এই একটিমাত্র উক্তিব দ্বাবাই সুমিত্রা অমরতা অর্জন কবিযাছেন।

বামাদিব অবণ্যযাত্রাব পব কৌসল্যা করুণ বিলাপ কবিতে থাকিলে ধর্মশীলা সুমিত্রা তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন—

তবার্যে সদ্‌গুণৈর্যুক্তঃ স পুত্রঃ পুরুষোত্তমঃ।
কিং তে বিলপিতেনৈবং কৃপণং রুদিতেন বা॥ ইত্যাদি। ২।৪৪।২-২৯

—আর্যে, আপনাব পুত্র বাম সর্বগুণভূষিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাহাব জন্য অতি দীনভাবে বিলাপ বা বোদন কবা সর্বথা অনুচিত। আপনাব পুত্র পিতৃসত্য পালনেব নিমিত্ত বনবাসী হইযাছে। এরূপ ধার্মিক পুত্রেব জন্য দুঃখ কবিবেন কেন? নিষ্পাপ লক্ষ্মণ মহাত্মা বামেব সেবায নিযুক্ত আছে। বনবাসেব দুঃখকষ্ট জানিযাই জনকনন্দিনী মহাবীব ধার্মিক স্বামীব অনুগমন কবিযাছে। অতএব তাহাব নিমিত্তও দুশ্চিন্তাব কাবণ নাই। ধর্মই ধর্মনিষ্ঠ বামকে বক্ষা কবিবেন। সূর্য, চন্দ্র ও বাযু নিশ্চযই সর্বতোভাবে ধার্মিক বামেব আনুকূল্য কবিবেন। নানাবিধ দিব্যাস্ত্রেব প্রসাদে মহাবীব বাম নির্ভযে অবণ্যে বিচবণ কবিবে। বামেব মধ্যে যে শোভা, শৌর্য ও সামর্থ্য বহিযাছে, তাহাতে কোনরূপ অকল্যাণেব আশঙ্কা কবা যায না। ভক্ত লক্ষ্মণ যাহাব সহচব, সাধ্বী সীতা যাহাব অনুগামিনী, তাহাব অকল্যাণেব আশঙ্কা কবিবেন কেন? কল্যাণি, আপনাব মহাতেজস্বী পুত্র নির্বিঘ্নে পিতৃসত্য পালন কবিযা যথাকালে অযোধ্যায প্রত্যাবর্তন কবিবে। দেবি, জগদ্‌ববেণ্য বঘুনন্দন বাম আপনাব পুত্র, আপনি বত্নপ্রসবিনী। আপনাব শোক কবা অনুচিত।

সুমিত্রাব সান্ত্বনাবাক্যে কৌসল্যাব চিত্ত শান্ত হইযাছে। দশবথ বা কৈকেযীব উপবও সুমিত্রাব কোন অভিযোগ নাই। শান্তপ্রকৃতি মধুবভাষিণী লক্ষ্মণজননী লক্ষ্মণেব জন্যও উদ্বিগ্না নহেন। তিনি যেন কৌসল্যাব মধ্যে আত্মবিলীন কবিযা নিষ্কামভাবে তাঁহাবই সেবায জীবন কাটাইতেছেন। কৌসল্যাব দেহত্যাগেব পব সুমিত্রাও স্বর্গলাভ কবিযাছেন।[২]

মহর্ষি বাল্মীকি সুকোমল তুলিকাব দুই চাবিটি বেখাব দ্বাবা সুমিত্রাব অপূর্ব ছবিটি পাঠকবর্গকে উপহাব দিযাছেন। এমন স্বার্থত্যাগ ও সপত্নীব আনুগত্য জগতে দুর্লভ।

---

১ ২।৪০।৪-৮
২ ৭।৯৯।১৬

কৈকেয়ী (কৈকয়ী)

পাঞ্জাব প্রদেশেব বিপাশা ও শতদ্রুনদীব মধ্যবর্তী ভূভাগেব নাম কেকয। কেকযাধিপতি অশ্বপতিব কন্যাব কোন নাম জানা যায না। কৈকেযীনামেই তাঁহাকে অভিহিত কবা হইযাছে।

অযোধ্যাধিপতি মহাবাজ দশবথেব তিনজন প্রধান মহিষীব মধ্যে কৈকেযী হইতেছেন তৃতীযা। কৈকেযী দশবথেব মধ্যমা মহিষী এবং কনিষ্ঠা (তৃতীযা) মহিষী—এই দুইপ্রকাব বর্ণনাই পাওযা যায। বনবাসী বাম সুমন্ত্রকে কহিতেছেন—

নগবীং ত্বাং গতং দৃষ্ট্বা জননী মে যবীযসী।
কৈকযী প্রত্যযং গচ্ছেদিতি বামো বনং গতঃ ॥ ২।৫২।৬১
এষ মে প্রথমঃ কল্পো যদম্বা মে যবীযসী।
ভবতাবক্ষিতং স্ফীতং পুত্রবাজ্যমবাপ্নুযাৎ ॥ ২।৫২।৬৩

—তোমাকে অযোধ্যায ফিবিযা যাইতে দেখিলে আমাব কনিষ্ঠা জননী কৈকযী বিশ্বাস কবিবেন যে, বাম বনে গিযাছে।

আমাব একান্ত ইচ্ছা যে, আমাব কনিষ্ঠা জননী তাঁহাব পুত্র ভবতেব দ্বাবা পালিত এই সমৃদ্ধ বাজ্য লাভ করুন।

মহামুনি ভবদ্বাজেব নিকট জননীগণেব পবিচয দিতে যাইযা ভবত সুমিত্রাকে দশবথেব মধ্যমা মহিষী বলিযা পবিচয দিযাছেন।

ইযং সুমিত্রা দুঃখার্তা দেবী বাজ্ঞশ্চ মধ্যমা। ২।৯২।২৩ ,২।৭০।৯

বাম ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে শান্ত কবিবাব নিমিত্ত বলিতেছেন—

ন লক্ষ্মণাস্মিন্ মম বাজ্যবিঘ্নে
মাতা যবীযস্যভিশঙ্কিতব্যা। ২।২২।৩০

—হে লক্ষ্মণ, আমাব বাজ্যপ্রাপ্তিতে এইপ্রকাব বিঘ্ন ঘটায কনিষ্ঠা মাতা কৈকযীকে দোষ দিও না।

মহাবাজ দশবথেব পাযসবিভাগ হইতেও অনুমিত হয, কৈকেযী কনিষ্ঠা মহিষী ছিলেন। যেহেতু কৌসল্যা ও সুমিত্রাকে দেওযাব পব মহাবাজ কৈকেযীকে পাযসেব ভাগ দিযাছেন।

পুত্রদেব বিবাহেব পব দশবথ পুত্র ও বধূগণকে লইযা অযোধ্যায আসিযাছেন। তাঁহাব আনন্দেব সীমা নাই।

কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকযী চ সুমধ্যমা।
বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যাশ্চান্যা বাজযোষিতঃ ॥ ১।৭৭।১০

—কৌসল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেযী বধূগণকে ববণ কবিতে উদ্যত হইলেন। অন্যান্য বাণীগণও সেই কাজে উপস্থিত হইযাছেন।

এই বর্ণনাতেও কৈকেযীব কথা পবে বলা হইযাছে। কৈকেযী ছিলেন বৃদ্ধ মহাবাজ

দশবথেব তরুণী ভার্যা।[২]

উল্লিখিত বর্ণনা ও উক্তিসমূহ হইতে জানা যায় যে, কৈকেয়ী ছিলেন মহাবাজেব কনিষ্ঠা মহিষী।

সম্প্রতি অন্যবিধ উক্তিগুলি প্রদর্শিত হইতেছে—বাবণ সীতাকে হবণ কবিলে পব বামেব বিলাপ-বাক্যে শুনিতে পাওযা যায়—

অদ্যেদানীং সকামা সা যা মাতা মধ্যমা মম। ৩।২।২০

—অধুনা সেই মধ্যমা জননীব (কৈকেয়ীব) মনোবাসনা সফল হইল।

একদা লক্ষ্মণ কৈকেয়ীব নিন্দা কবিলে বাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

ন তেহম্বা মধ্যমা তাত গর্হিতব্যা কদাচন।৩।১৬।৩৭

—বৎস, তুমি কখনও মধ্যমা মাতাব নিন্দা কবিবে না।

বাজপবিবাবে স্বল্পভাষিণী মধ্যমা মহিষী সুমিত্রা অপেক্ষা কৈকেয়ীব প্রভাব বেশী ছিল বলিযাই সম্ভবতঃ কনিষ্ঠা হইলেও কৈকেয়ীকে মধ্যমা বলা হইযছে। মধ্যবযস্কা অর্থাৎ যুবতীরূপ অর্থেও মধ্যমা শব্দটি প্রযুক্ত হইতে পাবে। অথবা অন্যান্য মাতৃগণকে লক্ষ্য কবিযাও বাম কৈকেয়ীকে মধ্যমা জননী বলিতে পাবেন। কৈকেয়ী দশবথেব তৃতীযা মহিষীই ছিলেন।

কৈকেয়ীব বূপেব কোন বর্ণনা বামাযণে না থাকিলেও দশবথেব আসক্তি হইতে অনুমিত হয যে, কৈকেয়ী সুন্দবী ছিলেন। তিনি যে গৌবাঙ্গী ছিলেন, তাহা জানা যায। তাঁহাব গাত্রবর্ণ সোনাব মত উজ্জ্বল এবং নেত্রদ্বয আযত ও মনোহব।[৩]

ভবতেব প্রতি বামেব একটি উক্তি হইতে জানা যায—দশবথ কৈকেয়ীকে বিবাহ কবিবার সময কৈকেয়ীব পিতাব নিকট অঙ্গীকাব কবিযাছিলেন যে, কৈকেয়ীব গর্ভজাত পুত্রকেই তিনি বাজ্য দিবেন। (দশবথেব চবিত্রে এই বিষযে বিস্তৃত আলোচনা কবা হইযাছে।)

দশবথেব অত্যধিক প্রিযপাত্রী হওয়াব ফলে কৈকেয়ী প্রথম হইতেই সৌভাগ্যমদে গর্বিতা হইযা উঠিযাছেন।[৪] তাঁহাব এই মনোভাব পুত্রেব নিকটও গোপন থাকে নাই। অযোধ্যা হইতে গিবিব্রজে (কেকযবাজধানী) আগত দূতগণেব নিকট সকলেব কুশলবার্তা জিজ্ঞাসাব সময ভবত বলিতেছেন—

আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী।
অবোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ॥ ২।৭০।১০

— সর্বদা ক্রুদ্ধপ্রকৃতি স্বার্থপবা কূটস্বভাবা প্রাজ্ঞমানিনী মদীয জননী কুশলে আছেন তো? তিনি আমাকে কি বলিযাছেন?

বামেব নির্বাসনাদিব খবব জানিবাব পূর্বেই ভবত তাঁহাব জননীব চবিত্র সম্বন্ধে এইপ্রকাব মনোভাব পোষণ কবিতেছেন। নিজেব বুদ্ধিব উপব কৈকেয়ীব প্রবল আস্থা ছিল। এইজন্যই ভবত তাঁহাকে 'প্রাজ্ঞমানিনী' বলিযাছেন। স্বামীব অত্যধিক আদবে কৈকেয়ীব সংযমশিক্ষা হয নাই। প্রৌঢ়ত্বেও তাঁহাব চবিত্রে গাম্ভীর্য দেখা যায না।

দেবাসুবেব যুদ্ধে আহত স্বামীব সেবাশুশ্রূষা কবিযা কৈকেয়ী স্বামীব নিকট হইতে দুইটি বব লাভেব অধিকাবিণী হইযাছেন, কিন্তু তখনই তিনি সেই দুইটি বব প্রার্থনা কবেন নাই। ভবিষ্যতে যথাসমযে প্রার্থনা কবিবেন—বলিযাছেন।

স্বামীব প্রশ্রযে কৈকেয়ী ধবাকে শবা জ্ঞান কবেন। স্নেহপবাযণা জ্যেষ্ঠা সপত্নী কৌসল্যাকেও তিনি গ্রাহ্য কবেন না। সৌভাগ্যগর্বিতা কৈকেয়ী নানাভাবে কৌসল্যাকে নির্যাতিত ও অপমানিত কবিযা থাকেন।[৫]

কৌসল্যা কখনও তাহা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু রামের বনযাত্রার সময় অতিশয় দুঃখে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল—

অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা।
পরিবারেণ কৈকয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা ॥ ইত্যাদি। ২।২০।৪২-৪৪

—(কৌসল্যা রামকে বলিতেছেন—) পতির আনুকূল্য না পাইয়া আমি অত্যন্ত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছি। আমি কৈকেয়ীর পরিচারিকার তুল্য কিংবা তদপেক্ষাও হীনভাবে রহিয়াছি। যে আমার সেবা করে কিংবা আমাকে মানিয়া চলে, সে কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখিলে আমার সহিত কথা বলে না। বৎস, কৈকেয়ী সর্বদাই ক্রুদ্ধ থাকিয়া আমাকে কর্কশ কথা বলে। আমি এই দুরবস্থায় পড়িয়া কিরূপে তাহার মুখের দিকে তাকাইব?

ভরদ্বাজের নিকট জননীগণের পরিচয় দিতে যাইয়া ভরত কহিতেছেন—

ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্।
ঐশ্বর্যকামাং কৈকেয়ীমনার্যামার্যরূপিণীম্ ॥
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্ ॥ ২।৯২।২৬, ২৭

—ক্রোধনা অমার্জিতবুদ্ধি গর্বিতা সৌভাগ্যমদমত্তা ঐশ্বর্যলুব্ধা এবং অনার্যা হইয়াও আর্যার ন্যায় প্রতীয়মানা ইনিই কেকয়রাজকন্যা। এই নিষ্ঠুরপ্রকৃতি পাপসংকল্পবতীকে আমার মাতা বলিয়া জানিবেন।

রামের নির্বাসনজনিত দুঃখে ও লজ্জায় ভরত জননীর যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যথার্থ কি না—ভাবিবার বিষয়। ভরতের কথা শুনিয়া ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—

ন দোষেণাবমন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া।
রামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি ॥ ইত্যাদি। ২।৯২।৩০, ৩১

—ভরত, রামের অরণ্যবাসের জন্য তুমি কৈকেয়ীকে অবজ্ঞা করিবে না। এই নির্বাসনের ফলে দেবগণ, দানবগণ ও ঋষিগণের কল্যাণ সাধিত হইবে। (কৈকেয়ী রামের প্রতি স্নেহশীলা হইলেও দেবগণের প্রেরণায় কৈকেয়ীর চিত্ত রামের প্রতি কঠোর হইয়াছিল। কৈকেয়ীর কোন দোষ নাই—ইহাই মহর্ষির উক্তির তাৎপর্য।)

কৈকেয়ীর বিবাহের পর তাঁহার পিতৃকুল হইতে মন্থরা-নামে একটি দাসী তাঁহার সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পিঠের উপর একটি মাংসপিণ্ড (কুঁজ) থাকায় তাহাকে কুব্জা বা কুঁজী বলা হইত।

কৈকেয়ীর এই জ্ঞাতিদাসী মন্থরা রামের অভিষেকের সংবাদ শুনিয়াই কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইয়াছে। কৈকেয়ী এই প্রিয়বার্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। শুভবার্তাদাত্রী মন্থরাকে দিব্য আভরণ উপঢৌকন দিয়া কৈকেয়ী কহিতেছেন—

রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্ রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥ ২।৭।৩৫

—আমি রাম ও ভরতের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না। যেহেতু রাজা রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, সেইহেতু আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি।

কৈকেয়ী সানন্দে মন্থরাকে আরও শ্রেষ্ঠ আভরণাদি দান করিতে চাহিলে ক্রোধে ও দুঃখে অভিভূতা মন্থরা কৈকেয়ীর প্রদত্ত আভরণ ফেলিয়া দিয়া কহিল—'দেবি, তোমার নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া দুঃখ হইতেছে, হাসিও পাইতেছে। মৃত্যুতুল্য সপত্নীপুত্রের অভ্যুদয়ে তুমি আনন্দিতা

হইতেছ ? দাসীব ন্যায তোমাকে কৌসল্যাব সেবা কবিতে হইবে, ইহাও কি তুমি বুঝিতেছে না ?'

মন্থবাব আবও অনেক কথা কৈকেযী শুনিলেন। বামেব প্রতি মন্থবাব বিদ্বেষভাব দেখিযা তিনি কহিতেছেন—'মন্থবে, বাম সর্বগুণসম্পন্ন এবং আমাদেব জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই মহোৎসবেব সংবাদে তুমি কেন সন্তপ্ত হইতেছ ?

যথা বৈ ভবতো মান্যস্তথা ভূযোহপি বাঘবঃ।
কৌসল্যাতোহতিবিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু॥ ইত্যাদি। ২।৮।১৮, ১৯

—আমি যেরূপ ভবতেব কল্যাণ কামনা কবি, বামেবও সেইরূপ, অথবা তদপেক্ষা অধিক কল্যাণ কামনা কবি। বামও কৌসল্যা অপেক্ষা আমাব অধিকতব অনুগত। বাম ভ্রাতৃগণকে নিজেব শবীবেব ন্যায মনে কবে। সুতবাং বামেব বাজ্যপ্রাপ্তিতে ভবতেবও বাজ্যপ্রাপ্তি হইতেছে।'

মন্থবা কিছুতেই বিবত হইল না। ভবতেব ভাবী বিপদেব নানাবিধ চিত্র অঙ্কন কবিযা সে কৈকেযীব চিত্তকে বিষাক্ত কবিতে চেষ্টা কবিতেছে। কৈকেযী মন্থবাব সকল কথাই উপেক্ষা কবিযাছেন, কিন্তু দুইটি কথায তাঁহাব চিত্তেও আশঙ্কা জাগ্রত হইল।

প্রথম কথাটি এই যে, ভবত ও শত্রুঘ্নকে দূবে বাখিযা এই উৎসব সম্পন্ন হইতেছে। বাম হইতে ভবতেব বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয কথাটি—চিবকাল কৈকেযী সৌভাগ্যগর্বে মত্ত হইযা কৌসল্যাকে নির্যাতন কবিযাছেন। বামজননী কৌসল্যা কি তাহাব প্রতিশোধ লইবেন না ?

মহাবাজ দশবথেব দুবভিসন্ধিব কথা মন্থবা পূর্বেও কৈকেযীকে বলিযাছে, কিন্তু তিনি হাসিযা মন্থবাব কথা উডাইযা দিযাছেন। এবাব কৈকেযীব চিত্ত বিচলিত হইযা উঠিল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না কবিযা তিনি মন্থবাব সকল কথাকেই সঙ্গত বলিযা মনে কবিলেন। ক্রোধে জ্বলিযা উঠিযা তিনি মন্থবাকে বলিলেন যে, বামেব বনবাস ও ভবতেব বাজ্যলাভেব ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই কবিবেন। উপায নির্ধাবণেব নিমিত্ত মন্থবাব পবামর্শ চাহিলে মন্থবা মহাবাজেব পূর্বপ্রতিশ্রুত দুইটি ববেব কথা কৈকেযীকে স্মবণ কবাইল। ইহাও বলিল যে, চৌদ্দ বৎসবেব ম্যাদে বামকে বনে পাঠাইতে হইবে। এই দীর্ঘ সমযেব মধ্যে ভবত নিশ্চযই প্রজাবর্গেব প্রীতিভাজন হইযা বাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবিবেন। ক্রোধাগাবে প্রবেশ কবিযা কিভাবে মহাবাজকে বিচলিত ও ববপ্রদানে বাধ্য কবিতে হইবে সেইসকল উপায বলিযা দিতেও মন্থবা ত্রুটি কবিল না। মন্থবা ভালরূপেই জানিত যে, স্ত্রৈণ মহাবাজ কৈকেযীকে সন্তুষ্ট কবিবাব নিমিত্ত—

বিশেদপি হুতাশনম্। ২।৯।২৪

—অগ্নিতেও প্রবেশ কবিতে পাবেন।

অতিশয অনর্থকে স্বার্থরূপে চিত্রিত কবিযা মন্থবা কৈকেযীব চিত্তকে বিষাক্ত কবিল।

সা হি বাক্যেন কুব্জাযাঃ কিশোবীবোৎপথং গতা। ২।৯।৩৭

—কুব্জাব বাক্যে কৈকেযী বিপথে ধাবিত হইলেন। অশ্বশাবকেব মাতা কশাঘাত প্রাপ্ত হইযাও সন্তানেব জন্য যেরূপ বিপথে ধাবিত হয, কৈকেযীও সেইরূপ পুত্রেব হিতেব নিমিত্ত ধর্মপথ ত্যাগ কবিযা অধর্মপথে চলিলেন।

শতমুখে কুব্জাব বুদ্ধি ও রূপেব প্রশংসা কবিযা কৈকেযী কুব্জাকে কহিলেন—'কুব্জে, আমাব পুত্র ভবত বাজ্যাভিষিক্ত হইলে তোমাব কুঁজে সোনাব মালা পবাইযা দিব, গলিত সুবর্ণেব দ্বাবা তোমাব কুঁজ বাঁধাইযা দিব। তোমায এরূপভাবে সাজাইব যে, তুমি দেবতাব

ন্যায় বিচরণ করিবে।'[৬] (অসময়ে এই হাস্যরসের অবতারণা যেন কেমন-কেমন মনে হয়। ইহা মহর্ষি বাল্মীকির রচিত কি না—চিন্তনীয়।)

সৌভাগ্যমদমত্তা সুন্দরী কৈকেয়ী মন্থরাকে সঙ্গে লইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেহ হইতে সর্ববিধ অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া তিনি ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

অতঃপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সেইগুলি দশরথের চরিত্রে আলোচিত হইয়াছে। প্রার্থিত বরলাভে কৈকেয়ীর দুরাগ্রহ, মহারাজকে পুনঃপুনঃ বাক্যবাণে বিদ্ধ করা, পুত্রত্যাগের নজিরপ্রদর্শন, রামকে আনিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে আদেশদান, রামকে বনবাসের কথা শোনানো—প্রভৃতি ঘটনায় কৈকেয়ীর যে পৈশাচিক নির্লজ্জতা, ধৃষ্টতা ও ক্রূরতা প্রকাশ পাইয়াছে, ভাষায় তাহার নিন্দা করা যায় না, আর শুধু 'ধিক্ ধিক্' বলিলেও খুবই কম বলা হয়।

সুমন্ত্রের শান্তকঠোর বচন, বশিষ্ঠের ভর্ৎসনা, দশরথের অনুনয়বিনয় ও কঠোরতা—কিছুতেই কৈকেয়ীর মনে লজ্জা বা করুণার উদয় হইল না।

কৈকেয়ী যেরূপ কঠোর বাক্যবাণে সত্যবদ্ধ অসহায় বৃদ্ধ স্বামীকে পুনঃপুনঃ জর্জরিত করিয়াছেন, কোন পুরাণ বা সাহিত্যে কোন নারীর এরূপ নির্মম নির্লজ্জতা দৃষ্টিগোচর হয় না।

অভিষেকের নির্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকালে সুমন্ত্র যখন মহারাজ দশরথকে বিবর্ণ ও শোকাকুল দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না এবং মহারাজও সুমন্ত্রকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন নিষ্ঠুর পরিহাসের সুরে কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে বলিয়াছিলেন—

সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ।
প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥
তদ্ গচ্ছ ত্বরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিনম্।
রামমানয় ভদ্রন্তে নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ২।১৪।৬২, ৬৩

—সুমন্ত্র, মহারাজ রামের অভিষেকের আনন্দে অতিশয় উৎসুক হওয়ায় রাত্রি-জাগরণ করিয়াছেন, এখন পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। অতএব তুমি সত্বর গমন কর, যশস্বী রাজপুত্র রামকে আনয়ন কর।

রাম কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করিয়া পিতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কৈকেয়ীকে মহারাজের বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নির্লজ্জা কৈকেয়ী তাঁহার বরপ্রাপ্তির কথা রামকে শোনাইয়া কহিলেন—

যদি ত্বভিহিতং রাজ্ঞা ত্বয়ি তন্ন বিপৎস্যতে।
ততোহহমভিধাস্যামি ন হ্যেষ ত্বয়ি বক্ষ্যতি ॥ ২।১৮।২৬

—মহারাজের যাহা বক্তব্য, তুমি যদি তাহার অন্যথা না কর, তবে আমিই তাহা তোমাকে বলিব। ইনি তোমাকে বলিতে পারিবেন না।

পিতার আদেশ অবশ্যই পালন করিবেন—রামের মুখে এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিয়া কৈকেয়ী অকম্পিত স্পষ্ট ভাষায় রামকে মহারাজের দুইটি বরের কথা শোনাইয়াছেন।

রাম বলিলেন যে, তিনি অবশ্যই পিতার প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন, কিন্তু মহারাজ স্বয়ং ভরতের অভিষেকের কথা তাঁহাকে না বলায় তিনি বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছেন।

পিতার আদেশ না পাইলে পাছে রাম বনে যাত্রা না করেন, এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া কৈকেয়ী রামকে বলিয়াছেন মহারাজ লজ্জাবশতঃ কিছু বলিতে পারিতেছেন না, রাম যেন এইহেতু কিছু মনে না করেন।

নির্লজ্জা কৈকেয়ী স্বার্থসাধনেব নিমিত্ত মিথ্যা বলিতেও কুণ্ঠিতা নহেন। তিনি অতি সত্বব বামকে বনে পাঠাইবাব নিমিত্ত বলিযাছেন—

যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুবাদস্মাদতিত্ববম্।
পিতা তাবন্ন তে বাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেহপি বা॥ ২।১৯।১৬

—তুমি ত্ববান্বিত হইযা যতক্ষণ এই পুবী হইতে বনে গমন না কবিবে, ততক্ষণ তোমাব পিতা স্নানাহাব কবিবেন না।

কৈকেযীব এই বাক্য শুনিযা শোকার্ত দশবথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবিতে কবিতে 'উঃ কি কষ্ট, আমাকে ধিক্'—এইমাত্র বলিযাই মূর্ছিত হইযা পডেন। বাম মহাবাজকে তুলিলেন, কিন্তু তখনই পুনবায কৈকেযীব সেইরূপ বাক্য শুনিযা—

কশযেব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতত্ববঃ ২।১৯।১৮

—চাবুকেব দ্বাবা আহত ঘোডাব ন্যায বনগমনে সত্বব হইলেন।

বামেব বিদাযেব দৃশ্য অতি মর্মস্পর্শী। অসহায বৃদ্ধ মহাবাজ পুনঃপুনঃ সংজ্ঞা হাবাইতেছেন। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র, সিদ্ধার্থ প্রমুখ বিশিষ্ট সচিবগণ কৈকেযীকে ভর্ৎসনা কবিতেছেন ও দুবাগ্রহ পবিত্যাগেব নিমিত্ত শান্তভাষায বুঝাইতেছেন। শোকেব প্রতিমূর্তি কৌসল্যাদেবীকে বেষ্টন কবিযা সুমিত্রাদি তিনশত পঞ্চাশজন বাজভার্যা অশ্রুজলে ভাসিতেছেন। সমবেত জনতাব ধিক্কাবকে উপেক্ষা কবিযা স্পর্ধিতা কৈকেযী আপন সংকল্পে অটল থাকিযা সকলেব সম্মুখেই দণ্ডাযমানা বহিযাছেন। মূর্ছিত ও স্তম্ভিত অযোধ্যাপুবীব মধ্যে একমাত্র কৈকেযীই সেইদিন অবিচলিতা।

সুমন্ত্র দাঁত কট্‌মট্ কবিযা অতি কঠোব ভাষায সর্বসমক্ষে প্রকাশ কবিলেন যে, কৈকেযীব জননী স্বীয পতিকে হত্যা কবিতে চাহিযাছিলেন। দুহিতাও জননীব ন্যায পতিকে হত্যা কবিতে উদ্যত হইযাছেন—ইহাতে আশ্চর্যেব বিষয কি আছে? বশিষ্ঠও অনেক কিছু বলিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পবিদূযতে।
ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিযা তদা॥ ২।৩৫।৩৭

—কৈকেযী একটুও ক্ষুব্ধ হইলেন না, অল্পমাত্রও ব্যথিত হইলেন না। তখন তাঁহাব মুখবর্ণেব কিছুমাত্র বিকৃতি দেখা গেল না।

কৈকেযীব এই অকম্পিত মূর্তি সকলেব নিকট ভীষণ ব্যাঘ্রীব ন্যায প্রতীযমান হইতেছিল। এহেন বাজমহিষীকে দেখিযা সকলই স্তম্ভিত হইযাছেন।

বামেব সহিত অযোধ্যাব সেনাবাহিনী ও বাজকোষেব ধনবত্ন দিযা দিবাব নিমিত্ত দশবথ সুমন্ত্রকে নির্দেশ দিলে কৈকেযী ভীত হইযা পডেন। তাঁহাব মুখ শুকাইযা গেল এবং কণ্ঠস্বব অবরুদ্ধ হইযা পডিল। প্রবল প্রতাপান্বিতা বাণী ভীত ও বিষণ্ণ হইযা মহাবাজকে বলিলেন—

বাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুবামিব।
নিবাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভবতো নাভিপৎস্যতে॥ ২।৩৬।১২

—সদাশয মহাবাজ, সমস্ত সম্পদ্ যদি বামেব সঙ্গে যায, তবে সাবশূন্য সুবাব ন্যায আস্বাদহীন ধনশূন্য এই বাজ্য ভবত গ্রহণ কবিবে না।

দশবথ ক্রুদ্ধ হইযা কৈকেযীকে তিবস্কাব কবিলে পব কৈকেযীও দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইযা বঘুবংশেব সন্তান অসমঞ্জকে তাঁহাব পিতা নির্বাসিত কবিযাছিলেন—এই নজিব প্রদর্শন কবিযা বামকে নির্বাসিত কবিতে বলিলেন। কৈকেযীব এই ধৃষ্টতায দশবথ তাঁহাকে ধিক্কাব

দিলেন, আব উপস্থিত সকল ব্যক্তি লজ্জায অধোবদন হইলেন। কৈকেযী এই ধিক্কাব ও লজ্জাব মর্ম বুঝিলেন না। এই সমযে সিদ্ধার্থনামক একজন প্রবীণ ব্যক্তি অসমঞ্জেব অসদাচবণেব উল্লেখ কবিযা কৈকেযীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, বাম কি সেইরূপ কোন পাপ কবিযাছেন, যাহাব জন্য নির্বাসিত হইবেন ? কৈকেযী সকলেব তিবস্কাবকে উপেক্ষা কবিযা সগর্বে দাঁড়াইযা বহিলেন।

বাম বনগমনে কৃতসংকল্প হইযা চীব-বল্কল প্রার্থনা কবিলে নির্লজ্জা কৈকেযী বামেব হাতে চীববসন তুলিযা দিযা পবিধান কবিতে নির্দেশ দিযাছেন। সীতাব হাতেও এই নির্লজ্জাই কুশ ও দুইখণ্ড চীববসন তুলিযা দিলেন।

এইভাবে সীতাকে চীবগ্রহণ কবিতে দেখিযা দশবথেব গুরু বশিষ্ঠ সজলনযনে সীতাকে নিবাবণ কবিযা কৈকেযীকে কহিতেছেন—

অতিপ্রবৃত্তে দুর্মেধে কৈকেযি কুলপাংসনি।
বঞ্চযিত্বা তু বাজানং ন প্রমাণেঽবতিষ্ঠসি ॥ ইত্যাদি। ২।৩৭।২২-৩৬

—কুলকলঙ্কিনি কৈকেযি, তুমি মহাবাজকে প্রতাবিত কবিযা দুর্বুদ্ধিবশতঃ নিজেব মর্যাদা লঙ্ঘন কবিতে প্রবৃত্ত হইযাছ। তুমি সর্বপ্রকাব সৌজন্য ত্যাগ কবিযাছ। সীতাকে বনে যাইতে হইবে না। তিনিই ন্যাযতঃ বামেব প্রাপ্য আসনে বসিবেন। জানকী যদি সত্যই বামেব অনুগমন কবেন, তবে আমবা অযোধ্যাবাসিগণও বাম-সীতাব সঙ্গে বনে যাইব। ভবত এবং শত্রুঘ্নও নিশ্চযই চীববসন ধাবণ কবিযা অগ্রজেব অনুগমন কবিবেন। প্রজাবর্গেব অহিতকাবিণী দুষ্টপ্রকৃতি তুমি তখন এই বাজ্য শাসন কবিও। ভবত যদি দশবথেব পুত্র হন, তবে কখনও তিনি তোমাব সহিত পুত্রেব ন্যায ব্যবহাব কবিবেন না। পুত্রেব হিতকামনায তুমি তাহাব প্রভূত অহিত সাধন কবিযাছ। তুমি বামেব বনবাসেব বব লাভ কবিযাছ, সীতা কেন বনে যাইবেন ? সীতা বস্ত্রালঙ্কাবে শোভিতা হইযাই থাকিবেন।

কৈকেযী কোন কথা বলিলেন না। সীতাদেবী সর্বতোভাবে পতিব অনুকবণে ইচ্ছুক হইযা চীববাস পবিধান কবিলেন।

বামেব অবণ্যযাত্রাকালে সমগ্র অযোধ্যানগবী কাঁদিতেছে, কিন্তু কৈকেযী পবম আনন্দিতা, তাঁহাব চোখে জল নাই। দশবথ কৈকেযীব সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন কবিযাছেন এবং ইহাও বলিযাছেন যে, ভবত যদি এই বাজ্য ভোগ কবেন, তবে তিনিও পিতৃকৃত্যেব অধিকাব হইতে বঞ্চিত হইবেন। এইসকল ঘটনাযও কৈকেযী ব্যথিতা নহেন। প্রজামণ্ডলী কুলনাশিনী কৈকেযীকে ধিক্কাব দিতে লাগিল।[৭]

দশবথেব মৃত্যুব সময কৈকেযী তাঁহাব কাছে ছিলেন না। সপত্নীগণেব চীৎকাব শুনিযা তিনিও উপস্থিত হইযাছিলেন। সেই সমযে তাঁহাকেও কাঁদিতে দেখা যায।[৮]

মহাবাজেব মৃত্যুসংবাদ শুনিযা

নবাশ্চ নার্যশ্চ সমেত্য সঙ্ঘশো
বিগর্হমাণা ভবতস্য মাতবম্ ২।৬৬।২৯

—অযোধ্যাব নবনাবীগণ দলে দলে সমবেত হইযা ভবতেব জননীব নিন্দা কবিতে লাগিল।

বৈধব্য, লোকনিন্দা প্রভৃতি কিছুতেই কৈকেযী অনুতপ্তা নহেন। পুত্র নিষ্কণ্টক বাজ্য ভোগ কবিবে এবং তিনি স্বযং বাজমাতাব সম্মান লাভ কবিবেন—এই সুখেব স্বপ্নেই কৈকেযী বিভোব হইযা আছেন।

ভবত অযোধ্যায আসিযা প্রথমেই জননীব ভবনে যাইযা তাঁহাকে প্রণাম কবিযাছেন। জননীব মুখমণ্ডলে তিনি কোনরূপ শোকেব ছাপ দেখিতে পান নাই। জননীব ভবনে

পিতাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহাব কথা জিজ্ঞাসা কবিলে পব বাজ্যলোভে মোহিতা কৈকেযী যেন শুভ সংবাদ দেওযাব মত পুত্রকে বলিতেছেন—

যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ ২।৭২।১৫

—এই সংসাবে সকল প্রাণীব যে গতি হয, তোমাব পিতা সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শোকাকুল ভবতেব জিজ্ঞাসাব উত্তবে কৈকেযী বলিযাছেন, বামেব শোকে মহাবাজেব মৃত্যু হইযাছে। পবে ভবতেব বিভিন্ন প্রশ্নেব উত্তবে প্রাজ্ঞমানিনী কৈকেযী সানন্দে তাঁহাব ববপ্রার্থনা প্রভৃতিব বিষয বলিয়া পুত্রকে কহিতেছেন—

ত্বযা ত্বিদানীং ধর্মজ্ঞ বাজত্বমবলম্ব্যতাম্।

ত্বৎকৃতে হি মযা সর্বমেবমেবংবিধং কৃতম্ ॥ ২।৭২।৫২

—ধর্মজ্ঞ, এক্ষণে তুমি এই বাজত্ব গ্রহণ কব। আমি তোমাব নিমিত্তই এইভাবে এইসকল কার্য সম্পন্ন কবিযাছি।

এইসমস্ত ঘটনা শুনিযাই ভবত জননীকে পাপীযসী, কালবাত্রি, বংশনাশিনী, পতিঘ্নী, চবিত্রভ্রষ্টা, নৃশংসা, মাতৃবূপা পবম শত্রু প্রভৃতি বিশেষণ প্রযোগ কবিযা তিবস্কাব কবিতে থাকিলে কৈকেযীব মুখেব হাসি মিলাইযা গেল।

শোকে দুঃখে লজ্জায ও ক্রোধে মন্দবকন্দবস্থ সিংহেব ন্যায গর্জন কবিযা ভবত যখন বলিলেন যে, কিছুতেই তিনি পাপীযসী জননীব অভিলাষ পূর্ণ হইতে দিবেন না, তিনি বামকে অযোধ্যায ফিবাইযা আনিবেন—তখন কৈকেযী যেন নিজেব নিষ্ঠুব আচবণেব পবিণাম বুঝিতে পাবিযাছেন। বামকে ফিবাইযা আনিবাব নিমিত্ত ভবত চিত্রকূটে যাত্রা কবিতেছেন।

কৈকেযী চ সুমিত্রা চ কৌসল্যা চ যশস্বিনী।

বামানযনসন্তুষ্টা যযুর্যানেন ভাস্বতা ॥ ২।৮৩।৬

—কৈকেযী, সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৌসল্যা বামকে আনযন কবিবাব নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে উজ্জ্বল বথে আবোহণপূর্বক যাত্রা কবিলেন।

যে পুত্রেব অভ্যুদযেব উদ্দেশ্যে কৈকেযী চক্রান্ত কবিযাছিলেন, সেই পুত্রেব ঘৃণা ও বিদ্বেষেব আঘাতে তাঁহাব চৈতন্যেব উদয হইল। এবাব তিনি বুঝিতে পাবিযাছেন যে, সত্য-সত্যই তিনি সকলেব ঘৃণাব পাত্রী। বামেব নির্বাসনেব এক মাসেব মধ্যেই এই স্পর্ধিতা বমণীব সকল দর্প ও ঔদ্ধত্য ধূলিসাৎ হইল। প্রাযশ্চিত্ত আবম্ভ হইযাছে। ভবতেব সহিত মহর্ষি ভবদ্বাজেব আশ্রমে যাইযা—

অসমৃদ্ধেন কামেন সর্বলোকস্য গর্হিতা।

কৈকেযী তত্র জগ্রাহ চবণৌ সব্যপত্রপা ॥

তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবন্তং মহামুনিম্।

অদূবাদ্ ভবতস্যৈব তস্থৌ দীনমনাস্তদা ॥ ২।৯২।১৬, ১৭

—বিফলমনোবথা সর্বজননিন্দিতা কৈকেযী অতিশয লজ্জিত হইযা মহর্ষিব চবণযুগল গ্রহণ কবিলেন এবং ভগবান্ মহামুনিকে প্রদক্ষিণ কবিযা দীনচিত্তে ভবতেব পার্শ্বে দাঁড়াইযা বহিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি কৈকেযীব এই লজ্জা ও দীনতাব বিস্তৃত বর্ণনা না কবাব ফলেই পাঠকগণেব কল্পনাব ক্ষেত্র প্রসাব লাভ কবিযাছে। অযোধ্যায প্রত্যেকটি ব্যক্তিব অবজ্ঞা ও বিষদৃষ্টি হইতে আত্মগোপন কবিযা এই বিধবা ও পুত্রপবিত্যক্তা বাণী কিভাবে নিস্প্রভ হইযা অন্তঃপুবে বিচবণ কবিতেন, তাহা ভাবিতে গেলে আমবা শিহবিযা উঠি।

ভবতেব কাতব প্রার্থনা, বশিষ্ঠাদি গুরুজনেব অনুবোধ এবং প্রজামণ্ডলীব

অনুনয়-বিনযেও যখন বামেব বনবাসেব সংকল্প কিছুমাত্র শিথিল হইল না, তখন অচেতনপ্রায় সাশ্রুনেত্র মাতৃগণও বামকে অযোধ্যায ফিবিযা যাইতে অনুবোধ কবিযাছেন। কৈকেযীও তাঁহাদেব একজন।[৯]

বামেব নিকট হইতে বিদায লইবাব সময কৈকেযীও কাঁদিতেছিলেন। অতিশয দুঃখে জননীগণেব কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। তাঁহাবা তখন বামেব সহিত কোন কথা বলিতে পাবেন নাই।[১০]

অতঃপব বামেব অযোধ্যায প্রত্যাবর্তনেব পূর্ব পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসব কি দারুণ অবজ্ঞা সহ্য কবিযা কৈকেযী সকলেব শত্রুরূপে অযোধ্যাব বাজ-অন্তঃপুবে কাল কাটাইযাছেন—তাহা আমবা কল্পনা কবিতে পাবি। প্রতি মুহূর্তে অনুতাপানলে দগ্ধ হইযা এবং দুর্বিষহ লজ্জা ও ব্যথা ভোগ কবিযা নিশ্চযই তিনি কঠোব প্রাযশ্চিত্ত কবিযা থাকিবেন। বাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও ভবতেব অপেক্ষা কৈকেযীব দুঃখভোগ কম তো নহেই, পবন্তু অনেক বেশী বলিযাই মনে হয।

বামেব নন্দিগ্রামে উপস্থিতিব খবব পাইযা কৌসল্যা ও সুমিত্রাদিব সহিত কৈকেযীও সেখানে গিযাছেন।[১১]

দীর্ঘদিন পব কৈকেযীব লজ্জা ও দুঃখেব অবসান ঘটিল। এখন তিনি কৌসল্যাদিব সহিত যোগ দিযা সকল মাঙ্গলিক উৎসবে আনন্দেব ভাগ গ্রহণ কবিতে আব সঙ্কোচ বোধ কবেন না।[১২]

সীতাব পাতালপ্রবেশেব পব কৌসল্যা পবলোক গমন কবেন।

অন্বিযায সুমিত্রা চ কৈকেযী চ যশস্বিনী।
ধর্মং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদিবে পর্যবস্থিতা॥ ইত্যাদি। ৭।৯৯।১৬, ১৭

—সুমিত্রা এবং যশস্বিনী কৈকেযীও কৌসল্যাব পথেব অনুসবণ কবিলেন। তাঁহাবা বহুবিধ ধর্মকার্য কবিযা স্বর্গধামে অবস্থান কবিতে লাগিলেন এবং মহাবাজ দশবথেব সহিত মিলিত হইযা মহাভাগাগণ সমস্ত পুণ্যকর্মেব ফল ভোগ কবিলেন।

বিধাতাব বিধানকে লঙ্ঘন কবিবাব সাধ্য মানুষেব নাই। বাবণকে বধ কবিবাব নিমিত্তই বামেব আবির্ভাব। এই দৃষ্টিতে বিচাব কবিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বামেব নির্বাসনেব ব্যাপাবে কৈকেযী নিমিত্তমাত্র। মহামুনি ভবদ্বাজ ভবতকে এই কথাই বলিযাছেন।

কৈকেযীব চবিত্রে গুণেব ভাগও অল্প নহে। ভবতেব ন্যায সুপুত্রেব জননীব মাথায দৈব বিড়ম্বনায যদিও কলঙ্কেব বোঝা চাপিযাছে, তথাপি তাঁহাব গুণসমূহেব প্রতি উদাসীন থাকা উচিত হইবে না। দোষে ও গুণে এই অদ্ভুত চবিত্রটি বামাযণ-পাঠককে বিস্মিত কবিযা থাকে।

---

১ ১।১৬।২৭, ২৮
২ ২।১০।২৩
৩ ২।১০৭।৫, ২।৯।৫৫, ৫৭
৪ ২।৯ম ও ১০ম সর্গ
৫ ২।৮।৩৭
৬ ২।৯।৩৮-৫২
৭ ২।৪৮শ সর্গ
৮ ২।৬৫।২৫
৯ ২।১০৬।৩৫
১০ ২।১১২।৩১
১১ ৬।১২৭।১৫
১২ ৭।৬৩।১৬

সীতা

মিথিলাব প্রসিদ্ধ জনকবংশীয বাজর্ষি ধর্মধ্বজেব পালিতা কন্যাব নাম—সীতা। তাঁহাব উৎপত্তি সম্পর্কে বাজর্ষিব মুখেই শোনা যাইতেছে—

অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধযতা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবৰ্দ্ধত মমাত্মজা ॥

১।৬৬।১৩, ১৪, ২।১১৮।২৮-৩১

—একদা ক্ষেত্র কর্ষণ কবিবাব সময আমাব হলাগ্র হইতে একটি কন্যাবত্ন উত্থিত হয। ক্ষেত্রশোধনেব সময লাভ কবায কন্যাটি সীতা-নামে পবিচিত হইযাছে। ভূতল হইতে উত্থিত হইলেও সে আমাব কন্যাৰূপেই প্রতিপালিত হইতেছে।

সীতা-শব্দেব অর্থ হইতেছে—লাঙ্গলেব বেখা।

বাজর্ষি সংকল্প কবিলেন যে, যিনি সমুচিত শক্তিব পবিচয দিতে পাবিবেন, তাঁহাব হাতেই এই অযোনিসম্ভবা কন্যাটিকে সম্প্রদান কবিবেন। মহাদেবেব দক্ষযজ্ঞনাশক 'সুনাভ'-নামক ধনুখানি ধর্মধ্বজেব পূর্বপুকষ দেববাতেব নিকট দেবগণ গচ্ছিত বাখিযাছিলেন।

বাজর্ষি পণ কবিলেন, যিনি সেই হবধনুতে জ্যা-আবোপণ কবিতে পাবিবেন, তাঁহাব সহিতই সীতাকে বিবাহ দিবেন। অনেক পাণিপ্রার্থী বাজকুমাব মিথিলায উপস্থিত হইযাও বাজর্ষিব পণ পূর্ণ কবিতে না পাবিযা বিফলমনোবথ হইযা ফিবিযা গিযাছেন।

সীতাব ছয বৎসব বযসে বিশ্বামিত্রশিষ্য ত্রযোদশবর্ষীয বাম সেই ধনুতে বাণযোজনা কবিযা আকর্ষণপূর্বক ধনুখানিব মধ্যস্থল ভাঙ্গিযা ফেলেন। বাজর্ষি ধর্মধ্বজ বামেব হাতে সীতাকে সম্প্রদান কবিযাছেন।

জনকের কন্যা বলিযা সীতাকে 'জানকী' এবং বিদেহদেশেব বাজাব কন্যা বলিযা 'বৈদেহী' বলা হইত।

সীতাব আকৃতি অতিশয মনোহব। বামাযণেব বহু স্থানে তাঁহাব সৌন্দর্যেব বর্ণনা পাওযা যায।

বামস্য তু বিশালাক্ষী পূর্ণেন্দুসদৃশাননা।
ধর্মপত্নী প্রিযা নিত্যং ভর্তুঃ প্রিযহিতে বতা ॥
সা সুকেশী সুনাসোবাঃ সুৰূপা চ যশস্বিনী।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা বক্ততুঙ্গনখী শুভা।
তাং তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গপযোধবাম্ ॥

৩।৩৪।১৫-২১, ৫।১৭।১৩, ৫।১৫।৪৮, ৫।১৬।২৮, ২৯, ৬।১১৬।৩১, ৩।৫৮।৫, ৩।৪৭।২৭, ৩।৪৩।২

শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী ।৪।১।৫০

তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ। ৩।৩১।৩০
সা হি চম্পকবর্ণাভা গ্রীবা গ্রৈবেযকোচিতা। ৩।৬০।৩২
বৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভে পীতকৌশেযবাসিনি। ৩।৪৬।১৬
গজনাসোরু ২।৩০।৩০

—ৰূপা ও সোনা একত্র গলাইলে যেৰূপ বর্ণ ধাবণ কবে, সেইৰূপ চাঁপাফুলেব বর্ণেব মত সীতাব দেহেব বর্ণচ্ছটা। তাঁহাব নেত্রদ্বয পদ্মফুলেব পাপডিব ন্যায আযত এবং নাসিকা অতি সুন্দব। পূর্ণচন্দ্রেব ন্যায তাঁহাব মুখেব শোভা ও লাবণ্য। সীতাব গ্রীবাদেশ নানাবিধ আভবণে শোভিত ও অতি মনোহব। হাতীব শুণ্ডেব ন্যায তাঁহাব উরুদ্বয। তাঁহাব নখগুলি উন্নত ও বক্তবর্ণ, কটিদেশ অতি ক্ষীণ, জঘনদেশ বিস্তীর্ণ ও স্তনযুগল মাংসল এবং উন্নত। দেবী যক্ষী কিন্নবী গন্ধর্বী বা মানবীব মধ্যে একপ সুন্দবী দেখা যায না।

শ্বশুবগৃহে থাকিযা সীতাদেবী দিন দিন চন্দ্রকলাব মত বৰ্দ্ধিত হইতেছেন।

বামশ্চ সীতযা সার্ধং বিজহাব বহূন্ ঋতূন্।
মনস্বী তদ্গতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ ॥ ইত্যাদি। ১।৭৭।২৫-২৯

—মনস্বী বাম সীতাব হৃদয অধিকাব কবিযা সীতাতে চিত্ত সমর্পণপূর্বক দ্বাদশবৎসব-কাল তাঁহাব সহিত বিহাব কবেন। সীতা তাঁহাব পিতৃপ্রদত্তা বলিযাই বামেব সমধিক প্রিযপাত্রী। অধিকন্তু অনুপম ৰূপবতী সীতা নিজেব গুণে স্বামীব হৃদয বিশেষৰূপে অধিকাব কবিযাছেন। মূর্তিমতী লক্ষ্মীস্বৰূপা জানকী আপন হৃদযে পতিব অভিপ্রায বুঝিতে পাবিতেন বলিযা মনে হইত যেন তাঁহাব হৃদযে অবস্থান কবিযা পতি দ্বিগুণভাবে বৰ্দ্ধিত হইতেছেন। মনোমুগ্ধকাবিণী জানকী যেন লক্ষ্মীব ন্যায নাবাযণেব সহিত মিলিতা হইযা শোভা পাইতেছিলেন।

শ্বশুবগৃহে সকলেব আদবে ও স্নেহে সীতা পবম সুখে আছেন। এখন তিনি অষ্টাদশবর্ষীযা যুবতী। বামেব অভিষেকেব কথা তিনি শুনিযাছেন, কিন্তু কৈকেযীব চক্রান্তেব কথা কিছুই শুনিতে পান নাই। অবণ্যযাত্রায কৃতসংকল্প বাম জননীব নিকট হইতে বিদায গ্রহণ কবিযা সীতাব মন্দিবে প্রবেশ কবিযাছেন। সীতাও প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞতাব সহিত দেবার্চনা সম্পন্ন কবিযা বামেব প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন।

বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা তং প্রস্বিন্নমমর্ষণম্।
আহ দুঃখাভিসন্তপ্তা কিমিদানীমিদং প্রভো ॥ ইত্যাদি। ২।২৬।৮-১৮

—বামেব বদনমণ্ডল বিবর্ণ ও দেহ ঘর্মাক্ত। এই অবস্থায পতিকে চিন্তাবিমূঢ দেখিযা সীতা কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা কবিলেন—প্রভো, এই হর্ষকালে তোমাকে এইপ্রকাব বিমর্ষ দেখিতেছি কেন ? তোমাব অভিষেকেব সমস্তই সংগৃহীত হইযাছে, কিন্তু অভিষেকেব কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না কেন ?

বাম সমস্ত ঘটনা প্রকাশ কবিযা সীতাকে কিভাবে ব্রত, উপবাস দেবার্চনা প্রভৃতি কর্মে আত্মনিযোগ কবিযা চৌদ্দ-বৎসব-কাল অযোধ্যায থাকিতে হইবে—সেইসকল বিষযে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রিযার্হা প্রিযবাদিনী।
প্রণযাদেব সংক্রুদ্ধা ভর্তাবমিদমব্রবীৎ ॥ ইত্যাদি। ২।২৭।১-২৪

—বাম এইৰূপ বলিলে পব প্রিযশ্রবণযোগ্যা প্রিযভাষিণী বৈদেহী প্রণযকোপ প্রকাশপূর্বক বামকে বলিতে লাগিলেন—মানবশ্রেষ্ঠ, তুমি এইৰূপ অসাব কথা কেন বলিতেছ ? তোমাব কথায আমাব হাসি পাইতেছে। তোমাব কথাগুলি শস্ত্রশাস্ত্রবিশাবদ বাজপুত্রেব পক্ষে সর্বথা

অযোগ্য। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি সকলেই আপন আপন কর্মফল ভোগ কবিযা থাকেন, কিন্তু নাবী সর্বতোভাবে পতিব কর্মফলই ভোগ কবেন। তোমাব বনবাসেব আদেশে আমিও বনবাসেব আদেশ প্রাপ্ত হইযাছি। অতএব আমাকেও বনে বাস কবিতে হইবে। ইহলোকে ও পবলোকে পতিই স্ত্রীলোকেব একমাত্র গতি। আমি পথস্থিত কুশকণ্টক দলন কবিতে কবিতে তোমাব অগ্রে অগ্রে গমন কবিব। প্রাসাদশিখবে অবস্থান অথবা বিমানে বসিযা আকাশভ্রমণ অপেক্ষাও পতিব পদচ্ছাযাই নাবীব সমধিক কাম্য। আমাব মাতাপিতা স্ত্রীলোকেব কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে অনেক উপদেশ দিযাছেন। আমি তোমাব সঙ্গে বনে বাস কবিলেও সুখেই থাকিব। তুমি কিছুতেই আমাকে নিবৃত্ত কবিতে পাবিবে না। তোমাকে ছাড়িযা স্বর্গে বাস কবিতেও আমি ইচ্ছা কবি না। আমাকে একাকিনী এখানে বাখিযা গেলে আমি মৃত্যু ববণ কবিব।

বাম বনবাসে সম্ভাবিত ক্লেশসমূহেব বিস্তৃত বর্ণনা কবিযা সীতাকে নিবৃত্ত কবিতে প্রযাস পাইলেন, কিন্তু সীতা বামেব কথায অতিশয দুঃখিতা হইযা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন—

যে ত্বযা কীর্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি।
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুবস্কৃতা॥ ইত্যাদি। ২।২৯।২-২১

—আর্যপুত্র, বনবাস সম্বন্ধে যে-সকল দোষেব কথা তুমি বলিতেছ, আমাব পক্ষে এইসকল দোষকে গুণ বলিযা মনে কবিবে। যেহেতু আমি তোমাব স্নেহধন্যা। হিংস্র জন্তুসমূহ তোমাকে দেখিযা নিশ্চযই ভযে পলাযন কবিবে। তোমাব সমীপে অবস্থান কবিলে দেববাজ ইন্দ্রও আমাকে আক্রমণ কবিতে সাহসী হইবেন না। পিতৃগৃহে থাকিতে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণগণেব মুখে শুনিযাছি, আমাব অদৃষ্টে অবণ্যবাস বহিযাছে। সেইসময হইতেই আমাব অবণ্যবাসেব উৎসাহ জাগ্রত হইযাছে। হে মহাবীব, আমি পিতৃসত্যেব পবিপালক তোমাব পবিচর্যা কবিযা ধন্যা হইব। আমি পতিব্রতা ও পতিব সেবিকা। তোমাব দুঃখেব অংশ আমি কেন ভোগ কবিব না? তুমি আমাকে সঙ্গে না লইলে আত্মহত্যা কবিযা নিষ্কৃতি লাভ কবিব।

বাম পুনবায সীতাকে নিবৃত্ত কবিবাব নিমিত্ত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এবাব সীতা স্নিগ্ধকঠোব সুবে পতিকে বলিতেছেন—

কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ।
বামং জামাতবং প্রাপ্য স্ত্রিযং পুরুষবিগ্রহম্॥ ইত্যাদি। ২।৩০।৩-২২

—হে বাঘব, তোমাকে পুরুষেব আকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক জানিযাই কি আমাব পিতৃদেব বিদেহাধিপতি তোমাকে জামাতা হইবাব যোগ্য মনে কবিযাছিলেন? আমি তোমাব সঙ্গে না থাকিলে সাধাবণ লোক প্রকৃত ঘটনা না জানিযা তোমাকে তেজোহীন কাপুরুষ বলিবে। দ্যুমৎসেন-বাজাব পুত্র বীর্যবান্ সত্যবানেব অনুগামিনী সাবিত্রীব মত আমাকেও নিত্য তোমাব সহচবী বলিযা জানিবে। তুমি কিছুতেই আমাকে বাখিযা যাইতে পাবিবে না। তোমাব অনুগামিনী হইলে সকল দুঃখই আমাব সুখেব কাবণ হইবে। তুমিই আমাব স্বর্গ, আব তোমাব বিবহই আমাব নবক। তোমাকে ছাড়িযা এক মুহূর্তও আমি বাঁচিযা থাকিতে চাহি না।

প্রিযতমকে আলিঙ্গন কবিযা পতিব্রতা অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। বাম সস্নে সীতাকে শান্ত কবিযা বলিতেছেন—'বৈদেহি, তোমাব মনোভাব বিশেষরূপে না জা তোমাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা কবি নাই। আমাব সহিত অবণ্যে বাস কবিবাব নিমিত্তই বি

বোধ হয তোমাকে সৃষ্টি কবিযাছেন। আমি তোমাকে সঙ্গে লইযাই যাইব। এবাব তুমি ব্রাহ্মণগণ, প্রার্থিগণ ও তোমাব পবিচাবিকাগণকে নানাবিধ বস্তু দান কবিযা প্রস্তুত হও।'

সীতাব মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হইযা উঠিল। তিনি মুক্তহস্তে দান কবিযা পবিতৃপ্তি লাভ কবিলেন। বাম ও লক্ষ্মণেব সহিত সীতাও পদব্রজে দশবথেব ভবনে উপস্থিত হইযাছেন। বাম ও লক্ষ্মণ চীববসন পবিধান কবিলে পব কৈকেযী সীতাব হাতেও চীববসন দিযাছেন।

সংপ্রেক্ষ্য চীবং সন্ত্রস্তা পৃষতী বাগুবামিব। ইত্যাদি। ২।৩৭।৯-১৪

—সীতা সেই চীব দেখিযাই জালদর্শনে হবিণীব ন্যায ভয পাইযাছেন। বল্কল-পবিধানে অনভ্যস্তা জানকী একখানি চীব কণ্ঠে ধাবণ কবিযা ও একখানি হাতে লইযা দাঁড়াইযা বহিযাছেন। বাম সীতাব পট্টবস্ত্রেব উপবেই বল্কলখানি পবাইযা দিলেন।

এই দৃশ্য দেখিযা অন্তঃপুবেব বমণীগণ বামকে অনুবোধ কবিলেন যে, বাম যেন সীতাকে বনবাসে সঙ্গিনী না কবেন। গুৰু বশিষ্ঠও সজলনযনে এই অনুবোধ কবিযাছেন। কিন্তু সীতা সর্বতোভাবে পতিব অনুসবণে দৃঢ়সংকল্প। তাঁহাব সংকল্প শিথিল হইল না।

দশবথেব আদেশে কোষাধ্যক্ষ চৌদ্দ-বছব ব্যবহাবেব উপযোগী বস্ত্র ও উত্তম আভবণাদি সীতাকে দিযাছেন। জননী কৌসল্যা দুই বাহুব দ্বাবা বধূকে আলিঙ্গন কবিযা তাঁহাব মস্তক আঘ্রাণপূর্বক পাতিব্রত্য-ধর্ম বিষযে নানা উপদেশ দিলে সীতা যুক্তকবে কহিতেছেন—

কবিষ্যে সর্বমেবাহমার্যা যদনুশাস্তি মাম্।

ধর্মাদ্ বিচলিতুং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা॥ ২।৩৯।২৭, ২৮

—আর্যা আমাকে যে-সকল উপদেশ দিলেন, আমি সেইসমস্ত উপদেশ পালন কবিব। চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্না যেৰূপ কখনও বিচ্যুত হয না, সেইৰূপ আমি কখন ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইব না।

গুৰুজনকে প্রণাম কবিযা সীতা পতিব সহিত অবণ্যে যাত্রা কবিযাছেন। অবণ্যবাসেব সময পতিব সহিত তিনি ভূমিতে তৃণশয্যায শযন কবিতেন।[১]

শৃঙ্গবেবপুব হইতে যাত্রা কবিযা নৌকায গঙ্গা পাব হইবাব কালে—

মধ্যং তু সমনুপ্রাপ্য ভাগীবথ্যাস্ত্বনিন্দিতা।

বৈদেহী প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তাং নদীমিদমব্রবীৎ॥ ইত্যাদি। ২।৫২।৮২-৯১

—ভাগীবথীব মধ্যপ্রদেশে যাইযা বৈদেহী কৃতাঞ্জলি হইযা প্রার্থনা কবিতেছেন—দেবি গঙ্গে, আমাব পতি ও দেববকে বক্ষা কব। নির্বিঘ্নে অযোধ্যায ফিবিযা আসিযা সানন্দে তোমাব অর্চনা কবিব। তোমাব প্রীতিব উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে দান কবিব। দেবি, সহস্রঘট সুবা ও পলান্নেব দ্বাবা তোমাব পূজা কবিব। তোমাব তীবে যে-সকল দেবতা বহিযাছেন এবং যেসকল তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, আমি তাঁহাদেব সকলেবই পূজা কবিব। দেবি পাপনাশিনি, প্রসন্ন হও।

ভবদ্বাজেব আশ্রম হইতে চিত্রকূটেব পথে যমুনা পাব হইবাব সমযও সীতা দেবী যমুনাব নিকট অনুৰূপ প্রার্থনা নিবেদন কবিযাছেন[২]

পথিমধ্যে শ্যামনামক বটবৃক্ষকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ কবিযাও জানকী পতিব ব্রতপালনেব আশীর্বাদ প্রার্থনা কবিযাছেন। অযোধ্যায প্রত্যাবর্তন কবিযা তিনি যাহাতে কৌসল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পান—সেই আশীর্বাদও প্রার্থনা কবিযাছেন। দশবথ এবং কৈকেযীব কথা তিনি বলেন নাই।[৩]

অবণ্য হইতে সুমন্ত্রেব প্রত্যাবর্তন-কালে বাম ও লক্ষ্মণ দশবথাদিব উদ্দেশে সুমন্ত্রেব নিকট অনেক-কিছু বলিযা দিযাছেন। সেইসময জানকীব অবস্থা সম্পর্কে সুমন্ত্র দশবথকে বলিতেছেন—

জানকী তু মহাবাজ নিঃশ্বসন্তী তপস্বিনী।
ভূতোপহতচিত্তেব বিষ্ঠিতা বিস্মৃতা স্থিতা ॥
ইত্যাদি। ২।৫৮।৩৪-৩৭

—মহাবাজ, তখন তপস্বিনী জানকী ভূতাবিষ্টেব ন্যায দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কবিতে কবিতে স্থিবভাবে বসিযা বহিলেন। তিনি শুধু বোদন কবিতেছিলেন। আমাকে প্রত্যাবর্তন কবিতে দেখিযা স্বামীব মুখেব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিযা জানকী সহসা কাঁদিযা উঠিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আমাব দিকে ও বথেব দিকে তাকাইতেছিলেন।

কৌসল্যাকে আশ্বাস দিতে যাইযা সুমন্ত্র বলিতেছেন—'বামেব অনুগতা সীতা নির্জন অবণ্যে নির্ভযে বাস কবিতেছেন। তাঁহাব কিছুমাত্র দৈন্য দেখি নাই। বৈদেহীব কৌমুদীতুল্য প্রভা পথশ্রমে একটুও ম্লান হয নাই। সালঙ্কৃতা জানকী বামেব বাহুদ্বয আশ্রয কবায হিংস্র জন্তু দেখিযাও ভয পান না।'[৪]

বামেব পাদুকা শিবে ধাবণ কবিযা ভবত চিত্রকূট হইতে অযোধ্যায ফিবিযা গিযাছেন। বামও চিত্রকূট ত্যাগ কবিযা অত্রিমুনিব আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ কবিযাছেন। সীতা মুনিপত্নী তপস্বিনী বৃদ্ধা অনসূযাকে প্রণাম কবিলে পব অনসূযা সস্নেহে সীতাকে বলিলেন—'বৎসে, সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আত্মীযস্বজন ও সমৃদ্ধি পবিত্যাগ কবিযা বনবাসী পতিব অনুগামিনী হইযাছ।'

পাতিব্রত্য-ধর্ম সম্বন্ধে অনসূযা আবও কযেকটি কথা বলিলে সীতা সবিনযে উত্তব কবিলেন—'আর্যে, আপনাব উপদেশ আমাব শিবোধার্য। আমাব মাতা ও শ্বশ্রূমাতাঠাকুবাণীব উপদেশও আমাব স্মবণ আছে। সাবিত্রী পতিসেবাব দ্বাবাই স্বর্গে পূজিতা হইতেছেন। আপনিও পতিসেবাব দ্বাবাই স্বর্গ লাভ কবিবেন।'

সীতাব বচনে পবম প্রীতি লাভ কবিযা অনসূযা সীতাকে দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভবণ ও অঙ্গবাগাদি প্রদান কবিযাছেন। তপস্বিনীব চবণযুগলে ভক্তিভবে প্রণামপূর্বক সীতা সেইসকল প্রীতিদান গ্রহণ কবিলেন।

অনসূযাব প্রশ্নেব উত্তবে সীতা আপন উৎপত্তিবৃত্তান্ত ও বিবাহেব ঘটনা ঋষিপত্নীব নিকট প্রকাশ কবেন।[৫]

পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্মাণ কবিযা বাম সীতা ও লক্ষ্মণ সহ পবম আনন্দে বাস কবিতেছিলেন। শূর্পণখাব আগমনেব কাল হইতেই তাঁহাদেব উদ্বেগ ও দুঃখভোগ আবম্ভ হইল। বাবণেব সাহায্যার্থ সুবর্ণময মৃগবূপধাবী মাবীচ কদলীবনে পবিবৃত বামেব আশ্রমে সীতাকে প্রলুব্ধ কবিবাব উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইযাছে। সীতা তখন পুষ্পচযন কবিতেছিলেন। অতি মনোহব এই বত্নময মৃগটিকে দেখিযা তিনি বিস্মিতা হইযাছেন। বাম ও লক্ষ্মণকে ডাকিযা তিনি মৃগটিকে দেখাইযাছেন। লক্ষ্মণ প্রথমেই মৃগটিকে মাযাবূপধাবী মাবীচ বলিযা আশঙ্কা কবিলেও সীতাব তাহা বিশ্বাস হইল না।

মৃগটিকে ধবিযা আনিবাব নিমিত্ত সীতা পুনঃপুনঃ বামকে অনুবোধ কবিতে লাগিলেন। তিনি বামকে বলিলেন যে, যদি জীবিত অবস্থায মৃগটিকে ধবিযা আনা সম্ভবপব হয, তবে অযোধ্যায ফিবিযা গেলে এই অদ্ভুত মৃগটি তাঁহাদেব অন্তঃপুবেব শোভা বর্দ্ধন কবিবে, আব জীবিত অবস্থায ধবিতে না পাবিলেও একখানি সুন্দব চামডা পাওযা যাইবে।

এইপ্রকাব অতিশয কৌতূহল যে নাবীদেব পক্ষে অশোভন ইহাও সীতাব অবিদিত ছিল না। তিনি বামকে বলিতেছেন—

কামবৃত্তমিদং বৌদ্রং স্ত্রীণামসদৃশং মতম্।
বপুষা ত্বস্য সত্ত্বস্য বিস্মযো জনিতো মম ॥ ৩।৪৩।২১

—স্ত্রীলোকেব পক্ষে এইপ্রকাব স্বেচ্ছাচাব অতি ভযঙ্কব ও অনুচিত—ইহা বিজ্ঞজনেব অভিমত। তথাপি এই প্রাণীটিব দেহেব সৌন্দর্যে আমাব বিস্মষ জন্মিযাছে।

সীতাকে বক্ষাব ভাব লক্ষ্মণেব উপব ন্যাস্ত কবিযা বাম হবিণটিকে ধবিতে যাত্রা কবিলেন। ধবিতে না পাবিযা বাম হবিণটিব উপব বাণক্ষেপ কবিবামাত্র মাবীচ বামেব কণ্ঠস্ববেব অনুকবণে 'হা সীতে, হা লক্ষ্মণ' বলিযা চীৎকাব কবিযা উঠিল।

সীতা সেই আর্তস্বব শুনিযা বামেব বিপদেব আশঙ্কায শিহবিযা উঠিলেন। বিপন্ন অগ্রজেব সাহায্যেব নিমিত্ত তিনি লক্ষ্মণকে অনুবোধ কবিলেও লক্ষ্মণ বিচলিত হন নাই। তিনি এই বাক্ষসী মাযা বুঝিতে পাবিযাছেন।

তমুবাচ ততস্তত্র ক্ষুভিতা জনকাত্মজা।
সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ ॥ ইত্যাদি। ৩।৪৫।৫-৮

—লক্ষ্মণকে অবিচলিত দেখিযা সীতা অত্যন্ত ক্ষুভিতা হইযা তাঁহাকে বলিলেন—হে সুমিত্রানন্দন, এইপ্রকাব বিপদেও তুমি অগ্রজেব সাহায্যে অগ্রসব হইতেছ না। বুঝিতেছি—বাহিবে মিত্রভাব অবলম্বন কবিলেও তুমি তোমাব অগ্রজেব পবম শত্রু। তুমি আমাকে পাইবাব নিমিত্তই বামকে বিনাশ কবিতে চাহিতেছ।

সীতাব এইরূপ অসদৃশ বাক্য শুনিযা লক্ষ্মণ স্তম্ভিত হইলেও ধীবভাবে তিনি বামেব শৌর্যবীর্য কীর্তন কবিযা সীতাকে সান্ত্বনা দিবাব চেষ্টা কবিযাছেন।

লক্ষ্মণেব কথায ক্রোধে বক্তচক্ষু হইযা সীতা অতি কর্কশস্ববে কহিতেছেন—

অনার্যকরুণাবম্ভ নৃশংস কুলপাংসন।
অহং তব প্রিযং মন্যে বামস্য ব্যসনং মহৎ ॥ ইত্যাদি। ৩।১৫।২২-২৭

—ওবে নির্দয কুলাঙ্গাব, তুমি অনার্যেব ন্যায দযা দেখাইতেছ। বামেব সমূহ বিপদই তোমাব প্রিয বলিযা মনে কবি। তোমাব ন্যায কদর্য গুপ্তশত্রুব মনে যে অসদভিপ্রায থাকিবে—ইহা বিচিত্র নহে। দুষ্টস্বভাব তুমি ভবত কর্তৃক নিযুক্ত হইযা অথবা নিজেই আমাকে লাভ কবিবাব অভিপ্রায গোপন কবিযা একাকী বনে বামেব অনুগমন কবিযাছ। তোমাব এই অভিপ্রায কখনও সিদ্ধ হইবে না।

সীতাব মুখে এইসকল বোমহর্ষণ অশোভন বাক্য শুনিযা লক্ষ্মণ আব সহ্য কবিতে পাবিলেন না। সীতাকে তিবস্কাব কবিযা তিনি বামেব নিকট যাত্রা কবিলেন।

প্রথমতঃ সুবর্ণমৃগ দেখিযা সীতাব ঔৎসুক্য এবং পবে বিশেষ বিবেচনা না কবিযা লক্ষ্মণেব প্রতি এইসকল বিশ্রী উক্তি—এই দুইটি আত্মকৃত অপবাধেব প্রাযশ্চিত্তই তাঁহাকে উত্তবকালে সমগ্র জীবন ব্যাপিযা কবিতে হইযাছে। যদিও বামেব অমঙ্গলেব আশঙ্কায তাঁহাব চিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইযা উঠিযাছে, তথাপি লক্ষ্মণেব ন্যায বামানুগত দেববকে এরূপ অশোভন বাক্যবাণে বিদ্ধ কবা সীতাব পক্ষে উচিত হয নাই বলিযাই মনে হয।

অতঃপব সন্ন্যাসিরূপধাবী বাবণেব আগমন। সীতা পর্ণশালায বসিযা কাঁদিতেছিলেন। বাবণ সীতাব সর্বাঙ্গেব অলোকসামান্য সৌন্দর্য বর্ণনা কবিযা বলিতেছেন—'হে সুন্দবি, নদী যেরূপ জলবেগে কূল হবণ কবে, তোমাব রূপও সেইরূপ আমাব চিত্ত হবণ কবিতেছে। এই

নির্জন বনে তোমাব অবস্থান আমাব চিত্তকে ক্ষুব্ধ কবিতেছে। এইস্থানে বাস কবা তোমাব উচিত নহে।'

তাবপব বাবণ সীতাব বিস্তৃত পবিচয জানিতে চাহিলে সীতা অতিথিকে পাদ্যাদি উপাচাবে অর্চনা কবিযা ভোজনেব নিমিত্ত নিমন্ত্রণ কবিযাছেন। অতিথি ব্রাহ্মণেব প্রশ্নেব উত্তব না দিলে পাছে তিনি অভিসম্পাত কবেন, এইরূপ ভাবিযা সীতা নিজেব বিস্তৃত পবিচয ও অবণ্যবাসেব কাবণ প্রভৃতি বাবণকে শোনাইলেন অতিথিব পবিচয জানিতে চাহিলে অতিথি তীব্রসুবে জানাইলেন যে, তিনি বাক্ষসাধিপতি বাবণ। সীতাকে ভার্যারূপে লাভ কবিবাব নিমিত্তই তিনি পঞ্চবটীতে আসিযাছেন।

বাবণেব বাক্যে ক্রুদ্ধ হইযা সীতা বামেব মহেন্দ্রতুল্যতা ও নিজেব পাতিব্রত্যেব উল্লেখ কবিযা কহিতেছেন—

ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্
নাহং শক্যা ত্বযা স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা ॥ ইত্যাদি। ৩।৪৭।৩৭-৪৮

—তুমি শৃগাল, আব আমি সিংহী। আমাকে লাভ কবিবাব যোগ্যতা তোমাব নাই। সূর্যপ্রভাকে যেরূপ কেহ স্পর্শ কবিতে পাবে না, আমাকেও সেইরূপ তুমি স্পর্শ কবিতে পাবিবে না। তুমি ক্ষুধার্ত সিংহ ও বিষধব সর্পেব দন্ত উৎপাটন কবিতে সাহসী হইতেছ। সূচী দ্বাবা চক্ষুমার্জন ও জিহ্বা দ্বাবা ক্ষুবকে লেহন কবিতে তোমাব অভিলাষ হইযাছে। সিংহ ও শৃগালেব মধ্যে এবং হস্তী ও বিডালেব মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, দাশবথিব সহিত তোমাবও সেইরূপ প্রভেদ। মক্ষিকা যেরূপ ঘৃত পান কবিযা হজম কবিতে পাবে না, তুমিও সেইরূপ আমাকে হবণ কবিলে নিহত হইবে।

বাবণকে এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিযা দুঃখিতা সীতা কাঁপিতে লাগিলেন। এই প্রকবণেও সীতাব যেন কিছু নির্বুদ্ধিতা ও প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাইযাছে। যে সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ নির্জনে এক নাবীব নিকট উপস্থিত হইযা প্রথমেই তাঁহাব দৈহিক সৌন্দর্যেব বর্ণনায পঞ্চমুখ হইযা উঠিযাছেন, সেই ব্যক্তি যে চবিত্রহীন, সীতাব তাহা বোঝা উচিত ছিল। সেই ব্যক্তিকে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা কবিযা তাঁহাব নিকট বিস্তৃত আত্মপবিচয দেওযাও সঙ্গত বোধ হয না। মিথ্যা পবিচয দিলেই শোভন হইত। সীতাব বযসও তখন ত্রিশ বৎসব পূর্ণ হইযাছে। তিনি যে অতিথিব দুবভিসন্ধি প্রথমেই বুঝিতে পাবেন নাই, ইহাও কি নিযতিব লীলা?

বাবণ সীতাকে বলপূর্বক তাঁহাব বথে তুলিযা লইযাছেন।

সা গৃহীতাতিচুক্রোশ বাবণেন যশস্বিনী।
বামেতি সীতা দুঃখার্তা বামং দূবং গতং বনে ॥ ইত্যাদি। ৩।৪৯।২১-৪০

—যশস্বিনী সীতা বাবণ কর্তৃক গৃহীতা হইযা দুঃখে বনে দূবগত বামকে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি পলাযনেব চেষ্টা কবিযাও মুক্ত হইতে না পাবিযা উন্মত্ত ও পীডিত ব্যক্তিব ন্যায উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে উচ্চৈঃস্ববে বিলাপ কবিতে লাগিলেন। বামকে ও লক্ষ্মণকে ডাকিযা তিনি উন্মত্তেব ন্যায বিলাপ কবিতেছিলেন। জনস্থানেব পুষ্পিত কর্ণিকাব-বৃক্ষগুলিকে, গোদাববী-নদীকে এবং বনদেবতাগণকে সম্বোধন কবিযা তিনি কাতবস্ববে প্রার্থনা কবিলেন তাঁহাবা যেন বাবণ কর্তৃক তাঁহাব অপহবণেব বার্তা বামকে প্রদান কবেন। করুণ বিলাপ কবিতে কবিতে বৃক্ষোপবি উপবিষ্ট গৃধ্রবাজ জটাযুকে দেখিতে পাইযা সীতা তাঁহাকেও এই বিপদেব কথা বলিযাছেন।

গগনমণ্ডলে জটাযুব সহিত বাবণেব ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। বৃদ্ধ জটাযু বক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত হইলে দুঃখিতা সীতা জটাযুব নিকট উপস্থিত হইযা তাঁহাকে জডাইযা ধবিযা

কাঁদিতে লাগিলেন।

সীতা এক বৃক্ষের পর অপর বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে থাকিলে রাবণ চুলে ধরিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে চলিল বলিয়া দেবতা ও ঋষিগণ আনন্দিত।

সীতার চরণের নূপুরযুগল ভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। তাঁহার কণ্ঠের হার ও অন্যান্য কয়েকটি অলঙ্কারও গগন হইতে ভূতলে পতিত হইল।[১]

রাবণ তাঁহাকে আকাশপথে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যাইতে থাকিলে দুঃখিতা ভীতা ও উদ্বিগ্না সীতা রোষে ও রোদনে রক্তনয়না হইয়া রাবণকে ধিক্কার দিতেছেন—

ন ব্যপত্রপসে নীচ কর্মণানেন রাবণ।
জ্ঞাত্বা বিরহিতাং যো মাং চোরয়িত্বা পলায়সে ॥ ইত্যাদি। ৩।৫৩।৩-২৪

—হে নীচ রাবণ, তুমি এই অন্যায় কার্য করিয়াও লজ্জিত হইতেছ না? রাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে তুমি আমাকে চোরের ন্যায় অপহরণ করিয়াছ। নিতান্ত ভীরু বলিয়াই তুমি মায়ামৃগের দ্বারা আমার স্বামীকে দূরে আকর্ষণ করিয়াছিলে। তুমি আমার শ্বশুরের সখা বৃদ্ধ গৃধ্ররাজকেও হত্যা করিয়াছ। নিজের নাম কীর্তন করিয়া আমার স্বামীর সাক্ষাতে আমাকে হরণ করিতে পারিলে তোমাকে যথার্থ বীরপুরুষ মনে করিতাম। তোমার বংশমর্যাদা ও বলবীর্যকে ধিক্। যদি প্রাণে বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে এখনই আমাকে ছাড়িয়া দাও। মৃত্যুকাল সন্নিহিত হইলে লোকে বিপরীত কার্য করিয়া থাকে, তোমারও মৃত্যু আসন্ন—ইহা বুঝিতে পারিতেছ না। মহাত্মা দাশরথির সহিত এইপ্রকার শত্রুতাসাধন করিয়া তুমি শীঘ্রই নিহত হইবে।

সীতা পলাইবার নিমিত্ত বহুবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাবণের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। বৈদেহী তাঁহার কোন সহায়ক দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু পর্বতে উপবিষ্ট পাঁচজন বানরকে দেখিতে পাইলেন।

তেষাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌশেয়ং কনকপ্রভম্।
উত্তরীয়ং বরারোহা শুভান্যাভরণানি চ।
মুমোচ যদি রামায় শংসেয়ুরিতি ভামিনী ॥ ইত্যাদি। ৩।৫৪।২-৪

—বানরগণ রামের নিকট যাহাতে তাঁহার অপহরণের সংবাদ বলেন, এই উদ্দেশ্যে বিশালনয়না সুন্দরী সীতা তাঁহাদিগের নিকট সুবর্ণপ্রভ কৌশেয় বস্ত্র, উত্তরীয় ও উত্তম অলঙ্কারসমূহ নিক্ষেপ করেন। দশানন তাহা লক্ষ্য করেন নাই। বানরগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা সীতাকে অনিমেষনয়নে দর্শন করিতেছিলেন।

রাবণ অতি দ্রুতগতিতে আকাশমার্গে রথ চালাইয়া সীতাকে লইয়া লঙ্কায় অবতরণ করিয়াছেন। তিনি আপন অন্তঃপুরে সীতাকে স্থাপন করিলেন। ভয়ঙ্করী রাক্ষসীগণ তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত হইয়াছে। রাবণ বলপূর্বক শোকক্লিষ্টা অশ্রুপূর্ণমুখী সীতাকে অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করিয়া সীতার প্রণয় ভিক্ষা চাহিতেছেন।

সা তথোক্তা তু বৈদেহী নির্ভয়া শোককর্শিতা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণং প্রত্যভাষত ॥ ইত্যাদি। ৩।৫৬।১-২২

—শোকপীড়িতা বৈদেহীকে রাবণ এইরূপ বলিলে পর তিনি রাবণ ও নিজের মধ্যে একগাছি তৃণ রাখিয়া (দুর্বৃত্ত পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ গর্হিত বিবেচনায়) নির্ভয়ে রাবণকে উত্তর দিতেছেন—পুণ্যশ্লোক মহারাজ দশরথের পুত্র রাঘবশ্রেষ্ঠ রাম আমার পতি। তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এখানে উপস্থিত হইয়া অবশ্যই তোমাকে সংহার করিবেন। তুমি দেবতা ও

দানবের অবধ্য হইলেও যূপবদ্ধ পশুর ন্যায় দাশরথি কর্তৃক নিহত হইবে। তাঁহার রোষদীপ্ত দৃষ্টি তোমাকে মহাদেবের মদনভস্মের ন্যায় ভস্মসাৎ করিবে। তোমার পাপের ফলেই এই লঙ্কাপুরী ছারখার হইবে। যে হংসী সর্বদা পদ্মবনে রাজহংসের সহিত ক্রীড়া করে, সে কি কখনও তৃণমধ্যস্থিত মদ্‌গু-পক্ষীকে দেখিতে চায় ? তুমি আমার এই অচেতন দেহকে বন্ধন বা বিনাশ করিতে পার, কিন্তু আমার পাতিব্রত্য-ধর্মকে বিনষ্ট করিবার শক্তি তোমার নাই।

রাবণ সীতাকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন যে, সীতা যদি সংবৎসর-কালের মধ্যে তাঁহার অনুগতা না হন, তবে তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। রাবণের আদেশে ঘোররূপা রাক্ষসীগণ সীতাকে অশোকবনিকা-নামক মনোহর উদ্যানে লইয়া গেল এবং সেইখানেই সীতাকে রাখা হইল।

শোকেন মহতা গ্রস্তা মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন শর্ম লভতে ভীরুঃ পাশবদ্ধা মৃগী যথা ॥ ইত্যাদি। ৩।৫৬।৩৫, ৩৬

---অতিশয় শোকগ্রস্তা মৈথিলী পাশবদ্ধা মৃগীর ন্যায় ভীতা হইয়া অশোকবনে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার চিত্ত শান্তিহীন উদ্‌ভ্রান্ত। বিরূপা রাক্ষসীগণের তর্জন-গর্জনে তাঁহার দুঃখ সমধিক বর্দ্ধিত হইল। পতি ও দেবরকে স্মরণ করিয়া তিনি চেতনা হারাইলেন।

সীতা অন্নপানাদি ত্যাগ করিয়াছেন দেখিয়া দেবগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সীতা অনশনে প্রাণত্যাগ করিলে রাবণ নিহত হইবেন কি না, সন্দেহ। প্রজাপতির নির্দেশে দেবরাজ ইন্দ্র নিদ্রাদেবীর সহায়তায় লঙ্কায় রাক্ষসগণকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন করিলেন এবং সীতার সমীপে উপস্থিত হইয়া ভোজনের নিমিত্ত তাঁহার হাতে দিব্য হবিষ্যান্ন দান করিলেন। সেই হবিষ্যান্ন-ভোজনে ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। অম্লান পুষ্পমাল্য, অনিমেষ নেত্র প্রভৃতি দেবোচিত লক্ষণের দ্বারা সীতা ইন্দ্রকে যথার্থ দেবরাজ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া আনন্দিতা হইয়াছেন। ইন্দ্র রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ দিয়া সীতাকে আশ্বস্তা করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের উদ্দেশে ইন্দ্রপ্রদত্ত হবিষ্যান্ন নিবেদন করিয়া সীতা তাহা ভোজন করিয়াছেন।[১]

সীতাকে নানাবিধ প্রলোভনে বশীভূতা করিবার নিমিত্ত রাবণ অশোকবনে উপস্থিত হইয়াছেন। দুর্জনসঙ্গ পরিহারের নিমিত্ত সীতা মধ্যে তৃণের ব্যবধান রাখিয়া মনে মনে পতিকে স্মরণ করিয়া রাক্ষসরাজকে কহিতেছেন—

নিবর্তয় মনো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ। ইত্যাদি। ৫।২১।৩-৩৯

—তোমার মনকে আমা হইতে নিবৃত্ত কর। আপন ভার্যায় তোমার চিত্ত প্রীতি লাভ করুক। আমার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল অতি মহৎ, আমি সতী ও পরপত্নী। অতএব তোমার পাপ অভিলাষ ত্যাগ কর। এই রাক্ষসকুলে তোমাকে হিতোপদেশ দিবার কি কেহ নাই ? হে রাবণ, যে অদূরদর্শী নিজের পাপে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, সেই পাপকর্মার বিনাশে সকলেই আনন্দিত হইয়া থাকে। হে রাক্ষস, ঐশ্বর্যের প্রলোভনে আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। কুকুর যেরূপ ব্যাঘ্রের আঘ্রাণ পাইলে নিকটে অবস্থান করিতে পারে না, তুমি সেইরূপ নরব্যাঘ্র রাম-লক্ষ্মণের গন্ধ পাইলেই ভয়ে পলায়ন করিবে। পরন্তু পলায়ন করিলেও তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না।

সীতার কঠোর বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি যে সময় নির্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার মাত্র দুইমাস-কাল বাকী রহিয়াছে। এই দুইমাসের ভিতরে অনুগতা না হইলে সীতাকে হত্যা করা হইবে।

রাবণগৃহে অবরুদ্ধা দেবকন্যা ও গন্ধর্বকন্যাগণ আকারে ইঙ্গিতে সীতাকে আশ্বাস দিতেছিলেন। এবার তেজস্বিনী সীতা রাবণকে বলিতেছেন—'হে অনার্য, আমার মনে

হইতেছে—এখানে তোমাব হিতাকাঙ্ক্ষী কেহই নাই। যদি সেইরূপ কেহ থাকিতেন, তবে অবশ্যই তোমাকে এই পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত কবিতেন। ত্রিভুবনে তোমাব ন্যায় পাপাত্মা ব্যতীত অন্য কেহ মনে মনেও আমাকে প্রার্থনা কবিতে পাবিবে না। হে বাক্ষসাধম, যতদিন তুমি বামেব দৃষ্টিগোচব না হইতেছ, ততদিন তোমাব পবমায়ু বহিযাছে। তোমাকে ভস্মসাৎ কবিবাব মত তেজ আমাব আছে। কিন্তু পতিব আদেশ পাই নাই এবং তপঃক্ষযেব ভয বহিযাছে বলিযাই তুমি এখনও জীবিত আছ। বিধাতা তোমাব বধেব নিমিত্তই তোমাকে এই দুর্মতি দ্বাবা মোহিত কবিযাছেন।'

সীতাব পরুষ-বচনে বক্তচক্ষু বিঘূর্ণিত কবিযা বাবণ বৈদেহীকে বলিলেন—'হে বামব্রতধাবিণি, তুমি নিষ্প্রযোজন নীতিবিগর্হিত ব্রত পালন কবিতেছ, আমি বলপূর্বক তোমাকে বিনাশ কবিব।' এইকথা বলিযা বাবণ ভীষণাকৃতি বাক্ষসীদেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন। বাক্ষসীদেব কেহ একাক্ষী, কেহ এককর্ণা, কেহ হস্তিপদী, কেহ অশ্বপদী, কেহ নাসিকাহীনা ইত্যাদি। বাবণ বাক্ষসীগণকে বলিলেন, যে-কোন উপাযে মৈথিলীকে তাঁহাব বশীভূতা কবিতে হইবে। বাক্ষসবাজ কামে ও ক্রোধে গর্জন কবিতে কবিতে প্রস্থান কবিলেন।

বাবণেব প্রস্থানেব পব ক্রুদ্ধা চেড়ীগণ বাবণেব বংশ, শৌর্য ও ঐশ্বর্যেব কথা কীর্তন কবিযা নির্বুদ্ধিতাব জন্য জানকীকে ভর্ৎসনা কবিতেছিল।

বাক্ষসীদেব ভর্ৎসনা-বাক্য শুনিযা জানকী সজলনযনে কহিতে লাগিলেন—

কামং খাদত মাং সর্বা ন কবিষ্যামি বো বচঃ। ইত্যাদি। ৫।২৪।৮-১৩

—তোমবা আমাকে ইচ্ছানুসাবে ভক্ষণ কবিতে পাব, কিন্তু তোমাদেব কথা পালন কবিতে পাবিব না। আমি শচী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী প্রমুখ পতিব্রতাগণেব ন্যায পতিব অনুগামিনী।

হনুমান্ শিংশপাবৃক্ষে লুক্কাযিত থাকিযা সমস্তই শুনিতেছিলেন। ক্রুদ্ধা বাক্ষসীগণ ভযকম্পিতা অশ্রুমুখী জানকীকে বেষ্টন কবিযা গর্জন কবিতেছিল। বিনতোদবী, ভীষণদশনা, লম্বিতস্তনী প্রভৃতি বাক্ষসী চেড়ীগণ বাবণকে ভজনা কবিবাব নিমিত্ত জানকীকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছিল। ক্রূবদর্শনা চণ্ডোদবীনাম্নী বাক্ষসী প্রকাণ্ড শূল ঘুবাইযা বলিতে লাগিল যে, জানকীব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন কবিযা ভক্ষণ কবিতে তাহাব সাধ হইতেছে। আবও অনেকে এই সাধ প্রকাশ কবিল। বাক্ষসীগণেব বাক্য শুনিযা—

বেপতে স্মাধিকং সীতা বিশন্তীবাঙ্গমাত্মনঃ।
বনে যূথপবিভ্রষ্টা মৃগী কোকৈবিবার্দিতা॥ ইত্যাদি। ৫।২৫।৫-২০

—বনমধ্যে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রসমূহে পবিবৃতা যূথভ্রষ্টা মৃগীব ন্যায ভযে দেহমধ্যে স্বীয অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত কবিযা সীতা সমধিক কাঁপিতে লাগিলেন। ভগ্নহৃদযে একটি অশোকবৃক্ষেব শাখা অবলম্বনপূর্বক তিনি পতিদেবতাকে স্মবণ কবিতেছিলেন। অশ্রুধাবায জানকীব বক্ষঃস্থল প্লাবিত। কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি ভূতলে পডিযা গেলেন। শোকবিহ্বলা জানকী 'হা বাম, হা লক্ষ্মণ, হা কৌসল্যে, হা সুমিত্রে' বলিযা উচ্চৈঃস্ববে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন—আমি জন্মান্তবে না-জানি কত পাপ কবিযাছিলাম, যাহাব ফলে এইপ্রকাব দুঃখ ভোগ কবিতেছি। মনুষ্যজন্মকে ধিক্। পবাধীনতাকে ধিক্। ইচ্ছা থাকিলেও আমি প্রাণত্যাগ কবিতে পাবিতেছি না।

উন্মত্তেব প্রমত্তেব ভ্রান্তচিত্তেব শোচতী।
উপাবৃত্তা কিশোবীব বিচেষ্টন্তী মহীতলে॥ ইত্যাদি। ৫।২৬।২-৪৯

—শোকে উন্মত্তা প্রমত্তা ও ভ্রান্তচিত্তা জানকী অশ্বশাবকেব ন্যায ভূলুণ্ঠিতা হইযা অধোমুখে বিলাপ কবিতে লাগিলেন—বাবণ কর্তৃক অপহৃতা, বাক্ষসীগণেব দ্বাবা তিবস্কৃতা ও বামেব চিন্তায দুঃখার্তা আমাব জীবনধাবণেব কি প্রযোজন ? আমাব হৃদয নিতান্তই প্রস্তবেব ন্যায কঠিন। এইহেতু এরূপ সন্তাপেও বিদীর্ণ হইতেছে না। হে বাক্ষসীগণ, যে-কোন নৃশংস উপাযে আমাকে মাবিযা ফেলিলেও আমি বাবণকে বামপদেব দ্বাবাও স্পর্শ কবিতে পাবিব না। আমি বাবণেব দ্বাবা অপহৃতা হইযাছি, ইহা জানিতে পাবিলে কি আমাব তেজস্বী পতি এই অবমাননা সহ্য কবিতেন ? গৃধ্রবাজ জটাযু জীবিত থাকিলে বাম আমাব অপহবণেব সংবাদ জানিতে পাবিতেন। বঘুনন্দন আমাব সন্ধান পাইলে অচিবেই এই লঙ্কাপুবী শ্মশানভূমিতে পবিণত হইবে। অথবা জীবন্মুক্ত পবমাত্মা ধার্মিক বাজর্ষি বামেব হযতো ভার্যাব প্রযোজন নাই। প্রযোজন না থাকিলেও পূর্বপ্রীতি কি তিনি স্মবণ কবিবেন না ? হায, আমাব বিবহে বাম কি বাঁচিযা আছেন ? এখন আমাব মবণই শ্রেযঃ। আমি যে-কোন উপাযে প্রাণত্যাগ কবিব।

সীতাব বিলাপ শুনিযা ক্রুদ্ধা বাক্ষসীদেব কেহ কেহ বাবণকে সীতাব আত্মহত্যাব সংকল্প জানাইবাব নিমিত্ত যাত্রা কবিল। কেহ কেহ সীতাকে ভক্ষণ কবিবে বলিযা শাসাইল। তখন ত্রিজটানাম্নী এক বাক্ষসী তাহাব স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত বর্ণনা কবিযা বাক্ষসীগণকে তিবস্কাব কবিযা বলিল যে, অতি শীঘ্রই বাম লঙ্কাপুবী আক্রমণ কবিযা জানকীকে উদ্ধাব কবিবেন এবং বাক্ষসকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিবাব সময সীতাব বাম চক্ষু, বাম বাহু ও বাম উরু পুনঃপুনঃ স্পন্দিত হইতেছিল।[১]

বাক্ষসীগণ পুনবায সীতাকে তিবস্কাব কবিতে লাগিল। সীতা যেন আব এই দুঃখ সহ্য কবিতে পাবিতেছেন না। বিলাপ কবিতে কবিতে তিনি বলিতেছেন—

তস্মিন্ননাগচ্ছতি লোকনাথে
গর্ভস্থজন্তোবিব শল্যকৃন্তঃ।
নূনং মমাঙ্গান্যচিবাদনার্যঃ
শস্ত্রৈঃ শিতৈশ্ছেৎস্যতি বাক্ষসেন্দ্রঃ ॥ ইত্যাদি। ৫।২৮।৬-১৩

—বাবণেব নির্দিষ্ট সমযেব মধ্যে লোকনাথ বাম এখানে না আসিলে অস্ত্রচিকিৎসক যেরূপ (প্রসূতিব জীবনবক্ষাব নিমিত্ত) শাণিত অস্ত্রে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণকে ছেদন কবেন, সেইরূপ অনার্য বাক্ষসেন্দ্রও নিশ্চযই অচিবে জীবিত অবস্থায আমাব অঙ্গসমূহ ছেদন কবিবে। পতিবিবহে দুঃখিতা আমাব আবও দুঃখ এই যে, অবধিভূত দুইমাস কাল অতীত হইলে বাজাব আদেশে কাবাগাবে অবরুদ্ধ তস্কবেব ন্যায আমাকে হত্যা কবা হইবে। মৃগরূপধাবী বাক্ষস আমাব অপবাধেই সিংহসদৃশ বাজপুত্রদ্বযকে নিশ্চযই সংহাব কবিযাছে। হতভাগিনী আমি সেই মৃগরূপধাবী কালেব রূপে প্রলুব্ধ হইযাছিলাম। আমিই বাম ও লক্ষ্মণকে মৃগেব অনুসবণ কবিতে বিদায দিযাছিলাম। হা সত্যব্রত বাম, আমার দুর্গতিব বিষয তুমি জানিতে পাবিলে না। আমাব পাতিব্রত্য, বাবণকে অভিশাপ না দিযা ক্ষমা, ভূমিশয্যায শযন প্রভৃতি সকলই বিফল হইল।

এই বিলাপেব ভিতবেই সীতাব মুখে শোনা যাইতেছে—

পিতুর্নির্দেশং নিযমেন কৃত্বা
বনান্নিবৃত্তশ্চবিতব্রতশ্চ।

স্ত্রীভিস্তু মন্যে বিপুলেক্ষণাভিঃ
সংবংস্যসে বীতভয়ঃ কৃতার্থঃ ॥ ইত্যাদি। ৫।২৮।১৪, ১৫

—হে দীর্ঘবাহো, হে পূর্ণচন্দ্রানন, আমার মনে হইতেছে—তুমি যথানিয়মে পিতার নির্দেশ পালনপূর্বক ব্রত সমাপনান্তে বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত কৃতকৃত্য ও নির্ভয় হইয়া বিশাললোচনা রমণীগণের সহিত কামক্রীড়ায় রত হইবে। আমি একমাত্র তোমাতেই অনুরক্তা। প্রাণহানির দুঃখ সহ্য করিবার নিমিত্তই তোমাতে আমার চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলাম। আমার তপস্যা ও ব্রতাদি নিষ্ফল হইয়াছে। আমি এই দুঃখের জীবন পরিত্যাগ করিব।

রামের চরিত্রে সীতার এইপ্রকার সন্দেহপোষণ যেন নিতান্তই অশোভন বলিয়া মনে হয়। যদিও অতি দুঃখে সীতা তখন উদ্‌ভ্রান্তা, তথাপি পূর্বে কখনও সন্দেহ পোষণ না করিলে অকস্মাৎ তাঁহার চিত্তে এইরূপ কদর্য কল্পনার উদয় হইত না। শ্বশুরের চরিত্র দেখিয়া শ্বশুরের পুত্রগণকেও কি তিনি সন্দেহ করিতেন? লক্ষ্মণের ন্যায় ভক্ত দেবরকেও সীতা সন্দেহ করেন—ইহা পূর্বে দেখা গিয়াছে। সীতার এই উক্তিগুলি পাঠকগণকে বিস্মিত করে।

বিলাপরতা জানকী কাঁপিতে কাঁপিতে একটি বৃক্ষের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের মাথার বেণী দ্বারা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুভসূচক কতকগুলি লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইল।

সীতার আয়ত বামচক্ষু মীনাহত পদ্মের ন্যায় স্পন্দিত হইতে লাগিল। বাম বাহু ও বাম উরুর স্পন্দন এবং বস্ত্রের স্খলনরূপ পূর্বানুভূত শুভসূচক লক্ষণসমূহ লক্ষ্য করিয়া জানকীর চিত্তে আশার সঞ্চার হইল। সীতা শুনিতে পাইলেন যে, মধুর ভাষায় কেহ যেন রামের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সীতাহরণ, সীতার সন্দর্শন প্রভৃতি বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছে। ভয়বিহ্বলা জানকী চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সমীপস্থ শিংশপাবৃক্ষে একটি বানরকে দেখিতে পাইলেন। সেই কপিশ্রেষ্ঠকে সহসা বিনীতভাবে সমীপবর্তী হইতে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন—ইহা কি স্বপ্ন?

নানারূপ দুশ্চিন্তা ও ভয়ে জানকী বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি রামকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে প্রণামপূর্বক প্রার্থনা করিতেছেন—

অনেন চোক্তং যদিদং মমাগ্রতো
বনৌকসা তচ্চ তথাস্তু নান্যথা ॥ ৫।৩২।১৪

—এই বনবাসী বানর আমার সমক্ষে যাহা কিছু বলিবে, তাহা যেন সর্বথা সত্য হয়, তাহার অন্যথা যেন না হয়।

হনুমান্ সীতাকে প্রণাম করিয়া মধুর ভাষায় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সীতা নিজের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া বনবাস ও রাবণকর্তৃক অপহরণ প্রভৃতি ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হনুমান্‌কে ইহাও বলিয়াছেন যে, আর মাত্র দুইমাস কাল মধ্যে রাবণ তাঁহাকে বশীভূতা করার আশা পোষণ করেন। এই দুইমাস অতীত হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন।

হনুমান্ নিজেকে রামের দূতরূপে পরিচয় দিয়া রাম ও লক্ষ্মণের কুশলবার্তা সীতাকে দিলে পর সীতা বিশ্বস্তভাবে হনুমানের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল যে, এই বানর তো রাবণও হইতে পারে। ইহার নিকট মনের কথা বলা উচিত হয় নাই। হনুমান্ পুনঃপুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া ভয়সন্ত্রস্তা সীতা বলিতেছেন—

মাযাং প্রবিষ্টো মাযাবী যদি ত্বং বাবণঃ স্বযম্।
উৎপাদযসি মে ভূযঃ সন্তাপং তন্ন শোভনম্॥ ইত্যাদি। ৫।৩৪।১৪-২১

—তুমি মাযাবী বাবণ যদি মাযামঘ বানবদেহ ধাবণপূর্বক আমাকে সন্তাপিত কবিযা থাক, তবে ইহা তোমাব মঙ্গলজনক হইবে না। জনস্থানে যাহাকে পবিব্রাজককপে দেখিযাছিলাম, নিশ্চযই তুমি সেই মাযাবী বাবণ। হে বানব, তুমি যদি যথার্থই বামেব দূতকপে আসিযা থাক, তবে তোমাব মঙ্গল হউক। বামকথা কীর্তন কবিযা আমাব সন্তাপ দূব কব। স্বপ্নেও বঘুনাথকে দেখিতে পাইলে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ কবিতাম, কিন্তু স্বপ্নও আমাব সহিত ঈর্ষা কবিতেছে।

হনুমান্ সীতাব ভয ও সন্দেহেব কাবণ বুঝিতে পাবিযা মধুবস্ববে বামগুণ কীর্তনপূর্বক সুগ্রীবেব সহিত বামেব মিত্রতা প্রভৃতিব উল্লেখ কবিযা কহিলেন যে, অচিবেই বাম বাবণকে বধ কবিযা জানকীকে উদ্ধাব কবিবেন।

হনুমান্ যথার্থই বামেব দূত কি না—নিশ্চিতভাবে স্থিব কবিবাব উদ্দেশ্যে সীতা বাম ও লক্ষ্মণেব আকৃতি-প্রকৃতি বিশেষকপে শুনিতে চাহিলে হনুমান্ যথাযথকপে সেইগুলি বর্ণনা কবেন। কিকপে সুগ্রীবেব সহিত বামেব মিত্রতা স্থাপিত হইল, এবং সুগ্রীবপ্রেবিত বানববীবদেব মধ্যে তিনি কিকপে লঙ্কায আসিলেন—ইত্যাদি বিববণও তিনি জানকীকে শোনাইযাছেন। প্রগাঢ় বিশ্বাস উৎপাদনেব নিমিত্ত হনুমান্ বামেব নামাঙ্কিত অঙ্গুবীযটি জানকীব হাতে দিযা কহিলেন—'দেবি, আশ্বস্তা হউন, আপনাব দুঃখেব অবসান হইতে চলিযাছে, অচিবেই কল্যাণ প্রাপ্ত হইবেন।'

গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্তুঃ কববিভূষিতম্।
ভর্তাবমিব সম্প্রাপ্তং জানকী মুদিতাভবৎ॥ ইত্যাদি। ৫।৩৬।৪-৩০

—জানকী ভর্তাব অঙ্গুলিভূষণ প্রাপ্ত হইযা যেন সাক্ষাৎ ভর্তাকেই প্রাপ্ত হইযাছেন এইকপ মনে কবিযা আনন্দিতা হইলেন। হনুমানেব প্রতি কৃতজ্ঞতায তাঁহাব চিত্ত ভবিযা উঠিল। হনুমান্‌কে সম্বোধন কবিযা জানকী কহিতেছেন—কপিবব, তোমাকে সাধাবণ বানব বলিযা মনে কবিতে পাবি না। যেহেতু বাবণ হইতেও তোমাব সন্ত্রাস উপস্থিত হয নাই এবং বিস্তীর্ণ সাগবকেও তুমি গোষ্পদেব ন্যায লঙ্ঘন কবিযাছ। বাম অবশ্যই তোমাব পবাক্রম না জানিযা তোমাকে পাঠান নাই। তোমাব মুখে বাম ও লক্ষ্মণেব কুশলবার্তা জানিযা আমি যেন প্রাণ ফিবিযা পাইলাম। দুঃখসন্তপ্ত বাম কর্তব্যসম্পাদনে বিমূঢ় হন নাই তো? আমাকে তিনি উদ্ধাব কবিবেন তো? আমাব বিবহে তাঁহাব মুখমণ্ডল কি বিশুষ্ক হইযা গিযাছে?

বদ্ধাঞ্জলি হনুমান্ বামেব বিবহকাতবতা বর্ণনা কবিযা সীতাকে আশ্বাস দিলে সীতা কহিতেছেন—

অমৃতং বিষসম্পৃক্তং ত্বযা বানব ভাষিতম্।
যচ্চ নান্যমনা বামো যচ্চ শোকপবাযণঃ॥ ইত্যাদি। ৫।৩৭।২-১৮

—বানব, বাম অন্যমনা নহেন—এই সংবাদটি আমাব নিকট অমৃতেব সমান, আব তিনি শোকাকুল—এই কথাটি বিষেব সমান। লঙ্কানগবীকে বিধ্বংস কবিযা কবে তিনি আমাব সহিত মিলিত হইবেন? বাবণেব নির্দিষ্ট কালেব দশম মাস চলিতেছে, আব মাত্র দুইমাস বাকী বহিযাছে। এই সময পর্যন্ত আমি তাঁহাব প্রতীক্ষায প্রাণ ধাবণ কবিব। অতএব তুমি তাঁহাকে ত্ববান্বিত কবিবে। বাবণেব অনুজ বিভীষণেব জ্যেষ্ঠা কন্যা কলাব মুখে শুনিযাছি যে, আমাকে বামেব নিকট প্রত্যর্পণ কবিবাব নিমিত্ত বিভীষণ অগ্রজকে অনুনয কবিযাছিলেন, অবিন্ধ্যনামক একজন বৃদ্ধ বিদ্বান্ বাক্ষসও বাবণকে এই হিতোপদেশ

দিযাছিলেন। কিন্তু দুবাচাব বাবণ তাঁহাদেব কথা শোনেন নাই। কপিবব, আমি আমাব পতিব পবাক্রম বিশেষবাপে অবগত আছি। তিনি অচিবেই বাবণেব বংশকে নির্মূল কবিবেন।

শোকাক্লিষ্টা অশ্রুমুখী জানকীব এইসকল কথা শুনিযা হনুমান বলিলেন—'দেবি, আমাব নিকট হইতে আপনাব সংবাদ পাইবামাত্র বাম ঋক্ষ ও বানববীবে পবিবৃত হইযা লঙ্কায উপস্থিত হইবেন। অথবা আপনি আম্যর পৃষ্ঠে আবোহণ করুন। আজই আপনাব দুঃখেব অবসান ঘটাইব। সমগ্র লঙ্কাপুবীকে বহন কবিযা সমুদ্র উত্তবণেব সামর্থ্য আমাব বহিযাছে। আজই আমি আপনাকে বামেব হাতে সমর্পণ কবিব।'

সীতাব বিশ্বাস উৎপাদনেব উদ্দেশ্যে হনুমান্ দেহকে বহুধা বর্দ্ধিত কবিযা পর্বতেব ন্যায প্রতীযমান হইলেন।

সীতা সেই বিশাল আকৃতি দেখিযা সবিস্মযে বলিলেন—'কপিবব, তোমাব প্রজ্ঞা, তেজ, শক্তি ও গতি অতি বিস্মযজনক। কিন্তু আমি তোমাব বেগ সহ্য কবিতে না পাবিযা তোমাব পিঠ হইতে সমুদ্রে পডিযা যাইব। তুমি আমাকে লইযা চলিযা যাইতেছ—ইহা দেখিতে পাইলে বাক্ষসগণ অবশ্যই তোমাকে আক্রমণ কবিবে। তখন আমাকে বক্ষা কবিবাব নিমিত্ত তোমাব সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। তোমাব সহিত যুদ্ধবত বাক্ষসগণ যদি আমাকে ধবিযা ফেলে, তবে তোমাব প্রযত্ন নিষ্ফল হইবে এবং তাহাবা আমাকে হত্যা কবিবে। বাক্ষসগণ তোমাব হাতে নিহত হইলেও স্বযং বাম আমাকে উদ্ধাব কবিতে পাবিলেন না বলিযা তাঁহাব যশোহানি ঘটিবে। হে কপিশ্রেষ্ঠ, স্বেচ্ছায আমি বাম ব্যতীত অপব পুরুষেব দেহ স্পর্শ কবিতে ইচ্ছা কবি না। তুমি বাম, লক্ষ্মণ ও কপিবাজ সুগ্রীবেব সহিত বানবগণকে লঙ্কাপুবীতে লইযা আসিযা আমাকে উদ্ধাব কব।'[১১]

হনুমান্ জানকীব যুক্তিযুক্ত বচনে সন্তুষ্ট হইযা বলিলেন,—'দেবি, আপনাব কথাগুলি মহাত্মা বামেব পত্নীব অনুরূপই হইযাছে। এইরূপ বিপৎকালে আপনি ব্যতীত কোন্ নাবী এইভাবে বলিতে পাবেন? আমি আপনাব সমস্ত কথাই বামকে শোনাইব। বামকে প্রদর্শন কবিবাব মত কোনও অভিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন।'

জানকী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ধীবে ধীবে বলিতে লাগিলেন—'কপিবব, তুমি আমাব প্রিযতমকে বলিবে যে, চিত্রকূট-পর্বতেব ঈশান-কোণে সিদ্ধাশ্রমে এই আশ্রমবাসিনীব (আমাব) যে অবস্থা ঘটিযাছিল, তিনি যেন তাহা স্মবণ করেন। এই উক্তিটিই শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান হইবে।'

কাকরূপধাবী ইন্দ্রপুত্র জযন্তেব আচবণেব কথা এবং কাকেব উপব বামেব ব্রহ্মাস্ত্রপ্রযোগ প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত কবিযা সীতা হনুমান্‌কে বলিলেন—'কপিবব, আমাব প্রিযতমকে বলিবে যে, আমাব প্রতি অসাধু আচবণ কবায সামান্য কাকেব উপব যিনি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ কবিযাছিলেন, তিনি তাঁহাব ভার্যাপহাবী বাক্ষসকে কেন দীর্ঘকাল ক্ষমা কবিতেছেন? তাঁহাব প্রিযতমা আজ অনাথাব ন্যায পবম দুঃখে অবরুদ্ধা বহিযাছেন।'[১২]

হনুমান্ সীতাকে বলিলেন—'দেবি, মহাবল বাম ও লক্ষ্মণ, তেজস্বী সুগ্রীব ও সমাগত বানববৃন্দকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন।'

শোকসন্তপ্তা সীতা কহিতেছেন—'মনস্বিনী কৌসল্যা যাঁহাকে প্রসব কবিযাছেন, তুমি আমাব প্রতিনিধি হইযা তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসাপূর্বক অবনত-মস্তকে প্রণাম নিবেদন কবিবে। যিনি সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সুখ পবিত্যাগ কবিযা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব অনুগমন কবিযাছেন, যাহাব দ্বাবা সুমিত্রাদেবী সুপুত্রবতী হইযাছেন, সিংহস্কন্ধ মহাবাহু যে-প্রিযদর্শন মনস্বী বামকে পিতাব ন্যায ও আমাকে মাতাব ন্যায দেখিযা থাকেন, সেই লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ আমাব অপহবণ

বৃত্তান্ত জানিতে পাবেন নাই। হে কপিশ্রেষ্ঠ, বামগতপ্রাণ পূতচবিত শান্তস্বভাব লক্ষ্মণকে কুশল জিজ্ঞাসা কবিযা বলিবে যে, তিনি যেন এই দুঃখিনীব দুখ দূব কবেন। আমাব প্রিযতমকে আবও বলিবে, যদিও দূবাত্মা বাবণেব নির্দিষ্ট দুইমাস কাল অবশিষ্ট বহিযাছে, তথাপি দুইমাস অপেক্ষা কবা আমাব পক্ষে সম্ভবপব নহে। যেহেতু দুইমাস পরেই অনার্য বাবণ আমাব সমধিক দুর্গতি ঘটাইবে। আব একমাস কাল পবেই আমি আত্মহত্যা কবিব। বাক্ষসীগণেব দ্বাবা নিগৃহীতা আমাকে যেন তিনি অতি সত্বব উদ্ধাব কবেন।'

ততো বস্ত্রগতং মুক্ত্বা দিব্যং চূড়ামণিং শুভম্।
প্রদেযো বাঘবাযেতি সীতা হনুমতে দদৌ ॥ ৫।৩৮।৬৬

—অতঃপব সীতা অতি মনোহব শিবোবত্ন বস্ত্রাঞ্চল হইতে বাহিব কবিযা 'ইহা বামকে দিবে'—বলিযা হনুমানেব হাতে দিযাছেন।

হনুমানেব বিদাযকালে সীতাব মুখে লক্ষ্মণেব প্রশস্তি শুনিযা মনে হইতেছে—তাঁহাব অপহবণেব পূর্বে লক্ষ্মণকে অশ্রাব্য কটু কথা বলিযাই যে তিনি, আপন দুর্ভাগ্যকে ববণ কবিযাছেন তাহা বুঝিতে পাবিযা লজ্জায ও অনুতাপে এখন তিনি বিশেষ সন্তাপ ভোগ কবিতেছেন। এই প্রশস্তি-কীর্তন যেন সেই কটুভাষণেব প্রাযশ্চিত্ত।

চূড়ামণিৰূপ অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইযা হনুমান্ সীতাব নিকট হইতে বিদায গ্রহণ কবিতে চাহিলে সীতা সুগ্রীবাদি বানববীবগণেব কুশল জিজ্ঞাসা কবিতে হনুমান্‌কে বলিযা দিতেছেন।

বামেব তেজ ও উৎসাহ বৃদ্ধিব নিমিত্ত সীতা হনুমান্‌কে অনেক কিছু বলিলে পব হনুমান্ সীতাকে সান্ত্বনা দিযা তাঁহাব নিকট বিদায চাহিলেন। প্রস্থানোদ্যত হনুমান্‌কে পুনঃপুনঃ নিবীক্ষণ কবিতে কবিতে সীতা বলিতেছেন—

যদি বা মন্যসে বীব বসৈকাহমবিন্দম।
কস্মিংশ্চিৎ সংবৃতে দেশে বিশ্রান্তঃ শ্বো গমিষ্যসি ॥ ইত্যাদি। ৫।৩৯।২০-৩০

—হে শত্রুদমন বীব, যদি তুমি আমাব কথা অনুমোদন কব, তবে কোন নির্জন স্থানে একদিন বিশ্রাম কবিযা আগামী কল্য যাইবে। হে বীব, হতভাগিনী আমি তোমাকে দেখিযা মুহূর্তকালেব জন্যও এই মহাশোকেব হাত হইতে মুক্ত হইতে পাবিব। তোমাব অদর্শনজনিত দুঃখ আমাকে সমধিক দুঃখিতা কবিবে। বাম কি উপাযে বানবসৈন্য সহ সমুদ্র পাব হইবেন—ইহা চিন্তাব বিষয। মহাত্মা বামেব যাহাতে অনুৰূপ বিক্রম প্রকাশ পায, তুমি সেইৰূপ উপায কবিবে।

হনুমান্ মধুব বচনে সীতাব চিত্তে আশাব সঞ্চাব কবিলে সীতা কহিতেছেন—'হে বীব, জলাভাবে প্রতপ্ত বসুন্ধবা জলবর্ষণে আর্দ্র হইলে যেৰূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয, তোমাব সুমধুব বচনে আমিও সেইৰূপ পবিতৃপ্তি লাভ কবিলাম। তুমি আমাব কথিত ও প্রদত্ত অভিজ্ঞানে বামেব চিত্তে উৎসাহ সঞ্চাব কবিবে। তাঁহাকে আবও স্মবণ কবাইবে যে, আমাব তিলক মুছিযা গেলে পব গণ্ডপার্শ্বে তিনি তিলক বচনা কবিযাছিলেন। তাঁহাব সহিত পুনর্মিলনেব আশাতেই আমি প্রাণ ধাবণ কবিযা বহিলাম।'

সীতাদেবীকে প্রণাম কবিযা হনুমান্ উল্লম্ফনে উৎসাহযুক্ত হইযা স্বীয কলেবব বর্দ্ধিত কবিতে থাকিলে ব্যথিতা ও অশ্রুপূর্ণবদনা সীতা বাষ্পকৃদ্ধকণ্ঠে কহিতেছেন—

শিবশ্চ তেহধ্বাস্তু হবিপ্রবীব। ৫।৪০।২৪

—কপিশ্রেষ্ঠ, তোমাব গমনপথ কল্যাণময হউক।

অতঃপব হনুমানেব বীবত্ব-প্রদর্শন ও লঙ্কাদহন। হনুমানেব লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ কবা

হইযাছে শুনিতে পাইযা শোকসন্তপ্তা জানকী হনুমানেব কল্যাণকামনায অগ্নিদেবেব উপাসনা কবিযা প্রার্থনা কবিতেছেন—

যদ্যস্তি পতিশুশ্রূষা যদ্যস্তি চবিতং তপঃ।
যদি বা ত্বেকপত্নীত্বং শীতো ভব হনূমতঃ ॥ ৫।৫৩।২৭

—হে অগ্নিদেব, যদি আমাব পতিশুশ্রূষা ও তপশ্চর্যাবি কোন পুণ্য থাকে, আমি যদি পতিব্রতা হইযা থাকি, তবে তুমি হনুমানেব দেহে শীতল হও।

অগ্নিদেব সীতাব প্রার্থনা পূর্ণ কবিযাছেন। হনুমান্ অক্লেশে বিক্রম প্রদর্শন কবিযা পুনবায অশোকবনে যাইযা সীতাকে প্রণাম কবিলে পব সীতা তাঁহাকে একদিন বিশ্রাম কবিবাব কথা বলেন। হনুমান্ সীতাকে আশ্বাস দিযা মহেন্দ্রপর্বতে যাত্রা কবিলেন।

বাবণেব একটি কথা হইতে জানা যায যে, বামেব প্রতীক্ষায সীতাই বাবণেব নিকট এক বৎসব সময চাহিযাছিলেন।

সা তু সংবৎসবং কালং মামযাচত ভামিনী।
প্রতীক্ষমাণা ভর্ত্তাবং বামমাযতলোচনা।
তন্মযা চাকনেত্রাযাঃ প্রতিজ্ঞাতং বচঃ শুভম্ ॥ ৬।১২।১৮, ১৯

—(বাবণ তাঁহাব সভাসদ্গণকে বলিতেছেন—) বিশালনযনা সুন্দবী সীতা তাঁহাব স্বামী বামেব প্রতীক্ষাব নিমিত্ত আমাব নিকট একবৎসব সময প্রার্থনা কবিযাছেন। আমি তাঁহাব এইকথায সম্মত হইযাছি।

বাবণ সম্ভবতঃ সভাসদ্গণেব নিকট নিজেব উদাবতা দেখাইবাব উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিযাছেন। যে সীতা সকল সমযেই লম্পট বাবণকে শুধু তিবস্কাব কবিতেছেন, সেই সীতাব পক্ষে কদাপি এই কথা বলা সম্ভবপব নহে যে, একবৎসব কাল পবে তিনি বাবণকে পতিৰূপে গ্রহণ কবিবেন। সীতাব তেজ দেখিযা বাবণই তাঁহাকে সময দিযাছেন।

অগণিত বানবসৈন্য সহ বাম লঙ্কায উপস্থিত হইযাছেন। ভীত বাবণ মনে কবিলেন, এইসমযে কোনৰূপ ছলচাতুবীব দ্বাবা সীতাকে বশীভূতা কবিতে পাবিলে ঘৃণায ও দুঃখে বাম হযতো যুদ্ধ না কবিযাই ফিবিযা যাইবেন। মাযাবী বাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বেব দ্বাবা বাবণ সীতাকে বামেব ছিন্ন মুণ্ড (মাযাবচিত) দেখাইযা তাঁহাব ভার্যাত্ব স্বীকাব কবিতে অনুবোধ কবেন।

সীতা সেই মুণ্ডকে যথার্থই বামেব মস্তক ভাবিযা বিলাপ কবিতে কবিতে—

জগাম জগতীং বালা ছিন্না তু কদলী যথা। ৬।৩২।৬

—ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষেব ন্যায ভূমিতলে লুটাইযা পডিলেন।

অমাত্যগণেব আহ্বানে বাবণ চলিযা গেলে সেই মুণ্ডটিও অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। বিভীষণপত্নী সবমা ছিলেন সীতাব সখী ও হিতৈষিণী।-তিনি সীতাব সমীপে উপস্থিত হইযা প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত কবিযাছেন এবং বাবণ যে সসৈন্য বামেব আগমনে ভীত হইযা এই কাণ্ড কবিযাছেন, তাহাও প্রকাশ কবিযা নানাভাবে সীতাকে আশ্বাস দিযাছেন।[১৪]

মহাযুদ্ধ আবম্ভ হইযাছে। বাত্রিযুদ্ধে মাযাবী ইন্দ্রজিৎ নাগবাণে বাম-লক্ষ্মণকে বন্ধন কবিযাছেন। নিস্পন্দীকৃত অচেতন বাম-লক্ষ্মণকে দেখিযা বানবগণ শোকে বিহ্বল হইযা পডেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁহাব পিতাকে বাম-লক্ষ্মণেব মৃত্যুসংবাদ শোনাইলে হর্ষোৎফুল্ল বাবণ সীতাবক্ষিণী বাক্ষসীগণকে আহ্বান কবিযা কহিলেন যে তাহাবা যেন জানকীকে পুষ্পক-বিমানে আবোহণ কবাইযা বণভূমিতে লইযা যায এবং গতপ্রাণ বাম-লক্ষ্মণকে দেখায। বাক্ষসীগণ প্রভুব আজ্ঞা পালন কবিযাছে। শবপীডিত সংজ্ঞাশূন্য বাম ও লক্ষ্মণকে দেখিযা সীতাও তাঁহাদিগকে মৃত বলিযাই ভাবিযাছেন। তিনি করুণস্ববে বিলাপ কবিতে লাগিলেন—

উচুর্লাক্ষণিকা যে মাং পুত্রিণ্যবিধবেতি চ।
তেহদ্য সর্বে হতে বামে জ্ঞানিনোহনৃতবাদিনঃ ॥ ইত্যাদি। ৬।৪৮।২-২১

—যে-সকল সামুদ্রিক লক্ষণজ্ঞ আমাকে পুত্রবতী ও অবিধবা বলিযাছিলেন, বামেব মৃত্যুতে সেই জ্ঞানিগণেব বাক্য মিথ্যা হইল! যাঁহাবা আমাকে বিবিধ যজ্ঞেব অনুষ্ঠাতা সম্রাটেব পত্নী বলিযাছিলেন, সেইসকল লক্ষণজ্ঞ জ্ঞানিগণ মিথ্যাবাদী হইলেন। আমাব দেহে কোনও অশুভ চিহ্ন দেখিতে পাই নাই, পবন্তু সকল চিহ্নই শুভসূচক, তথাপি কেন আমাব এহেন দুর্গতি ঘটিল? আমাব শ্বশ্রূমাতা বাম ও লক্ষ্মণেব সহিত আমাকে অযোধ্যায প্রত্যাবৃত্ত দেখিবাব নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইযা আছেন। তাঁহাব কিৰূপ শোচনীয দশা হইবে?

সীতাব সহিত বণক্ষেত্রে আগতা ত্রিজটা-নাম্নী বাক্ষসী সীতাকে সান্ত্বনা দিযা কহিলেন যে, বহুবিধ লক্ষণেব দ্বাবা বোঝা যাইতেছে—বাম ও লক্ষ্মণ জীবিত বহিযাছেন।

বাক্ষসীগণ পুনবায সীতাকে অশোকবনে লইযা গেল। লক্ষ্মণেব বাণে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইযাছেন। পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায বাবণ বৈদেহীকে হত্যা কবিবাব নিমিত্ত অসিহস্তে অশোকবনেব প্রতি ধাবিত হইযাছেন। অতিশয ক্রুদ্ধ ভীষণাকৃতি বাবণেব মনোভাব বুঝিতে পাবিযা মৈথিলী যে বিলাপ কবিযাছেন, তাহাতেও শোনা যায—কৌসল্যাব শোকেব তীব্রতাব চিন্তাযই মৈথিলী সমধিক ব্যথিতা। সুপার্শ্ব-নামক অমাত্যেব অনুবোধে বাবণ সেই ভীষণ পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইযাছিলেন।[৫]

বাবণেব ভবলীলাব অবসান ঘটিযাছে। বিভীষণ লঙ্কাবাজ্যে অভিষিক্ত হইযাছেন। বামেব নির্দেশে হনুমান্ অশোকবনে যাইযা বৈদেহীকে বাবণেব নিধন-সংবাদ ও বাম-লক্ষ্মণাদিব কুশলবার্তা জানাইযাছেন।

এবমুক্তা তু সা দেবী সীতা শশিনিভাননা।
প্রহর্ষেণাববৰুদ্ধা সা ব্যাহর্তুং ন শশাক হ॥ ৬।১১৩।১৪

—হনুমানেব এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে পবম আনন্দিতা চন্দ্রবদনা সীতাব কণ্ঠ ৰুদ্ধ হইযা গেল। তিনি কোন কথা বলিতে পাবিলেন না।

হনুমান্ যখন তাঁহাকে প্রশ্ন কবিলেন যে, তিনি কোন কথাই বলিতেছেন না কেন, তখন আনন্দাশ্রু বর্ষণ কবিতে কবিতে বাষ্পগদ্‌গদস্ববে জানকী কহিতেছেন—

প্রিযমেতদুপশ্রুত্য ভর্তুর্বিজযসংশ্রিতম্।
প্রহর্ষবশমাপন্না নির্বাক্যাস্মি ক্ষণান্তবম্॥ ইত্যাদি। ৬।১১৩।১৭-২০

—ভর্তাব বিজযসংবাদৰূপ প্রিযবচন শ্রবণ কবিযা আনন্দে ক্ষণকালেব নিমিত্ত আমাব কণ্ঠবোধ হইযাছিল। হে কপিসত্তম, এই প্রিযবার্তা প্রদানেব অনুৰূপ কি পুবস্কাব তোমাকে দিতে পাবি—তাহাই ভাবিতেছিলাম। হে সৌম্য, পৃথিবীতে এৰূপ কোন বস্তু নাই, যাহা তোমাকে দিযা চিত্তপ্রসাদ লাভ কবিতে পাবি। ত্রৈলোক্যবাজ্য প্রদান কবিলেও তোমাব সমুচিত পুবস্কাব হয না।

হনুমান্ জোডহাতে কহিলেন যে, জানকীব ন্যায পতিব্রতাব এইপ্রকাব স্নেহগর্ভ বচনকে তিনি দেববাজ্য হইতেও অধিক মনে কবেন।

জানকী স্নেহ ও প্রীতিতে অভিভূতা হইযা হনুমানেব প্রশস্তি কীর্তনপূর্বক অজস্র আশীর্বাদ কবিযাছেন। জানকীব অনুমতি পাইলে হনুমান্ জানকীব প্রতি নির্দয আচবণকাবিণী বাক্ষসীগণকে হত্যা কবিতে চাহেন—হনুমানেব এই প্রার্থনা শুনিযা জানকী বলিতেছেন—'এই বাক্ষসীগণ বাক্ষসবাজেব আদেশেই আমাব প্রতি দুর্ব্যবহাব কবিযাছে। ইহাদেব কোন দোষ নাই। আমি স্বকৃত কর্মেব ফল ভোগ কবিযাছি। সকলকেই দযা কবিতে

হয। এই জগতে একেবাবে নিবপবাধ কেহই নহে। অতএব এই দাসীগণকে ক্ষমা কব।'[৬]

সীতাব কথায মুগ্ধ হইযা হনুমান্ বলিযাছেন—

যুক্তা বামস্য ভবতী ধর্মপত্নী গুণান্বিতা।
প্রতিসংদিশ মাং দেবী গমিষ্যে যত্র বাঘবঃ ॥ ৬।১১৩।৪৮

—দেবি, আপনি বামেব যথার্থ ধর্মপত্নী। আপনাব ন্যায গুণবতীব পক্ষেই একপ বলা সম্ভবপব। বামকে আমাব কি বলিতে হইবে—আদেশ করুন এবং আমাকে বামেব নিকট গমনেব অনুমতি দিন।

সাব্রবীদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্তাবং ভক্তবৎসলম্। ৬।১১৩।৪৯

—সীতা কহিলেন—আমি ভক্তবৎসল পতিকে দর্শন কবিতে ইচ্ছা কবি।

হনুমান্ বামেব সমীপে যাইযা সীতাব সংবাদ দিলে পব বাম বৈদেহীকে আপন সমীপে উপস্থিত কবিযাছেন। বাম সর্বসমক্ষে কঠোব বচনে জানকীব চবিত্রে সন্দেহ প্রকাশ কবিযা তাঁহাকে পবিত্যাগ কবেন। জানকী পতিব বাক্যবাণে ব্যথিতা হইযা লজ্জায ও ক্রোধে অবনতমুখে দাঁড়াইযা কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পবে অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল মার্জনা কবিযা ধীবে ধীবে গদ্‌গদস্ববে তিনি স্বামীকে বলিতেছেন—

কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্।
রুক্ষং শ্রাবযসে বীব প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব ॥ ইত্যাদি। ৬।১১৬।৫-১৬

—হে বীব, নিম্নশ্রেণীব পুরুষ নিম্নশ্রেণীব নারীকে যেরূপ বলিযা থাকে, তুমি আমাকে সেইরূপ কঠোব অনুচিত ও শ্রুতিকটু বাক্য শোনাইতেছ কেন? আমি শপথ কবিযা বলিতেছি—আমাব চিত্ত তোমাতেই স্থিব বহিযাছে, আমাকে বিশ্বাস কব। বাবণ যে আমাব দেহ স্পর্শ কবিযাছিল, তাহাতে আমাব কোন অপবাধ হয নাই। দৈবই সেই ব্যাপাবে দোষী। আমি নিরুপায ছিলাম। অবলা আমি কি কবিতে পাবি? বাবণ আমাব চিত্তকে স্পর্শ কবিতে পাবে নাই। দীর্ঘকাল একত্র বাস কবিযাও আমাব সম্পর্কে তুমি এইপ্রকাব সন্দেহ পোষণ কবায আমাব মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণা হইতেছে। মহাবীব হনুমান্‌কে যখন তুমি দূতরূপে আমাব নিকট পাঠাইযাছিলে,তখন তাহাব মুখে আমাকে এই পবিত্যাগবার্তা জানাইলে আমি সেই মুহূর্তেই প্রাণ বিসর্জন কবিতাম। তাহাতে সুহৃদ্বর্গকে কষ্ট দিযা এবং সকলেব জীবনকে সংশযাপন্ন কবিযা তোমাকে এই যুদ্ধশ্রম ভোগ কবিতে হইত না। হে মহাবাহো, আমাব উৎপত্তিব পবিত্রতা, পিতৃবংশ এবং চবিত্রবলেব কিছুমাত্র বিচাব না কবিযা তুমি আমাকে এইসকল নিদারুণ কথা শোনাইলে?

পতিকে এইমাত্র বলিযা জানকী দীনভাবে চিন্তামগ্ন লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'সৌমিত্রে, পতিপবিত্যক্তা ও অপবাদগ্রস্তা আমি এই জীবন ধাবণ কবিতে চাহি না। তুমি সত্বব চিতা প্রস্তুত কব। অনলে প্রবেশ কবিযা আমি কর্মানুরূপ গতি লাভ কবিব।'

বামেব মৌন-সম্মতি লক্ষ্য কবিযা লক্ষ্মণ চিতা প্রস্তুত কবিলে পব সীতা অধোমুখে উপবিষ্ট পতিকে প্রদক্ষিণ কবিযা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নিব সমীপে গমন কবেন। জোড়হাতে তিনি অগ্নিদেবেব নিকট প্রার্থনা কবিতেছেন—

যথা মে হৃদযং নিত্যং নাপসর্পতি বাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥ ইত্যাদি। ৬।১১৬।২৫-২৮

—আমাব মন যদি কখনও বাঘব হইতে বিচলিত না হইযা থাকে, তবে লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমাকে সর্বতোভাবে বক্ষা করুন। আমাব চবিত্র যথার্থ বিশুদ্ধ সত্ত্বেও বাঘব যদি আমাকে সন্দেহ কবিযা থাকেন, তবে সকলেব পাপ-পুণোব সাক্ষী পাবক আমাকে সর্বতোভাবে বক্ষা

কৰুন। আমি কাযমনোবাক্যে কখনও যদি বঘুনন্দনকে অতিক্রম না কবিযা থাকি, তবে অগ্নিদেব আমাকে বক্ষা কৰুন। যদি সূর্য, বাযু, দিক্‌সমূহ, চন্দ্র, দিন, বাত্রি, প্রাতঃ ও সাযং—এই উভয সন্ধ্যাকাল, পৃথিবী ও অন্য দেবতাগণ আমাকে পতিব্রতা বলিযা জানেন, তবে অগ্নিদেব আমাকে সর্বপ্রকাবে বক্ষা কৰুন।

এইপ্রকাব প্রার্থনা কবিযা অগ্নিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক জানকী নিঃশঙ্কচিত্তে জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপাইযা পডেন। উপস্থিত সকলেই হাহাকাব কবিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ সেইস্থানে সমাগত হইযা সাধ্বী জানকীব প্রশংসা কবিতেছিলেন। লোকসাক্ষী অগ্নিদেব তৰুণাদিত্যসদৃশী তপ্তকাঞ্চনভূষণা বক্তবস্ত্রধাবিণী নীলকুঞ্চিতকেশী অম্লানমাল্যাভবণা অবিকৃতৰূপা জানকীকে ক্রোডে লইযা উত্থিত হইলেন। অগ্নিদেব বামকে বলিতেছেন—'হে বাঘব, আমি আদেশ কবিতেছি—এই বিশুদ্ধস্বভাবা পুণ্যশীলা পতিব্রতা জানকীকে তুমি গ্রহণ কব। ইনি নিবন্তব তোমাব ধ্যানেই মগ্না বহিযাছেন। বীর্যোন্মত্ত বাবণ ইঁহাব পাতিব্রত্য নষ্ট কবিতে পাবে নাই'।[১৮]

দেবগণেব আদেশে বাম সানন্দে মৈথিলীকে গ্রহণ কবিযাছেন। সীতাব এই অগ্নিপবীক্ষাব বর্ণনা বামাযণ-পাঠকেব ৰুচিকে পীডা দেয। সীতাব প্রতি বামেব উক্তিগুলিও অশোভন বলিযাই অনেকে মনে কবেন। এই প্রকবণটি সম্ভবতঃ মহাকবি কালিদাসেবও ভাল লাগে নাই। তিনি বঘুবংশে (১২।১০৪) শুধু একটি শ্লোকে এই ঘটনাব উল্লেখ কবিযাছেন, কোনৰূপ বিস্তৃত বর্ণনা কবেন নাই। বাক্ষসীদেব অভিসম্পাতেব ফলে বাম সীতাকে অশুভ-নযনে দর্শন কবিযাছিলেন—এইকথা বলিযা কৃত্তিবাস বামেব দোষক্ষালন কবিযাছেন। তুলসীদাসও অতি সংক্ষেপে এই বিববণ প্রকাশ কবিযাছেন।

বাম পুষ্পকাবোহণে অযোধ্যায যাত্রা কবিতেছেন। লজ্জানম্রবদনা মনস্বিনী বৈদেহী তাঁহাব কোলে বসিযা আছেন।[১৯]

সীতাব পতিভক্তিব তুলনা হয না। তাঁহাব সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাব পবিচযও বামাযণে প্রচুব পাওযা যায। কিন্তু সর্বসমক্ষে পতিকৃত এৰূপ অপমানেব পব তাঁহাব মনে কি কিছুমাত্র গ্লানিব উদয হয নাই? স্বচ্ছন্দে বামেব ক্রোডে তাঁহাব উপবেশন যেন আমাদিগকে বিস্মিত কবে।

বিমানখানি কিষ্কিন্ধাব সমীপে উপস্থিত হইলে সীতা প্রণয ও অনুনয সহকাবে বামকে বলিতেছেন—

সুগ্রীবপ্রিযভার্যাভিস্তাবাপ্রমুখতো নৃপ।
অন্যেষাং বানবেন্দ্রাণাং স্ত্রীভিঃ পবিবৃতা হ্যহম্।
গন্তুমিচ্ছে সহাযোধ্যাং বাজধানীং ত্বযা সহ॥ ৬।১২৩।২৫

—হে নৃপ, তাবা প্রমুখ সুগ্রীবেব প্রিয ভার্যাগণ এবং অন্যান্য বানবশ্রেষ্ঠেব ভার্যাগণে পবিবেষ্টিত হইযা আমি তোমাব সহিত বাজধানী অযোধ্যানগবীতে যাইতে ইচ্ছা কবি।

বাম জানকীব এই অনুবোধ বক্ষা কবিযাছেন। পথিমধ্যে পূর্বপবিচিত স্থানগুলি জানকীকে দেখাইতে দেখাইতে বাম নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সকলেব সহিত যথোচিত ব্যবহাবেব পব দশবথভার্যাগণ আপন হস্তে সীতাব সর্বাঙ্গ মনোহব বেশভূষায সাজাইযা দিলেন।[২০]

বাম ও সীতাকে অযোধ্যায বত্নময পীঠে উপবেশন কবাইযা বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ বামেব বাজ্যাভিষেক সম্পন্ন কবেন।[২১]

বাম প্রীতিবশতঃ জানকীকে চন্দ্রবশ্মিব ন্যায প্রভাবিশিষ্ট উত্তম মণিদ্বাবা খচিত উৎকৃষ্ট

একগাছি মুক্তাহাব, কখনও মলিন হইবে না—এইরূপ দুইখানি দিব্য বস্ত্র এবং অনেক উত্তম আভবণ প্রদান কবেন।

জানকী পবনসুতকৃত উপকাবসমূহ স্মবণ কবিয়া আপন কণ্ঠ হইতে পতিদত্ত হাবগাছি উন্মোচনপূর্বক পুনঃপুনঃ পতি ও বানবগণেব মুখেব দিকে দৃষ্টিপাত কবিতেছেন। ইঙ্গিতজ্ঞ বাম পত্নীকে কহিলেন—'প্রিয়ে, যাহাব উপব তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এই হাব প্রদান কব।' স্বামীব আদেশ লাভ কবিয়া জানকী হনুমান্‌কে হাবগাছি প্রদান কবিয়াছেন।'

পবম আনন্দে কিছুকাল অযোধ্যায় অবস্থান কবিয়া সুগ্রীবাদি বানবগণ ও বিভীষণ আপন আপন দেশে চলিয়া গিয়াছেন। পুষ্পকবিমানকে বিদায় দিয়া বাম অশোকবনে (অন্তঃপুবস্থ প্রমোদোদ্যান) প্রবেশ কবিয়াছেন। সেই মনোহব উদ্যানে সীতা সহ বাম নানাপ্রকাব আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত কবেন। প্রত্যহ অপবাহ্ণে বিবিধ ভোগবিলাসে এই বাজদম্পতী অশোকবনে অবস্থান কবিয়া পবম আনন্দ উপভোগ কবিয়া থাকেন। পূর্বাহ্ণে দেবার্চনায় বত থাকিয়া জানকী সমানভাবে শাশুডীদেব সেবা কবিতেছেন। এইভাবে ভোগবিলাসেব সহিত কালযাপন কবিতে কবিতে শীতকাল অতীত হইয়া গেল।

সীতাব গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে দেখিয়া বাম অতুল আনন্দ লাভ কবিলেন। 'সাধু, সাধু' বলিয়া তিনি পত্নীকে অভিনন্দিত কবিলেন। সম্ভবতঃ কার্ত্তিক কিংবা অগ্রহায়ণ মাসে সীতা গর্ভবতী হইয়াছেন। এখন বসন্তকাল সমাগত।

বাম সীতাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, তিনি গর্ভবতী পত্নীব মনোবাসনা পূর্ণ কবিতে অভিলাষী। সীতা যেন অকপটে আপন বাসনা প্রকাশ কবেন। সীতা স্মিতমুখে কহিতেছেন—

তপোবনানি পুণ্যানি দ্রষ্টুমিচ্ছামি বাঘব।
গঙ্গাতীবোপবিষ্টাণামৃষীণামুগ্রতেজসাম্ ॥ ইত্যাদি। ৭।৪২।৩৩,৩৪

—হে বঘুনন্দন, গঙ্গাতীবস্থিত উগ্রতেজা ঋষিগণেব পুণ্য তপোবন দর্শন কবিবাব নিমিত্ত আমাব বাসনা হইতেছে। দেব, ফলমূলভোজী পুণ্যাত্মা ঋষিগণেব পাদমূলে অবস্থান কবিতেও আমাব ইচ্ছা হয়। তাঁহাদেব তপোবনে অন্ততঃ একবাত্রিও বাস কবি—এই আমাব বাসনা।

বাম সস্নেহে কহিলেন যে, পবদিনই তিনি প্রিযতমাব এই বাসনা পূর্ণ কবিবেন।

সেইদিনই সুহৃদ্বর্গেব সহিত বিশ্রম্ভালাপেব সময় বাম তাঁহাব পত্নীঘটিত অপবাদের কথা শুনিতে পাইলেন। এই অপবাদ ক্ষালনেব নিমিত্ত পত্নীকে শুদ্ধচবিতা জানিয়াও বিসর্জন কবিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি লক্ষ্মণকে আদেশ কবিলেন—'সৌমিত্রে, তুমি আগামী কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত বথে সীতাকে আবোহণ কবাইয়া বাজ্যেব সীমাব বাহিবে যাইয়া নির্বাসিন দিবে। গঙ্গাব অপব পাবে তমসা-নদীব তীবে মহাত্মা বাল্মীকিব স্বর্গতুল্য আশ্রম অবস্থিত। সেই বিজন প্রদেশে বৈদেহীকে পবিত্যাগ কবিয়া সত্বব প্রত্যাবর্তন কবিবে। এই বিষযে আমাকে কোনরূপ অন্য কথা বলিবে না'।'

পবদিন প্রাতঃকালে দীনচিত্ত লক্ষ্মণ বথ সুসজ্জিত কবাইয়া সীতাব ভবনে প্রবেশ কবিয়া কহিলেন—'দেবি, আপনি মহাবাজেব নিকট আশ্রম-দর্শনেব বাসনা ব্যক্ত কবিয়াছিলেন। বথ সজ্জিত বহিয়াছে। আমি নৃপতিব আজ্ঞায় আপনাকে গঙ্গাতীবে লইয়া যাইব।'

এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে গমনঞ্চাপ্যবোচযৎ ॥ ইত্যাদি। ৭।৪৬।৯ ১১

—লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া বৈদেহী অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। মুনিপত্নীগণকে দান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বহুমূল্য বসনভূষণ সঙ্গে লইয়াছেন।

সীতাদেবী রথে আরোহণ করিয়া চলিতে চলিতে লক্ষ্মণকে কহিতেছেন যে, নানাবিধ দুর্লক্ষণ তিনি অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত ও শরীর কম্পিত হইতেছে। তিনি যেন কি এক অশুভ চিন্তায় পৃথিবীকে শূন্য বোধ করিতেছেন। তিনি লক্ষ্মণকে পতি ও শাশুড়ীগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণ মনের ভাব গোপন করিয়া সীতাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। সীতা দেবতার নিকট সকলের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

গোমতী-তীরের একটি আশ্রমে সেই রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে রথে আরোহণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে তাঁহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সীতা ভাবিলেন যে, দুইদিন রামকে না দেখার নিমিত্তই সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ নৌকাযোগে সীতা সহ গঙ্গার পরপারে অবতরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জানকীকে রামের লোকাপবাদ ও তৎকর্তৃক জানকীর বিসর্জনের কথা শোনাইয়া বলিতেছেন—

পতিব্রতত্বমাস্থায় রামং কৃত্বা সদা হৃদি।
শ্রেয়স্তে পরমং দেবি তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি ॥ ৭।৪৭।১৮

—দেবি, আপনি পাতিব্রত্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে সর্বদা রামের ধ্যান করুন। তাহাতে আপনার পরম কল্যাণ হইবে।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়াই বৈদেহী অজ্ঞান লইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'সৌমিত্রে, বিধাতা দুঃখ ভোগের নিমিত্তই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। না-জানি কি পাপ করিয়াছিলাম, অথবা কাহারও পত্নীবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, সেইজন্যই পতিব্রতা জানিয়াও নৃপতি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ, পূর্বে স্বামীর পদচ্ছায়ায় আমি স্বেচ্ছায় বনবাসে অভিলাষিণী হইয়াছিলাম। এখন আমি তাঁহার বিরহে কিরূপে নির্জনে বাস করিব? মুনিগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি উত্তর দিব? আমার গর্ভে নৃপতির সন্তান রহিয়াছে। এইজন্য তাঁহার বংশলোপের ভয়ে আত্মহত্যাও করিতে পারিব না। দুঃখিনী আমাকে ত্যাগ করিয়া তুমি রাজার আদেশ পালন কর। লক্ষ্মণ, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া শ্বশ্রূদিগকে আমার প্রণাম জানাইবে ও নৃপতির চরণযুগলে প্রণত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। অন্তঃপুরের সকল পূজনীয়াগণকে আমার প্রণাম নিবেদন করিবে। মহারাজকে বলিবে যে, আমার চরিত্রের বিশুদ্ধি জানিয়াও লোকাপবাদের ভয়েই তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার অপবাদ ঘটে, এরূপ কর্ম আমারও অকর্তব্য। পরন্তু তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। আমি নিজের জন্য অনুশোচনা করি না, তাঁহার দুঃখের কথা ভাবিয়াই আমি চিন্তিত হইতেছি। প্রজাবর্গের প্রতি ধর্মানুকূল আচরণ করিয়া তিনি উত্তম কীর্তি লাভ করুন—ইহাই আমার কাম্য। আমার গর্ভলক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তুমি ইহা দেখিয়া যাও।' (ভবিষ্যতে সমধিক অপবাদের আশঙ্কায় সম্ভবতঃ সীতা লক্ষ্মণকে সাক্ষী রাখিতেছেন।)

লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলেন। সীতাও কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণকে পুনঃপুনঃ দেখিতেছিলেন।

সীতার এই বিসর্জনের ব্যাপারে একটি কথা বলিবার আছে। আশ্রম-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়

অতিশয় হর্ষান্বিতা সীতা যাত্রাকালে রামের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। ইহা কি তাঁহার কর্তব্যের ত্রুটি নহে ? সীতা রামের সহিত দেখা করিলে সম্ভবতঃ রাম তাঁহার মনোদুঃখ গোপন রাখিতে পারিতেন না। রামের তাৎকালিক চেহারা দেখিলে নিশ্চয়ই সীতা বুঝিতে পারিতেন যে, রাম বিশেষ দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া আছেন। তখন কি যে হইত—বলা কঠিন। সেইসময়ে রামের সহিত সীতার দেখা না-করাও কি নিয়তির চক্রান্ত ?

সীতা বাল্মীকির আশ্রম সমীপে বসিয়া কাঁদিতে থাকিলে মুনিকুমারগণ বাল্মীকিকে এই সংবাদ দেন। মুনিকুমারগণ সীতাকে চিনিতে পারেন নাই। মহর্ষি বাল্মীকি তপোবলে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অর্ঘ্যহস্তে জানকীর সমীপে উপস্থিত হইয়া মধুরস্বরে কহিতেছেন—

স্নুষা দশরথস্য ত্বং রামস্য মহিষী প্রিয়া।
জনকস্য সুতা রাজ্ঞঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে ॥

ইত্যাদি। ৭।৪৯।১১-১৬

—পতিব্রতে, তুমি দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয়তমা মহিষী ও জনকরাজার কন্যা। তোমাকে স্বাগত জানাইতেছি। আমি যোগবলে তোমার সকল বৃত্তান্তই অবগত হইয়াছি। সীতে, আমি দিব্যজ্ঞানে তোমাকে পরম পূতচরিতা বলিয়া জানি। বৈদেহি, তুমি অশ্বস্তা হও, এক্ষণে আমার আশ্রমে বাস করিবে। বৎসে, আমার আশ্রমের সন্নিকটে তাপসীগণ তপস্যা করিতেছেন। তাঁহারা তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় পালন করিবেন। বৎসে, এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর এবং নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হও। নিজের গৃহে আসিয়াছ মনে করিয়া বিষাদ পরিত্যাগ কর।

সীতা ভক্তিভরে মহর্ষির চরণযুগলে প্রণাম করিয়া মহর্ষির সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। মহর্ষি সীতাকে তাপসীগণের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। সীতা তাপসীগণ ও মহর্ষির স্নেহযত্নে কাল অতিবাহিত করিতেছেন।

শ্রাবণ মাসের এক মধ্যরাত্রিতে সীতা বাল্মীকিপ্রদত্ত পর্ণকুটীরে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। তখনই মুনিকুমারদের মুখে এই শুভ সংবাদ জানিয়া মহর্ষি প্রসূতির কুটীরে পদার্পণ করিলেন। প্রসন্নচিত্তে কুমারযুগলকে দর্শন করিয়া মহর্ষি তাহাদের কল্যাণের নিমিত্ত রাক্ষস ও বালগ্রহ-বিনাশিনী রক্ষার বিধান করেন।

কতকগুলি সাগ্রকুশ লইয়া সেইগুলির মধ্যভাগের ছেদন করিলে অগ্রভাগকে 'কুশমুষ্টি' ও অধোভাগকে 'লব' বলা হয়। মহর্ষি বাল্মীকি কুশমুষ্টি ও লব লইয়া বালকদ্বয়ের ভূতনাশিনী রক্ষার নিমিত্ত বালকযুগলকে তাহা প্রদান করিয়াছেন। যে বালকটি জ্যেষ্ঠ, তাহাকে কুশদ্বারা এবং কনিষ্ঠ বালকটিকে লবদ্বারা মার্জন করা হইল। এইহেতু তাহাদের নাম হইল—কুশ ও লব। মহর্ষিই বালকদ্বয়ের নামকরণ করিয়াছেন।[২৪]

কুশ ও লব মহর্ষির শিক্ষাদীক্ষায় কৃতবিদ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের বার বৎসর বয়স হইয়াছে। মহর্ষিই তাঁহাদের ক্ষত্রোচিত সংস্কারও সম্পন্ন করিয়াছেন। সীতা মহর্ষির আশ্রমেই অবস্থান করিতেছেন।

সীতা-বিসর্জনের বার বৎসর পরে রাম স্বর্ণময়ী সীতামূর্তিকে পার্শ্বে স্থাপন করিয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার শিষ্যযুগল কুশ-লব সহ রামের যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি 'রামায়ণ' রচনা করিয়া তালমান সহ রামায়ণগীতি কুশ-লবকে শিখাইয়াছেন। গুরুর আদেশে শিষ্যদ্বয় রামের যজ্ঞমণ্ডপে মধুরস্বরে রামায়ণ-গান করিতে লাগিলেন। সেই গানের ভিতরেই রাম জানিতে পারিলেন যে, কুশ ও লব তাঁহারাই আত্মজ।

সীতার নির্বাসনের পর যে রাম দ্বাদশ বৎসর কাল অসীম ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন,

পুত্রযুগলকে দেখাব পব সেই বামেব ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সীতাকে পাইবাব নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সম্ভবতঃ পুত্রজন্মেব সংবাদ তিনি পূর্বে পান নাই। অথবা পাইয়া থাকিলেও সেই বিষযে উদাসীন ছিলেন। বাম মহর্ষির নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, পবদিন প্রাতঃকালে যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া মৈথিলী যদি শপথেব দ্বাবা তাঁহাকে কলঙ্কমুক্ত কবেন, তবে তিনি কৃতার্থ হইবেন। মহর্ষি বামেব মনোভাব বুঝিতে পাবিযা এই বিষযে সম্মত হইয়াছেন।[২৫]

পবদিন প্রাতঃকালে মহর্ষি বাল্মীকি কৌতূহলী জনতাব সাক্ষাতে সীতাকে লইযা উপস্থিত হইলেন। মনে মনে পতিব ধ্যান কবিতে. কবিতে কৃতাঞ্জলি অশ্রুপূর্ণবদনা জানকী মহর্ষিকে অনুসবণ কবিযা সভামধ্যে উপস্থিত হইযাছেন।

তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমাযান্তীং ব্রাহ্মণস্যানুগামিনীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥

ইত্যাদি। ৭।৯৬।১২-১৪

—তৎকালে ব্রাহ্মণেব অনুগামিনী শ্রুতিব ন্যায সীতাকে বাল্মীকিব পশ্চাতে আসিতে দেখিযা সভামধ্যে মহান্ সাধুবাদ উত্থিত হইল। দুঃখে ও শোকে ক্ষুব্ধান্তঃকবণ দর্শকমণ্ডলীব মধ্যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। কেহ বামেব, কেহ সীতাব, কেহ বা উভযেব প্রশস্তি গাহিতে লাগিলেন—

তখন মহর্ষি বাল্মীকি বামকে সম্বোধন কবিযা বলিতেছেন—

ইযং দাশবথে সীতা সুব্রতা ধর্মচাবিণী।
অপবাদাৎ পবিত্যাক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ ॥

ইত্যাদি। ৭।৯৬।১৬-২৪

—দশবথনন্দন, সীতা পতিব্রতা ও ধর্মচাবিণী হইলেও তুমি লোকাবাদেব ভযে ইঁহাকে আমাব আশ্রম সমীপে পবিত্যাগ কবিযাছিলে। হে মহামতে, তুমি ইঁহাকে অনুমতি দাও, ইনি তোমাব অপবাদ দূব কবিবেন। জানকীব গর্ভজাত এই কুমাবযুগল তোমাবই পুত্র—ইহা আমি সত্য কবিযা বলিতেছি। আমি প্রচেতাব (বরুণেব) দশম পুত্র, জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। জানকী যদি দুশ্চবিত্রা হন, তবে আমি যেন আমাব তপস্যাব ফলভাগী না হই। জানকী যদি পতিব্রতা হন, তবে আমি অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্মেব ফল লাভ কবিব। আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয ও মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয দ্বাবা উত্তমরূপে বিচাবপূর্বক জানকীব চবিত্রকে বিশুদ্ধ জানিযাই ইঁহাকে পালন কবিযাছি। আমি দিব্য দৃষ্টিব প্রভাবে জানকীকে বিশুদ্ধচবিতা বলিযা জানি। অন্যথা ইনি আমাব পবিত্র আশ্রমে স্থান পাইতেন না। লোকাপবাদে উদ্বিগ্ন হইযাই তুমি এই পতিপ্রাণাকে পবিত্যাগ কবিযাছ।

কৃতাঞ্জলি রাম সবিনযে মহর্ষিব কথাগুলি স্বীকাব কবিযা কহিলেন, 'হে ব্রহ্মর্ষে, যদিও আমি প্রিযতমাকে পতিব্রতা বলিযাই জানি, তথাপি এই জনতাব সম্মুখে ইঁহাব বিশুদ্ধি সপ্রমাণ হইলে আমি সমধিক আনন্দ লাভ কবিব।'

অনন্তব গৈবিকবস্ত্রধাবিণী সীতা অধোমুখে ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিযা জোডহাতে বলিতে লাগিলেন—

যথাহং বাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তযে।
তথা মে মাধবী দেবী বিববং দাতুমর্হতি ॥

ইত্যাদি। ৭।৯৭।১৪-১৬

—আমি বাঘব ব্যতীত অপব কাহাকেও কখন স্পর্শ কবা দূবে থাকুক, মনেও ভাবি নাই। যদি ইহা সত্য হয, তবে পৃথিবী-দেবী আমাকে স্বীয গর্ভে স্থান দান করুন। যদি আমি কাযমনোবাক্যে সতত শুধু বামেবই অর্চনা কবিযা থাকি, তবে ভগবতী বসুন্ধবা আমাকে স্বীয গর্ভে স্থান দিন্। আমি বাম ভিন্ন অপব কাহাকেও জানি না—ইহা যদি সত্য হয, তবে মাধবী-দেবী আমাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।

বৈদেহী এইবূপ শপথ কবিতে থাকিলে এক অদ্ভুত ব্যাপাব সংঘটিত হইল। ভূতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন সহ ধবণী-দেবী আবির্ভূত হইযা জানকীকে আলিঙ্গনপূর্বক সেই সিংহাসনে বসাইলেন। স্বর্গ হইতে অবিবলধাবায পুষ্প বর্ষিত হইতেছিল। দেবগণেব সাধুবাদে আকাশ মুখবিত। যজ্ঞমণ্ডপস্থ মহর্ষিগণ, নৃপতিগণ ও অপব জনসমূহ বিস্মযে হতবাক্। ধবণী-দেবী তাঁহাব পূতচবিতা সাধ্বী দুহিতাকে আপন গর্ভে স্থান দিযা তাঁহাব সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাইলেন।

সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্তমিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতং জগৎ॥ ৭।৯৭।২৬

—সীতাব সেই পাতালপ্রবেশ দেখিযা সেইস্থানে সমাগত সকলই হর্ষ ও শোকে মগ্ন হইলেন। মুহূর্তকালেব জন্য সমগ্র জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইযা পডিল।

সীতাব অন্তর্ধানেব প্রকবণটি শোকাবহ হইলেও ইহাতে সাধ্বীব যে তেজস্বিতা প্রকাশ পাইযাছে, তাহা অতুলনীয। লোকনিন্দাব ভযে ও তৎকালীন আদর্শ অনুসাবে প্রজাবঞ্জক বাজাব কর্তব্যেব খাতিবে বাম আপন হৃৎপিণ্ড উৎপাটনেব ন্যায অতি দুঃখে পত্নীকে বিসর্জন কবিযাছিলেন। পতিব্রতা পত্নীও স্বামীব কলঙ্ক-মোচনেব নিমিত্ত নির্বিচাবে সেই দণ্ডকে শিবোধার্য কবিযাছেন। তিনি স্বামীব এই নির্মম আচবণেব বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নাই। বাব বৎসব পবে স্বামীব অভিপ্রায অনুসাবে সর্বসমক্ষে তিনি পুনবায শপথ কবিলেন, কিন্তু এবাব আব সহ্য কবিতে পাবিলেন না। একান্ত পতিপ্রাণা হইলেও এই মর্ত্যলোকে থাকিযা পতিব সহিত পুনর্মিলনেব বাসনা আব তাঁহাব নাই। যে বাজ্যেব প্রজাবর্গ তাঁহাব চবিত্রে কলঙ্ক লেপন কবে, সেই বাজ্যেব বাজমহিষীবূপে প্রজাবর্গেব সুখদুঃখেব অংশ গ্রহণ কবিতে সম্ভবতঃ তিনি ঘৃণা বোধ কবিযাছেন। স্বামীকে তিনি অপবাদ হইতে মুক্ত কবিলেন, তাঁহাবই দুইটি পুত্রকে বাব বৎসব পালন কবিযা তিনি বাখিযা যাইতেছেন। পবম দুঃখে থাকিযাও তিনি আপন কর্তব্য পালন কবিযাছেন, আব এই প্রজাবঞ্জক স্বামীব কাছে থাকিবার প্রযোজন আছে বলিযা সম্ভবতঃ তিনি মনে কবেন নাই। হযতো এইসকল চিন্তা কবিযাই অভিমানিনী জানকী চিববিদায গ্রহণ কবিযা আপনাব বিশুদ্ধি সপ্রমাণ কবিযাছেন।

সীতাব চবিত্রে কোমলতা, পতিপ্রাণতা, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতাব বিস্মযকব সমন্বয দেখিতে পাওযা যায। দুই একটি স্থলে কঠোব দুঃখ ও উদ্বেগে তাঁহাব মুখে দুই একটি অশোভন উক্তি শোনা গেলেও সেইগুলিব দ্বাবা তাঁহাকে বিচাব কবা উচিত হইবে না। ধবিযা লইতে হইবে যে, তখন উন্মাদিনীব ন্যায তিনি অস্বতন্ত্রা ছিলেন।

পতিব সহিত বনগমনেব ব্যাপাবে জানকীব কথাবার্তায চবিত্রেব যে দৃঢতা প্রকাশ পাইযাছে, তাহা লক্ষ্য কবিবাব মত। সেইসময স্বামীব নির্দেশে মুহূর্তমধ্যে তিনি নিজেব সকল ধনবত্ন দান কবিযা স্বামীব পার্শ্বে আসিযা দাঁডাইযাছেন।

অবণ্যবাসেব সময স্বামীব সহিত তৃণশয্যায শযন কবিযা এবং অবণ্য, পর্বত, নদী ও নির্ঝবাদিব প্রাকৃতিক শোভা দর্শন কবিযা মধুবভাষিণী জানকী অযোধ্যাব সুখকে তুচ্ছ বলিযা মনে কবিযাছেন। বনলক্ষ্মীব ন্যায সাজসজ্জা কবিযা এই স্বামিসঙ্গিনী বামেব চিত্তে হর্ষ

উৎপাদন কবিতেন। কখনও তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখা যায় নাই। কাহাবও নিকট স্বামীব গুণকীর্তন কবিবাব সময তিনি পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন।

পবিব্রাজকরূপী বাবণেব কু-প্রস্তাব শুনিযাই জানকী ক্রোধে জ্বলিযা উঠিযাছেন। তাঁহাব বসনা হইতে যে-সকল তেজোময়ী ভাষা বিচ্ছুবিত হইয়াছে, বাবণ তাঁহাব জীবনে কোন বীবপুরুষেব মুখেও একপ অপমানকব ভর্ৎসনাবাক্য শোনেন নাই।

বাবণেব মনোহব অশোকবন সতী জানকীব শোকাশ্রু দ্বাবা ক্লিন্ন হইতেছে—এই দৃশ্যেব সঙ্গে সঙ্গে আমবা ইহাও দেখিতে পাই যে, অনশনক্লিষ্টা একবেণীধবা শুক্লপক্ষেব প্রতিপচ্চন্দ্রসদৃশী জানকীব তোজোদীপ্ত বচনে মহাপবাক্রান্ত বাক্ষসবাজেব সমস্ত প্রচণ্ডতা ও লাম্পট্য পুনঃপনঃ প্রতিহত হইতেছে। পতিব ধ্যানে নিমগ্না সতী বিরূপা বাক্ষসীগণেব ভযপ্রদর্শনেও ভীতা নহেন। বিদ্যুতেব ন্যায তেজস্বিতা যেন তাঁহাব দেহে ও চিত্তে পবিব্যাপ্ত বহিযাছে।

অসীম দুঃখ সহ্য কবিতে না পাবিযা কাঁদিতে কাঁদিতে বৈদেহী কখনও ভূতলে লুটাইযা পড়েন, কখনও বা আশায বুক বাঁধিযা স্বস্থ হইতে প্রযাস পান। হনুমানেব সহিত কথোপকথনেও জানকীব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিব পবিচয পাওযা যায।

অগ্নি-পবীক্ষাব পূর্বে তাঁহাব স্বামীব অশোভন কথাগুলি যে প্রাকৃতজনোচিত, স্পষ্ট ভাষায সর্বসমক্ষে তাহা বলিতেও সাধ্বী জানকীব কণ্ঠ কম্পিত হয নাই। জ্বলন্ত চিতা প্রস্তুত কবাইযা তাহাতে ঝাঁপ দিতেও তিনি ভীতা নহেন।

লক্ষ্মণেব মুখে স্বামিকর্তৃক নির্বাসনেব দুঃসহ সংবাদ শুনিযাও পতিব্রতা জানকী পতিব উপব কোন দোষাবোপ কবেন নাই, আপন অদৃষ্টেব কথাই বলিযাছেন। কিন্তু যজ্ঞমণ্ডপে পুনবায তাঁহাব বিশুদ্ধি পবীক্ষাব সময আব তিনি স্বামীব নিকটও আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পাবিলেন না। সর্বংসহা ধবণীতনযা ধবণীব গর্ভে প্রবেশ কবিযা পতিব হৃদযে তথা চিবকালেব জনহৃদযে আপনাব অম্লান সিংহাসন স্থাপন কবিযাছেন।

---

১ ২।৫০।৪৯ , ২।৫১।৯
২ ১।৫৫।১৯-২১
৩ ২।৫৫।২৪,২৫
৪ ২।৬০।৭-২০
৫ ২।১১৭ তম ও ১১৮ তম সর্গ
৬ ৩।৫২।২৯, ৩২, ৩৩
৭ ৩।৫৬শ সর্গের পব প্রক্ষিপ্ত সর্গ
৮ ৫।২২।১২-২১
৯ ৫।২৭শ সর্গ
১০ ৫।২৮।১৯
১১ ৫।৩৭শ সর্গ
১২ ৫।৩৮শ সর্গ
১৩ ৫।৩৯।৮
১৪ ৬।৩০শ সর্গ
১৫ ৬।৯২।৬০
১৬ ৬।১১৩।৩৯-৪৬
১৭ ৬।১১৮।১-১০
১৮ ৬।১২২।১২
১৯ ৬।১২৮।১৮
২০ ৬।১২৮।৫৯
২১ ৬।১২৮।৮১

২২ ৭।৪৫শ সর্গ
২৩ ৭।৪৮শ সর্গ
২৪ ৭।৬৬ তম সর্গ
২৫ ৭।৯৫ তম সর্গ

লঙ্কায় সীতাদেবীর বন্দিনী-দশার কালনির্ণয়

রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং লঙ্কার অশোকবনে বন্দিনী সীতার অবস্থানের সময় সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

মহামুনি বিশ্বামিত্র রাক্ষসবধের নিমিত্ত মহারাজ দশরথের নিকট হইতে রাম-লক্ষ্মণকে যখন লইয়া যান, তখন দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছেন—

ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ ॥ ১।২০।২

—আমার কমললোচন রামের বয়স মাত্র পনরো বৎসর। রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিবার মত যোগ্যতা তাহার আছে বলিয়া মনে হয় না।

মারীচের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তখনও রামের বয়স বার বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

ঊনদ্বাদশবর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ। ৩।৩৮।৬

'ঊনদ্বাদশবর্ষ' পাঠটিই সমীচীন বোধ করি। পরে এই বিষয়ে বিচার করা যাইবে।

বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাম ও লক্ষ্মণের কিছুকাল কাটিয়াছে। রামের বয়স বার বৎসর পূর্ণ হইয়া তের চলিতেছে। এই সময়ই ছয় বৎসর-বয়স্কা সীতার সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হয়।

জনস্থানের পঞ্চবটীবনে কুটীরবাসিনী সীতা সন্ন্যাসিবেশধারী রাবণের নিকট আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া বলিতেছেন যে, বিবাহের পর তিনি—

উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্বকামসমৃদ্ধিনী ॥

ইত্যাদি। ৩।৪৭।৪-৬

—মানুষভোগ্য বস্তুসমুদয় ভোগ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া বার বৎসর কাল ইক্ষ্বাকুবংশীয়-গণের গৃহে বাস করিয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষে রাজা দশরথ মন্ত্রিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার আয়োজন করেন। কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনায় রামকে বনবাসী হইতে হইয়াছে।

সেইসময়ে রাম ও সীতার বয়সের কথাও সীতার মুখেই শোনা যাইতেছে—

মম ভর্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে ॥ ৩।৪৭।১০

—তখন আমার স্বামী মহাতেজস্বী রামের বয়স পঁচিশ বৎসর এবং আমার বয়স আঠার বৎসর।

সীতার এই উক্তি হইতেই জানা যাইতেছে—বিবাহকালে তাঁহার বয়স ছিল (১৮—১২=৬) ছয় বৎসর এবং রামের বয়স ছিল (২৫—১২=১৩) তের বৎসর। অতএব সীতার এই কথার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত পূর্বোদ্ধৃত 'ঊনদ্বাদশবর্ষ' শব্দটিই

সমীচীন বোধ হয়, 'ঊনষোড়শবর্ষ' পাঠটি চিন্তনীয়।

রামের অভিষেকের দিন স্থির হয়—চৈত্র মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভ লগ্নে। দশরথ পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে বলিতেছেন—

চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ।
যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্বমেবোপকল্প্যতাম্ ॥ ২।৩।৪

—অতি শোভাময় শুভ চৈত্রমাস উপস্থিত। এই সময় কাননসমূহ পুষ্পরাজিতে সমৃদ্ধ। এই মাসেই আপনারা রামের অভিষেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করুন।

দশরথ রামকেও বলিয়াছেন—

তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি। ২।৩।৪১

—যেহেতু তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র, সেইহেতু পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুভ লগ্নে যুবরাজপদ লাভ কর।

চান্দ্র চৈত্রমাসের পূর্ণিমা-তিথিতে চিত্রা-নক্ষত্রের যোগ হয়। চিত্রা হইতেছে—চতুর্দশ নক্ষত্র, আর পুষ্যা হইতেছে—অষ্টম নক্ষত্র। সাধারণতঃ চৈত্রের শুক্লা পঞ্চমী হইতে নবমীর মধ্যে বাসন্তীপূজার সময় পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হয়।

চৈত্রের শুক্লা নবমীতে রামের আবির্ভাব। অতএব পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার তিন দিন পূর্বেই পঞ্চমী কিংবা ষষ্ঠী তিথিতে তিনি অষ্টাদশবর্ষীয়া পত্নী সহ অরণ্যযাত্রা করিয়াছেন।

অরণ্যবাসের তেররবৎসর পূর্ণ হইবার কিছুকাল পূর্বে সম্ভবতঃ মাঘ মাসের শেষভাগ কিংবা ফাল্গুনের প্রথম ভাগে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন। এই অনুমানের হেতু রহিয়াছে।

অরণ্যবাসের ত্রয়োদশ বর্ষে হেমন্তকালে, সম্ভবতঃ অগ্রহায়ণ মাসে শস্যশালিনী পৃথিবী এবং তুষারমলিনা কৌমুদী রামসীতার পরম প্রীতি উৎপাদন করিতেছে। লক্ষ্মণ কহিতেছেন—

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে ॥ ৩।১৭।১৩

—সম্প্রতি সূর্য চন্দ্রের সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য অপহরণ করিয়াছেন। চন্দ্রমণ্ডল হিমযুক্ত ধূসরবর্ণ হওয়ায় নিঃশ্বাস দ্বারা মালিন্যপ্রাপ্ত দর্পণের ন্যায় যেন প্রকাশিত হইতেছে না।

এই ঋতুবর্ণনার ভিতরে যদিও শীতের প্রচণ্ডতা ও পৌষরজনীর বর্ণনা রহিয়াছে, তথাপি

নবাগ্রয়ণপূজাভিরভ্যর্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ ॥ ৩।১৬।৬

—এইমাসে মানবগণ নবশস্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিয়া নবশস্যনিমিত্তক যাগের দ্বারা পাপশূন্য হইয়া থাকেন।

এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে, তখন অগ্রহায়ণ মাস চলিতেছিল। যেহেতু পৌষমাসে নবান্নকৃত্য স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

এই অগ্রহায়ণ মাসেই দুঃস্বপ্নরূপিনী শূর্পণখা পঞ্চবটীতে আসিয়াছিল। রামকে পতিরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত এই বিধবা রাক্ষসী সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ তাহার নাক ও কান কাটিয়া ফেলেন। শূর্পণখার মাসতুতো ভাই খর ও দূষণ ভগিনীর এই দুর্গতি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই। চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসৈন্য লইয়া তাহারা রাম ও লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিয়াছিল। সকলেই রামের হাতে প্রাণ দিয়াছে।

জনস্থানেব চৌদ্দ হাজাব বাক্ষসসৈন্য ও খব-দূষণাদিব নিধনসংবাদ লঙ্কায বাবণেব কর্ণগোচব হইতে অধিক বিলম্ব হয নাই। তিনি অবিলম্বে সমুদ্রেব উত্তবতীবে তাডকাব পুত্র মাবীচেব আশ্রমে যাইযা তাঁহাব নিকট সীতাহবণেব অভিপ্রায ব্যক্ত কবেন। মাবীচ বামেব অলৌকিক শৌর্যবীর্যেব উল্লেখ কবিযা এইপ্রকাব কুলক্ষযকব অভিসন্ধি ত্যাগেব অনুবোধ কবিলে পব বাবণ লঙ্কায ফিবিযা যান। বিরূপিতা শূর্পণখাব আর্তনাদ, ভর্ৎসনা ও প্রলোভনবাক্যে অপমানিত ও উত্তেজিত শূবমানী রাবণ পুনবায মাবীচেব সমীপে উপস্থিত হইযা তাঁহাব দুষ্ট অভিসন্ধি পূবণেব নিমিত্ত মাবীচেব সাহায্য প্রার্থনা কবিযাছেন। এবাব অভিমানী বাবণ মাবীচেব কোন কথাই শুনিলেন না। অনন্যোপায মাবীচকে সোনাব হবিণ সাজিতে হইল। মাঘ মাসেব শেষ ভাগে অথবা ফাল্গুনেব প্রথম ভাগে এক অশুভ মুহূর্তে বামপত্নী জানকী অপহৃতা হইলেন।

বাবণ তাঁহাকে লঙ্কায লইযা যাইযা বাজপ্রসাদ হইতে দূবে অশোকবন-নামক একটি মনোহব উদ্যানে বাখিযা দিলেন। নানাবিধ অনুনয-বিনয ও ভয প্রদর্শনেও সীতা তাঁহাব বশ্যতা স্বীকাব না কবায ক্রুদ্ধ বাবণ সীতাকে কহিতেছেন—

শৃণু মৈথিলি মদ্‌বাক্যং মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি।
কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি।
ততস্ত্বাং প্রাতবাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশশঃ॥ ৩।৫৬।২৫

—হে চারুহাসিনি মিথিলাবাজনন্দিনি, তুমি আমাব বাক্য শ্রবণ কব। হে ভামিনি, তোমাকে বাব-মাস সময দিতেছি। তুমি যদি এই সমযেব মধ্যে আমাব অনুগতা না হও, তবে পাচকগণ আমাব প্রাতবাশেব নিমিত্ত তোমাকে টুক্‌বা টুক্‌বা কবিযা কাটিযা ফেলিবে।

বিকটাকৃতি বাক্ষসী চেডীগণ এই দেবপ্রতিমাব পাহাবায নিযুক্ত হইল।

এইদিকে সীতাব অন্বেষণে ভ্রমণশীল উন্মত্তপ্রায বাম ও লক্ষ্মণেব মুমূর্ষু জটাযুব সাক্ষাৎলাভ, বাবণ কর্তৃক সীতাহবণের বৃত্তান্ত শ্রবণ, বাক্ষস কবন্ধকে বধ কবিযা তাহাব শাপমোচন, শাপমুক্ত কবন্ধেব পবামর্শে সুগ্রীবেব অনুসন্ধান ও পম্পা-সবোববেব তীবে মতঙ্গবনাশ্রমে শ্রমণী শববীকে তাঁহাব তপস্যাব ফলপ্রদান প্রভৃতিতে কিঞ্চিদধিক একমাস কাল অতিবাহিত হইযাছে। যেহেতু এইসকল ঘটনাব পবেই পম্পা-সবোববেব শোভা দর্শনেব সময বাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

সন্তাপযতি সৌমিত্রে ক্রূবশ্চৈত্রবনানিলঃ। ৪।১।৩৬

—হে সৌমিত্রে, চৈত্র মাসেব আবণ্য বাযু যেন ক্রূর হইযা আমাকে সমধিক সন্তাপিত কবিতেছে।

তখন চৈত্র মাস। সেই চৈত্র মাসেই সুগ্রীবেব সহিত বামেব মিত্রতাস্থাপন ও বালিবধেব প্রতিজ্ঞা। বালী ও সুগ্রীবেব চেহাবা ঠিক একই বকমেব বলিযা যুদ্ধকালে সুগ্রীবকে চিনিবাব নিমিত্ত বাম তাঁহাব কণ্ঠে পুষ্পিত গজপুষ্পী-লতাব মালা পবাইযা দেন।

আষাঢ মাসেব শেষভাগে বাম বালীকে বধ কবেন। বালীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিযাব পবে বাম সুগ্রীবকে বলিতেছেন—

পূর্বোঽযং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বাবো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ॥ ইত্যাদি। ৪।২৬।১৪, ১৫
কার্ত্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং বাবণবধে যত। ৪।২৬।১৭

—হে সৌম্য, চাবিমাস বাবিবর্ষণেব কাল বর্ষা বলিযা কথিত। তাহাব প্রথম মাস শ্রাবণ আবম্ভ হইযাছে। এখন আমাদেব সীতা উদ্ধাবেব উদ্যোগেব সময নহে। বর্ষা অতিক্রান্ত

হইলে কার্ত্তিক মাসে তুমি বাবণবধেব নিমিত্ত উদ্যোগী হইবে।

বাম ও লক্ষ্মণ মাল্যবান্- (প্রস্রবণ) পর্বতেব গুহায় বর্ষাকাল যাপন কবিয়াছেন। কিষ্কিন্ধা-কাণ্ডেব অষ্টাবিংশ সর্গে মহর্ষি বাল্মীকি বামেব মুখ দিয়া বর্ষাব যে রুদ্রগম্ভীব রূপ বর্ণনা কবিয়াছেন, তাহাব তুলনা নাই। শোকাতুব বিবহী বাম যেন অতি কষ্টে বর্ষাকাল অতিবাহিত কবিলেন।

এবাব জ্যোৎস্নানুলেপনা শাবদী বজনীব আবির্ভাবে বাম সীতাকে স্মবণ কবিয়া সমধিক ব্যথিত হইতেছেন। লক্ষ্মণেব সুমধুব সান্ত্বনাবাণীতেও তাঁহাব অশান্ত চিত্ত যেন শান্তি পাইতেছে না।

গ্রাম্যসুখে মত্ত সুগ্রীবকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া তিনি লক্ষ্মণকে সুগ্রীবেব নিকট পাঠাইয়াছেন। তখন সৌব কার্ত্তিক আবম্ভ হইয়াছে এবং আশ্বিনেব শুক্ল পক্ষ চলিতেছে। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণেব বচনে ও হনুমানেব হিত-পবামর্শে প্রকৃতিস্থ হইয়া সুগ্রীব সীতাব অন্বেষণেব নিমিত্ত সকল দেশেব বানবগণকে কিষ্কিন্ধায় আহ্বান কবেন। দশদিনেব ভিতবেই সকল বানব কিষ্কিন্ধায় সমবেত হইয়াছেন। সুগ্রীব তাঁহাদিগকে বিভিন্ন দলে ভাগ কবিয়া সীতাব অন্বেষণে চতুর্দিকে পাঠাইয়াছেন। সমবেত বানবগণকে সম্বোধন কবিয়া সুগ্রীব বলিয়াছেন—

ঊর্ধ্বং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম।
সিদ্ধার্থাঃ সন্নিবর্তধ্বমধিগম্য চ মৈথিলীম্॥ ৪।৪০।৭০

—একমাসেব মধ্যেই তোমবা সীতাব বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকার্য হইয়া ফিবিয়া আসিবে। ইহাব মধ্যে ফিবিয়া না আসিলে তোমাদেব প্রাণদণ্ড হইবে।

দক্ষিণাভিমুখে যাঁহাদিগকে পাঠানো হইল, তাঁহাদেব মধ্যে হনুমান অন্যতম। সুগ্রীব ও বাম উভযেই হনুমানেব শক্তি-সামর্থ্য ও কর্মকুশলতা সম্পর্কে বিশেষ আস্থাবান্। সীতাব অভিজ্ঞানেব নিমিত্ত বাম স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুবীযকটি হনুমানেব হাতে দিয়াছেন।

অন্যান্য দিকে প্রস্থিত বানবগণ অকৃতকার্য হইয়া কিষ্কিন্ধায় ফিবিয়াছেন, কিন্তু নানাস্থানে সীতাব অন্বেষণ কবিতে কবিতে দক্ষিণদিকে প্রস্থিত বানবগণেব একমাস কাল অতীত হইল। অঙ্গদ বলিতেছেন—

বযমাশ্বযুজে মাসি কালসংখ্যা ব্যবস্থিতাঃ।
প্রস্থিতাঃ সোঽপি চাতীতঃ কিমতঃ কার্যমুত্তবম্॥ ইত্যাদি। ৪।৫৩।৯, ১০

—একমাস সমযেব নির্দেশ দিয়া কপিবাজ আমাদিগকে আশ্বিনমাসে পাঠাইয়াছিলেন। সেই আশ্বিন তো অতীত হইল। এখন আমাদেব কর্তব্য কি? তীক্ষ্ণচবিত্র সুগ্রীব আমাদিগকে ক্ষমা কবিবেন না।

আশ্বিনেব কৃষ্ণপক্ষেব শেষভাগে বানবগণ সীতাব অন্বেষণে যাত্রা কবিয়াছিলেন বলিযা অনুমতি হয। চান্দ্র কার্ত্তিকেব কৃষ্ণপক্ষও অতীত হইয়াছে। চান্দ্র অগ্রহাযণেব শুক্ল পক্ষেব মধ্যভাগে (সম্ভবতঃ দশমী বা একাদশীতে) সম্পাতিব সহিত অঙ্গদ, হনুমান্ প্রমুখ বানবগণেব সাক্ষাৎকাব ঘটে। সম্পাতিব মুখে বানবগণ লঙ্কাপুবীতে অবরুদ্ধা সীতাব সংবাদ জানিয়াছেন। গরুডেব ন্যায় সম্পাতিবও বহু দূব পর্যন্ত দেখিবাব শক্তি ছিল। এইহেতু সমুদ্রেব উত্তবতীবে থাকিযাও তিনি দক্ষিণতীবস্থ লঙ্কাপুবীব প্রত্যেকটি বস্তু দেখিতে পাইতেছিলেন। সম্পাতি বলিয়াছেন—

ইহস্থোঽহং প্রপশ্যামি বাবণং জানকীং তথা। ৪।৫৮।৩১

—আমি এইস্থানে থাকিযাই বাবণ ও জানকীকে ভালরূপে দেখিতে পাইতেছি।

এবাব বানবগণ পবম উৎসাহে উল্লসিত। হনুমান্ মহেন্দ্রপর্বত হইতে লঙ্কায় যাত্রা

কবিযাছেন। সেই দিন চান্দ্র অগ্রহাযণেব শুক্লা একাদশী কিংবা দ্বাদশীতিথি। সেই দিনেই অপবাহ্নকালে সাগবেব দক্ষিণতীবে অবতবণ কবিযা হনুমান লঙ্কাপুবী দেখিতে পাইযাছেন। সূর্যাস্তেব পব তিনি লঙ্কাপুবীতে প্রবেশ কবেন। সেই বাত্রিতেই হনুমান্ আকাশমধ্যগত জ্যোস্নাবিকীবণকাবী চন্দ্রকে যেন গোষ্ঠে বিচবণশীল মদমত্ত বৃষভেব ন্যায দেখিতে পাইযাছেন। সুন্দবকাণ্ডেব পঞ্চম সর্গেব চন্দ্রোদযবর্ণনা অতি মনোবম।

এই বর্ণনা হইতেই অনুমান কবা যায যে, তখন শুক্লপক্ষেব শেষ ভাগ চলিতেছিল। সেই বাত্রিতে বহুস্থানে অন্বেষণেব পব বাত্রিব শেষাংশে হনুমান্ অশোকবনে শুক্লা প্রতিপদেব চন্দ্রকলাসদৃশী উপবাসকৃশা জানকীব দর্শন লাভে কৃতার্থ হইযাছেন।

পবদিন সীতাব সমীপে সমাগত কামোন্মত্ত বাবণেব মুখে হনুমান্‌ও শুনিলেন যে, বাবণ সীতাকে যে সময দিযাছিলেন, তাহাব দুই মাস কাল বাকী বহিযাছে। এই দুই মাসেব মধ্যে সীতা তাঁহাব বশীভূতা না হইলে সীতাকে কাটিযা খণ্ড খণ্ড কবা হইবে।

বাক্ষসদেব দ্বাবা ভর্ৎসিতা সীতাব বিলাপেও হনুমান শুনিযাছেন—

দুঃখং বতেদং ননু দুঃখিতাযা
মাসৌ চিবাযাভিগমিষ্যতো দ্বৌ। ইত্যাদি। ৫।২৮।৭

—দুঃখিতা আমাব আবাব এই দুঃখ যে, মৃত্যুব অবধিভূত দুইমাস শীঘ্রই অতীত হইবে। তখন কাবাবরুদ্ধ বধ্য তস্কবেব ন্যায আমাকে হত্যা কবা হইবে।

ইহাব পবদিন শুক্লা ত্রযোদশী বা চতুর্দশীতে হনুমান্ গোপনে সীতাব সহিত দেখা কবিযাছেন এবং তাঁহাদেব উভযেব মধ্যে কথাবার্তা হইযাছে। সীতাব মুখেও হনুমান্ একাধিকবাব শুনিযাছেন যে আব দুই মাসেব মধ্যে বাম তাঁহাকে উদ্ধাব না কবিলে তিনি আত্মহত্যা কবিযা নিষ্কৃতি লাভ কবিবেন—

ঊর্ধ্বং দ্বাভ্যাস্তু মাসাভ্যাং ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্। ৫।৩৩।৩১
বর্ততে দশমো মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম। ৫।৩৭।৮

সেই ত্রযোদশী বা চর্তুদশীতেই হনুমান্ অশোকবনকে ভঙ্গ কবেন এবং পবদিন অনেক বীব বাক্ষসকে বধ কবিযা লঙ্কাপুবী দগ্ধ কবেন।

চান্দ্র অগ্রহাযণেব শুক্ল পক্ষ শেষ হইযাছে। পবদিন সীতাব নিকট হইতে বিদায লইযা রামদূত হনুমান্ লঙ্কা হইতে যাত্রা কবিযাছেন।

অতএব বোঝা যাইতেছে যে, হনুমানেব এই দৌত্য কর্ম সৌব অগ্রহাযণেই ঘটিযাছে। হনুমান্ লঙ্কা হইতে যাত্রা কবিযা সেই দিনই মহেন্দ্র-পর্বতে অবতবণ কবিযাছেন এবং সম্ভবতঃ দুইদিনেব মধ্যেই সুগ্রীব ও বামেব নিকট উপস্থিত হইযাছেন। বামেব নিকট সীতাব জীবনধাবণেব ম্যাদ সম্বন্ধে হনুমান্ সীতাব উক্তি বামকে শোনাইতেছেন—

জীবিতং ধাবযিষ্যামি মাসং দশবথাত্মজ।
ঊর্ধ্বং মাসান্ন জীবেযং বক্ষসাং বশমাগতা॥ ৫।৬৫।২৫

—হে দশবথাত্মজ, আব এক মাস কাল জীবন ধাবণ কবিব। একমাস অতীত হইলে বাক্ষসগণেব বশীভূতা হইযা জীবন ধাবণ কবিতে পাবিব না।

যদিও বাবণেব নির্দিষ্ট সমযেব পৌনে দুইমাস বাকী বহিযাছে, তথাপি সীতা বলিতেছেন যে, একমাস বাকী আছে। ইহাব তাৎপর্য এই যে, দশম মাসেব পব একাদশ মাস পর্যন্ত জীবন ধাবণ কবিব এবং দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইবাব পূবেই আত্মহত্যা করিব। অথবা বামকে ত্ববান্বিত কবিবাব উদ্দেশ্যেও দুঃখিনী সীতাব এই উক্তি অসম্ভব নহে।

হনুমানেব মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইযাই বাম সুগ্রীবকে বলিতেছেন—'এখনই আমবা

যুদ্ধ যাত্রা কবিব। এখন দিবসেব দ্বিপ্রহবে 'অভিজিৎ'-মুহূর্ত। কিষ্কিন্ধা হইতে লঙ্কা অগ্নিকোণে অবস্থিত। এই বিজয মুহূর্তে অভিযান মঙ্গলজনক হইবে।

উত্তবাফাল্গুনী হ্যদ্য শ্বস্তু হস্তেন যোক্ষ্যতে। ৬।৪।৫

—আজ উত্তবফল্গুনী নক্ষত্র, কাল হস্তানক্ষত্র হইবে। অতএব আজই আমবা যুদ্ধযাত্রা কবিব।'

অগ্রহাযণেব পূর্ণিমা তিথিতে মৃগশিবা-নক্ষত্রেব যোগ হয। মৃগশিবা হইতেছে পঞ্চম নক্ষত্র, আব উত্তবফল্গুনী দ্বাদশ নক্ষত্র। অর্থাৎ পূর্ণিমাব পব কৃষ্ণা সপ্তমী বা অষ্টমী তিথি চলিতেছে।

এইস্থলে আবও একটি কথা অনুধাবনযোগ্য। কর্কটবাশি ও পুনর্বসুনক্ষত্রে মর্ত্যলোকে বামেব আবির্ভাব। অতএব উত্তবফল্গুনী-নক্ষত্র তাঁহাব সাধকতাবা, আব হস্তানক্ষত্র বধতাবা। এই কাবণেই সম্ভবতঃ কৃষ্ণপক্ষে যাত্রাকালে তিনি তাবাশুদ্ধি লক্ষ্য কবিতেছেন। আবও অনুমান কবা যায যে, সেইক্ষণে চন্দ্র ছিলেন কন্যাবাশিতে। এক-একটি বাশিব ঘটক সোযাদুই নক্ষত্র। অশ্লেষানক্ষত্রেই কর্কটস্থ চন্দ্রেব স্থিতিকাল সমাপ্ত হইযাছে। মঘা, পূর্বফল্গুনী ও উত্তবফল্গুনী একপাদেব সমাপ্তিতে চন্দ্র সিংহবাশিকেও অতিক্রম কবিযাছেন। তখন চন্দ্র সম্ভবতঃ ছিলেন কন্যাবাশিতে। কন্যা হইতেছে বামচন্দ্রেব জন্মবাশি হইতে তৃতীয বাশি। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসাবে তৃতীয চন্দ্রে যাত্রা শুভপ্রদ।

কিষ্কিন্ধা হইতে যাত্রা কবিযা সৈন্যগণ-সহ বামেব সমুদ্রতীবে গমন, সেতুবন্ধনেব উদ্যোগ প্রভৃতিতেও কিছু সময লাগিযাছে। বিশ্বকর্মাব তনয কপিপ্রবব নলেব অধ্যক্ষতায মাত্র পাঁচ দিনে সমুদ্রেব উপব সেতু নির্মিত হইল।

চান্দ্র পৌষেব শুক্লপক্ষ চলিতেছে। বামেব লঙ্কাপ্রবেশ, সৈন্যস্থাপন প্রভৃতিতেও কিছুকাল অতিবাহিত হইযাছে। সম্ভবতঃ চান্দ্র পৌষেব শুক্লপক্ষেব শেষভাগে লঙ্কায মহাযুদ্ধ আবম্ভ হইযাছিল। বামাযণ-পাঠে অনুমিত হয যে, সতেবো আঠাব দিন ব্যাপিযা যুদ্ধ চলিযাছে।

পৌষেব অমাবস্যা তিথিতে অর্থাৎ সৌব মাঘেব মধ্যভাগ কিংবা শেষভাগে হতবান্ধব বাবণ স্বযং যুদ্ধযাত্রা কবিযাছিলেন। বাবণেব অন্যতম অমাত্য সুপার্শ্ব বাবণকে বলিযাছেন—

অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দশী।
কৃত্বা নির্যাহ্যমাবাস্যাং বিজযায বলৈর্বৃতঃ॥ ৬।৯২।৬৭

—বাক্ষসবাজ, আজ কৃষ্ণপক্ষেব চতুর্দশী তিথি। আজই যুদ্ধেব আযোজন কবিযা আগামী কল্য অমাবস্যায সৈন্যপবিবৃত হইযা আপনি বিজযার্থ যুদ্ধে যাত্রা কবিবেন।

এই পৌষী অমাবস্যাতেই বামেব ব্রহ্মাস্ত্রে বাবণেব ভবলীলা সাঙ্গ হইল।

বাবণবধেব সময বামেব বযস ছিল আটত্রিশ বৎসব দশমাস, আব সীতাব বযস বত্রিশ বৎসব। আলোচনায বোঝা যায, সীতা কিঞ্চিদধিক এগাবমাস কাল লঙ্কায বন্দিনী ছিলেন।

এখনও বামেব অবণ্যবাসেব চৌদ্দ বৎসবেব মধ্যে সোযা দুইমাস কাল বাকী বহিযাছে। বামেব পাদুকাগ্রহণেব সমযই ভবত বলিযাছেন—

চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেহহনি বঘূত্তম।
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাস্তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্॥ ২।১১২।২৫

—হে বঘূত্তম, চৌদ্দবৎসব পূর্ণ হইলে পব সেইদিন আপনাব দর্শন না পাইলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ কবিব।

অতএব চৈত্রেব শুক্লপক্ষেব পঞ্চমীব পবেই বামকে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইতে হইবে। বাবণবধেব পব বিভীষণেব বাজ্যাভিষেক, সীতাব অগ্নিপবীক্ষা প্রভৃতিতে আবও কিছুকাল

অতিক্রান্ত হইয়াছে। অতঃপর পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া বিভীষণাদি সহ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার অযোধ্যাযাত্রা, পথিমধ্যে কিছুক্ষণের জন্য কিষ্কিন্ধায় অবতরণ ইত্যাদি।

পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্য ববন্দে নিয়তো মুনিম্॥ ৬।১২৪।১

—চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইলে পর পঞ্চমী-তিথিতে রাম ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সংযতচিত্তে মুনিকে প্রণাম করিলেন।

সেখান হইতে রাম হনুমান্‌কে নন্দিগ্রামে পাঠাইয়াছেন। হনুমান্ ভরতকে বলিতেছেন—

অবিঘ্নং পুষ্যযোগেন শ্বো রামং দ্রষ্টুমর্হসি। ৬।১২৬।৫৪

—আপনি আগামী কল্য পুষ্যানক্ষত্রযোগে নির্বিঘ্নে রামকে দেখিতে পাইবেন।

চৌদ্দবৎসর পূর্বে চৈত্রের শুক্লপক্ষে বসন্তকালীন দুর্গাপূজার সময় পঞ্চমীতিথিতে পুষ্যানক্ষত্রযোগে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অরণ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর পরে চৈত্রের শুক্লাষষ্ঠীতিথিতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগে পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার তিন দিন পর শুক্লা নবমীতেই রামের বয়স ঊনচল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

তারা

বানববৈদ্য সুষেণেব কন্যাব নাম ছিল—তাবা।[১] কিষ্কিন্ধাধিপতি বানববাজ বালীব সহিত তাবাব বিবাহ হয। তাবা অতিশয সুন্দবী বমণী।[২]

তাবা বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন। আসন্নমৃত্যু বালী সুগ্রীবকে বলিতেছেন—

সুষেণদুহিতা চেযমর্থসূক্ষ্মবিনিশ্চযে।
ঔৎপাতিকে চ বিবিধে সর্বতঃ পবিনিষ্ঠিতা॥ ইত্যাদি। ৪।২২।১৩, ১৪

—ভ্রাতঃ, এই সুষেণদুহিতা কার্যেব সূক্ষ্মতা স্থিব কবতে বিশেষ পটু। অর্থাৎ কার্যেব ফলাফল নিশ্চযে তাঁহাব বিশেষ দক্ষতা বহিযাছে। উৎপাতজনক বিবিধ বিষয নির্ণয কবিতেও ইনি বিশেষ নিপুণা। ইনি যাহা ভাল বলিবেন, তাহা অসন্দিগ্ধচিত্তে সম্পাদন কবিবে। তাবাব অভিমত সিদ্ধান্তেব কখনও অন্যথা হয না।

অসুব মাযাবীব সহিত যুদ্ধবত বালী যখন এক বৎসবেব অধিক কাল গর্ত হইতে উত্থিত হইলেন না, তখন সুগ্রীব অগ্রজকে নিহত মনে কবিযা কিষ্কিন্ধায ফিবিযা আসিযাছেন। কিষ্কিন্ধাব সিংহাসনে আবোহণ কবিযা সুগ্রীব ভ্রাতৃজাযা তাবাকেও ভার্যাৰূপে গ্রহণ কবিযাছিলেন। তাবা সুগ্রীবকে কোন বাধা দেন নাই। তাবাব গর্ভজাত বালীব একমাত্র পুত্র মহাবীব অঙ্গদও তখন শিশু নহেন। তাবা নির্লজ্জাব ন্যায সুগ্রীবকে পতিৰূপে স্বীকাব কবিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ কবেন নাই।

কিছুকাল পবে অসুবকে বধ কবিযা বালী কিষ্কিন্ধায প্রত্যাবর্তন কবিযাছেন। ক্রোধে তিনি সুগ্রীবকে নির্বাসন দণ্ড দিযাছেন। এবাব তাবা পুনবায তাঁহাব স্বামী বালীকেই ভজনা কবিতেছেন। সুগ্রীবেব দুর্গতিব জন্য তাবাব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও শোনা যায না।

বামেব বলে বলীযান্ সুগ্রীব কিষ্কিন্ধাব দ্বাবদেশে উপস্থিত হইযা ভীষণ গর্জন কবিতে থাকিলে বালী ভ্রাতাব দর্প চূর্ণ কবিবাব উদ্দেশ্যে বহির্গত হইতেছেন। তাবা স্নেহবশতঃ ভীতা ও ব্যাকুলা হইযা সপ্রণযে বালীকে আলিঙ্গনপূর্বক কহিতেছেন—

সাধু ক্রোধমিমং বীব নদীবেগমিবাগতম্।
শযনাদুত্থিতঃ কাল্যং ত্যজ ভুক্তামিব স্রজম্॥ ইত্যাদি। ৪।১৫।৭-৩০

—হে বীব, যেৰূপ প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইযা উপভুক্ত মাল্য পবিত্যাগ কবিযা থাক, সেইৰূপ নদীব বেগেব ন্যায সমাগত এই ক্রোধ সম্যক্ পবিত্যাগ কব। সহসা তোমাব বহির্গমন উচিত নহে। কিছুদিন পূর্বে সুগ্রীব তোমাব নিকট পবাজিত হইযা পলাযন কবিযাছিলেন। তথাপি পুনবায তোমাকে যুদ্ধেব আহ্বান কবায আমাব ভয হইতেছে। বুদ্ধিমান্ সুগ্রীব সহাযশূন্য হইযা তোমাকে আহ্বান কবেন নাই। আমি অঙ্গদেব মুখে শুনিযাছি যে, ঋষ্যমূকে সমাগত অযোধ্যাব বাজকুমাব বাম ও লক্ষ্মণেব সহিত সুগ্রীব মিত্রতা স্থাপন কবিযাছেন। সেই দুইজন বাজকুমাব যুদ্ধে অজেয। তাঁহাদেব সহিত তোমাব বিবোধ কবা সঙ্গত নহে। তোমাব নিজেব মঙ্গলেব নিমিত্তই সুগ্রীবকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবা উচিত

বলিযা মনে কবিতেছি। সুগ্রীবেব সহিত শত্রুতা কবিলে তোমাব মঙ্গল হইবে না। আমি তোমাব হিতকাবিণীরূপে প্রণযবশতঃ প্রার্থনা কবিতেছি—বাম ও সুগ্রীবেব সহিত বিবোধ পবিত্যাগ কব।

কালেব বশীভূত বালী তাবাব কথা গ্রাহ্য না কবায বামেব শবে নিহত হইযাছেন। মৃত্যুব পূর্বে বালী নিজেও বামকে বলিযাছেন—

তাবযা বাক্যমুক্তোহহং সত্যং সর্বজ্ঞযা হিতম্।
তদতিক্রম্য মোহেন কালস্য বশমাগতঃ ॥ ৪।১৭।২১

—সর্বজ্ঞা তাবা আমাকে যে-সকল হিতকব বাক্য বলিযাছিলেন, তাহা সত্য। আমি তাঁহাব বাক্য অতিক্রম কবিযাই প্রাণ হাবাইলাম।

মুমূর্ষু বালীকে অঙ্গদেব নিমিত্ত চিন্তিত দেখা যায, কিন্তু তাবাব বিষযে তিনি চিন্তিত নহেন। তাবা যে পবে কি কবিবেন, বালী মনে মনে তাহা বুঝিতেছিলেন।

বালীব মৃত্যুসংবাদ শুনিযা তাবা কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষে ও মস্তকে কবাঘাত কবিতে লাগিলেন। দ্রুতবেগে ধাবিত হইযা তিনি মৃত স্বামীব পাদমূলে উপস্থিত হইযাছেন। স্বামীব শবদেহ দেখিযাই ব্যথিতা তাবা ভূমিতলে পডিযা গেলেন।

অতঃপব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইযা তাবা করুণ সুবে বিলাপ কবিতেছেন। তিনি প্রাযোপবেশনে প্রাণত্যাগ কবিবাব সঙ্কল্প কবেন। হনুমান্ তাঁহাকে নানাবিধ সমযোচিত বাক্যে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কবিযাছেন। বিলাপরতা তাবা বামকে সম্বোধন কবিযা বলিতেছেন—

যেনৈব বাণেন হতঃ প্রিযো মে
তেনৈব বাণেন হি মাং জহীতি। ইত্যাদি। ৪।২৪।৩৩-৪০

—তুমি যে বাণেব দ্বাবা আমাব প্রিয বালীকে বধ কবিযাছ, সেই বাণে আমাকেও বধ কব। তিনি পবলোকেও আমাকে ছাডিযা থাকিতে পাবিবেন না। আমাকে বধ কবিলে তোমাব স্ত্রীহত্যাব পাপ হইবে না। আমাব আত্মা বালীবই আত্মা, পত্নী পতিবই অভিন্ন রূপ। তুমি আমাকে আমাব স্বামীব নিকট দান কব। ইহাতে তোমাব পুণ্য হইবে।

বাম নিযতিব অলঙ্ঘ্য বিধানেব কথা বলিযা তাবাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কবিযাছেন। তিনি তাবাকে আবও বলিযাছেন—

প্রীতিং পবাং প্রাপ্স্যসি তাং তথৈব
পুত্রশ্চ তে প্রাপ্স্যতি যৌববাজ্যম্ ॥ ৪।২৪।৪৩

—তুমি পুনবায (সুগ্রীব হইতে) সেইপ্রকাব উত্তম প্রীতি লাভ কবিবে। তোমাব পুত্রও (অঙ্গদ) যৌববাজ্য লাভ কবিবেন।

বামেব এই উক্তি শুনিযা মনে হইতেছে, বিধবা তাবা যে বালীকে ভুলিযা পুনবায সুগ্রীবেব অনুগতা হইয়া সধবা হইবেন—তাবাব পূর্ব আচবণ শুনিযাই বাম তাহা অনুমান কবিতেছেন।

তাবা করুণস্ববে কাঁদিতে কাঁদিতে বালীব শবদেহের অনুগমনপূর্বক শ্মশানভূমিতেও গিযাছেন।°

বামেব অনুমান মিথ্যা হয নাই। যে বমণী পতিব মৃত্যুতে করুণ বিলাপ কবিযা সহমবণেব বাসনা ব্যক্ত কবিযাছেন, দুই মাস কাল মধ্যেই তিনি স্বামীব প্রণয ভুলিযা দেববকে পতিরূপে স্বীকাব কবিলেন। বর্ষাকালে বালী নিহত হইযাছেন। আমবা পবম বিস্মযে লক্ষ্য কবিতছি যে, শবৎকালেই কামোন্মত্তা তাবা সুগ্রীবেব প্রণযিণী হইযা বালীকে ভুলিযা গিযাছেন।

সুগ্রীব অঙ্গবাদেব সহিত ক্রীড়াবত দেববাজেব ন্যায মনোভিলষিতা তাবাব সহিত নিশ্চিন্তচিত্তে অহোবাত্র বিহাব কবিতেছেন।[৪]

বামেব প্রেবিত ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ যখন সুগ্রীবকে কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ কবিবাব নিমিত্ত সুগ্রীবেব অন্তঃপুবেব দ্বাবদেশে উপস্থিত হইযাছেন,তখন ভীত সুগ্রীব লক্ষ্মণকে শান্ত কবিবাব নিমিত্ত তাবাকে পাঠাইলেন।

সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী
প্রলম্বকাঞ্চীগুণহেমসূত্রা।
সলক্ষণা লক্ষ্মণসন্নিধানং
জগাম তাবা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ ॥ ৪।৩৩।৩৮

—যাঁহাব অঙ্গযষ্টি স্বভাবতঃ সঙ্কোচ ও বিনযে অবনত, মদ্যপানজনিত অলসতায যাঁহাব নযনযুগল বিহ্বল (ঢুলুঢুলু) এবং পদক্ষেপ স্খলিত, যাঁহাব কটিদেশে সুবর্ণকাঞ্চী লম্বমানা, সেই শুভলক্ষণা তাবা লক্ষ্মণেব সমীপে গমন কবিলেন।

মদ্যপানে অস্বতন্ত্রা তাবাব লজ্জা অপগত হইযাছে। তিনি ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণেব মুখে তাঁহাব আগমনেব উদ্দেশ্য শুনিযা লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিবস্তি
ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ।
ন দেশকালৌ হি যথার্থধর্মা-
ববেক্ষতে কামবতির্মনুষ্যঃ ॥ ইত্যাদি। ৪।৩৩।৫৫-৫৭

—হে কুমাব, আপনি কামতন্ত্র অবগত নহেন। এইজন্যই সুগ্রীবেব উপব ক্রুদ্ধ হইযাছেন। কামাসক্ত মানুষ দেশ, কাল, ধর্ম ও অর্থ বিষযে বিচাব কবিতে সমর্থ হয না। তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণও যখন কামে অভিভূত হইযা থাকেন, তখন চঞ্চল বানবজাতিব কথা আব কি বলিব ? হে বীব, কামাবেশে নিযত আমাব নিকট অবস্থিত নির্লজ্জ বানববাজ সুগ্রীবকে আপন ভ্রাতা মনে কবিযা ক্ষমা করুন।

মত্ততাহেতু চঞ্চলনযনা বানববাজভার্যা তাবা নানাবিধ অর্থযুক্ত বচনে মহাবীব লক্ষ্মণকে শান্ত কবিযা অন্তঃপুবে সুগ্রীবেব সমীপে লইযা গিযাছেন।

এই প্রকবণে অপূর্ব হাস্যবসেব মাধ্যমে মহর্ষি বাল্মীকি তাবাব চবিত্রটি পবিস্ফুট কবিযাছেন। তাবা যে চিবদিনই সুগ্রীবেব প্রতিও মনে মনে আসক্তি পোষণ কবিতেন, তাহা বুঝিতে আমাদেব আব বাকী থাকে না। বানবদেব সমাজেও এইপ্রকাব ব্যভিচাব যে নিন্দনীয ছিল না, তাহা নহে। অঙ্গদেব কথাব ভিতবে এই আচবণেব নিন্দাবাদ শুনিতে পাওযা যায।

সুগ্রীবেব সহিত কথাবার্তাব সমযেও লক্ষ্মণেব ক্রোধ প্রকাশ পাইলে তাবাধিপনিভাননা তাবা লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—'হে বীব, সুগ্রীব বামকৃত উপকাব বিস্মৃত হন নাই। বামেব প্রসাদেই তিনি কীর্তি, কপিবাজ্য, রুমা ও আমাকে প্রাপ্ত হইযাছেন। দুঃখভোগেব পব এইপ্রকাব উত্তম সুখে নিমগ্ন হইযা সুগ্রীব মহামুনি বিশ্বামিত্রেব ন্যায এমনই কামাসক্ত হইযাছেন যে, সীতাব অন্বেষণেব কাল সমাগত হইলেও বুঝিতে পাবিতেছেন না। কামভোগে অতৃপ্ত সুগ্রীবকে বামেব ক্ষমা কবা উচিত। সুগ্রীব বামেব হিতার্থে সমগ্র কপিবাজ্য, অঙ্গদ, রুমা ও আমাকেও পবিত্যাগ কবিতে পশ্চাৎপদ নহেন।[৫]

সুন্দবী তাবাব এই উক্তি হইতেও বোঝা যাইতেছে যে, স্বামীকে হাবাইযা তিনি কিছুমাত্র দুঃখিতা নহেন। পতিহন্তা বামেব উপবও তাঁহাব কোনরূপ ঘৃণা নাই। সুগ্রীবেব উপব তাঁহাব নিজেব প্রবল আসক্তি না থাকিলে তিনি নিশ্চযই এরূপ নির্লজ্জা ও ধৃষ্টা হইতেন না।

প্রখব বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও এই বমণীব ইন্দ্রিযসংযমেব অভাব ও নির্লজ্জতা দেখিযা আমাদেব দুঃখ হয, হাসিও পায ।

ভাবতীয় হিন্দুব প্রাতঃস্মবণীযা পাঁচজন নাবীব মধ্যে ইঁহাব নামও কীর্তিত হইযাছে—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তাবা মন্দোদবী তথা ।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মবেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥

বালীব মৃত্যুব পব শোকসন্তপ্তা তাবা বামেব মুখে অনেক তত্ত্বকথা শুনিতে পাইযাছিলেন ।[৬] প্রাচীনগণ বলেন যে, এই সৌভাগ্যেব জন্যই তিনি প্রাতঃস্মবণীযা হইযা পূজিতা হইতেছেন ।

বামেব অযোধ্যা- প্রত্যাবর্তনেব সময তাবা প্রভৃতি সুগ্রীব-ভার্যাগণও সীতাব সহিত অযোধ্যায গিযাছিলেন । কৌসল্যাপ্রমুখ বাণীদেব দ্বাবা বিশেষভাবে সৎকৃতা হইযা তাঁহাবা সুগ্রীবেব সহিত কিষ্কিন্ধায প্রত্যাবর্তন কবিযাছেন । অতঃপব তাবাব সম্পর্কে আব কিছুই জানা যায না । একমাত্র বালিপুত্র অঙ্গদ ব্যতীত তাবাব আব কোন সন্তান ছিল না ।

---

১ ৪।২২।১৩ , ৪।৪২।২
২ ৪।২০।২৬
৩ ৪।২৫।৩৬
৪ ৪।২৯।৪ , ৪।৩১।২২
৫ ৪।৩৫শ সর্গ
৬ ৪।৩৫।৪-১১

মন্দোদরী

হেমানাম্নী অপ্সবাব গর্ভে ময-দানব হইতে মন্দোদবীব জন্ম হয। মন্দোদবীব দুইজন ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদেব নাম মাযাবী ও দুন্দুভি।

বাবণ একদা মৃগযা কবিতে বনে গিযাছেন। সেই বনে একটি কন্যাব সহিত ভ্রমণবত একজন পুরুষকে দেখিযা জিজ্ঞাসায তিনি জানিতে পাবিলেন যে, সেই পুরুষটি হইতেছেন—দানববংশীয ময। তাঁহাব পত্নী হেমা দেবগণেব কার্যসাধনেব নিমিত্ত চৌদ্দ বৎসব যাবৎ স্বর্গে অবস্থান কবিতেছেন। মনোদুঃখে ময-দানব তাঁহাব কন্যা মন্দোদবীকে সঙ্গে লইযা অবণ্যে ভ্রমণ কবিতেছেন। তিনি কন্যাটিব উপযুক্ত পতিব সন্ধান কবিতেছেন।

মযেব জিজ্ঞাসায বাবণ তাঁহাব বংশপবিচয দিলে পব—

মহর্ষেস্তনযং জ্ঞাত্বা মযো দানবপুঙ্গবঃ।
দাতুং দুহিতবং তস্মৈ বোচযামাস তত্র বৈ ॥ ইত্যাদি। ৭।১২।১৬-১৯

—দানব ময বাবণকে মহর্ষিব পুত্র বলিযা জানিতে পাবিযা আনন্দিত হইলেন। তিনি বাবণেব হাতে স্বীয কন্যাকে দান কবিবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবিলে বাবণ সানন্দে সম্মত হইযাছেন। অগ্নি প্রজ্বলিত কবিযা বাবণ মন্দোদবীব পাণিগ্রহণ কবিলেন।

ময যৌতুকবাপে একটি অমোঘ শক্তি জামাতাকে দান কবিযাছেন। লঙ্কেশ্বব পত্নীকে লইযা লঙ্কায চলিযা গেলেন।

অপ্সবাকন্যা মন্দোদবীব রূপলাবণ্য অনন্যসাধাবণ। হনুমান্ বাত্রিকালে সীতাব অন্বেষণেব সময বাবণভবনে শযানা মন্দোদবীকে দেখিতে পাইযাছিলেন।

বিভূষযন্তীমিব চ স্বশ্রিযা ভবনোত্তমম্।
ইত্যাদি। ৫।১০।৫১-৫৩

—আপন দেহলাবণ্যে মন্দোদবী যেন উত্তম ভবনটিকে অলঙ্কৃত কবিযা বাখিযাছেন। সুবর্ণবর্ণা গৌবাঙ্গী, অন্তঃপুবেব অধিশ্ববীরূপা চারুরূপিণী সর্বাভবণভূষিতা রূপযৌবনসম্পন্না মন্দোদবীকে দেখিতে পাইযা কপিবব সীতা বলিযা অনুমান কবিযাছিলেন।

বাবণ সীতাকে হবণ কবায মন্দোদবীও ব্যথিতা হইযাছেন। স্বামীব এই দুষ্কর্ম তিনি সমর্থন কবেন নাই। জানকীকে বামেব হাতে ফিবাইযা দিবাব নিমিত্ত তিনিও বাবণকে অনুবোধ কবিযাছেন।

বাবণেব মৃত্যুব পব মন্দোদবীব বিলাপে তাঁহাব মুখে অনেক ধর্মসঙ্গত কথা শোনা যায—

ক্রিযতামবিবোধশ্চ বাঘবেণেতি যন্মযা।
উচ্যমানো ন গৃহ্ণাসি তস্যেযং ব্যুষ্টিবাগতা ॥
ইত্যাদি। ৬/১১১/১৮—৮৭

—প্রভো, বামেব সহিত সন্ধি স্থাপনেব কথা তোমাকে বাব বাব বলিযাছি, কিন্তু তুমি তাহা শোন নাই। আজ তাহাবই ফল ফলিযাছে। মনে হইতেছে—ঐশ্বর্য, স্বজনগণ এবং নিজেকে

বিনাশের নিমিত্তই তুমি অকস্মাৎ বৈদেহীকে হরণ করিযাছিলে। হা দুর্মতে, সাধ্বী সীতার তপস্যানলেই তুমি দগ্ধ হইলে। 'পাপের ফল ফলিতেও কিছু সময লাগে। এইজন্যই তুমি সীতাকে হরণ করিবার সমযেই দগ্ধ হও নাই। সাধুকর্মা বিভীষণ তাঁহার পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হইযাছেন। হে বীর, তোমার দুষ্কর্মই আমার এই নিদারুণ বৈধব্যের কারণ। হা রাজন্, তুমি অনেক পতিব্রতাকে বিধবা করিযাছিলে। তাঁহাদের অভিসম্পাতের ফলেই আমার এহেন দশা ঘটিল। হে বীর, তোমার ন্যায শূরমানী পুরুষের কন নারীহরণে প্রবৃত্তি হইযাছিল ? হে প্রভো, যথার্থ সুহৃৎ বিভীষণ প্রমুখ ব্যক্তিদের হিতবচন অগ্রাহ্য করিযা রাক্ষসকুলকে তুমি অনাথ করিলে। হায, আমার হৃদয নিতান্ত বজ্রকঠোর বলিযাই এরূপ বিপত্তিতেও বিদীর্ণ হইতেছে না।

দীনভাবে বিলাপ করিতে করিতে অজ্ঞান হইযা মন্দোদরী রাবণের বক্ষে পতিত হইলেন। সপত্নীগণের শুশ্রূষায সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইযা তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে মন্দোদরীর কি গতি হইযাছিল, মহর্ষি বাল্মীকি তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। মন্দোদরী রামকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলিযা জানিযাছিলেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই তিনিও হিন্দুগণের প্রাতঃস্মরণীযা।[২]

---

১ ৬।৬৩।২১

২ ৬।১১১।১১-১৪

সরমা

সরমা হইতেছেন—গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের কন্যা। সরমার জন্মসময়ে বর্ষাকালের আগমনে মানস-সরোবরের জলরাশি বর্দ্ধিত হইতেছিল। সেই সরোবরের তীরে সরমার জন্ম হয়। সরমার জননী সদ্যোজাতা কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে সরোবরকে বলিলেন—

সরো মা বর্দ্ধস্বেতি ততঃ সা সরমাভবৎ। ৭।১২।২৭

—হে সরোবর, তুমি বর্দ্ধিত হইও না। সেইজন্য কন্যাটির নাম হইল—'সরমা'।

রাবণ সরমার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের বিবাহ দিয়াছেন। সরমা ধর্মনিষ্ঠা ছিলেন।[১]

সরমার পুত্রকন্যাদের মধ্যে শুধু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কলার নাম জানা যায়। অন্যদের কোনরূপ পরিচয় রামায়ণে প্রদত্ত হয় নাই।[২]

সা হি তত্র কৃতা মিত্রং সীতয়া রক্ষ্যমাণয়া।
রক্ষন্তী রাবণাদিষ্টা সানুক্রোশা দৃঢব্রতা ॥ ৬।৩৩।৩

—দৃঢব্রতা ও দয়াবতী সরমা অশোকবনে সীতার রক্ষাকার্যে রাবণের আদেশে নিযুক্তা হইয়াছিলেন। সীতার সহিত তাঁহার সখ্য জন্মিয়াছিল।

বিভীষণ লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করিয়া রামের আশ্রয় গ্রহণের সময় তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যাদিগকে লঙ্কাতেই রাখিয়া যান। আমাদের মনে হয়—জানকীকে সান্ত্বনা দিয়া তাঁহার দুঃখভার লঘু করিবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ বিভীষণ পত্নীকে লঙ্কায় রাখিয়া গিয়াছেন। রাবণের ঔদার্যও কম ছিল না। তিনিও শত্রু বিভীষণের পরিবারপরিজনের উপর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। বিভীষণও হয়তো সেইরূপ ভরসাই করিয়াছেন। স্বামীর শত্রুর (রাবণের) আশ্রয়ে অবস্থান করিতে সরমাও ভয় পান নাই। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সরমার মনের তেজও অল্প নহে।

যুদ্ধারম্ভের পূর্বে সন্ত্রস্ত রাবণ সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন করিয়া বশীভূতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাম যথার্থই নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া সীতা ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেছিলেন। রাবণ অশোকবন হইতে চলিয়া যাইবামাত্র দয়াবতী সরমা সীতার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। এইস্থানেই সরমার সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। সরমা মৃদুমধুর সুরে সীতাকে বলিতেছেন—

সমাশ্বসিহি বৈদেহি মা ভূৎ তে মনসো ব্যথা।
উক্তা যদ্ রাবণেন ত্বং প্রত্যুক্তশ্চ স্বয়ং ত্বয়া।
সখীস্নেহেন তদ্ ভীরু ময়া সর্বং প্রতিশ্রুতম্ ॥ ইত্যাদি। ৬।৩৩।৫-৩৮

—বৈদেহি, তুমি আশ্বস্তা হও ও মনের ব্যথা দূর কর। হে ভীরু, রাবণ তোমাকে যাহা বলিয়াছেন এবং তুমি রাবণকে যে-সকল প্রত্যুত্তর দিয়াছ, আমি সখীস্নেহে রাবণের ভয়

পবিত্যাগপূর্বক নির্জন বনে লুকাইয়া থাকিয়া -সমস্তই শুনিযাছি। তোমাকে বক্ষা কবিবাব নিমিত্ত বাবণ আমাকে নিযোগ কবিযাছেন। অতএব তোমাব জন্য যে-সকল কাজ কবিযা থাকি, তাহাতে বাবণ হইতে আমাব কোন ভয নাই। আমি বাবণেব পশ্চাতে গমন কবিযা সকল ঘটনা জানিযা আসিযাছি। মহাবীব বাম ও লক্ষ্মণ কুশলেই আছেন। মাযাবী বাবণ মাযা প্রকাশ কবিযাছেন। সখি, তোমাকে অতি প্রিয সংবাদ দিতেছি, শোন—বাম সসৈন্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইযা লঙ্কাব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন। বাবণ সম্প্রতি সচিবগণেব সহিত মন্ত্রণা কবিতেছেন।

মধুবভাষিণী সবমা বাক্ষসসৈন্যেব বহির্গমনেব তূর্যনিনাদ সীতাকে শোনাইযা বলিতেছেন—সখি, তোমাব কল্যাণ ও বাক্ষসগণেব বিনাশ আসন্ন। শীঘ্রই তোমাকে মহাত্মা বামেব সহিত মিলিত হইতে দেখিব। দেবি, শীঘ্রই বাম তোমাব এই একমাত্র বেণী মোচন কবিবেন। তুমি সূর্যদেবেব শবণাগতা হও। তিনিই প্রাণিবর্গেব সুখদুঃখেব বিধান কবেন।

দাবানলদগ্ধ ধবণী যেমন বাবিবর্ষণে শীতল হইযা থাকে, বাবণমাযামোহিতা জানকীব শোকসন্তপ্ত অন্তঃকবণও সেইবূপ সবমাব স্নিগ্ধ ভাষণে শীতল হইল।

সবমা স্মিতহাস্যে জানকীকে বলিতেছেন—

উৎসহেযমহং গত্বা ত্বদ্‌বাক্যমসিতেক্ষণে।
নিবেদ্য কুশলং বামে প্রতিচ্ছন্না নিবর্তিতুম ॥

ইত্যাদি। ৬।৩৪।৩, ৪

—অসিতলোচনে, আমি প্রচ্ছন্নভাবে বামেব সমীপে যাইযা তোমাব কুশলবার্তা তাঁহাকে নিবেদন কবিযা পুনবায অদৃশ্যভাবেই ফিবিযা আসিতে ইচ্ছা কবি। আমি আকাশপথে যাইবাব সময পবন অথবা গরুডও আমাব গতি নিরূপণ কবিতে পাবেন না।

সীতা মধুবস্ববে বলিলেন—'সখি, তোমাব সামর্থ্য আমি জানি। যদি একান্তই আমাব প্রিয কার্য সাধন কবিতে চাও, তবে সম্প্রতি বাবণ কি কবিতেছেন, তাহা জানিযা আসিবে।'

সবমা আপন বস্ত্রাঞ্চলে জানকীব অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডল মার্জনা কবিযা বাবণেব সভায যাত্রা কবিলেন। (সম্ভবতঃ মাযাবলে তিনি অদৃশ্যরূপেই গিযাছিলেন।)

বাবণেব মন্ত্রণা অবগত হইযা বুদ্ধিমতী সবমা সত্বব অশোকবনে ফিবিযা আসিযাছেন। সীতা তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক স্বযং বসিবাব আসন দিযা জ্ঞাতব্য বিষয জানিতে চাহিলে পব সবমা কহিতেছেন—

জনন্যা বাক্ষসেন্দ্রো বৈ ত্বন্মোক্ষার্থং বৃহদ্বচঃ।
অতিস্নিগ্ধেন বৈদেহি মন্ত্রিবৃদ্ধেন চোদিতঃ ॥

ইত্যাদি। ৬।৩৪।২০-২৬

—বৈদেহি, বৃদ্ধ এক মন্ত্রী তোমাকে সমাদবপূর্বক প্রত্যর্পণ কবিবাব নিমিত্ত মধুবস্ববে বাবণকে বলিলেন—'বাজন্, শীঘ্র সীতাকে বামেব হাতে প্রত্যর্পণ কব। হনুমান্ যে সমুদ্র পাব হইযা সীতাকে দর্শন কবিযাছেন এবং জনস্থানে বাম যে অদ্ভুত কর্ম কবিযাছেন, তাহাতেই তাঁহাদেব পবাক্রম তুমি বুঝিতে পাবিযাছ।' সীতে, বৃদ্ধ মন্ত্রী ও বাবণেব জননী বাবণকে এইভাবে বহু উপদেশ দিলেন, কিন্তু অর্থলোভী যেরূপ কিছুতেই অর্থ পবিত্যাগ কবিতে সম্মত হয না, বাবণও সেইরূপ কিছুতেই তোমাকে পবিত্যাগ কবিতে সম্মত হইলেন না। মৃত্যুভযে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইযা বাবণ তোমাকে প্রত্যর্পণ কবিবেন না—ইহাই তাঁহাব স্থিব সিদ্ধান্ত। বৈদেহি, তুমি চিন্তিত হইও না। বাম শীঘ্রই বাবণকে বধ কবিযা তোমাকে অযোধ্যায লইযা যাইবেন।

সবমাব এই কথাগুলি শোনাব পব আব তাঁহাকে দেখিতে পাওযা যায না। বিভীষণেব বাজ্যাভিষেক, সীতাব অগ্নিপবীক্ষা, বামেব সহিত সীতাব অযোধ্যাযাত্রা এবং বাম-সীতাব অভিষেকেব সময সবমাকে দেখিতে বামাযণপাঠকেব বাসনা জাগে। বিশেষতঃ জানকী বাবণবধেব পব তাঁহাব দুঃখদিনেব সান্ত্বনাদাত্রী এই সখীব প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিযাছেন তাহাও দেখিতে ইচ্ছা হয। পবন্তু মহর্ষি বাল্মীকি সকল- কিছুই পাঠকগণেব কল্পনাব উপব ছাডিযা দিযাছেন।

---

১ ৭।১২।২৪, ২৫
২ ৫।৩৭।১১

ত্রিজটা

লঙ্কাব অশোকবনে বন্দিনী জনকনন্দিনীব বক্ষাকার্যে বাবণ যেসকল বাক্ষসীকে নিয়োগ কবিযাছিলেন, তাহাদেব মধ্যে বিভীষণপত্নী সবমা এবং অজ্ঞাতপবিচযা বাক্ষসী ত্রিজটা সীতাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিযা তাঁহাব দুর্বহ দুঃখভাবকে লঘু কবিতে চেষ্টা কবিযাছেন।

বামাযণেব টীকাকাব গোবিন্দবাজ বলেন—ত্রিজটা ছিলেন বিভীষণেব কন্যা। কিন্তু বামাযণে এই উক্তিব সমর্থক কোন কথা নাই। বিশেষতঃ 'বৃদ্ধা' শব্দটি ত্রিজটাব বিশেষণৰূপে প্রযুক্ত হওযায গোবিন্দবাজেব এই সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলিযা মনে কবিতে পাবা যায না।[১]

পুনঃপুনঃ অনুনয-বিনয ও তর্জন-গর্জন কবিযাও লঙ্কেশ্বব সীতাব পাতিব্রত্য নষ্ট কবিতে পাবেন নাই। বিকটাকৃতি চেড়ীগণকে তিনি আদেশ কবিলেন যে, তাহাবা যেন সর্ববিধ উপাযে সীতাব চিত্তকে তাঁহাব প্রতি অনুকূল কবিযা তোলে। কিঙ্কবীগণেব অসদৃশ কথাবার্তা ও ভযপ্রদর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হইযা সীতা প্রাণ পবিত্যাগেব সঙ্কল্প প্রকাশ কবিলেন। বাক্ষসীগণেব কেহ কেহ বাবণকে সেই সংবাদ দিতে চলিযাছে, কেহ কেহ সীতাকে হত্যা কবিবে বলিযা শাসাইতেছে। ত্রিজটাও বাবণেব আদেশে সীতাব পাহাবায নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তখন ঘুমাইতেছিলেন। ক্রূব বাক্ষসীদেব তর্জনেব শব্দে তাঁহাব ঘুম ভাঙ্গিযা গেল।

সীতাং তাভিবনার্যাভির্দৃষ্ট্বা সন্তর্জিতাং তদা।
বাক্ষসী ত্রিজটা বৃদ্ধা প্রবুদ্ধা বাক্যমব্রবীৎ॥

ইত্যাদি। ৫।২৭।৪-৪৯

—বৃদ্ধা বাক্ষসী ত্রিজটা জাগ্রতা হইযা অশিষ্টা বাক্ষসীগণ সীতাকে ভর্ৎসনা কবিতেছে দেখিযা তাহাদিগকে বলিলেন—অনার্যাগণ, তোমবা পবস্পব পবস্পবকে ভক্ষণ কব। জনকেব আদবেব কন্যা ও দশবথেব পুত্রবধূকে ভক্ষণ কবিও না। আমি আজ বাক্ষসকুলেব অমঙ্গল ও বামেব কল্যাণসূচক বোমাঞ্চকব স্বপ্ন দেখিযাছি। বাক্ষসীগণেব দ্বাবা জিজ্ঞাসিতা হইযা ত্রিজটা তাঁহাব স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন—বঘুনন্দন বাম শুভ্র বস্ত্র ও শুভ্র মাল্য পবিধানপূর্বক শূন্যগামী দিব্য বথে সমাৰূঢ় হইযা লঙ্কায উপস্থিত হইযা সীতাব সহিত মিলিত হইযাছেন। তাঁহাবা সূর্যেব ন্যায দিব্য তেজে দ্যোতিত হইযা শোভা পাইতেছেন। অতঃপব দেখিলাম যে, বাবণেব পুষ্পক-বিমানে আবোহণ কবিযা তাঁহাবা উত্তবাভিমুখে যাত্রা কবিযাছেন।

তাবপব দেখিযাছি—বক্তবস্ত্রধাবী মুণ্ডিতমস্তক কববীব-মাল্যযুক্ত তৈলাভ্যক্ত পানমত্ত বাবণ পুষ্পক-বিমান হইতে ভূতলে পডিযা গেলেন। বমণীগণ বাবণকে গর্দভেব বথে আবোহণ কবাইযা নৃত্য কবিতে কবিতে দক্ষিণাভিমুখে লইযা যাইতেছে। ভীতিবিহ্বল বাবণ অধোমস্তক হইযা সেই বথ হইতেও পডিযা গেলেন। তিনি উলঙ্গ অবস্থায সহসা উত্থিত হইযা প্রলাপ কবিতে কবিতে দুর্গন্ধযুক্ত নবকসদৃশ ভীষণ অন্ধকাবে লীন হইলেন।

কুম্ভকর্ণ ও বাজকুমাবদেবও সেই গতি হইল। স্বপ্নে আবও দেখিলাম যে, একটি বানবেব

দ্বাবা লঙ্কাপুবী দগ্ধ হইতেছে, আব বাক্ষসীগণ অট্টহাস্য কবিতেছে। সেই অবস্থাতেই অশ্ব, বথ ও হস্তিগণেব সহিত লঙ্কাপুবী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে।

হে বাক্ষসীগণ, তোমবা সীতাকে দুঃখ দিও না, এখান হইতে সবিযা যাও। তোমাদেব মবণও আসন্ন। তোমবা অচিবেই বাম ও সীতাব মিলন দেখিতে পাইবে। বাঘব তোমাদিগকে ক্ষমা কবিবেন না। বৈদেহীব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবাই আমাদেব উচিত। বাম হইতে বাক্ষসকুলেব ভীষণ দুর্গতি সমুপস্থিত।

তোমবা দেখ—এই মঙ্গলসূচক স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিযা সীতাব বাম চক্ষু স্ফুবিত হইতেছে এবং বাম বাহু সহসা স্পন্দিত হইতেছে। তাঁহাব হস্তিশুণ্ডেব ন্যায বাম উরুব স্পন্দনে সূচিত হইতেছে যে, বাম যেন তাঁহাব সমীপে উপস্থিত হইযাছেন। নীড়ে প্রবিষ্ট পাখীব মুখেও যেন শোনা যাইতেছে—'সীতে, বাম আসিতেছেন।'

লজ্জাশীলা সীতা ত্রিজটাব মুখে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিযা কহিলেন, এই স্বপ্ন যদি সত্যে পবিণত হয, তবে তিনি বাক্ষসীগণকে বক্ষা কবিবেন।

মাযাবী ইন্দ্রজিতেব নাগবাণে নিস্পন্দীকৃত বাম ও লক্ষ্মণকে প্রাণহীন মনে কবিযা আনন্দিত বাবণ বাক্ষসীগণকে আদেশ কবিলেন যে, তাহাবা যেন সীতাকে পুষ্পকে আবোহণ কবাইযা বণভূমিতে লইযা যায ও মৃত বাম-লক্ষ্মণেব শবদেহ সীতাকে দেখায।

বিরূপা বাক্ষসীগণেব সহিত ত্রিজটাও সীতাব সঙ্গে গিযাছেন। বাম ও লক্ষ্মণকে নিহত দেখিযা সীতা করুণ বিলাপ কবিতে থাকিলে—

পবিদেবযমানাং তাং বাক্ষসী ত্রিজটাব্রবীৎ।
মা বিষাদং কৃথা দেবি ভর্ত্তাযং তব জীবতি ॥

ইত্যাদি। ৬।৪৮।২২-৩৩

—বিলাপকাবিণী সীতাকে বাক্ষসী ত্রিজটা বলিলেন—দেবি, বিষণ্ণা হইও না। তোমাব স্বামী জীবিত আছেন। দেবি, তোমাকে আমি কতকগুলি নিশ্চিত লক্ষণ বলিব, যাহা দ্বাবা বুঝিতে পাবিবে যে, বাম ও লক্ষ্মণ জীবিত বহিযাছেন।

প্রভু নিহত হইলে সৈন্যগণেব বোষ, হর্ষ ও উৎসাহ দেখা যাইত না। তুমি বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইলে এই দিব্য পুষ্পক-বিমান তোমাকে বহন কবিত না। মৈথিলি, তোমাব নির্মল চবিত্র ও মধুব আচবণ আমাব চিত্তকে তোমাব প্রতি আকৃষ্ট কবিযাছে। আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই এবং কখনও বলিব না। এই বীব ভ্রাতৃযুগলকে সমবে দেবগণ এবং অসুবগণও জয কবিতে সমর্থ নহেন। মৈথিলি, সুমহান্ আশ্চর্যেব বিষয লক্ষ্য কব—শবাঘাতে অচেতন হইলেও শবীবেব সহজ কান্তি এই ভ্রাতৃদ্বযকে ত্যাগ কবে নাই। উভযেব মুখশোভা অবিকৃত বহিযাছে। গতপ্রাণ ব্যক্তিব মুখমণ্ডল এরূপ অবিকৃত থাকে না। দেবি, তুমি শোক পবিত্যাগ কব।

ত্রিজটাব আশ্বাস-বাক্য শুনিযা জানকী জোড়হাতে কহিলেন—'তোমাব কথা সত্য হউক।'

ত্রিজটা ও সীতাকে সঙ্গে লইযা বাক্ষসীগণ অশোকবনে প্রত্যাবর্তন কবিলেন।

এই প্রকবণে সীতাব প্রতি ত্রিজটাব স্নেহ ও শ্রদ্ধা যেরূপ ফুটিযা উঠিযাছে, সেইরূপ তাঁহাব বুদ্ধিমত্তা ও লক্ষণ-পবিজ্ঞানও প্রকাশ পাইযাছে।

এই দৃশ্যেব পবে ত্রিজটাব সহিত আব আমাদেব সাক্ষাৎকাব ঘটে না। অতঃপব সবমাব ন্যায ত্রিজটা সম্পর্কেও আমাদিগকে শুধু কল্পনাই কবিতে হয।

১ ৫।২৭।৪

অহল্যা

হিন্দুদের প্রাতঃস্মরণীয়া পাঁচজন মহিলার মধ্যে রামায়ণে আমরা যে তিনজনকে দেখিতে পাই, তাঁহাদের দুইজনের (তারা ও মন্দোদরী) কথা বলা হইয়াছে। তৃতীয়ার নাম হইতেছে—অহল্যা।

রামায়ণের ঘটনার সহিত সম্পৃক্তদের ভিতরে যদিও অহল্যার নাম নাই, তথাপি প্রাসঙ্গিক চরিত্র হিসাবে তাঁহার চরিত্রও আলোচিত হইতেছে।

প্রজাপতি ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও দুঃখিত দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিতেছেন—"প্রথমতঃ আমি যে-সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের অঙ্গকান্তি, ভাষা ও রূপ একই প্রকারের ছিল। পরে আমি একাগ্রচিত্তে প্রজাগণের পার্থক্য বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

ততো ময়া রূপগুণৈরহল্যা স্ত্রী বিনির্মিতা।
হলং নামেহ বৈরূপ্যং হল্যং তৎপ্রভবং ভবেৎ।
যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা ॥

ইত্যাদি। ৭।৩০।২৪-৪৭

—'হল' শব্দের অর্থ কুরূপতা। তাহা হইতে যে নিন্দনীয়তা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলা হয়—'হল্য'। যে নারীর কোনরূপ হল্য নাই, তাহারই নাম 'অহল্যা'। সেইজন্য আমি সেই নারীর নাম রাখিলাম—'অহল্যা'। হে দেবেন্দ্র, সেই নারীটিকে নির্মাণ করিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম যে, নারীটি কাহার পত্নী হইবে। তুমি আপন পদমর্যাদায় অহঙ্কৃত হইয়া আমার অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই মনে মনে তাহাকে পত্নীরূপে বরণ করিয়াছিলে। আমি মহামুনি গৌতমের নিকট সেই নারীটিকে গচ্ছিত রাখিয়া দিলাম। বহু বৎসর পরে গৌতম তাহাকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ করেন।

মহাতপস্বী গৌতমের চরিত্রবল ও তপঃসিদ্ধি অবগত হইয়া আমি অহল্যাকে পত্নীরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এই ঘটনায় তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে। তারপর তুমি কামোন্মত্ত হইয়া মুনির আশ্রমে যাইয়া অহল্যার উপর বলাৎকার করিয়াছ। মুনি তাহা জানিতে পারিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন—'যেহেতু তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীর প্রতি বল প্রয়োগ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে বন্দী হইবে। হে দুর্বুদ্ধে, তোমার প্রবর্তিত এইপ্রকার ব্যভিচার মর্ত্যলোকেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। যে-কোন ব্যক্তি জারভাবে পাপাচার করিলে সেই পাপের অর্ধভাগ তোমার উপর পতিত হইবে। দেবরাজের পদ কখনও স্থায়ী হইবে না।"

অতঃপর মহাতেজস্বী গৌতম অহল্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—'দুষ্টে, তুমি আমার আশ্রমের নিকটে অদৃশ্য হইয়া অবস্থান কর। যেহেতু রূপগর্বে তুমি এইরূপ মহাপাপ করিয়াছ, সেইহেতু জগতে তুমিই একা রূপবতী থাকিবে না, আরও অনেক রূপবতী নারী

জন্মগ্রহণ কবিবেন।'

অহল্যা সবিনযে স্বামীকে কহিতেছেন—'ব্রহ্মর্ষে, দেববাজ 'আপনাবই ৰূপ ধাবণ কবিযা আমাকে কলঙ্কিত কবিযাছেন। আমি তাঁহাকে চিনিতে পাবি নাই। অজ্ঞাতসাবে যে অপবাধ কবিয'ছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন।'

গৌতম পত্নীকে কহিলেন— ইক্ষ্বাকুবংশে মহাপুরুষ বাম অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহাকে দর্শন কবিযা তুমি পাপমুক্তা হইবে ও পুনবায আমাব সহিত বাস কবিবে।'

এইকথা বলিযা গৌতম আপন আশ্রমে চলিযা আসিলেন ও ব্রহ্মবাদী মুনিব পত্নী অহল্যা কঠোব তপস্যা কবিতে লাগিলেন।

অহল্যা ও ইন্দ্রঘটিত ব্যাপাবেব অন্যপ্রকাব বর্ণনাও বামাযণেই বহিযাছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্রেব সহিত বাম ও লক্ষ্মণ মিথিলায যাইতেছেন। মিথিলাব সমীপে একটি প্রাচীন নির্জন আশ্রমতুল্য স্থান দেখিতে পাইযা কৌতূহলী বাম সেই স্থানটিব পবিচয জানিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র বলিতেছেন—

হন্ত তে কথযিষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন বাঘব।
যস্যৈতদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্মহাত্মনঃ॥
ইত্যাদি। ১।৪৮।১৪-১৮

বাঘব, যে মহাত্মাব কোপে এই আশ্রম অভিশপ্ত হইযাছে, তাঁহাব সকল কথা তোমাব নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কব। দেবগণপূজিত এই আশ্রমে মহাত্মা গৌতম তপস্যা কবিতেন। তাঁহাব পত্নীব নাম ছিল—অহল্যা। একদা মহর্ষিব অনুপস্থিতিব সুযোগে শচীপতি ইন্দ্র গৌতমেব বেশ ধাবণ কবিযা সেই আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি অহল্যাকে বলিলেন—'হে তপস্বিনি, কামোন্মত্ত পুরুষ ঋতুকালেব প্রতীক্ষা কবিতে পাবে না। আমি এখনই তোমাকে পাইতে ইচ্ছা কবি।

মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায বঘুনন্দন।
মতিঞ্চকাব দুর্মেধা দেববাজকুতূহলাৎ॥ ইত্যাদি। ১।৪৮।১৯-২১

—বঘুনন্দন, দুর্বুদ্ধি অহল্যা মুনিবেষধাবী ইন্দ্রকে চিনিতে পাবিযাও দেববাজেব সহিত বতিক্রীডাব কৌতূহলবশতঃ এই কর্মে সম্মতি দিযাছেন। অনন্তব হৃষ্টচিত্তে অহল্যা দেববাজকে বলিলেন—সুবশ্রেষ্ঠ, আমি কৃতার্থ হইযাছি। তুমি শীঘ্র পলাযন কবিযা নিজকে ও আমাকে বক্ষা কব।

হর্ষোৎফুল্ল দেববাজ হাসিতে হাসিতে কুটীব হইতে নির্গত হইতেছেন। তখনই গৌতমকে কুটীবদ্বাবে সমাগত দেখিযা ভযে ইন্দ্রেব মুখ শুকাইযা গেল। মুনিবেষধাবী ইন্দ্রকে দেখিযাই গৌতম সকল বৃত্তান্ত বুঝিতে পাবিযা ক্রোধে জ্বলিযা উঠিযাছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রকে অভিসম্পাত কবিলেন—'বে দুষ্ট, এখনই তোব অণ্ডকোষ খসিযা পডিবে।' ইন্দ্রকে শাপ দিযাই গৌতম অহল্যাকে বলিলেন—'ওবে দুষ্টে, তুই আপন কার্যেব জন্য অনুতপ্ত হইযা নিবাহাবে সর্বপ্রাণীব অদৃশ্যৰূপে ভস্মশয্যায শযন কবিযা এই স্থানে বাস কব্। মহাত্মা বামেব দর্শনে নিষ্পাপ হইযা পুনবায আমাব সহিত মিলিত হইবাব যোগ্য দেহ প্রাপ্ত হইবি।'

মহাতেজস্বী গৌতম ব্যভিচাবিণী অহল্যাকে এইৰূপ বলিযা এই আশ্রম পবিত্যাগপূর্বক তপস্যাব নিমিত্ত হিমালয-শিখবে চলিযা গেলেন।

এই ঘটনা বিবৃত কবিযা বিশ্বামিত্র বামকে লইযা সেই আশ্রমে প্রবেশ কবেন। বাম দেখিতে পাইলেন যে, অহল্যাব কঠোব তপস্যাব প্রভাবে সেই আশ্রম উদ্ভাসিত।

ধূমাচ্ছাদিত অগ্নিশিখাসদৃশী অহল্যা বামকে দেখিযাই শাপমুক্তা হইলেন। বাম ও লক্ষ্মণ সানন্দে অহল্যাব চবণবন্দনা কবিলে পব অহল্যা পাদ্য-অর্ঘ্যাদি উপচাবে তাঁহাদিগকে অর্চনা কবেন। সেইসময আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহর্ষি গৌতম তখনই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পত্নীকে গ্রহণ কবিলেন এবং বিশ্বামিত্র ও বাম-লক্ষ্মণকে যথাবিধি সৎকাব কবিযা বিদায দিলেন।[১]

বর্ণিত দুইটি প্রকবণে পবস্পব বিরুদ্ধ কথা থাকিলেও অহল্যা যে পবে কঠোব তপস্যা দ্বাবা বিশুদ্ধা হইযাছেন, ইহাতে কোন সংশযেব অবকাশ নাই। বাম-লক্ষ্মণও তাঁহাকে পাযে ধবিযা প্রণাম কবিযাছেন। তপশ্চবণেব দ্বাবা অহল্যা যেন জন্মান্তব লাভ কবিযাছেন। সম্ভবতঃ এই কাবণেই তিনি আমাদেব প্রাতঃস্মবণীযা।

বাজর্ষি জনকেব পুবোহিত মহাতপস্বী শতানন্দ ছিলেন—গৌতম ও অহল্যাব জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহাদেব অপব সন্তান-সন্ততিব কথা কিছুই জানা যায না।[২]

---

১ ১।৪৯শ সর্গ
২ ১।৫১।২
